কবিবর ৺রাজকৃষ্ণ রায়।

গ্রন্থাবলী।

সপ্তম ভাগ।

রুসিয়া, দৃষ্টান্ত কলিকাশতক, হীরে মালিনী, পঞ্চরত্ন, ষড়্‌রত্ন, সপ্তরত্ন, অষ্টরত্ন,
নবরত্ন, লক্ষহীরা, মোহমুদ্গর, প্রতিফল, প্রশ্নোত্তর-সুধা-লহরী,
শ্মশান ও জীবন, ব্রজবিহার।

৺ রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত।

কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্,
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,
৩৮ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন "সিদ্ধেশ্বর যন্ত্রে"
শ্রীসিদ্ধেশ্বর পান দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০১

মূল্য ২৲ টাকা।

ভূমিকা।

স্বর্গীয় কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের সপ্তম ভাগ গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইল। মৃত্যু-শয্যায় পড়িয়াও তিনি ইহার পুস্তক নির্ব্বাচন ও কতক প্রুফ সংশোধন করিয়া গিয়াছেন। রাজকৃষ্ণ বাবুর অধ্যবসায় ও উদ্যমের নূতন পরিচয়ের আবশ্যক নাই। তাঁহার কত আশা—কত উদ্যোগ ছিল কি বলিব? সকল আশায় ছাই দিয়া মৃত্যু তাঁহাকে জগৎ হইতে অপসৃত করিল। চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে আমাকে আজ গ্রন্থাবলীর সপ্তম ভাগ প্রকাশ করিতে হইল।

মৃত কবির অনাথা বিধবা ও পিতৃহীন শিশুর, গ্রন্থ-সম্ভূত আয়ই এক্ষণে জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন। সহৃদয় বঙ্গীয় পাঠককে ইহা অপেক্ষা আর বলিবার কথা পাইলাম না। তাঁহারাই এক্ষণে উহাদিগের একমাত্র ভরসা।

বর্ত্তমান গ্রন্থাবলীতে যদি কোন দোষ পরিলক্ষিত হয়, তাহা আমার——প্রশংসার যদি কিছু থাকে, তাহা কবির।

আর এক কথা—সঙ্কলিত বর্ত্তমান পুস্তকের মুদ্রাকর শ্রীযুক্ত বাবু সিদ্ধেশ্বর পান মহাশয় ইহার মুদ্রাঙ্কনবিষয়ে বিশেষ যত্ন ও তত্ত্বাবধান করিয়া আমার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। কিমধিকমিতি।

বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ কলিকাতা
১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০১।

শ্রীগুরুদাস শর্ম্মা।

সূচিপত্র।

রুসিয়া

প্রথম অধ্যায়।

রুসিয়ার বিবরণ।

তুরস্ক দেশের ন্যায় রুস সাম্রাজ্য কিয়দংশে ইউরোপে এবং কিয়দংশে এসিয়াতে স্থিত। এসিয়ার সমস্ত উত্তর ভাগ রুসিয়ার অধীন। বিভিন্নজাতীয় বহুসংখ্যক লোক এই দেশে ইতস্তত বাস করে। কিন্তু দেশটি অতি বৃহৎ বলিয়া লোকবসতি ঘন না হইয়া বিরল। সেই সকল লোক গৃহপালিত পশুগণের খাদ্য সংগ্রহ করিবার জন্য নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়।

সাইবিরিয়া নামক দেশটি এসিয়ার প্রায় সমস্ত উত্তর ভাগ নিজের সীমাবদ্ধ করিয়া আছে। এই সাইবিরিয়া রুসিয়ার অন্তর্গত। সাইবিরিয়া দেশটিতে শীতের প্রাচুর্ভাব অতিশয় বেশী। তজ্জন্য লোকেরা বড় গরিব। তাহারা পশুচর্ম্মে শরীর ঢাকে, এবং বেশীর ভাগই কুটীরে বাস করে। রুসসম্রাট, তাঁহার প্রজাগণের মধ্যে যাহাদিগকে শত্রু বিবেচনা করেন, তাহাদিগকে এই ভয়ঙ্কর স্থানে নির্ব্বাসিত করেন।

ইউরোপে রুসিয়ার যে অংশ স্থিত, উহা খুব বৃহৎ। প্রায় আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের ন্যায় বড়। তা ছাড়া ইউরোপের প্রত্যেক রাজ্যের অপেক্ষা উহার পরিসর বেশী। উহার লোকসংখ্যা ৬,৩০,০০,০০০ ছয় কোটী ত্রিশ লক্ষেরও অধিক।

রুসিয়ার সম্রাট একজন যথেষ্ট ক্ষমতাশালী রাজা। তিনি তাঁহার ইচ্ছানুসারে প্রজাগণকে পালন ও শাসন করেন। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত কোন আইন কানুন হইতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমান সম্রাটের পিতা, প্রজাদিগের শাসনসম্বন্ধে অনেক সুনীতি প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

সম্রাটের নানা স্থানে রাজঅট্টালিকা আছে। কিন্তু তিনি প্রধানতঃ সেণ্ট পিটার্সবর্গের রাজপ্রাসাদেই অবস্থান করিয়া থাকেন। তাঁহার অনেক সৈন্য আছে। তিনি সর্ব্বদা বহুসৈন্যমণ্ডলী বেষ্টিত হইয়া কালক্ষেপ করেন।

মানচিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, ইউরোপের অন্তর্গত রুস রাজ্য, উত্তরে উত্তর বা ফ্রোজান সমুদ্র হইতে দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই বিস্তৃতির পরিমাণ প্রায় ১০০০ এক হাজার ক্রোশ। রুসিয়ার পূর্ব্বসীমায় ইউরাল বা ঔরাল পর্ব্বত; পশ্চিম সীমায় ফিন্‌ল্যাণ্ড উপসাগর, বল্‌টিক সাগর, প্রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া এবং তুরস্ক রাজ্য।

এই বৃহৎ রাজ্যের আব্‌হাওয়া নানারূপ। ফ্রোজান সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী হ্রদ সকল বৎসরের মধ্যে নয় মাস কাল বরফে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। রুসিয়ার মধ্যাংশে, কানাডা রাজ্যের ন্যায় দারুণ শীত; দক্ষিণাংশের আব্‌হাওয়া উষ্ণ ও সুখকর। এখানে আঙ্গুর ও অন্যান্য নানারূপ সুমিষ্ট ফল উৎপন্ন হয়।

রুসিয়ার রাজধানীর নাম সেণ্ট পিটার্সবর্গ। উহা নিভা নদীর তীরে স্থাপিত। নিভা নদী ফিন্‌ল্যাণ্ড উপসাগরে প্রবাহিত হইতেছে। সেণ্ট পিটার্সবর্গ সুন্দর নগর। এই নগরে যেরূপ নানাবিধ চমৎকার দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ দৃশ্য পৃথিবীর আর কোথাও নাই। সেণ্ট পিটার্সবর্গে অনেক বড় বড় অট্টালিকা আছে। সেই সকল অট্টালিকাবাসীরা এত ধনী যে, তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তি দুই তিন শত ভৃত্য রাখিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অবশিষ্ট বিবরণ।

রুসিয়ার আর একটি প্রধান নগরের নাম মস্কাউ। উহার আয়তন প্রায় সেণ্ট পিটার্সবর্গের ন্যায়। উহা একটি সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর। পূর্ব্বে সেথানে রুসের রাজারা বাস করিতেন। কিন্তু রুসেরা ১৮১২ খৃষ্টাব্দে সসৈন্য নেপোলিয়ন বোনা-পার্টিকে, সেথানে প্রবেশ-বাধা দিবার জন্য, উহার অধিকাংশ অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিয়াছিল। সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত, সেথানে আর রাজধানী নাই। যাহা হউক, অন্যান্য লোকদের থাকিবার নিমিত্ত মস্কাউ নগর পুনরায় নির্ম্মিত হইয়াছে।

সেণ্ট পিটার্সবর্গে বিবিধ বাণিজ্য-দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজদের জাহাজ সেথানে গিয়া শণ, লৌহ, চর্ম্ম, চর্ব্বি এবং অন্যান্য বাণিজ্য-দ্রব্য আনয়ন করে। কিন্তু মস্কাউ নগর জলপথ হইতে অনেক দূরে থাকাতে কোনরূপ নৌ-বাণিজ্যের সুবিধা হয় না।

রুসিয়ার জার অর্থাৎ সম্রাটের ন্যায় পৃথিবীতে অন্য কোন রাজার নানাবিধ মনুষ্যের উপর আধি-পত্য নাই। তাঁহার ইউরোপের অন্তর্গত রাজ্যের মধ্যে অন্ততঃ ৬০ যাইট প্রকার বিভিন্ন জাতির বসতি আছে। উহারা বিভিন্ন ভাষায় কথা কহে এবং বিভিন্ন উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কিন্তু তাঁহার এসিয়ার অন্তর্গত রাজ্য মধ্যে ভিন্ন-জাতীয় লোকের সংখ্যা আরও বেশী। ইউরোপীয় রুসিয়ার উত্তর বিভাগে ল্যাপল্যাণ্ডার, সামইড প্রভৃতি কয়েক জাতীয় মনুষ্য আছে। উহারা দেখিতে খর্ব্বাকার ও পাণ্ডুবর্ণ। উহারা অতি অসভ্য। যাহারা সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করে, তাহাদের মৎস্যই একমাত্র আহার্য্য। তাহারা এরূপ মৎস্যাশী যে, তাহাদের গাত্র হইতেও মৎস্যের গন্ধ নির্গত হয়। আমেরিকার উত্তরভাগের এস্কুইমো ইণ্ডিয়ান জাতির সহিত ইহাদিগের সাদৃশ্য আছে।

শীতকালে ঐ সকল লোকের বড় কষ্ট। উত্তর প্রদেশে চারি ভাগের তিন ভাগ সময়ে শীতের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। সেথানে কখনও কখনও একাদিক্রমে ছয় মাস রাত্রি থাকে। কিন্তু এই দীর্ঘকালব্যাপী অন্ধকারেও তাহারা অভ্যাসবশতঃ তেমন কষ্ট অনুভব করে না। যদিও তাহারা লেখা পড়া জানে না, যদিও তাহাদের পুস্তকাদি নাই, তথাপি তাহারা মৌখিক গল্পে ও অন্যান্যরূপ রসিকতায় সুখে কাল যাপন করে।

ঐ সকল জাতির ইতিহাস নাই। তাহারা ইতিহাস রাখিবারও প্রয়োজন মনে করে না। এক বংশের পর এক বংশ যাইতেছে আর সেই সঙ্গে তাহাদের বংশানুক্রমিক ঘটনাও বিলুপ্ত হইতেছে। তাহারা যুদ্ধ-ব্যাপার বা অন্য কোন বিশেষ ঘটনা জানে না। সে সকল লোকদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেরূপে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছে, উহারাও ঠিক সেইরূপে চলিতেছে। উহারা রুসীয় সম্রাটের শাসন স্বীকার করে, কিন্তু কখনও তাঁহাকে দেখিতে পায় না। কারণ, শীতের অত্যন্তপ্রাদুর্ভাববশতঃ সম্রাট সে প্রদেশে গমন করেন না।

ইউরোপীয় রুসিয়ার দক্ষিণ এবং পশ্চিম অংশে তাতারজাতীয় লোকেরা বাস করে। উহারা দ্রুতগামী অশ্বারোহণে বড় আমোদপ্রিয়। ডন নদীর সীমায় কসাক নামে এক জাতীয় লোকের বসতি। উহারাও অশ্বারোহণপ্রিয়। তা ছাড়া উহারা বড় বড় বর্শা লইয়া শত্রুদিগের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ করে। উহাদের হস্ত-কৌশল এরূপ বিচিত্র যে, দেড় শত হস্ত দূর হইতে শত্রুর প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করিতে পারে।

ইহা ছাড়া রুসরাজ্যে য়িহুদী, পোল, জর্ম্মণ এবং ফিন্সি জাতির বসতি আছে। নগরবাসীরা ইচ্ছা ও সুবিধা মত জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী কাজ কর্ম্ম করিয়া থাকে।

রুসিয়ার অন্তর্গত পোলণ্ডের সম্মুখস্থ প্রদেশ সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর। তত্রস্থ লোকেরা স্ব স্ব প্রতি-

বেশিগণকে উৎপন্ন শস্ত দিয়া সাহায্য করে। রুস রাজ্যের উত্তর ভাগ কেবল শীত-প্রধান নহে, উহার অধিকাংশ জলাভূমি এবং নিবিড় অরণ্যে পরিপূর্ণ। সেই সকল অরণ্যে বহুসংখ্যক হিংস্র জন্তু দেখা যায়। রুসেরা পশুলোমের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। তাহারা ইংলণ্ড প্রভৃতি অন্য অন্য দেশে পশুলোম রপ্তানি করিয়া থাকে। তা'ছাড়া তাহাদের দেশে যে প্রস্তুত পশুচর্ম্ম পাওয়া যায়, তাহার রং, গন্ধ এবং কোমলতা পৃথিবীর অন্য কোন স্থানের চর্ম্মে নাই। ঐ চর্ম্ম খুব উৎকৃষ্ট।

তৃতীয় অধ্যায়।

পিটার দি গ্রেট্।

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে রুসিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে ইহার ইতিহাসের কথা কিছু বলা উচিত। পূর্ব্বে রুসরাজ্য অসভ্য-দিগের বাসভূমি ছিল। একশত বৎসরের কিছু অধিক হইতে ক্রমে ক্রমে ইহার অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। সম্রাট পিটার দি গ্রেটের সিংহাসন-আরোহণের পূর্ব্বে, রুসরাজ্য সভ্যজাতি-দিগের রাজ্যের ন্যায়, পরিগণিত হইতে পারে নাই।

পিটার দি গ্রেট একজন অদ্ভুত লোক ছিলেন। যদিও তিনি স্বীয় রাজ্যকে সভ্য পদবীতে স্থাপিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তথাপি আপনাকে সভ্য ভব্য করিতে পারেন নাই। ফল কথা, কিয়দংশে তিনি অসভ্যের ন্যায় জীবন যাপন করিতেন।

রুসিয়ার সম্রাটদিগকে জার (Czar) কহে। জার পিটার পঞ্চবিংশ-বর্ষ-বয়ঃক্রম-কালে, রাজ-সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া, জ্ঞান-শিক্ষার জন্য, সমস্ত ইউরোপ খণ্ডে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কোন প্রসিদ্ধ বিশ্ব বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন নাই, কিম্বা কোন প্রাচীন ভাষা শিক্ষাতেও মনোযোগ দেন নাই।

পিটারের জ্ঞান-শিক্ষা অন্যরূপ ছিল। তা'র মধ্যে একটি এই ;—তিনি হলণ্ড দেশে গমন করিয়া, ছদ্মবেশে একজন নৌ-সূত্রধরের নিকট জাহাজ-নির্ম্মাণ-কার্য্য শিক্ষার নিমিত্ত, শিক্ষান-বিশরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সেখানে গিয়া যে বাড়ীতে অবস্থান করিতেন, সে বাড়ী আজিও আছে। তা'র পর তিনি ইংলণ্ডে গিয়া, পুনর্ব্বার জাহাজ-নির্ম্মাণ-কার্য্য শিক্ষা করিয়া-ছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি অন্যান্যরূপ শিল্পকার্য্য ও অস্ত্র চিকিৎসাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। ফল কথা, যাহাতে তাঁহার এবং তাঁহার প্রজাবর্গের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, এইরূপ কোন প্রকার জ্ঞানশিক্ষায় তিনি অবহেলা করেন নাই। তিনি বিদেশে এক বৎসরের কিছু অধিক কাল থাকিয়া শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার ভগিনী রুসরাজ্যের সম্রাজ্ঞী হইবার চেষ্টা করিতেছেন। এই বিরক্তি-কর সংবাদে তিনি বাধ্য হইয়া, সকল প্রকার কার্য্য-শিক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অনতিবিলম্বে মস্কাউ নগরে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়াই ষড়যন্ত্র-কারীদিগের কয়েক ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিলেন এবং ভগিনীকে কারাগারে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

তার পর, পিটার দি গ্রেটের অধিকাংশ সময় যুদ্ধ-ব্যাপার এবং রাজ্যশাসনে অতিবাহিত হইতে লাগিল। এই জন্য তিনি তাঁহার আরব্ধ শিল্পাদি কার্য্য শিক্ষার পূর্ণ সীমায় উপস্থিত হইতে পারি-লেন না। কিন্তু যতদূর শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা নিষ্ফল হয় নাই। তাহার ফলে রুসিয়ার অনেক উন্নতি হইতে লাগিল।

পিটার প্রত্যহ প্রত্যুষে ৫টার সময় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, সমস্ত দিন রাজ্য-সংক্রান্ত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। তা'র পর, রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, সন্ধ্যার সময় বিশ্রাম লাভ করিতেন। সে সময়ে তাঁহার নিকট তীব্র মদিরাপূর্ণ একটি বৃহৎ বোতল থাকিত। তিনি যে পর্য্যন্ত না জ্ঞানশূন্য হইতেন, ততক্ষণ পান করিতেন।

এই সুরাপান-অভ্যাসের সহিত তাঁহার চরিত্রগত অত্যাচার, তাঁহার কি বন্ধু, কি শত্রু, সকলের পক্ষেই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত। পিটার এক এক সময় দুঃখ করিয়া বলিতেন যে, তিনি রুসরাজ্যের অনেক দোষ সংশোধন করিয়াছেন বটে, কিন্তু নিজের বেলা পারেন নাই।

পিটারের নিকট যাহারা অপরাধী হইত, তিনি তাহাদিগকে স্বয়ং বেত্রাঘাত করিতেন। সামান্য লোকের কথা দূরে থাক, রুসরাজ্যের প্রথম শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোকদিগকেও পিটারের বেত্রাঘাত সহ্য করিতে হইত। এমন কি, সময়ে সময়ে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী ক্যাথারাইনের পৃষ্ঠেও সেই বেত্র সবলে নৃত্য করিত। তবু ক্যাথারাইন স্বামীর নিকট সর্ব্বদা দোষের উপযুক্ত শাস্তি পাইতেন না! হাজার হৌক রাজার রাণী কি না!

কেহ কেহ বলেন, পিটার দি গ্রেট গোপনে গোপনে তাঁহার পুত্রকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিয়া নিহত করিয়াছিলেন। পিটারের অনেক দোষ ছিল, অনেক অত্যাচার ছিল; তথাপি তাঁহার নাম রুসিয়ার সমস্ত সম্রাটের অপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এরূপ হইবার কারণ এই, তিনি প্রজাগণের মঙ্গল সাধনের জন্য, বহু দিন ধরিয়া, কঠিন পরিশ্রম করিয়াছিলেন। পিটার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী জারগণের অপেক্ষা, রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

পিটার দি গ্রেটের উত্তরাধিকারিগণ।

১৭২৫ খৃষ্টাব্দে, ৫৩ বৎসর বয়সে পিটার দি গ্রেট প্রাণত্যাগ করিলে, তাঁহার সহধর্ম্মিণী রাণী ক্যাথারাইন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ক্যাথারাইন জনৈক দরিদ্র গ্রাম্য লোকের কন্যা, কিন্তু তাঁহার রূপ অতিশয় অপরূপ ছিল। এই রূপের বলেই তিনি পিটার দি গ্রেটের সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন। রাণী ক্যাথারাইন্ দোষে গুণে জড়িত ছিলেন। দোষের মধ্যে সুরাপানটাই বেশী। রাণী ক্যাথারাইন প্রায় দুই বৎসর কাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

পরে রাজপৌত্র দ্বিতীয় পিটার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। দ্বিতীয় পিটার ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী এন্ আভানয়না রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। আভানয়না উচ্চদরের রাণী ছিলেন, এবং অনেকগুলি প্রশংসার কার্য্যও করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশংসিত কার্য্য সমূহের মধ্যে তুষার-প্রাসাদ (Palace of Ice) সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই তুষার-প্রাসাদ দেখিতে বড় মনোহর। একটি বরফময় হ্রদের মধ্যস্থলে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। কাষ্ঠ এবং প্রস্তরের পরিবর্ত্তে উহার ছাদ, ভিত্তি, গৃহ সমস্তই বৃহৎ বৃহৎ বরফখণ্ডে গঠিত হইয়াছিল। খাট, পালঙ্ক, মেজ প্রভৃতি সমস্ত আসবাবও বরফের। রাত্রিকালে যখন উহার মধ্যে আলো দেওয়া হইত, তখন দেখিলে বোধ হইত, সমস্ত প্রাসাদটি যেন অনন্ত হীরকে ঝক্‌মক্ করিতেছে।

এন্ আভানয়নার পর, রাজকুমারী এলিজাবেথ সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী হন। এলিজাবেথ পিটার দি গ্রেটের কন্যা। তিনি ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারূঢ় হইয়া, ২২ বৎসর কাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

তা'র পর ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় পিটার রুসিয়ার রাজা হন। পিটার দি গ্রেটের ন্যায় ইহাঁরও পত্নীর নাম ক্যাথারাইন। কিন্তু পতিপত্নী একসঙ্গে দীর্ঘকাল রাজসিংহাসনে উপবেশন করিতে পারেন নাই। এমন শুনিতে পাওয়া যায়, রাণী ক্যাথারাইন একাকিনী রাজ্যপ্রয়াসিনী হইয়া, স্বামীকে ষড়যন্ত্রে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করিয়াছিলেন।

কিন্তু যদিও রাণী ক্যাথারাইন এরূপ অত্যাচারিণী ছিলেন, তথাপি তাঁহার রাজ্যশাসনী বুদ্ধি বিশেষ প্রখরা ছিল। এই বুদ্ধিবলেই তিনি পৃথিবীর অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ রাজারাণীদের মধ্যে অন্যতমা উপযুক্তা শাসনকর্ত্রী বলিয়া গণ্যা হইয়া-

ছেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে রাণী ক্যাথারাইন তুরস্কদিগকে স্বরাজ্য হইতে দূরীভূত করিবার জন্ম চেষ্টা করিয়াছিলেন। যদ্যপি তিনি তাহা করিতে পারিতেন, তাহাহইলে তাঁহার রাজ্য ভূমধ্যস্থ সাগর হইতে উত্তর সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইত। কিন্তু কার্য্যসিদ্ধির পূর্ব্বেই তাঁহাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

রাণী ক্যাথারাইনের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র পল ৪৩ বৎসর বয়ক্রমে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। মাতার ন্যায় পলের কার্য্যকরী রাজবুদ্ধি আদৌ ছিল না। তা ছাড়া তিনি একরোখা ও অস্থিরচিত্ত ছিলেন। প্রজারা তাঁহাকে দুরন্ত পাগল বলিত। পলের চরিত্র ক্রমে ক্রমে সকলের পক্ষে এরূপ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল যে, কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করিয়া, তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন।

পরে সম্রাটপলের জ্যেষ্ঠ পুত্র আলেকজান্দার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই সম্রাট ১৮০১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন। আলেকজান্দার সম্রাট নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধ-ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া-ছিলেন। নেপোলিয়ন সসৈন্যে মস্কাউ নগরে প্রবেশ করাতে, রুসেরা বারুদে অগ্নি দিয়া, উহা ভস্মীভূত করিয়াছিল। সেই সূত্রে নেপোলিয়-নের সৈন্যগণ একবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

আলেকজান্দারের পুত্র দ্বিতীয় আলেকজান্দার ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি অনেকগুলি প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদন করেন। তাঁহার সময়ে রুসিয়ায় নানাবিধ শিল্প-কার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৩এ জানুয়ারি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্র এডিন্‌বরার ডিউক আল্‌ফ্রেড আর্‌নেষ্ট আল্‌বার্টের সহিত রুসিয়ার দ্বিতীয় আলেকজান্দারের একমাত্র কন্যা মেরী আলেকজান্দ্রোনার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। সেন্ট পিটার্সবর্গের "উইণ্টার প্যালেস" (Winter Palace) নামক রাজপ্রাসাদে এই শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল।

সে বৎসর দ্বিতীয় আলেকজান্দার রাজশকটে আরোহণ করিয়া, ভ্রমণ করিবার সময়, নিহিলিষ্ট-দিগের দ্বারা ডিনামাইট নামক বারুদপূর্ণ ব্যোম-যন্ত্রের আঘাতে নিহত হইয়াছেন। রুসিয়ায় পূর্ব্বে নিহিলিষ্টদিগের প্রাদুর্ভাব ছিল না। দ্বিতীয় আলেকজান্দারের সময় হইতেই উহাদিগের দল বল বৃদ্ধি হইতেছে। উহাদিগের মূলমন্ত্র মনুষ্য-মাত্রেই সমান। মনুষ্যের আবার মনুষ্য রাজা কি? হয় সকল মনুষ্যই রাজা, নয় সকলেই প্রজা—অর্থাৎ সকলেই একরূপ। এইজন্য উহারা রাজহত্যা-ব্রতে ব্রতী হইয়াছে।

রুসিয়ার বর্ত্তমান সম্রাট্, দ্বিতীয় আলেক্-জান্দারের পুত্র। ইনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, তৃতীয় আলেকজান্দার নাম ধারণ করিয়া-ছেন। পিটার দি গ্রেট হইতে রুসিয়ার বর্ত্তমান সম্রাট পর্য্যন্ত সকলেরই ভারত অধিকার করিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সম্রাটের পিতা দ্বিতীয় আলেকজান্দার মধ্য-এসি-য়ার মার্ভ প্রভৃতি অনেক স্থান যুদ্ধে অধিকার করিয়া, ক্রমশঃ ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইয়া-ছিলেন। এক্ষণে ইনি পিতৃপথাবলম্বী হইয়াছেন। আজ আমরা যে ইংরাজ-রুস যুদ্ধের আয়োজন দেখিতেছি, ইহার সূত্রপাত পিটর দি গ্রেট করিয়া গিয়াছেন। গত ৩০এ মার্চ্চ (খৃঃ ১৮৮৫) রুসিয়ার অন্যতর সেনাপতি কমারফ, সহকারী সেনাপতি আলিখানফের সহিত পাঁজদে, এপ্রিল মাসে মারুচক প্রভৃতি আফগানরাজ্যভুক্ত কয়েকটি স্থান রুসিয়ার অধীন করিয়াছেন। পাঁজদের যুদ্ধের সময় রুসীয়দের হস্তে দশ হাজার আফগান সৈন্য নিহত হয়। এই যুদ্ধের প্রধান গোলযোগ রুসিয়া ও আফগানস্থানের সীমা-নির্দ্ধারণ লইয়া। ইংরেজপক্ষ হইতে স্যার পিটার্স লমসডেন মধ্যস্থ হইয়া বিবাদী ভূমির বিবাদ মিটাইতে গিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যে কিছুই হয় নাই। আজ পর্য্যন্ত ভয়ানক গোলযোগ চলিতেছে। ভবিষ্যতে যে কি হইবে, তাহা ঈশ্বরই জানেন। তবে সিংহ

ভলুকের যুদ্ধনীতির ব্যাপার দেখিয়া, আমাদের মনে বিপদের আশঙ্কাটাই জাগিতেছে। আজ কয়েক মাস ধরিয়া, উভয় পক্ষে যেরূপ যুদ্ধের আয়োজন, সন্ধিপ্রস্তাব ও সন্ধিভঙ্গ হইয়া আসিতেছে, সে সকল বিষয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লিখিবার স্থান নাই। পাঠকগণ সমস্ত সংবাদপত্রেই সে বিষয়ের বিবরণ জানিতে পারিতেছেন বলিয়া, আমরা উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক নহি। তবে, যে সকল বিষয় সংবাদপত্রে প্রায় পাওয়া যায় না, উহাই এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল। ইহাতে রুসিয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ই লিখিত হইল।

পঞ্চম অধ্যায়।

রুসিয়ার আয়তন।

পূর্ব্বে রুসিয়ার ভৌগোলিক বিবরণ সংক্ষেপে এক প্রকার বলা হইয়াছে। এক্ষণে উহার বিষয় অন্য স্থান হইতে আরও কিছু বলা যাইতেছে।

পিটার দি গ্রেটের রাজসিংহাসনপ্রাপ্তির পূর্ব্বে ইউরোপে রুসিয়া রাজ্য বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিল না। পিটরের সময় হইতেই রুসিয়ার নাম ও প্রভাব যথেষ্ট বাড়িয়া আসিতেছে। ক্রমে ক্রমে রুসিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী অনেক পরকীয় রাজ্য পূর্ণরূপে দখল করিয়াছে। সুইডেন, পারস্য, তুরস্করাজ্যের অনেক অংশ রুসিয়ার কবলে প্রবিষ্ট হইয়াছে। পোলণ্ডরাজ্যও এক্ষণে রুসিয়ার অধীন। রুসিয়া ইউরোপের একার্দ্ধ অংশ লইয়াছে। সমস্ত উত্তর-এসিয়া এবং অধিকাংশ মধ্য-এসিয়াও রুসিয়ার দেহপুষ্টি বৃদ্ধি করিতেছে। আমেরিকার কিয়দংশও রুস্-সম্রাটের দখলে ছিল, কিন্তু উহা তিনি অপরকে বিক্রয় করিয়াছেন। যাই হউক, তবু রুসিয়ার আয়তন এত বড় যে, সে সসাগরা পৃথিবীর সাত ভাগের এক ভাগ অধিকার করিয়া আছে। ফল কথা, রুস্-সম্রাটের ন্যায় পৃথিবীর অন্য কোন রাজাই এত বড় ভূখণ্ডের অধিপতি নহেন।

রুসিয়ার সীমানির্দ্ধারণ সুস্পষ্টরূপে হইবার নহে। তবে ভৌগোলিকেরা মোটামুটি এইরূপ সীমা-মীমাংসা করিয়াছেন। যথা—

রুসীয় পোলণ্ড এবং বল্‌টিক্ সাগরস্থ দ্বীপ-পুঞ্জের সহিত ইউরোপীয় রুসিয়ার পরিমাণ ২০,১৮,৬৪৬ বর্গ মাইল। নব জিম্‌লা দ্বীপ ব্যতীত ফ্রোজন ও প্রশান্তসাগরস্থিত দ্বীপাবলীর সহিত রুসরাজ্যভুক্ত সাইবিরিয়া প্রদেশের পরিমাণ প্রায় ৪৮,৬৬,৬৪৩ বর্গ মাইল। যদিও নব জিম্‌লা দ্বীপের দক্ষিণাংশ আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই, তথাপি উহার পরিমাণ ৮৩,২১১ বর্গ মাইল। এইরূপে সমগ্র রুসিয়া রাজ্যের পরিমাণ-ফল প্রায় ৭০,২৮,৫৬৯ বর্গ মাইল। তন্মধ্যে ১৩,৬৪,৮১৫ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান উত্তরাংশে এবং ৫৬,৬৩,৭৪৬ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান দক্ষিণাংশে অবস্থিত।

ইউরোপীয় রুসিয়াতে যে সকল প্রদেশ সম্ভুক্ত হইয়াছে, তাহারা এই;—নিজ রুসিয়া, (কথন কথন মস্কৌ নামেও অভিহিত); ডন্ কসাকদের রাজ্য; কৃষ্ণ সাগরের তটস্থ ভূমিখণ্ড; তাতারদের সম্বন্ধযুক্ত কাজান ও অষ্ট্রাকান প্রদেশ; বায়ার-মিয়া; লাপ্‌লণ্ড, ইঙ্গ্রিয়া, কেরিলিয়া, ফিন্‌লণ্ড, অষ্ট্রোবোথিনিয়া, এস্থোনিয়া, লিভোনিয়া, আবো এবং আলাউদ দ্বীপপুঞ্জ ও ডেগো, ঈসেল প্রভৃতি দ্বীপ এই সকল পূর্ব্বে সুইডেনের অধিকারভুক্ত ছিল, এক্ষণে রুসিয়ার। এক সময়ে পোলণ্ড রাজ্য নিম্নলিখিত স্বাধীন গবর্ণমেন্টগুলিতে বিভক্ত ছিল, যথা—ভিটেস্ক্, মোখিলেভ, মিন্স্ক, বলিনিয়া, গর্ডনো, ভিল্‌না, পোডোলিয়া, বিয়ালিষ্টক্ এবং ওয়ার্‌সা, এহেন পোলণ্ডের অধিকাংশ স্থান এক্ষণে রুসিয়ার অন্তর্ভুক্ত। ক্রিমিয়া, ক্ষুদ্র তাতার, বিশারাবিয়া, এবং তুরস্কদের নিকট জয়লব্ধ মল্‌ডাভিয়ার কিয়দংশ এবং তুরস্ক ও পারস্যরাজের নিকট হইতে জয়লব্ধ জর্জিয়া ও ককেসস্ পর্ব্বতমালার অন্তর্গত ককেসীয় প্রদেশ এক্ষণে রুসাধিপতির অধিকৃত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

লোকসংখ্যা।

১৭৭০ খৃঃ বিশারাবিয়া রুসিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়, লোকসংখ্যা ৫,০০,০০০
১৭৭১ খৃঃ ক্রিমিয়ারাজ্য (১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে রুসরাজ্যভুক্ত হয়) লোকসংখ্যা ৪,৬০,০০০
১৭৮৫ খৃঃ জর্জ্জিয়া (১৮৩১ খৃষ্টাব্দে রুসরাজ্যভুক্ত হয়) লোকসংখ্যা ৪,০০,০০০
১৭৮৫ খৃঃ ক্ষুদ্র পোলণ্ড এবং উক্রেইন, লোকসংখ্যা ... ৬৫,০০,০০০
১৭৯৪ খৃঃ লিথুয়ানিয়া ও পোডলিয়া পশ্চিম-রুসিয়া, প্রভৃতি স্থানের সহিত লোকসংখ্যা ... ৮৫,০০,০০০
১৭৯৫ খৃঃ কৌরলণ্ড, লোকসংখ্যা ... ৪,০০,০০০
১৮০৩ খৃঃ লেস্‌বিস্‌ ও ককেসীয়প্রদেশ, লোকসংখ্যা ... ৩,০০,০০০
১৮০৯ খৃঃ ফিন্‌লণ্ড্‌, লোকসংখ্যা ... ১৪,০০,০০০
১৮১৩ খৃঃ শিরবন্‌, লোকসংখ্যা ... ১,৫০,০০০
১৮১৫ খৃঃ (১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রুসিয়ার অন্তর্ভুক্ত) পোলণ্ড্‌ রাজ্য, লোকসংখ্যা ৪,০০,০০০
১৮২৭ খৃঃ এরিভান্‌ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান, লোকসংখ্যা ১,৫০,০০০
১৮২৯ খৃঃ তুরস্কীয় আর্‌মেনিয়া, লোকসংখ্যা ৫,০০,০০০

সমষ্টি ২,৩২,৫০,০০০

সমগ্র রুসিয়ার লোকসংখ্যা সঠিক্‌ জানা যায় নাই। কেহ বলেন, ৫,০০,০০,০০০ পাঁচ কোটি, কেহ বলেন, ৬,১০,০০,০০০ ছয় কোটি দশ লক্ষ। শেষের সংখ্যা ম. হুগুতের মণ্টিবয়ন্‌ নামক পুস্তকের নূতন সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। পিটার পার্লির মতে ৬,৩০,০০,০০০ ছয় কোটি ত্রিশ লক্ষেরও বেশী*। কাহার মতে আবার ৫,৫৩,৪০,০০০ পাঁচ কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ চল্লিশ হাজার। এই শেষের হিসাব মত রুসরাজ্যান্তর্ভুক্ত লোকদিগকে ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লইলে, নিম্নলিখিতরূপে বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

রুসীয় গ্রীক্‌ চার্চ্চ ...	লোকসংখ্যা	৪,৫০,০০,০০০
৭২ সম্প্রদায়ভুক্ত রাস্‌কল্‌নৃইক্‌	,,	৩,৫০,০০০
ইউনাইটেড্‌ গ্রীক ও ইউনাইটেড্‌ আর্ম্মেনীয় সমেত রোমান্‌ কাথলিক ...	,,	৩৫,০০,০০০
অসবর্গ কন্‌ফেসন্‌ সম্প্রদায় (প্রোটেষ্টাণ্ট)	,,	২০,০০,০০০
রিফর্ম্মড্‌ চার্চ্চ সম্প্রদায়	,,	৫৪,০০০
মোরিভিয়ান্‌ ...	,,	১০,০০০
মেনোনাইট্‌ ...	,,	৬,০০০
মুসলমান ...	,,	২৫,০০,০০০
য়িহুদী ...	,,	৬,০০,০০০
বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী (লামা-উপাসক-সম্প্রদায়) ...	,,	৩,০০,০০০
ভারতবর্ষীয় (ফেটিচিজ্‌ম (?) উপাসকসম্প্রদায়)	,,	৬,০০,০০০
পুত্তলপূজক	,,	১,৭০,০০০
	সমষ্টি	৫,৫৩,৪০,০০০

জেনেরাল আলেক্‌জান্দার ডি কিরীফ বলেন, এক্ষণে জারের প্রজাসংখ্যা ১০,০০,০০,০০০ দশ কোটি। প্রয়োজন হইলে সকলেই যুদ্ধ করিতে পারে।

রুসিয়া এদিকে যে সকল পররাজ্য অধিকার করিয়াছে, সেই সেই স্থলে দাসব্যবসায় ছিল না, বা যাহা ছিল, তাহাও উঠিয়া গিয়াছে। রুসিয়ার অধিকৃত অন্যান্য স্থানের যে সকল অংশে দাসব্যবসায় আজিও প্রচলিত আছে, তত্তাবৎ স্থানের সম্রান্ত লোকদিগের সংখ্যা ৭,৫০,০০০ এবং ক্রীতদাসগণের সংখ্যা ৩,৬০,০০,০০০। সম্রান্ত প্রজাগণের রাজকর নাই। তাঁহারা যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত হন না বা তজ্জন্য রাজদণ্ডও পান না।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সৈন্যকে বাধা দিবার জন্য যে দরবার হইয়াছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত

* এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায় দেখ।

প্রজাগণ অস্ত্রধারণ করিবার আদেশ পাইয়াছিল। ৬,৪৩,১৩৫ ব্যবসায়ী, ৬১,৮৯,২৭৯ রাজভূতিভুক্ত কৃষক, ১,০১,১৩,১৭১ সাধারণ কৃষক, ১০,৭৭,৬৩৬ রাজপরিবারগণের সমস্তরা-সংগ্রহকারী কৃষক ও ১,১২,৪৫৩ স্বাধীন ব্যক্তি। সে সময়ে সর্ব্বশুদ্ধ ১,৮৩, ৩৫,৬৮০ জন লোক যুদ্ধার্থে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল।

রুসিয়াতে সর্ব্বশুদ্ধ তিনটি লোক শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম শ্রেণী—জমিদার প্রভৃতি সম্রান্তগণ; দ্বিতীয় শ্রেণী—ব্যবসায়ী, নাগরিক, বেসরকারী কর্ম্মচারী এবং ধর্ম্মযাজক; তৃতীয় শ্রেণী—কৃতদাস, সৈনিক, নাবিক ও স্বাধীন শিল্পকর।

সপ্তম অধ্যায়।

রুসীয় গবর্ণমেণ্ট।

রুসিয়া রাজ্য স্বেচ্ছাচার রাজতন্ত্রে নিয়ন্ত্রিত। জারের হস্তেই রাজ্যের সমস্ত আইন কানুন; তাঁহার অধীনে রাজকার্য্যনির্ব্বাহক সভা আছে। সেই সভা কার্য্যবিশেষে নানা ভাগে বিভক্ত। কিন্তু কোন সভারই ইচ্ছামত কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। জারের আজ্ঞানুসারে সকলকেই কার্য্য করিতে হয়। এই সকল সভার প্রথমটির নাম রাজ্যের রাজকীয় মন্ত্রিসভা (Imperial Conicil of State)। উহা চারি শাখায় বিভক্ত হইয়া, কেবল একজন (General President) সাধারণ সভাপতির অধীনে কার্য্য করে। দ্বিতীয়টি প্রিন্সপাল ষ্টাফ্ বা এটাট্ মেজর (Principal Staff or Etat Major); এই সভায় যুদ্ধ সম্বন্ধীয় সেনাবিভাগীয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। তৃতীয়টি কার্য্যনির্ব্বাহক ব্যবস্থাপক সভা (Executive Senate); ইহা আট ভাগে বিভক্ত। এই আট ভাগে তিনটি কার্য্য হইয়া থাকে—রাজাজ্ঞা পালন হইল কি না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমা এবং রাজ্যসম্বন্ধীয় তদারক। চতুর্থটি ধর্ম্মসভা (Holy or Governing Synod), ইহাতে ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা হয়।

রুসিয়ার কার্য্যনির্ব্বাহক সভাগুলি প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম বিভাগ সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে এবং দ্বিতীয় বিভাগ নিম্নলিখিত হিসাবে—১ম, বৈদেশিক কার্য্যনির্ব্বাহক মন্ত্রিসভা (Ministry for Foreign Affairs) ২য়, সামুদ্রিক মন্ত্রিসভা (Ministry of the Marine)। ৩য়, অভ্যন্তরীণ কার্য্য-নির্ব্বাহক মন্ত্রিসভা (Ministry of International Affairs) বা হোম ডিপার্টমেণ্ট্ (Home Department), ইহার সহিত কার্য্যনির্ব্বাহক ফৌজদারী আদালত (Executive Police) সংযুক্ত আছে। ৪র্থ, সাধারণ শিক্ষাসভা (Ministry of Public Instruction); এই সভায় বিশ্ববিদ্যালয়, সাধারণ বিদ্যালয়, শিক্ষাসমিতি এবং ধর্ম্মের বিষয় আলোচিত হয়। ৫ম, রাজস্ব, ব্যবসা ও শিল্পকার্য্যসভা (Ministry of Finsnce, Trade, and, Manufactures)। ৬ষ্ঠ, বিচারসভা (Ministry of Justice)। এই সকল বিভাগের যে কোন কর্ম্মচারী জার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন, তাঁহাকেই স্ব স্ব কার্য্যের দায়িত্ব বুঝাইয়া দেন।

বড় দুঃখের বিষয় যে, রুসিয়ার ন্যায় সর্ব্ববৃহৎ রাজ্যের রাজশাসন বড় স্বেচ্ছাচারপূর্ণ। এক ব্যক্তির হস্তে সর্ব্বপ্রকার ভার থাকিলে বাস্তবিকই বড় গোলযোগ ঘটে। একজন মানুষ হাজার বিজ্ঞ হইলেও সর্ব্ববিধ কার্য্য সুশৃঙ্খলে ও ন্যায়রূপে করিতে পারে না। রুসিয়ার দশাও তাই। কেবল জার (সম্রাট্) যাহা করিবেন, তাহাই ঠিক, কাজে কাজে রাজ্যশাসনের প্রতি সূক্ষ্মরূপে দৃষ্টি পড়ে না। সম্রাট্ মন্দকে ভাল বলিলেন, কাজেই তা ভাল হইল; আবার ভালকে মন্দ বলিলেন, কাজেই মন্দ হইল। এইরূপ স্বেচ্ছায় কার্য্য করিলে আলোক আঁধার দুইই দেখা যায়। আর এক কথা, সংবাদপত্র, রাজা প্রজা ও দেশের উন্নতির মূল। উহাতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব ব্যক্ত হইয়া বেশীর ভাগে সকলের মঙ্গল সম্পাদনই হইয়া থাকে, কিন্তু বড় দুঃখের

বিষয় যে, রুসিয়াতে যে সকল সংবাদপত্র আছে, সেগুলির কোন ক্ষমতাই নাই, সাক্ষীগোপাল—কলের পুতুল। রুসরাজের ইচ্ছানুসারে তাহাদিগকে চালিত হইতে হয়। রাজ্যে রাজকর্ত্তৃক একটা অন্যায় বা ভ্রমাত্মক কার্য্য হইল, সে কথা কাহারও সাধ্য নাই যে, মুখ ফুটিয়া বলে। সংবাদপত্রসম্পাদকদিগকে মনের কথা মনেই চাপিয়া রাখিতে হয়। এই সকল অন্তরায় থাকাতে, রুসগবর্ণমেণ্টের প্রজাপালন, রাজ্যশাসন সকলই যেন বিভ্রাটের ছায়া।

যে সকল বিচারার্থী—কি রাজধানীর কি গ্রামের—সকলকেই স্বয়ং সম্রাটের নিকট আবেদন করিতে হয়। স্বয়ং সম্রাট্ সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা অথচ একাকী সকল কার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন না। এইজন্য অনেক ব্যক্তিকে অনেক কষ্ট পাইতে হয়। যাহারা দূর হইতে আইসে, তাহাদের আরও কষ্ট। কার্য্যসূত্রবশতঃ প্রত্যেক বিভাগে প্রজাগণকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। ঐ সকল বিভাগে ঘুস্ লওয়ার বড় বাড়াবাড়ি দেখা যায়। ঘুস্ না দিলে, কোন ব্যক্তি শীঘ্র সম্রাটের নিকট যাইতে পারে না, কাজেই দায়ে পড়িয়া রাজকর্ম্মচারীদিগকে ঘুস্ দিতে হয়। রুসিয়ার গবর্ণমেণ্ট্ আফিসগুলিতে প্রজার সর্ব্বনাশমূলক ঘুস্ লইবার যেরূপ অত্যাচার, পৃথিবীর অন্যান্য কোন স্থানেই তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না। রুসীয় গবর্ণমেণ্ট আফিস্‌গুলিতে এরূপ উৎকোচপ্রচলনের প্রধান কারণ, রাজকর্ম্মচারীরা অল্প হারে বেতন পান, সুতরাং রাজার অবিচারে ও অত্যাচারে প্রজার সর্ব্বনাশ হয়। এমন কি, রুসীয় ধর্ম্মাধিকরণেও (আদালতে) এই উৎকোচরূপ অধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। যে সকল বিচারপতি রাজাজ্ঞায় বিচারকার্য্যের ভার পাইয়াছেন, তাঁহারাও ঘুস্ খাইয়া, দোষীকে নির্দ্দোষী ও নির্দ্দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া গুরুতর দণ্ড প্রদান করেন। ঘুসের অত্যাচারে অনেক সময়ে অনেক নিরীহ ব্যক্তিকেও প্রাণদণ্ড ভোগ করিতে হয়। লাএল সাহেব তদীয় "রুসচরিত্র" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "রুসিয়ার রাজকীয় ক্যাবিনেট কাউন্সিল হইতে সামান্য থানা পর্য্যন্ত সকল স্থানেই ঘুস্ ও অত্যাচারের বাড়াবাড়ি। এই সকল রাজকীয় কার্য্যালয়ে প্রত্যহ যে সকল উৎকোচগ্রহণ ও অত্যাচার ঘটিয়া থাকে, তাহা প্রতিদিন নোট-বুকে লিখিয়া রাখিলে, এক বৎসরে একখানা বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে।" বিসপ্ জেম্‌স্ সাহেবও এই কথা বলেন। তাঁহার মতে "রুসিয়ার সম্রাট স্বেচ্ছাচারপরতন্ত্র রাজা হওয়াতে প্রত্যেক রাজকার্য্যালয়ে উৎকোচগ্রহণ ও অত্যাচার এত বেশী যে, শুনিলে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। রুসিয়ায় এই সকল কুপ্রথা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।" এক্ষণে আবার এই সকল কুরীতি এতদূর বদ্ধমূল হইতেছে যে, রুসিয়ায় যতকাল স্বেচ্ছাচারী রাজা থাকিবেন, ততকাল ইহার মূলোৎপাটন হইবে না।

রুসীয় সম্রাটের রাজনীতি ও শাসননীতির দোষে অনেক সময়ে প্রজাগণকে যার-পর-নাই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। রাজা সকল সময়ে সকল কার্য্য স্বয়ং দেখিতে পারেন না, সুতরাং রাজকর্ম্মচারীদের কথায় বিশ্বাস করিয়া এক একটা ভয়ানক অন্যায় কার্য্য করিয়া বসেন। সময়ে সময়ে এইরূপ অন্যায় কার্য্যের ফলভোগও তাঁহাকে করিতে হয়। এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে;—প্রথম আলেক্‌জান্দার এক সময়ে সাইবিরিয়ার গবর্ণর জেনেরেল স্পিরাংস্কী (General Speranskii)র কথায় ৫০০ সাইবিরীয় প্রজাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহারা ভাবিয়াছিল, সম্রাট সুবিচার করিবেন, কিন্তু এক্ষণে অন্যায়রূপে কারারুদ্ধ হওয়াতে সকলেই সম্রাটের উপর বড় বিরক্ত হইয়া উঠিল। অন্যান্য প্রজারাও রাজার এই গর্হিত কার্য্যে ক্রুদ্ধ হইয়া, ষড়যন্ত্র করিয়া, তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যদ্যপি সম্রাট আজফ সমুদ্রস্থ টেগানরগ্ নামক দ্বীপে স্বাভাবিক মৃত্যুমুখে পতিত না হইতেন, তা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে ষড়যন্ত্রীদের হস্তে নিহত হইতে হইত।

রুসিয়ার সম্রাটদের এইরূপ ভয়ঙ্কর স্বেচ্ছাচারিতা-দোষেই নিহিলিষ্টদিগের দল সৃষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহাদের কথা বলা হইয়াছে। এই দলে স্ত্রী পুরুষ উভয় প্রকার লোকই আছে।

অষ্টম অধ্যায়।

সূক্ষ্মশিল্প।

যে দেশের লোকদের সর্ব্বদাই রাজার মুখ চাহিয়া চলিতে হয়, অনেক সময়েই তাহাদের আত্মোন্নতির ব্যাঘাত ঘটিলে স্বদেশের উন্নতিরও অনেক ক্ষতি হয়। রুসিয়ার সাধারণ লোকের ও দেশের এইরূপ ব্যাঘাত ও ক্ষতি দেখিতে পাওয়া যায়। সম্রাট যাহা নিজে পসন্দ করেন, সেইরূপ দ্রব্যেরই প্রয়োজন, অনুসন্ধান ও সৃষ্টি হয়। তা' ছাড়া প্রায় অন্য নূতন বা প্রয়োজনীয় সামগ্রী রুসিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জন্য রুসিয়ায় এখনও অনেক প্রয়োজনীয় শিল্পসামগ্রীর অভাব রহিয়াছে। রাজার অনুৎসাহে বৈদেশিক বাণিজ্য রুসিয়ায় তত পসার বৃদ্ধি করিতে পারে নাই। রুস সম্রাটের রাজসভায় মন্ত্রী প্রভৃতি যে সকল কর্ম্মচারিবর্গ থাকেন, সূক্ষ্মশিল্পবিষয়ে তাঁহাদেরও তত জ্ঞান নাই। যত টুকু আছে, তা'ও আবার রাজার ইচ্ছার সহিত না মিশিলে কোন কার্য্যেরই হয় না। পূর্ব্বে পিটার দি গ্রেট ছদ্মবেশে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া, স্থূলশিল্প ও সূক্ষ্মশিল্প শিক্ষা সম্বন্ধে যেরূপ মনোযোগ দিয়াছিলেন এবং কার্য্যেও যেরূপ কতকটা পরিণত করিয়াছিলেন, সেই প্রথা যদি আজিও পরবর্ত্তী সম্রাটদিগের দ্বারা চলিয়া আসিত, তাহা হইলে রুসিয়া আজ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালি, আমেরিকা প্রভৃতি উন্নতিশীল রাজ্যের শিল্পকার্য্যের সহিত টক্কর দিতে পারিত। রুসিয়াবাসী ধনিগণ ভূমিসম্পত্তি লইয়াই ব্যস্ত। তথাপি তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আজ কাল শিল্প-সামগ্রীর উন্নতি সম্বন্ধে মনোযোগ দিতেছেন। মধ্যবিত্ত লোকেরা এখনও অনেক দূরে পড়িয়া আছে। দরিদ্রদের তো কথাই নাই। তাহারা চালিত না হইলে চলিতে পারে না, কারণ তাহাদের নিতান্ত অর্থাভাব। ফল কথা, যত দিন স্বয়ং সম্রাট না এ বিষয়ে মনোযোগী হইতেছেন, তত দিন শিল্পের উন্নতি কোন মতেই হইতে পারিবে না।

নবম অধ্যায়।

সৈন্য ও রণতরী।

রুষ-সম্রাটের ন্যায় পৃথিবীর অন্য কোন রাজার সৈন্যসংখ্যা প্রচুর নহে। এই অপর্য্যাপ্ত সৈন্যবলেই রুসরাজ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ভূখণ্ডের অধিকারী। রুসের সৈন্য দেখিয়া ইউরোপের অন্যান্য রাজারা রুসরাজের সহিত লড়াই ঝগড়া করিতে বড় সাহসী হন না। এই সৈন্য-সংখ্যার পরাক্রমেই রুসিয়ায় ইংলণ্ডীয় বাণিজ্যের পথ প্রায় বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই জন্যই রুসের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানির ভাগই বেশী। কাহারও মতে রুস-সম্রাটের সৈন্যসংখ্যা দশ লক্ষ, কাহারও মতে বা আট লক্ষ। ইহার মধ্যে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য সর্ব্বদা রুসিয়ার সীমারক্ষার জন্য নিযুক্ত আছে। বাকি সাড়ে আট লক্ষ সৈন্য তবে কি করে?—কারণ আছে। রুসরাজ অপরাপর রাজাদের যে সকল রাজ্য যুদ্ধক্ষেত্রে জয় করিয়া, নিজের করিয়া লইয়াছেন, সেই সকল রাজ্য শত্রুভীতি হইতে নির্ব্বিবাদে রাখিবার জন্য এ হেন প্রকাণ্ড সৈন্যমণ্ডলীর প্রয়োজন। রুসরাজ যে সকল রাজ্য স্ববশে আনিয়াছেন, তত্রস্থ লোকদিগকে মনে তেমন বিশ্বাস করেন না—বিশ্বাস করেন, এই দশ লক্ষ সেনার অস্ত্রমুখে।

রুসীয় গবর্ণমেণ্টের আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী। সেনা-বিভাগে প্রতি মাসে যেরূপ অর্থব্যয় হয়, তাহা তুলনায় অতিরিক্ত হইয়া দাঁড়ায়। প্রত্যেক সৈনিকের বেতন ও রসদ অন্যান্য দেশের প্রত্যেক সৈনিকের অপেক্ষা পড়তায় কম হইলেও, রুসিয়ার

পক্ষে বেশী। রুসীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত ক্রীতদাসেরা রাজার তরফে কৃষিকার্য্য করে। কিন্তু রাজার আদেশে তাহারা সকলে যুদ্ধ-বিদ্যাতেও শিক্ষিত। তাহারা সচরাচর যেরূপ 'ভাতা' ও মাহিয়ানা পায়, তাহা রুসিয়ার অন্য কোন স্বাধীন কৃষকের পক্ষে হইলে, বড় কষ্টকর হইয়া উঠে। কিন্তু ঐ সকল রাজভৃত্য অভ্যাস বশতঃ ঐরূপ সামান্য অবস্থাতে থাকিয়াও বেস্ বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট হয়। অল্প পাইয়া, অল্প খাইয়া, এরূপ পররাজ্য আক্রমণকারী সৈন্য কোন দেশে দেখা যায় না। তবে তা'দের একটি আশা থাকে, যখন তাহারা অন্য কোন রাজার রাজ্য জয় করিতে পারে, তখন লুণ্ঠিত দ্রব্য হইতে সকলেই কিছু কিছু পুরস্কার পায়। যাই হউক, প্রথম নিকোলাস্ (প্রথম আলেক্জান্দার) ভূপতির সময় হইতে রুস সৈন্যদের অবস্থার কিছু উন্নতি হইয়াছে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে পোলণ্ডদেশের বনবিভাগ এবং পারস্য ও তুরস্কের রাজভাণ্ডার হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে যে টাকা রুসরাজভাণ্ডারে জমা হইয়াছিল, এক্ষণে সেই টাকাতেই রুস সৈন্যগণের গ্রাসাচ্ছাদনের অনেকটা সুবিধা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত সেই টাকা, দেশের রাজপথ, সেতু, জলাশয়, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ প্রভৃতিতে ব্যয়িত হইতেছে।

পিটার দি গ্রেটের পূর্ব্বে রুসিয়ায় উচ্চদরের নৌ-বিদ্যার প্রচলন ছিল না। তিনি হলণ্ড, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে গিয়া স্বয়ং উক্ত হিতকরী বিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতেই রুসিয়াতে রণতরীর সৃষ্টি হয়। এক্ষণে রুসিয়া রণতরীর বলে বলীয়সী হইয়া, জলযুদ্ধেও ইতস্ততঃ অগ্রসর হইতেছে। এক্ষণে রুসিয়ার তরফে বল্টিক সাগর ও কৃষ্ণসাগরে ম্যান্ অব ওয়ার, ফ্রিগেট, করভেটী, ব্রিগ্, স্কুনার, কটার, ইয়াচ, ষ্টিমার এবং অন্যান্য জলযানের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে।

দশম অধ্যায়।

পুলিষ, পোষ্টাপিস ইত্যাদি।

আমাদের দেশেও পুলিষের যেরূপ অত্যাচার, রুসিয়াতেও সেইরূপ; বিশেষতঃ রুসিয়ায় পুলিষ-কর্ম্মচারীদিগের নিকটে বৈদেশিকদিগকে সময়ে সময়ে বড় কষ্ট পাইতে হয়। রুসীয় পুলিষগুলি কেবল চোর ধরিবার জন্য নয়, সেখানে রাজনীতিরও চর্চ্চা হইয়া থাকে। পুলিষের লোকসংখ্যাও অনেক। প্রত্যেক বড় বড় শহর, বিভাগ এবং উপবিভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক স্থলেই এক একটি করিয়া পুলিষ-ষ্টেশন আছে। সেই সকল পুলিষ সর্ব্বদা নগরবাসীদিগের কার্য্যের উপর দৃষ্টি রাখে; বিশেষতঃ বৈদেশিক লোকদিগের উপর উহাদের দৃষ্টি অচল। ডাক্তার লায়াল দেখিয়াছিলেন, মস্কাউনগরে এক জন হেড-পুলিষ মাষ্টার, এক জন পলিটিকাল অফিসার, তিন জন উচ্চ শ্রেণীর পুলিষ-মাষ্টার, কুড়ি জন ইনস্পেক্টার এবং প্রত্যেক ইনস্পেক্টারের সহিত দুই জন সার্জ্জন, আটাশী জন সব ইনস্পেক্টার এবং তাহাদিগের সহিত প্রয়োজনীয় লোক জন, এক হাজার আশীজন গোয়েন্দা এবং দুই শতের অতিরিক্ত কনষ্টেবল্ ছিল। ঐ সকল পুলিষকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে কসাক এবং জেন্দারমিস্ লোকের সংখ্যাও বড় কম ছিল না। সে সময়ে মস্কাউনগরে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোক ছিল। তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও শাসনের জন্য মস্কাউনগরের পুলিষ কর্ম্মচারীদিগের সংখ্যা অতিরিক্ত। তথাকার পুলিষের লোকেরা প্রজারক্ষণের ভার-রক্ষার ভান করিয়া, জবরদস্তীতে অর্থ ভক্ষণ করিত। প্রজারা প্রাণের দায়ে ঐ সকল ধুরন্ধরকে ঘুস দিয়া ঘুসির দা এড়াইত। মস্কাউ পুলিষের বড় বড় কর্ম্মচারীরা বৎসরে কেবল ১৫০৲ টাকা বেতন পাইত। সেই বেতনে আবার ঘোড়ার খোরাক এবং পোষাকের খরচ যোগাইতে হইত। কাজেই ঘুসের বাড়াবাড়ি হইত। লায়াল সাহেব

যাহা দেখিয়া গিয়াছেন, রুসিয়ায় আজিও তাহা বর্ত্তমান।

রুসিয়া যেন ঘুসের দেশ! আপিসে আপিসে ঘুস, কথায় কথায় ঘুস! সেখানকার পোষ্ট আপিসেও চিঠি পত্রের সঙ্গে ঘুসের চলন! আমাদের এখানে রেলওয়ে, জেটিতে, আদালতে, পুলিষে এবং অন্যান্য কার্য্যে অনেককে ঘুস দিয়া, স্বকার্য্য-সাধন করিতে হয় বটে, কিন্তু রুসিয়ায় তা'র বাড়াবাড়ি। ঘুস দাও, তোমার পত্রখানি শীঘ্র গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইবে, নহিলে হয়ত পত্রের কোন খবরই পাওয়া যাইবে না। রুসিয়ার কষ্টম হাউসে মাল আমদানী রপ্তানীর ঘুস বড় চড়া।

একাদশ অধ্যায়।

ধর্ম্ম ও ধর্ম্মযাজকগণ।

রুসিয়ার সম্রাট খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। প্রোটেষ্টাণ্ট, রোমান ক্যাথলিক, গ্রীক চর্চ্চ, প্রিটেরবেরিয়ান্ প্রভৃতি কয়েক সম্প্রদায়ে রুসিয়ায় খৃষ্টধর্ম্ম বিভক্ত। রুসিয়াধিপতি এবং তাঁহার রুসীয় প্রজাগণ গ্রীক-চর্চ্চমতাবলম্বী। গ্রীক চর্চ্চের মধ্যে সমাধিস্থ ব্যক্তিগণকে পূজা করিতে পারা যায় না, কিন্তু সেই সকল ব্যক্তির স্বতন্ত্র প্রতিমূর্ত্তিকে পূজা করা যাইতে পারে। গ্রীক চর্চ্চের মূলবিশ্বাস, রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের সহিত বড় বিভিন্ন নহে; কিন্তু ক্রিয়া-কলাপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। রুসীয় গির্জ্জায় ভজনার সময়ে কোনরূপ বাদ্যযন্ত্র বাদন করা নিষিদ্ধ। কেবল খৃষ্টীয় পুরোহিতেরা ভজনার সময় উচ্চ গম্ভীর স্বরে বাইবেল-সূত্র পাঠ করেন। কোন পর্ব্বাহে, কি কোন বিশেষ ধর্ম্মকার্য্যের সময়ে রুসিয়ার খৃষ্টানগণ, খুব জাঁকজমকের সহিত ধর্ম্মমন্দিরে গিয়া ভজনা করে। রোমান ক্যাথলিকেরা সে জাঁকজমকের সহিত টক্কর দিতে পারে না। যদিও অন্যান্য গ্রীকচর্চ্চমতাবলম্বীরা কনস্তান্তিনোপলের পেত্রিয়াককে তাহাদের প্রধান ধর্ম্ম-সমাজপতি বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু রুসীয়েরা তাঁহার সেই শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে না। তাহাদের মতে রুসের রাজাই তাহাদের ধর্ম্মসমাজপতি। খৃষ্টীয় পুরোহিতেরা দুই ভাগে বিভক্ত—গার্হস্থ্য (Secullar) এবং কৌমারব্রতী (Monastic)। রোমীয় চর্চ্চেও এই দুইটি বিভাগ আছে। গৃহস্থ পুরোহিতেরা সংসার-ধর্ম্মও করে, ধর্ম্মযাজনও করে। কৌমারব্রতীরা যাবজ্জীবন অবিবাহিতাবস্থায় থাকিয়া, ধর্ম্মচর্চ্চায় কালক্ষেপ করে। কৌমারব্রতাবলম্বী খৃষ্টীয় সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীরা উচ্চদরের জ্ঞান ও সদাচারবিশিষ্ট না হইলে, এই উচ্চ পদ হইতে বিচ্যুত হয়। চির-কুমার-ব্রতধারীদিগের মধ্য হইতে উচ্চদরের ধর্ম্মযাজকদিগকে গ্রহণ করা যায়; এবং তাঁহাদিগকে ক্ষমতানুসারে মেট্রোপলিটান্, আর্ক-বিশপ, বিশপ, আর্কিমণ্ড্রাইট বা আবট, হিগোমিনস্ বা ফ্রায়ার এবং মঙ্ক প্রভৃতি উপাধি দেওয়া হইয়া থাকে। গার্হস্থ্য ধর্ম্মযাজকদিগের সংখ্যা বেশী। তাহাদিগের মধ্যে আঞ্চলিক পুরোহিত বা পোপেরা পরিগণিত। রুসিয়ার সাধারণ ধর্ম্মযাজকেরা প্রায় মূর্খ ও অলস, এবং কতকটা কৃষিকার্য্যের জ্ঞান ব্যতীত অন্য বিষয়ে জ্ঞানশূন্য। উহারা প্রায় সমাজের সহিত মিশ্রিত হয় না, ক্রীতদাসগণের উপরেই আধিপত্য করে। রুসিয়ার পৌরহিত্য পদ বংশানুক্রমিক হইয়া থাকে। গৃহস্থ ধর্ম্ম-যাজকেরা বিবাহ করে, কিন্তু যদি কাহারও পত্নীবিয়োগ হয়, তবে তাহাকে জীবনের অবশিষ্ট কাল একাকী অতিবাহিত করিতে হয়। রুসিয়ার ধর্ম্মযাজকেরা রাজার নিকট হইতে নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হয়। তা' ছাড়া তাহারা পরলোকগত সন্ন্যাসীদের সমাধি-মৃত্তিকা বা ছবি লইয়া, ধনী ব্যক্তিদিগের বাটী গিয়া, প্রসাদস্বরূপ অর্পণ করে, এবং তৎপরিবর্ত্তে কিছু কিছু অর্থ পায়। লোকের জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু হইলে, তাহার আত্মীয়েরা মঙ্গললাভের আশায় ঐ সকল ধর্ম্মযাজককে কিছু কিছু দর্শনী দিয়া থাকে। রুসিয়ার ধর্ম্মযাজকগণ ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছু না জানুক, কিন্তু আত্মগৌরবের জন্য বড় লালায়িত। ধর্ম্ম-

যাজকেরা মুখে যেরূপ ধর্ম্মের ভান করে, মনে তেমন নয়। উহাদের ন্যায় রুসিয়ার সাধারণ লোকদিগেরও ধর্ম্মবিশ্বাস মৌখিক। এক জন ধর্ম্ম-যাজকের বক্ষঃস্থলে সিভিল অর্ডারের "জেণ্টিল্ সোসাইটি" (Genteel Society)র পদক দেখিলে রুসেরা তাহাকে যত দূর খাতির করে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে তা'র সিকিও নহে।

আজ পর্য্যন্ত রুসিয়াতে রুসীয় গ্রীকচর্চ্চের অনুমোদিত ধর্ম্মের কোনরূপ মতভেদ হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ, রাজশাসন। রাজার আইনে এরূপ লিখিত আছে যে, কোন দেশীয় রুস সাই-বিরিয়াতেও নির্ব্বাসিত হইয়া, যার-পর-নাই কষ্ট-ভোগ করিলেও, স্বেচ্ছায় এই ধর্ম্মত্যাগ করিতে পারিবে না। এক সময়ে এই ধর্ম্মের কতকগুলি লোক র্যাস্কল্নিক্স্ অর্থাৎ ধর্ম্মান্তরগ্রাহী হইয়া, ধর্ম্মদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিল, কিন্তু রাজ-প্রতাপে তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ডাক্তার ম্যাক্মিচেল্ এই বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, তদানীন্তন রুস-সম্রাট্ ঐ সকল ধর্ম্ম-দ্রোহীদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া, নিজের অনিষ্ট-চিন্তা করিয়াছিলেন। এই জন্য, তাহাদিগকে যমালয়-স্বরূপ সাইবিরিয়ার অভেদ্য অন্ধকারময় সুড়ঙ্গ-গর্ভে চিরকালের জন্য আটক রাখিয়াছিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

চলিত মুদ্রা ও রাজস্ব।

রুসিয়া রাজ্যে সোণারূপার খনি থাকিতেও টাকার চলনটা বড় ভাল নয়। স্বর্ণ-মুদ্রা তো দেখাই যায় না। রুবল নামে এক প্রকার রৌপ্য-মুদ্রার চলন আছে। ঐ রুবল যেমন পুরা আকারে চলে, সেইরূপ আবার আধ সিকি দশানী ও বিশানী ভাগেও রাজ্যময় চলিত হয়। বাজার-ভাও বুঝিয়া কখন একটি রুবলের মূল্য আমাদের টাকার হিসাবে ২৶১০ পড়তায় বাড়িয়াছিল, কখন আবার ১।১০ পড়তায় কমিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে একটি রুবলের মূল্য ১৸০ টাকা। রুবল মুদ্রা রৌপ্য ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট কারেন্সি নোটরূপেও ব্যবহৃত হয়। প্রথমে যখন রুবল নোট প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল, তখন রাজার মৎলব ছিল যে, রূপার রুবলের মত নোটেরও মূল্য সমান থাকিবে, কিন্তু প্রজা সাধারণে রূপার বদলে কাগজ দেখিয়া নোট গ্রহণে বড় সম্মত হইল না। সুতরাং কম দরে চলিতে লাগিল। একখানা রুবল নোটের মূল্য একটা রৌপ্য রুবলের সিকি মূল্যে দাঁড়াইল। তা' ছাড়া এক্স্চেঞ্জের দর বুঝিয়া রুবল নোটের মূল্য কম বেশী হয়। যাহা হউক, মোটের উপর এক-খানা রুবল নোটের মূল্য সচরাচর আমাদের ।৶১০ দরে বিক্রয় হয়। রুসিয়াতে একটি রূপার সিকি রুবলে একখানা রুবল নোট পাওয়া যায়।

কোপেক্ নামে এক প্রকার তাম্রমুদ্রারও প্রচলন আছে। ১০০ কোপেকে একখানা রুবল নোট পাওয়া যায়। রুসিয়ায় রুবল অপেক্ষা কোপেকের চলনই বেশী। রুসীয় টাকশালে এক সময়ে প্লাতিনা ধাতুর মুদ্রা তৈয়ার হইয়াছিল, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই হঠাৎ ঐ ধাতুর মূল্য হ্রাস হওয়াতে মুদ্রারও দর কমিয়া গিয়াছিল। এই জন্য এক্ষণে প্লাতিনা-ধাতু-মুদ্রার আর প্রচলন নাই।

রুসিয়ায় যত সংখ্যক ব্যাঙ্ক নোট চলিতেছে, উহার মূল্য ১,০০,০০,০০,০০০ এক শত কোটি রুবল অর্থ, আমাদের পৌনে দুই শত কোটি টাকা। সেণ্ট্ পিটার্সবর্গের এসাইনেশিওনই ব্যাঙ্ক (Assig-nattionnoi Bank) হইতে রুবলনোটের আদান প্রদান হয়।

সাইবিরিয়া প্রদেশে ঔরাল পর্ব্বতের খনিতে স্বর্ণ পাওয়া যায়। ঐ সকল স্বর্ণখনির কতকগুলি রুস গবর্ণমেণ্টের খাসে এবং অপরগুলি অন্যান্য সওদাগরের দখলে আছে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ঔরাল পর্ব্বতের সমস্ত খনি হইতে ১২১ মোণ /৪ সের স্বর্ণ উঠিয়াছিল। উহার মূল্য ৬০,০০,০০,০০০ ষাইট লক্ষ টাকা।

রুসিয়ার অন্তর্গত কলিভানোভস্ক্রেসেঙ্ক্স্

এবং ষ্টারশিঞ্চ্‌স্‌ নামক দুইটি স্থানে যে সকল রৌপ্য-খনি আছে, তন্মধ্যে ১২টি খনি রুস গবর্ণমেণ্টের নিজের। ঐ ১২টি খনি হইতে ১২০০ বার শত পাউন্ড্ বা ইংরেজী ৪৩,২০০ তেতাল্লিশ হাজার দুই শত পাউণ্ড বা বাঙ্গালা ৫২৩/৫ পাঁচ শত তেইশ মোণ পাঁচ সের রৌপ্য উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া ৩৮,০০০ আটত্রিশ হাজার পাউন্ড্ সীস ধাতু পাওয়া যায়। উরাল পর্ব্বতে ছয়টি এবং আল্টাই পর্ব্বতে একটি রাজকীয় তাম্রখনি আছে। ঐগুলি হইতে ৫২,০০০ হাজার পাউন্ড্ তাম্র উঠিয়া থাকে। তা ছাড়া ২৭টি বেসরকারি খনি হইতে ১,৫৯,০০০ পাউন্ড্ তাম্র উৎপন্ন হয়। উহা হইতে শুল্ক স্বরূপ ২০,৮০০ পাউন্ড্ গবর্নমেণ্টকে দেওয়া হয়। সরকারী ও বেসরকারী লৌহখনিগুলি হইতে বাৎসরিক ২০,০০,০০০ পাউন্ড্ লৌহ উৎখাত হয়। বেসরকারী খনিগুলি হইতে রুসীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিবৎসর ১২,০০,০০০ রুবল শুল্ক প্রাপ্ত হন। সকল প্রকার খনিতে ১,৬০,০০০, এক লক্ষ ষাইট হাজার মজুর খাটে। পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে সমস্ত খনির কার্য্য অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টেও স্বতঃপরতঃ বিলক্ষণ লাভ করিতেছেন। বেসরকারী খনি-ব্যবসায়িগণকে পরিশ্রমের মূল্য দিয়া, মজুর খাটাইতে হয়, কিন্তু রুসীয় গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাসিত লোকদিগের দ্বারা অধিকাংশ খনিকার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। রুস্‌ গবর্ণমেণ্ট কয়েদীদিগকে মোটামুটি ভাতে-পোড়া গোছের যৎকিঞ্চিৎ আহার দিয়া, নিজের লভ্যাংশটা বেস্‌ বুঝিয়া লন।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে রুসরাজ্যের বাৎসরিক রাজস্ব ৪৫,০০,০০,০০০ পঁয়তাল্লিশ কোটি রুবল বা ৭৮,৭৫,০০,০০০ আটাত্তর কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা আদায় হইত। এক্ষণে একশত কোটিরও বেশী হইয়াছে। ক্রীতদাসদের মাথাগুন্তি কর (Capitation tax)*, সরকারী কৃষকদের খাজানা (*Obrok*), সুরা ও লবণের একচেটিয়া ব্যবসায় কষ্টম হাউস্, খনি, টাকশাল, ষ্টাম্প্ ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যশুল্ক হইতে এই রাজস্ব আদায় হয়। এই টাকা হইতে সরকারী কর্জ্জ করা সুদ ৪,০০,০০,০০০ চারি কোটি রুবল বা তদপেক্ষা বেশী রুবল প্রতি বৎসর খরচ হইয়া যায়। অবশিষ্ট টাকা রাজকার্য্য-সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যয়িত হয়।

* ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রুসগবর্ণমেণ্ট ক্রীতদাসত্ব-প্রথা উঠাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে ২,০০,০০,০০০ দুই কোটি ক্রীতদাস মুক্তিলাভ করিয়াছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ব্যবসায়, বাণিজ্য ও উৎপন্ন দ্রব্য।

রুসিয়ায় বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্য, দুই প্রকার বাণিজ্যই দেখা যায়, তবে অন্তর্বাণিজ্যা-পেক্ষা বহির্বাণিজ্যই বেশী। রুসিয়া যে সকল দেশের সহিত বাণিজ্য করে, তন্মধ্যে গ্রেট বৃটনই প্রধান। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে রুসিয়াতে সর্ব্বশুদ্ধ ৮,৭৩,৩৪,৪৮০ টাকার দ্রব্য আমদানি হইয়াছিল, তন্মধ্যে এক গ্রেট বৃটন হইতেই ৩,৭১৭,১৫,৮৩০ টাকার সামগ্রী; বাকি টাকার জিনিস অন্যান্য দেশ হইতে। সেই বৎসরের রুসীয় রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য ৮,৬০,৬২,৬৭০ টাকা, তন্মধ্যে গ্রেট বৃটনে ৪,০১,৩০,৩৯০ টাকার দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছিল। গ্রেট বৃটন হইতে আমদানি দ্রব্যের মধ্যে কাপড়, তুলামিশ্রিত পশম, দড়ির জন্য মোটা সূতা, তুলার জিনিষ, কাফি, নীল, সীসধাতু, মসলা, চিনি, রেশম, তামাক, সুরা, পশমী জিনিষ এবং ঔষধের গাছ-গাছড়াই প্রধান। রুসিয়া হইতে ঐ দ্বীপে রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে ধাতুভস্ম, পশুলোম, বাহাদুরী কাষ্ঠ, পাট, শোণ, চর্ম্ম, লৌহ, তিসি, মাদুর, জাহাজের পালের কাপড়, পশম, ক্যাম্বিস্‌, সাবান্‌, মোমবাতি, ধাতুর তার, পটাশ, পশম-জমানো কাপড়, লবণ-জারিত মৎস্য ও মাংস, মৎস্যশিরিশ ও চর্ব্বিই প্রধান। বিশেষতঃ এক চর্ব্বির রপ্তানিতে রুসি-য়ার অপরাপর রপ্তানি দ্রব্যের অর্দ্ধেক লাভ হয়।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের মাসুলে রুসীয় গবর্ণমেণ্ট ৩,৪৮,৬৪,২০০ টাকা

পাইয়াছিলেন; তন্মধ্যে এক গ্রেট বৃটন হইতেই ১,১৬,৯৯,৮৬০ টাকা শুল্ক আদায় হইয়াছিল। রুসিয়ার যে সকল বন্দর হইতে মাল আমদানি ও রপ্তানি হয়, তাহাদের মধ্যে বল্টিক সাগরে, সেণ্ট-পিটার্সবর্গ, রিভেল এবং রিগা; শ্বেত সমুদ্রে, আর্কেঞ্জেল এবং কৃষ্ণসাগরে ওডেসা বন্দর। সেই সকল বন্দরে বিদেশীয়েরা কেবল বহির্বাণিজ্য করিতে পায়, কিন্তু অন্তর্বাণিজ্য দেশীয়দিগের একচেটিয়া। গ্রেট বৃটনের সহিত রুসিয়ার বাণিজ্য-সম্বন্ধ বৃদ্ধি না হইয়া বরং হ্রাস হইয়াছে। এরূপ হইবার কারণ—এক্ষণে রুসিয়া, আমেরিকা এবং তুরস্কের সহিত প্রচুর পরিমাণে মাল আমদানি ও রপ্তানি করিয়া থাকে। ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া এবং হলণ্ড প্রভৃতির সহিতও রুসিয়ার বাণিজ্য সম্বন্ধ বৃদ্ধি হইয়াছে। বহির্বাণিজ্য ব্যতীত রুসিয়ার অন্তর্বাণিজ্য বড় কম নহে। রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে দেশীয়েরা মাল আমদানি ও রপ্তানি করিয়া থাকে। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে অন্তর্বাণিজ্যের জন্য বল্টিক সাগরে ১,১২৫ এবং কৃষ্ণসাগরে ৪,৩৫৬ খানি বাণিজ্যপোত ছিল। সেই বৎসরে বৈদেশিক মাল খালাস করিবার জন্য রুসিয়া ৯৪২ খানি জাহাজ রাখিয়াছিল।

পূর্ব্বে রুসিয়ায় বৈদেশিকেরা বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিতে পাইত, কিন্তু এক্ষণে শুল্ক দিতে হয়। রুসিয়ায় দেশীয় সওদাগরেরা মূল ধনের তারতম্যে তিন ভাগে বিভক্ত। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে যে সকল সওদাগরের প্রত্যেকের পঞ্চাশ হাজার রুবল মূলধন ছিল, তাহাদের সংখ্যা ১,৪৯৭। উহারাই প্রথম শ্রেণীর সওদাগর। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রত্যেক সওদাগরের মূলধন ২০ হাজার রুবল। উহাদের সংখ্যা ৩,৯৯৮। এবং তৃতীয় শ্রেণীর প্রত্যেক সওদাগরের মূলধন আট হাজার রুবল। উহাদের সংখ্যা ৬৮,২১২। ঐ সকল সওদাগরের মধ্যে ৭,৫২৫ জন য়িহুদী এবং ১,০৫০ জন মুসলমান ছিল। এক্ষণে ক্রমে ক্রমে সওদাগরের সংখ্যা খুব বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৬১ হইতে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১০ বৎসরের মধ্যে রুসিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। ১৮৭০—১৮৮০ খৃষ্টাব্দে চুয়ান্ন হইতে একানব্বই কোটি টাকার জিনিষ আমদানি ও পঞ্চান্ন কোটি হইতে ছিয়ানব্বই কোটি টাকার জিনিস রপ্তানি হইয়াছিল। রুসিয়ায় রেলওয়ের বিস্তার হওয়াতে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পূর্ব্বাপেক্ষা খুব বাড়িয়াছে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে প্রায় ১৫,০০০ পনর হাজার মাইল রেলপথ খোলা হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আরও বেশী হইয়াছে। বিশেষতঃ ভারতাক্রমণের অভিপ্রায়ে রুস্‌-রেলওয়ে আফগানিস্তানের সীমা পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রুসীয় টেলিগ্রাফ্ লাইন ৬০,০০০ ষাইট্ হাজার মাইল বিস্তৃত হইয়াছিল। এক্ষণে আরও অগ্রসর হইয়াছে।

এইবার রুসিয়ার উৎপন্ন দ্রব্যের বিষয় কিছু বলা যাউক। রুসিয়ায় অন্যান্য দেশের ন্যায় বহু-পূর্ব্বে ব্যবহারিক শিল্পের (Manufacture)এর চলন হইয়াছিল, কিন্তু পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর জার প্রথম ইভান্ ও দ্বিতীয় ইভানের রাজত্বকালে রুসিয়া স্বাধীন হইয়াছিল বলিয়া, উক্ত উভয় জার স্ব স্ব সময়ে রুসিয়ার উন্নতির জন্য জর্ম্মণি, নিদার্-লণ্ড ও ইটালী দেশ হইতে ভাল ভাল শিল্পকর আনাইয়াছিলেন। ঐ সকল শিল্পী রাজাজ্ঞায় মস্কাউ, ইয়ারোস্‌লা, স্মলেন্স্ এবং কীব নামক নগরগুলিতে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল। তৎকালে ঐ সকল স্থানের কারখানায় পশমী কাপড়, লিনেন কাপড়, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি তৈয়ার হইত। কিন্তু রমানফ্ পরিবারের সিংহাসনপ্রাপ্তির পূর্ব্বে আত্মবিগ্রহ উপস্থিত হওয়ায় এবং সুইডেন ও পোলণ্ডের রুসিয়ার প্রতি দৃষ্টি পড়ায়, রাজ্যশাসন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং সে সময়ে রুসিয়ার নবজাত ব্যবহারিক শিল্পেরও সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল। এইরূপে কিছুকাল গেলে পরে, পিটার দি গ্রেটের সময় হইতে পুনর্ব্বার রুসীয় শিল্পের উন্নতি আরম্ভ হয়।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বসমেত ৩,২৫০টি কারখানা

ছিল। সেই সকল স্থানে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কারিকর ও মজুর খাটিত। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কারখানার সংখ্যা বাড়িয়া ৫,২৬৯টি হইয়াছিল। ঐ সকলের কারিকর ও মজুরের সংখ্যা ২,৩১,৬২৪। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ৬,৮৫৫টি কারখানা ছিল এবং উহাতে ৪,১২,৯৩১ জন মজুর খাটিত। ঐ সময়ে রুসিয়ায় পশমী জিনিসের ৬১৬, রেশমী জিনিসের ২২৭, তুলার জিনিসের ৪৬৭, লিনেন কাপড়ের ২৬৭, চর্ব্বি গলাইবার ৫৫৪, মোমবাতি তৈয়ার করিবার ৪৪৪, সাবান তৈয়ার করিবার ২৭০, ধাতুর তার তৈয়ার করিবার ৪৮৬ এবং চামড়া তৈয়ার করিবার ১,৯১৮টি কারখানা ছিল। কারখানা সম্বন্ধে মস্কাউ নগর সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিল। তার নীচে ব্লডিমির, নিজ্‌নী-নবগরদ, সরাটোব্ এবং সেণ্ট পিটার্সবর্গের খ্যাতি ছিল। এক্ষণে এই সকল কল-কারখানার সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে, সুতরাং মজুরের সংখ্যাও তদুপযুক্ত বাড়িয়াছে। রুসিয়ার কারখানাগুলিতে কয়েক প্রকার লৌহ-কার্য্য, পালের কাপড়, থলিয়া, চর্ম্ম, শোণ ও পাটের পর্দ্দা ব্যতীত প্রায় অন্যান্য সামগ্রী তেমন উৎকৃষ্ট নয়। খোলাভাঁটির মদের দৌলতে ২৭ কোটি রুবল উপার্জ্জিত হয়। তন্মধ্য হইতে রুসীয় গবর্ণমেণ্ট শুল্কস্বরূপ ৯ কোটি রুবল পাইয়া থাকেন। রুসিয়ায় মদ ও মদের ব্যবসায়ে খুব ঘুষ ও ঘুষি চলে।

মস্কাউ প্রদেশে রেশম ও তুলার কতকগুলি কারখানা আছে। সেখানে কতকটা কার্য্যসিদ্ধিও হইয়া থাকে। ইংলণ্ড এবং ফরাশি প্রভৃতি দেশ হইতে ভাল ভাল শিল্পকরেরা সেখানে আসিয়া, সূক্ষ্ম-শিল্পের বিশেষ উন্নতি করিয়াছে।

পিটার্সবর্গ নগরের শহরতলীতে কতকগুলি বড় বড় রাজকীয় কল-কারখানা আছে। সেই সকল কারখানায় গবর্ণমেণ্ট তরফের মজুরেরা কাজ করে। ঐ সকল কারখানায় কাচ ও চীনা বাসনের কার্য্য বেশীর ভাগে হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে একটি কারখানায় দুইটি বৃহৎ দর্পণ প্রস্তুত হইয়াছিল। একখানি দর্পণ টৌরিডার রাজপ্রাসাদে এবং অপরখানি অপ্‌স্লি হাউসে ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটন কর্ত্তৃক উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল। ঐ দুইখানি বৃহৎ দর্পণের মধ্যে একখানির দৈর্ঘ্য ১৯৪ ইঞ্চ এবং প্রস্থ ১০০ ইঞ্চ। তত বড় আয়না পৃথিবীর আর কোথাও নাই। আলেক্‌জান্দ্রাস্কি জাবদ নামক তুলার কারখানাটি খুব বড়। ঐ কারখানায় যেমন জিনিষপত্র প্রস্তুত হয়, তেমনি ঐ সকল জিনিষপত্র প্রস্তুত করিবার যন্ত্রাদিও ঢালাই হয়। অধিকন্তু সেখানে খেলিবার তাসও তৈয়ার হয়। ঐ তাস বিক্রয় করিয়া বাৎসরিক দুই লক্ষ টাকা লাভ হয়। সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে ৩৪ ভার্ষ্ট * (রুসীয় পথমান বিশেষ) দূরে কোল্‌পিংসই গ্রামে জাহাজ তৈয়ার করিবার একটি বৃহৎ কারখানা আছে। উহাতে ইংলণ্ডের ন্যায় পোত-নির্ম্মাণের ভাল ভাল জিনিষ তৈয়ার হয়।

রুসিয়ায় লোহের কারখানার সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। উহার কতকগুলি সরকারী ও কতকগুলি বেসরকারী। ঐ সকল কারখানায় যুদ্ধাস্ত্র ও ছুরি, কাঁচি, কাঁটা প্রভৃতি সকল প্রকার লোহার জিনিষ প্রস্তুত হয়। সাইবিরিয়ার সীমান্তে একাটারিন্‌বর্গ নগরের নিকট ইয়াকড্‌লেফ্ পরিবারের লৌহ-কারখানাটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। উহাতে প্রত্যহ ছয় হাজারের অতিরিক্ত মজুর কাজ করে।

রুসিয়ার আরমেনীয়, বুকারীয় এবং য়িহুদীরা প্রধানতঃ তদ্দেশজাত বাণিজ্য-দ্রব্য লইয়া চীন, পারস্য, এসিয়ামাইনর প্রভৃতি দেশে বিক্রয় করে।

পূর্ব্বে ভল্‌গা নদীর উত্তর তটস্থ মকারিফ নগরে যথাসময়ে একটি বৃহৎ মেলা হইত। ঐ মেলাতে চারি দিকের লোক আসিয়া স্ব স্ব দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিত। কিন্তু ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে, ঘটনাক্রমে হউক, বা কাহার ইচ্ছাক্রমেই হউক, তত্রস্থ বাজারের বহুসংখ্যক গৃহ অগ্নিযোগে ভস্মীভূত হওয়ায় ঐ মেলা এখন নিজনী-নবগরদ নামক নগরে হইয়া

* ইংরাজি দেড় মাইলে এক ভার্ষ্ট (Verst) হয়।

থাকে। রুসিয়ায় দুইটি নবগরদ নগর আছে—একটি বৃহৎ নবগরদ, একটি নিজনী (Nijni)-নবগরদ অর্থাৎ ছোট নবগরদ। নিজনী নবগরদ নগর পিটার্সবর্গ হইতে ৭৫০ মাইল এবং মস্কাউ হইতে ২৬০ মাইল দূরে ভল্‌গা এবং ওকা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। নিজনী নবগরদ নগর যে স্থানে অবস্থিত, সেখানে চতুর্দ্দিক হইতে নানাবিধ বাণিজ্য-দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ের সুবিধা হয়। রুস সম্রাট পিটার দি গ্রেট এক সময়ে ঐ নগরেই রাজধানী স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন।

নিজনী নবগরদ নগরে দেশীয় ও বিদেশীয় ক্রেতা বিক্রেতাদের জন্য সারিবন্দি বাজার আছে। প্রতি বৎসর আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে সেখানে দুই মাসকালব্যাপী একটি মহামেলা হইয়া থাকে। ঐ মেলাতে চীন, ভারতবর্ষ, তাতার, পারস্য, সার্কেসিয়া, আর্ম্মেনিয়া, বুকারিয়া, তুরস্ক, গ্রীস, ইতালী, পোলণ্ড, জর্ম্মণি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আসিয়া-মাইনর প্রভৃতি দেশের বণিগ্‌গণ স্ব স্ব দেশীয় পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া, দীর্ঘশ্মশ্রুযুক্ত রুসীয়দের সহিত মিশিয়া, এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। সেই মেলাতে বিদেশীয়দের সংখ্যা ১,৩০,০০০ এবং দেশীয়দের সংখ্যা ২৫,০০০ মাত্র হয়। রুসীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে ১,০০,০০,০০০ রুবলে ঐ মেলা-ভূমির বাজার প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ইহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি হয় নাই। কেন না প্রতি বৎসর সেই স্থান হইতে ৭৮ লক্ষ রুবল ভাড়া পাওয়া যায়। নিজনী-নবগরদ হইতে অনেকগুলি ষ্টিমার ভল্‌গা নদী বাহিয়া অস্ত্রাকান এবং কাস্পিয়ান-হ্রদের নিকটবর্ত্তী স্থানে মাল মসলার নেওয়া দেওয়া করে।

তিব্বতের সমতল প্রদেশের সীমান্তে লডক নামক স্থানেও একটি বৃহৎ মেলা হয়। নিজনী-নবগরদ হইতে তাতারদেশীয় বণিকেরা সেই মেলায় আসিয়া বস্ত্র বিক্রয় করে। চীনের বণিকেরা চৈন চা'র বিনিময়ে সেই সকল বস্ত্র ক্রয় করে। রুসিয়াবাসীরা সেই চা বিক্রয় করিয়া থাকে। ইংলণ্ডে যে চা যায়, তদপেক্ষা এই চা উৎকৃষ্ট।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান পুস্তক ইত্যাদি।

রুসিয়ার সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে, প্রথমে ডাক্তার বাউরিং সাহেবের মন্তব্যটির প্রতি মনোযোগ করা উচিত। তিনি রুসীয় সাহিত্য-সার-সংগ্রহ (Russian Anthology) নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "রুসীয় মুদ্রাযন্ত্র হইতে যে সমস্ত গ্রন্থ বাহির হয়, তাহাতে জাতীয় উন্নতির বিষয় বড় লেখা থাকে না।" রুসরাজ্যে উচ্চ-শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে যা' কিছু পাঠক পাওয়া যায়। যদিও অনেকগুলি দেশীয় গ্রন্থকার, সম্রাট কিম্বা ধনীদিগের অনুগ্রহভোগী, তবু তাঁহাদের পরিশ্রমানুসারে অর্থ লাভ হয় না। দেখিতে গেলে রুসিয়ার গ্রন্থকারেরা প্রায়ই সাধারণ লোকদিগের নিকট উৎসাহ পান না। আবার এ দিকে জ্ঞান-চর্চ্চার তেমন প্রখর স্রোতঃ না থাকাতে, কোন কোন গ্রন্থকার অপরের নিকট সাহায্য পাইয়াও, উচ্চদরের চিন্তাশক্তিপূর্ণ পুস্তক লিখিতে পারেন না। যদিও লোমনসফ্, মুরভিপ্, করম্‌জিন্, পৌস্কিন্* প্রভৃতি গ্রন্থকারেরা রুসিয়ার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থকার বলিয়া পরিচিত, তথাপি তাঁহাদের গ্রন্থগুলি আজিও যেন চিন্তা ও ভাবার শৈশবাবস্থার পরিচয় দিতেছে। অধিক সংখ্যক পুস্তকই জর্ম্মণ ও ফরাসী ভাষা হইতে অনুবাদিত। ঐ সকল পুস্তকের কাট্‌তি বড় কম। করম্‌জিনের "রুসিয়ার ইতিহাস" রুসরাজ্য মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত ও আদৃত। কিন্তু যেকালে সে পুস্তকখানিরও গ্রাহকসংখ্যা কম, তখন অন্যে পরে কা কথা?

* ব্রিউয়ার সাহেব বলেন, কবিবর আলেক্‌জান্দার পৌস্কিন্ রুসীয় বায়রন্।

উক্ত ইতিহাস ১৮১৮ ও ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে চাঁদা সংগ্রহ দ্বারা মুদ্রিত হইয়া কেবল চারি শত ছয় জন গ্রাহকের হাতে পড়িয়াছিল। ঐ গ্রাহকদিগের মধ্যে ৫ জন পাদরি, ৪০ জন সওদাগর, ও ৩ জন কৃষক; বাকি ৩৫৮ খণ্ড অবশ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই খরিদ করিয়াছিলেন। বহু দিনে ঐ ইতিহাস দুই বারে ১,৫০০ খণ্ড প্রকাশিত হইয়া, বিক্রীত হইয়াছিল। ইহারই নাম রুসীয় সাহিত্যের উৎসাহ!

রুসীয় মুদ্রাযন্ত্রে যে সকল পুস্তক মুদ্রিত হয়, তত্তাবতের পাণ্ডুলিপি অগ্রে রুস গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পঠিত ও পরীক্ষিত হইয়া থাকে। ছাপিবার হুকুম হইলে ছাপ, নতুবা ছাপাইয়া * রাখ। বৈদেশিক গ্রন্থাদিও বিনা জামিনে রুসিয়ার সীমায় প্রবেশ করিতে পারে না। বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের ব্যবহার্য্য পুস্তকও বিনা পরীক্ষায় রুসিয়ার মুখ দেখিতে পায় না। বিশেষতঃ যে সকল বিদেশীয় গ্রন্থে রুসিয়ার প্রতি অল্পমাত্র তীব্র কটাক্ষের চিহ্ন থাকে, কাহার সাধ্য যে, সে সকল তথায় লইয়া যায়?

যে কোন রুসীয় গ্রন্থকার গবর্ণমেণ্টের বিনানুমতিতে রাজা বা রাজ্যসংক্রান্ত উচিত কথা লিখিতে গিয়া, স্বাভিমত প্রকাশ করেন, তাঁহার গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়া ত দূরের কথা, তাঁহাকে চিরজীবনের জন্য সাইবিরিয়াতে গিয়া, বাস করিতে হয়। রুসিয়ার সর্ব্বপ্রধান কবি আলেক্জান্দার পৌস্কিন্‌কে এইরূপে সম্রাট প্রথম আলেক্জান্দার কর্ত্তৃক নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই সকল কারণেই রুসিয়ায় রাজভয়ে ভাল ভাল পুস্তক প্রচারিত না হইয়া জঞ্জালের ভাগই বেশী। তবে যে সকল গ্রন্থ কেবল বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয়, তাহাদেরই বিনা বিঘ্নে বংশবৃদ্ধি হয়। এইরূপ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রুসিয়ার বৈজ্ঞানিক সভাগুলি হইতে ফরাসী ও শ্লাভনিক্ ভাষায় অনবরত দেখা দিতেছে। ঐ সকল গ্রন্থ গুণের ও গৌরবের বটে।

যাই হউক, রাজদৌরাত্ম্যে ভীত হইয়া, রুসিয়ার গ্রন্থকারেরা যেমন স্বাধীন-মত-পূর্ণ গ্রন্থ লিখিতে পারেন না, তেমনি কিন্তু অল্পরূপ ভাল গ্রন্থও সময়ে সময়ে প্রকাশিত হয়। ম সক্কিরুফ্ রুসীয় পুরাতত্বসম্বন্ধীয় একটি রচনাতে লিখিয়াছিলেন, যখন ১৫৫১ খৃঃ অব্দে রুসিয়ায় সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্রের স্থাপনা হয়, তখন হইতে ১৮১৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রুসরাজ্যে রুসো-শ্লাভনিক্ ভাষায় সর্ব্বশুদ্ধ ৮০,০০০ আশী হাজার গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। ডাক্তার গ্রান্‌ভিল্ বলেন, একণে ঐরূপ গ্রন্থের ধারাবাহিক সংখ্যা অনেক বেশী হইয়াছে।

সেণ্ট পিটার্সবর্গের ছাপাখানাগুলিতে ছাপিবার জন্য যে সকল সীসার অক্ষর ব্যবহৃত হয়, উহা অতি উৎকৃষ্ট। রুসীয় অক্ষরনির্ম্মাতাদিগকে তজ্জন্য যথেষ্ট প্রশংসা করা উচিত। এ বড় আশ্চর্য্যের কথা যে, জর্ম্মণি আধুনিক সাহিত্য ইত্যাদি সম্বন্ধীয় ভূরি ভূরি গ্রন্থ প্রকাশ করিবার জন্য রাশি রাশি অক্ষর ঢালাই করিতেছে, কিন্তু রুসীয় মুদ্রাক্ষরের নিকট চমৎকারিত্বে দাঁড়াইতে পারে না। তাহা ছাড়া জর্ম্মণির লিপ্‌জিগ্ নগরে হাজার হাজার পুস্তক ছাপিবার জন্য যে কাগজ প্রস্তুত হয়, তা'ও রুসীয় কাগজ অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? রুসেরা অন্যান্য দেশের লোকের ন্যায় কাগজ ব্যবহার করিতে জানে না। সম্প্রতি কৃষিগেজেটে কাগজ ব্যবহার সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে। উহা এই;—"আপাততঃ ইউরোপে কাগজ প্রস্তুত সম্বন্ধে একটি *** হিসাব সংগৃহীত হইয়াছে। সমগ্র পৃথিবী মধ্যে ৩,৯৮৫টি কাগজ প্রস্তুত করা কল; তাহাতে প্রতিবৎসর ২ কোটী ৩৮ লক্ষ মণ কাগজ প্রস্তুত হয়। ইহার অর্দ্ধেক ছাপার জন্য ব্যবহার হয়, অপর অর্দ্ধেক অন্য কাজের জন্য। বিগত দশ বৎসরের মধ্যে কেবল ছাপার জন্য ২৮ লক্ষ মণ কাগজ বাড়িয়াছে। মাথাপিছু কত কাগজ খরচ হয়, তাহারও হিসাব বাহির হইয়াছে। ইংরেজ পাঁচ সের আড়াই পোয়া; মার্কিন্ পাঁচ সের এক ছটাক; জর্ম্মণ চারি সের; ফরাসী তিন সের আড়াই পোয়া;

* লুকাইয়া।

ইতালী ও অষ্ট্রিয়াবাসী এক সের আড়াই পোয়া; স্পেন্ দেশের লোক আড়াই পোয়া; রুস আধ সের; এবং মেক্সিকো দেশীয় লোক এক সের।" এই হিসাব-তালিকায় রুসেরাই সকলের নীচে দাঁড়াইতেছে। বিদ্যাচর্চ্চার দৌড় খুব যে গা!

সেণ্ট পিটার্সবর্গের পুস্তকের দোকানগুলির অপেক্ষা মস্কাউ নগরের দোকানগুলি বেস পরিপাটী; কেতাব সাজাইবার কেতাও বেস্। ইংলণ্ডের লণ্ডন নগর, ফ্রান্সের পারী নগরী এবং অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনা নগরীর পুস্তকের দোকানগুলি যেমন রাস্তার সঙ্গে সমান জমি, কিন্তু মস্কাউ নগরের পদ্ধতি আর এক রকম। সমস্ত দোকান দোতালার উপর। অত্রস্থ কোন কোন পুস্তকের দোকানে রুস গ্রন্থকারগণের নামতালিকা আছে। সেই সকল গ্রন্থকারের নামাবলী একত্র ছাপাইলে আট পেজী ফর্ম্মার দুই শত পৃষ্ঠার একখানি পুস্তক হইতে পারে। অন্যান্য দেশের বড় বড় নগরে ফরাসী, ইতালীয়, জর্ম্মণ ও ইংরেজি ভাষার পুস্তক যে পরিমাণে পাওয়া যায়, রুসিয়ার বড় বড় নগরেও সেই পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারিত, কিন্তু রুসদের অজ্ঞতাপ্রযুক্ত আজিও সেরূপ হইতে পারে নাই।

রুস গবর্নমেণ্টের কড়া মেজাজে পড়িয়া কখন কখন গ্রন্থকারদের ছাপা বহি জলসহি হয়। আজ কাল রুসরাজ্যে যে সকল পুস্তক মুদ্রিত হয়, গ্রন্থকার ও পুস্তকবিক্রেতাদের উপর তাহার দায়িত্ব সম্পূর্ণ। অনেক পুস্তকবিক্রেতা রাজভয়ে স্বাধীনভাবে পুস্তক বিক্রয় করিতে পারে না। কোন কোন দোকানদার পুস্তকের দোকান খুলিয়া লোক্‌সানের উপর লোক্‌সান সহে। কেহ বা বিরক্ত ও ভীত হইয়া অপর কোন সাহসিক লোককে দোকান আধা-দরে বেচিয়া ফেলে। কখন কখন দোকানদারদের প্রতি এরূপ কঠিন রাজাজ্ঞা হয় যে, উহাদের মধ্যে কতকগুলি লোককে বহুমূল্যের নূতন চক্‌চকে গ্রন্থরাশি জলন্ত অগ্নির মুখে আহুতি দিতে হয়। অনেক টাকার জিনিষ পোড়াইয়া, দোকানদারকে দেউলিয়া হইতে হয়। কি বিভ্রাট!

এত কষ্টে পড়িয়াও পেটের দায়ে অনেক দোকানদার পুস্তক বিক্রয় করে। সেণ্ট পিটার্সবর্গ এবং মস্কাউ নগরের মধ্যে ও সহরতলীতে যে সকল ধনী ও জমীদার বাস করেন, তাঁহাদেরই দ্বারা উহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। রুসীয় ধনী ও জমীদারদের মধ্যে অনেকে পুস্তক পাঠ অপেক্ষা আল্‌মারি সাজাইয়া রাখিতে ভালবাসেন। যদি এই সখটুকুও না থাকিত, তা' হইলে রুসিয়ায় পুস্তক ব্যবসায়ের বড়ই ব্যাঘাত ঘটিত। ঐ সকল বড় বড় লোকের নিকট পুস্তকবিক্রেতারা সময়ে সময়ে এক এক থোকে অনেক টাকার পুস্তক বেচে।*

রুসীয় ধনী পাঠকেরা গ্রন্থের মধ্যে উপন্যাসটাই বেশী পড়েন। ফরাসী ভাষার আদিরসাক্রান্ত পুস্তকগুলাও তাঁহাদের পক্ষে সংক্রামক রোগ। ইংরেজি হইতে ফরাসী ভাষায় অনুবাদিত অদ্ভুত রসের উপন্যাস পড়া ঐ সকল লোকের বড় ভাল লাগে। কিন্তু অনুরূপ অনুবাদিত পুস্তক ভাল হইলেও, রুসীয় সম্ভ্রান্তদের কাছে "আঃ ছ্যা!" হইয়া পড়ে।

এক্ষণে আমরা সেণ্টপিটার্সবর্গ, মস্কাউ ও অন্যান্য স্থানের কতকগুলি সাময়িক ও সংবাদপত্রের তালিকা দিতেছি।

সেণ্ট পিটার্সবর্গ হইতে—

১। জর্নাল ডি সেণ্ট পিটার্সবর্গ পলিটিক্ এট্ লিটারেরি (Journal de St. Petersbourg Politique et Litteraire)। সপ্তাহে তিন বার ফরাসী ভাষায় ছাপা হয়। রাজকীয় সংবাদপত্র।

* রুসিয়ার রাণী দ্বিতীয় ক্যাথারাইনের এক জন প্রিয়পাত্র এক সময়ে এক দিন পুস্তকবিক্রেতাকে বলিয়াছিলেন, "নীচে বড় বড় ও উপরে ছোট ছোট সুন্দর পুস্তকরাশিতে আমার জন্য একটি পরিপাটী গ্রন্থমন্দির (Library) সাজাইয়া দাও।" আজি কালিও অনেক দেশীয় ধনী ও জমীদার, পুস্তকবিক্রেতাদের এই ধরণের হুকুম দিয়া থাকেন।

২। দি ইন্‌ভালিড (The Invalid) রুসীয় ভাষা, প্রত্যহিক, সমরসংক্রান্ত বিষয় লিখিত হয়।

৩। সেণ্ট পিটার্সবর্গ-গেজেট (Gazette of St. Petersbourg)। রুসীয় ও জর্ম্মণ ভাষায় সপ্তাহে দুই বার স্বতন্ত্র মুদ্রিত হয়। বিজ্ঞান-বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত। রুস্ গবর্ণমেণ্টের উপদেষ্টা।

৪। সিনেট গেজেট (Gazette of the Senate)। রুসীয় ভাষা; সাপ্তাহিক। ইহাতে সিনেটের আইন কানুন প্রকাশিত হয়।

৫। জর্ণাল অব কমার্স (Journal of Commerce)। রুসীয় ও জর্ম্মণ ভাষা। সপ্তাহে তিন বার প্রকাশিত হয়।

৬। দি নর্দার্ণ বী (The Northern Bee)। সাহিত্য ও রাজনীতিবিষয়ক সংবাদপত্র; সপ্তাহে তিনবার প্রকাশিত হয়।

৭। দি পেট্রিয়ট্ (The Patriot)। রুসীয় ভাষা। রাজনীতি ও সাহিত্য বিষয়ক। পাক্ষিক।

৮। আর্চ্চিভ্‌স অব্ দি নর্থ (Archives of the North)। রাজনীতি, ইতিহাস ও লোক বিজ্ঞানমূলক। পাক্ষিক।

৯। স্লাভোনিয়ান্ (Slavonian)। সাহিত্য ও যুদ্ধসংক্রান্ত। পাক্ষিক।

১০। ন্যাশন্যাল মিসেলেনি (National Miscellany)। ইতিহাস, সাহিত্য ও লোক-বিজ্ঞানসম্বন্ধীয়। রুসীয় ভাষা। মাসিক।

১১। রেজিষ্টার অব্ ডিস্‌কভারিজ (Register of Discoveries)। প্রাকৃতিক ইতিহাস, শারীর বিদ্যা ও কিমীয় বিদ্যাবিষয়ক।

১২। জর্ণাল অব্ মেনুফেক্‌চরস্ ও কমার্স (Journal of Manuafactures and Commerce) রাজস্ব-সচিবকর্ত্তৃক প্রতিমাসে প্রকাশিত। ইহাতে জাতীয় শিল্পের আবিষ্কার, পরীক্ষা, ব্যবস্থা ও নিয়ম সকল যথাযথ বিবৃত হয়।

১৩। গেজেট অব্ কমার্স (Gazette of Commerce)। সপ্তাহে দুই বার প্রকাশিত। রুস ও জর্ম্মণ ভাষা। ইহাতে বিদেশীয় ও স্বদেশীয় বাণিজ্যের বিষয় লিখিত হয়।

১৪। জর্ণাল অব্ দি মাইনিং কোর্ (Journal of the Mining Corps)। রুস ভাষা।

১৫। জর্ণাল অব্ দি মিনিষ্টার্ অব্ পব্‌লিক্ ইন্‌ষ্ট্রক্‌সন্ (Journal of the Minister of Public Instruction)। রুস ভাষা।

১৬। জর্ণাল অব্ ওয়েজ এণ্ড্ কমিউনিকেসন্‌স্ (Journal of Ways and Communications)। ফরাসী ও রুস ভাষা।

১৭। সেণ্ট পিটার্স্‌বর্গার্ জীটং (St Petersbourger Zeitung)।

১৮। নবয় ব্রিমিয়া (Novoy Bremya)। রুস ভাষা।

১৯। নিবস্তি (Nevosti)।*

২০। স্বিয়েৎ (Suiett)।

২১। অফিসিয়াল্ মেসেঞ্জার (Official Messenger)।

মস্কাউ নগর হইতে—

২২। দি মস্কাউ গেজেট (The Moscow Gazette)। রুস ভাষা।

২৩। দি মস্কাউ কুরিয়ার (The Moscow Courier)।

২৪। দি মস্কাউ টেলিগ্রাফ (The Moscow Telegraph)।

২৫। দি কুরিয়ার অব্ ইউরোপ (The Courier of Europe)।

২৬। দি জর্নাল অব্ এগ্রিকল্‌চর (The Journal of Agriculture)। ত্রৈমাসিক। ইহা অতি উৎকৃষ্ট সাময়িক পত্র।

২৭। দি জর্নাল অব্ ফিজিক্স্ (The Journal of Physics)। মাসিক পত্র।

২৮। দি জর্নাল অব্ ফ্যাশন্‌স্ (The Journal of Fashions)।

* আজকাল এই সংবাদপত্রখানায়, যাহাতে রুস ও ইংরেজে শীঘ্র যুদ্ধ বাধে, তাহাই দিনরাত্রি লিখিত হইতেছে।

২৯। দি রেসিং ক্যালেণ্ডার বা আমেচিয়র্স মেগেজিন্ (The Racing Calender or Amateur's Magazin)।

অন্যান্য স্থান হইতে—

৩০। ওয়ারসা হইতে টাগ্‌ব্লাট্ (Tagblatt)।

৩১। ফিন্‌লণ্ড হইতে ফিন্‌লণ্ড (Einland)।

৩২। হেল্‌সিংফর্স হইতে ডাগ্‌ব্লাড্ (Dagblad)।

৩৩। লেম্বর্গ হইতে প্রেগ্‌লণ্ড (Przegland)।

৪। টিফ্‌লিস্ হইতে কাব্‌কাজ (Kabkaz)। ইহাতে রাজকর্ম্মচারী প্রিন্স্ দণ্ডকফ্ কর্সাকফের রাজকার্য্যের বিষয় লিখিত হয়।

এতদ্ব্যতীত রুসরাজ্যে আরও অনেকগুলি সংবাদপত্র আছে। সকলেই একযোগে একস্বরে ইংরেজের বিরুদ্ধে রুসিয়াকে উত্তেজিত করিতেছে। সকলেরই ইচ্ছা, রুসভল্লুক বৃটিশসিংহকে পরাজিত করিয়া, ভারত আক্রমণ করুন। আজ কাল এই সকল সংবাদপত্রে যুদ্ধ সম্বন্ধে অনেক অন্যায় কথা লিখিত হইতেছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সাধারণ শিক্ষা।

কৃষক, ক্রীতদাস ও সাধারণ ব্যক্তি এই তিন ভাগে রুসিয়ার প্রজাগণ বিভক্ত। তন্মধ্যে কৃষক ও ক্রীতদাসের সংখ্যা চারি ভাগের তিন ভাগ অপেক্ষাও বেশী। উহারা সকলেই কৃষি ও মজুরের কার্য্য করে। গবর্ণমেণ্ট হইতে বিদ্যা শিক্ষার উৎসাহ পায় না। কেবল কোন কোন স্থলে দুই এক জন পরহিতৈষী বেসরকারী ধনী ব্যক্তি ঐরূপ লোকদের জন্য নিজ ব্যয়ে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া উহাদিগকে যাহা কিছু শিক্ষা দেন। কিন্তু ঐরূপ হিতৈষী ধনীদিগের সংখ্যা এত অল্প যে, তদ্দ্বারা শিক্ষা সম্বন্ধে কোন সুফল ফলে না। সুতরাং, রাজ্যের বার আনা অপেক্ষা বেশী লোক চিরমূর্খ। মূর্খের অশেষ দোষ, শিক্ষা দিলেও শিখিতে চায় না। শিক্ষাদাতাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। ডাক্তার লায়াল্, রুসিয়ায় অবস্থানকালে দেখিয়াছিলেন, এক জন ধনশালী ব্যক্তি তাঁহার অধীনস্থ মজুরদিগকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য, ল্যাঙ্কাস্টেরিয়ান্ ধরণের একটি স্কুল খুলিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণ লোকে তাঁহাকে উপহাস করিয়াছিল।

ঐ সকল লোকের কথা ছাড়িয়া দিলে সাধারণ বিদ্যা-শিক্ষার চলনটা কেবল ধনী ও ধর্ম্ম-যাজকদের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। ধনী সম্রান্তেরা বাড়ীতে শিক্ষক রাখিয়া স্ব স্ব সন্তানগণকে লেখা পড়া শিখান। দরিদ্র সম্রান্তেরা সাধারণ শিক্ষাগারে স্ব স্ব সন্তানদিগকে, বিদ্যা শিক্ষার্থে পাঠাইয়া থাকেন।

সমস্ত রুসরাজ্য সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে সাত ভাগে বিভক্ত। এক এক ভাগের প্রধান নগরে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। সেই সকল বিশ্ববিদ্যালয় এই ;—পিটার্সবর্গ, মস্কাউ, উইল্‌না, ডরপাট, খারকব্, কাজান্ এবং ফিন্‌লণ্ডের অন্তর্গত হেল্‌সিন্‌ফর্স। এতদ্ব্যতীত পোলণ্ড প্রদেশ রুসিয়ার অন্তর্গত হওয়ায়, ওয়ার্সার বিশ্ববিদ্যালয়টি অষ্টম স্থানীয় হইয়াছে। ঐ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে জর্ম্মণ-প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ধর্ম্মশাস্ত্র, চিকিৎসা-শাস্ত্র, ব্যবহার-শাস্ত্র (আইন) ও দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। রুসীয় গবর্ণমেণ্টের কঠিন শাসনে অধ্যাপকেরা ছাত্রদিগকে সকল রূপ বিদ্যা শিখাইতে পারেন না। রুসিয়ায় যে কয়েক প্রকার বিদ্যার অনুশীলন হয়, তন্মধ্যে চিকিৎসা-শাস্ত্রের ফলই বেশীর ভাগে দেখা যায়। ঐ আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া, প্রত্যেক বড় বড় নগরে গবর্ণমেণ্টের তরফে এক একটি ব্যায়াম ও প্রাথমিক শিক্ষার বিদ্যালয় আছে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ঐরূপ ধরণের বিদ্যালয়গুলিতে ৪,৬০৮ চারি হাজার ছয় শত আট জন অধ্যাপক ও শিক্ষক, ৮০,০০০ আশী হাজার ছাত্র এবং ৮,০০০ আট হাজার ধাত্রী ছিল।

রুসিয়ার ধর্ম্মসংক্রান্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১,৪৯৮ এক হাজার চারি শত আটানব্বই। ইহাতে ছাত্র-সংখ্যা প্রায় ৫৫,০০০ পঞ্চান্ন হাজার। এই হিসাবে ঐ রাজ্যে ধর্ম্ম ও সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে ১,৫০,০০০ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজারও হয় কি না সন্দেহ। গড়ে প্রতি ৪০০ চারি শত লোকের মধ্যে এক জনের শিক্ষালাভ হয়। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আরও কয়েকটি বিদ্যালয় আছে। সেখানে কেবল সৈনিক, নাবিক, ইঞ্জিনিয়র এবং চিকিৎসকেরাই শিক্ষা লাভ করেন। সাধারণ শিক্ষা-সচিব এবং রুসীয় গ্রীক ডাইরেক্টিং সাইনড্‌দের অধীনে ব্যায়াম-বিদ্যালয়, ধর্ম্ম-বিদ্যালয়, এবং সাধারণ বিদ্যালয়গুলি চালিত হয়; কিন্তু সামরিক বিদ্যালয় প্রভৃতি চারি প্রকার বিদ্যালয়ের ভার যুদ্ধ-মন্ত্রী এবং হোম-ডিপার্টমেন্ট-মন্ত্রীর হস্তে থাকে।

রুসীয় আদালতে ফরাসী ভাষা প্রচলিত। যদিও রুসিয়ায় সাধারণের বিদ্যাশিক্ষার চর্চ্চা নাই, কিন্তু যাহারা শিক্ষা করে, তাহারা কেবল নিজের রুসীয় ভাষা নয়, জর্ম্মণ ও ফরাসী ভাষাতেও বেস্ ব্যুৎপন্ন হয়।

ষোড়শ অধ্যায়।

রাজদণ্ড।

রুসীয় গবর্ণমেণ্ট অনেক সময়ে ইচ্ছা করিয়া, গুরুতর দোষীদিগকে ছাড়িয়া দেন। ইহাতে অপকার ভিন্ন উপকার হয় না। ঐ সকল দোষীরা পুনর্ব্বার অত্যাচার করে, সুতরাং প্রজাদের বড় ক্ষতি হয়। এক সময়ে রুসিয়ার রাণী এলিজাবেথ ফরাসী পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট প্রশংসা পাইবার জন্ম খুনীদিগকেও বিনা দণ্ডে নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন। রুসিয়ার অন্যান্য সম্রাটেরাও কখন কখন এইরূপ করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহারা লোক-সাধারণের নিকট প্রশংসা পাইবার পরিবর্ত্তে অখ্যাতিই লাভ করিয়া থাকেন।

এক দিকে এইরূপ হয়, অন্য দিকে আবার আর একরূপ। রুসিয়ায় দুই প্রকার ভয়ানক রাজদণ্ড প্রচলিত আছে;—বেত্রাঘাত ও সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসন। বেত্রাঘাত এত কঠিন যে, অনেক সময়ে যন্ত্রণায় অপরাধীদের মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসন, সাধারণ দণ্ডের মধ্যে পরিগণিত; কিন্তু বিচারের দোষে নির্দ্দোষীদিগকেও নির্ব্বাসিত হইতে হয়। দণ্ডিত ব্যক্তিরা দুরন্ত সৈনিকদিগের দ্বারা পশুবৎ নিপীড়িত হইয়া, পূর্ণ শীতের সময় সাইবিরিয়ায় রাজদণ্ড ভোগ করিতে যায়। বোধ হয়, অনবরত পায়ে হাঁটিয়া, এক হাজার ক্রোশ গমন করিলেও তত কষ্ট হয় না, যত কষ্ট রুসীয় গবর্ণমেণ্টের বেত্রাঘাতে ও অস্ত্রাঘাতে হইয়া থাকে। সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত অপরাধীদিগের মধ্যে সৈনিকদের পীড়নে অনেক ব্যক্তিকেই পথিমধ্যে ইহলোক ত্যাগ করিতে হয়। একখানা কাপড় দিয়া অপরাধীদের চক্ষু ও মুখ ঢাকা দেওয়া হয়।

মষ্টন বলেন, রুস রাজ্যের অন্তর্গত ওডেসা নগরের কারাগারে এক সময়ে রুস গবর্ণমেণ্ট ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছিলেন। নিকোলাস্ বা প্রথম আলেক্‌জান্দার বর্ণা আক্রমণের সময় হুকুম দিয়া, দুই জন ইংরেজ-চিকিৎসককে ধৃত করিয়া, ওডেসার কারাগারে রাখিয়াছিলেন; পরে তাঁহাদিগকে দারুণ শীতের সময় সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসন করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে উহাঁরা পীড়িতাবস্থায় অনাচ্ছাদিত শরীরে ও নগ্ন-পদে তথায় গমন করিয়াছিলেন।

ডাক্তার ক্লার্ক বলেন, যে সময়ে তিনি রুসিয়ায় গিয়াছিলেন, সে সময়ে সম্রাট পল সিংহাসন ভোগ করিতেছিলেন। পল ভয়ানক দুরন্ত ও পাগল রাজা ছিলেন। তিনি জোর করিয়া প্রজাদিগকে সং-সাজার মত পোষাক পরিতে আজ্ঞা করেন। অনেকে উহা পরিধান করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায়, সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত হয়। তা'ছাড়া আরও অনেক ভদ্র ও ইতর লোককেও ঐ দণ্ডভোগ করিতে হইয়াছিল। এই জন্য কয়েক জন সম্ভ্রান্ত

ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করিয়া, ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ তারিখে সেণ্ট পিটার্সবর্গের রাজপ্রাসাদে তাঁহাকে নিহত করিয়াছিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

রাজদত্ত গৌরব-চিহ্ন ও উপাধি।

অন্যান্য সভ্য দেশে যেমন রাজোপাধির চলন আছে, রুসিয়াতেও সেইরূপ দেখা যায়। রুসিয়ার রাজোপাধি, সমরসংক্রান্ত ব্যক্তিদিগকেই অধিক পরিমাণে দেওয়া হইয়া থাকে। এক জন সিভিলিয়ানের অপেক্ষা এক জন মিলিটারী কর্ম্মচারীর রাজদত্ত উপাধির সম্মান বেশী, এই জন্য সিভিলিয়ানেরাও যুদ্ধসংক্রান্ত কার্য্য-ভার পাইবার চেষ্টা করেন। রুস গবর্ণমেণ্টের এ ফিকির মন্দ নহে। এক উপাধির তারতম্য দেখাইয়া, দেশময় যুদ্ধনীতি শিক্ষার বেস্ ফাঁদ পাতিয়াছেন। আমাদের ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট উপাধি দেওয়া দূরে থাকুক, ভারতবর্ষীয়দিগকে ভলন্‌টিয়ারও করিতে চাহেন না। ইহাতে রাজার সজ্য-রক্ষার সুবিধা বই অসুবিধা নাই, তবু কেন ইংরেজমাত্র ভয় করেন, বলিতে পারি না। যাহা হউক, এই সময় সঙ্কটের সময় ভারতবর্ষীয়েরা বৃটিস্ গবর্ণমেণ্টের তরফে ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা ও রাজ-প্রতিনিধি লর্ড ডফারিণের নিকট ভলন্‌টিয়ার হইবার যেন একটু আশা পাইতেছেন। কিন্তু না আঁচাইলে বিশ্বাস নাই।

ইউরোপীয় ও আসিয়িক রুসিয়া, ফিন্‌লণ্ডের গ্রাণ্ড ডচি এবং ককেসীয় শাসন-বিভাগ ব্যতীত, বাইটটি গবর্ণমেণ্টে বিভক্ত। এই সকলের উপর সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট। স্বয়ং জার (Czar) উহার সর্ব্বময় হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। তিনি যেমন রাজকর্ম্মচারি- গণকে নিজে নিযুক্ত করেন, সেইরূপ উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে গৌরবসূচক উপাধিও দিয়া থাকেন।

ক্লার্ক বলেন, রুসিয়ায় সর্ব্বশুদ্ধ ছয়টি প্রধান অর্ডার (Orders) বা রাজদত্ত সম্মানসূচক উপাধি আছে। ঐ উপাধিগুলির প্রত্যেকের আবার অপর কয়েকটি করিয়া শাখা-উপাধি আছে। রুসীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা রাজদত্ত উপাধি পাইবার যোগ্য, তাঁহারা চতুর্দ্দশ শ্রেণীতে বিভক্ত। ঐ সকল লোক, গুণানুসারে "প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সম্মান প্রাপ্ত' ইত্যাদি রূপে গণ্য হইয়া থাকেন। ঐ চতুর্দ্দশ শ্রেণীর প্রথম ৮টির উপাধি বংশানুক্রমিক। উহা নূতন লোকে পায় না। বাকি ৬টি শ্রেণীর উপাধি ব্যক্তিগত; কিন্তু বংশগত নহে। যে সর্ব্বোচ্চ ছয়টির উপাধির কথা বলা হইল, উহার প্রথম ও দ্বিতীয়টি কেবল রাজ্যের উচ্চদরের কর্ম্মচারীরাই পাইয়া থাকেন। এই দুইটি উপাধির প্রথমটি যাঁহাকে দেওয়া হয়, তাঁহাকে "হাই এক্‌সেলেন্সি" (High Excellency), এবং দ্বিতীয়টি যাঁহাকে দেওয়া হয়, কেবল "এক্‌সেলেন্সি" (Excellency) গৌরবার্থসূচক শব্দ প্রয়োগে সম্বোধন করিতে হয়। অবশিষ্ট উপাধিধারিগণের গৌরবসূচক সম্বোধন শব্দ "নোবল্‌নেস্" (Nobleness)। যে ব্যক্তি যেরূপ রাজদত্ত উপাধিধারী, তাঁহাকে পত্র লিখিবার সময় সতর্ক হইয়া, পত্রের শিরোনামে ও সম্বোধনপদে উপাধির সেইরূপ কথাগুলি লিখিয়া দিতে হয়। ডাক্তার [illegible]য়ানের "রুসভ্রমণ" পুস্তকের (২য় খণ্ড) ৪৫০ পৃষ্ঠায় লি[illegible] আছে যে, এক সময়ে রুসিয়ার পোষ্ট আফিস্‌গুলিতে [illegible]ঠিপত্র গ্রহণের বিষম কায়দা ছিল। যে লোকের [illegible] পত্র লিখিত হইত, যদি উহাতে তাঁহার উপাধি ([illegible]) না থাকিত, তাহা হইলে কোন পোষ্ট আফিস ঐ পত্র গ্রহণ করিত না। ভগবানের ইচ্ছায় সে দিন এখন আর নাই।

ডাক্তার ক্লার্ক (L. L. D.) সাহেবের মতে রুসিয়ায় সর্ব্বোচ্চ দরের ছয়টি রাজদত্ত উপাধি (Orders) আছে, কিন্তু ডাক্তার রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (Kt. Mus. Doc) প্রণীত

"অর্ডারস্ অব্ নাইটহুড্ (Orders of Knighthood) নামক পুস্তকের ২য় খণ্ডে লিখিত আছে যে, তথায় নয়টি সর্ব্বোচ্চ রাজদত্ত উপাধির প্রচলন দেখা যায়। সেই নয়টি উপাধি (Orders) এই ;—১, সেণ্ট্ এণ্ড্রু উপাধি (Order of St. Andrew); ২, সেণ্ট্ ক্যাথারাইনের উপাধি (Order of St. Catherine); ৩, আলেক্ জান্দার নিউস্কির উপাধি (Order of Alexander Newsky [বা Nevskoi]); ৪ সেণ্ট্ এনের উপাধি (Order of St. Anne) ; ৫, সেণ্ট্ জর্জ্জের সামরিক উপাধি (Military Order of St. George); ৬, সেণ্ট ব্লডিমিরের উপাধি (Order of St. Vladimir); ৭, সেণ্ট্ জনের উপাধি (Order of St. John); ৮, শ্বেত ঈগলের উপাধি (Order of the White Eagle) এবং ৯, সেণ্ট ষ্টানিস্লেয়সের উপাধি (Order of St. Stanislaus)। এই সকল উপাধিধারীরা সচরাচর "নাইট" (Knight) বলিয়া অভিহিত হন।

নিম্নে ঐ ছয়টি উপাধির বিশেষ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে ;—

রুস সম্রাট সমস্ত রুসীয় উপাধির গ্রাণ্ড্ মাষ্টার, কিন্তু "সেণ্টক্যাথারাইন্" উপাধিটি কেবল স্ত্রীলোকদের জন্য বলিয়া, তিনি উহার গ্রাণ্ড্ মাষ্টার নন। রুসিয়ার গ্রাণ্ড্ ডিউকগণ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার সময় "সেণ্ট্ এণ্ড্রু," আলেক্জাণ্ডার নিউস্কি," "হোয়াইট্ (হোয়াইট) ঈগল" এবং "সেণ্ট্ এন্" উপাধির নাইট (Knight) হন। অন্যান্য রাজবংশীয়েরা নির্ব্বাচিত হইয়া, ঐ সকল উপাধি পাইয়া থাকেন। গ্রাণ্ড ডচেসেরা খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিতা হইবার সময় "সেণ্ট ক্যাথারাইন্" উপাধি পান, কিন্তু অন্যান্য ডচেসেরা বেশী বয়স না হইলে পান না।

"সেণ্ট এণ্ড্রু" উপাধিধারী নাইটগণের নির্ব্বাচন অনুসারে উপাধিদানসভায় এক জন চান্সেলর নিযুক্ত হন। তা ছাড়া ঐ সভায় এক জন ধনাধ্যক্ষ এবং এক জন কার্য্যাধ্যক্ষ থাকেন। ঐ তিন জন কর্ম্মচারী রাজসভা হইতে নির্ব্বাচিত হন। উঁহাদের দ্বারা উপাধিদান-সভার সমস্ত কার্য্যের নিয়মাবলী নির্দ্ধারিত হয়। ঐ উপাধিদান-সভা (Chapter) একটি মহৎ কার্য্যে ব্রতী। উহার ২,০০,০০০ দুই লক্ষ রুবলের একটি ফণ্ড আছে। সেই অর্থ হইতে সেণ্ট্ পিটাসবর্গের রাজকীয় বিদ্যালয়ে দরিদ্র রাজবংশীয়া বালিকারা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া থাকেন। তা' ছাড়া অন্যান্য দরিদ্র সম্ভ্রান্তবংশীয়া নারীরাও সেখানে শিক্ষিতা হন। রুসরাজ্ঞী এই মহৎ কার্য্যের প্রতিষ্ঠাত্রী।

যে সকল মেম্বরের বংশগত মর্য্যাদা আছে, তাঁহাদিগকে বংশানুক্রমিক উপাধি দেওয়া হয়; কিন্তু ক্রীতদাসগণকে ব্যক্তিগত উপাধি দেওয়া যায়। শাসকারিগণ ব্যক্তিগত সম্মানসূচক উপাধি প্রাপ্ত হন। রুসীয় সওদাগরেরা, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল হইতে, বংশগত উপাধি পাইয়া আসিতেছেন।

যে সকল উপাধিধারীরা মসহরা (পেন্সন) পান, তাঁহাদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ। যাঁহারা মসহরা পান না, তাঁহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী। প্রত্যেক উপাধিযোগ্য ব্যক্তিকে উপাধির শ্রেণী অনুসারে অর্থ দিয়া, উপাধি লাভ করিতে হয়। উঁহাদের প্রদত্ত অর্থ রুসিয়ার খাজানাখানায় জমা হয়। সেই টাকা আবার দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য রাজকর্ম্মচারীদের ভরণ পোষণ জন্য ব্যয়িত হয়। বৈদেশিক, সার্কেসীয় এবং অপরাপর যাঁহারা উপাধি-পদক প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগকে আর রাজকর দিতে হয় না।

প্রতি বৎসর ৮ই নবেম্বর "সেণ্ট মাইকেলের দিন" (St. Michael's day) নামক পর্ব্বাহে উপাধিদানের সাধারণ সভা হয়। সেই দিন সেণ্ট্ পিটার্সবর্গ ও মস্কাউ নগরনিবাসী নাইটগণ প্রত্যেক উপাধির জন্য ছয় জন মেম্বর নির্ব্বাচন করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সভার হস্তে তাঁহাদের ভারার্পণ করেন।

সাইবিরিয়া ও সার্কেসিয়া প্রদেশে যে সকল **রাজকর্ম্মচারী, অন্ততঃ** পাঁচ বৎসর কাল, বিশেষ **গুণের** সহিত কার্য্য করেন, তাঁহারা স্ব স্ব গুণানুসারে উপাধি পান। সৈন্যসংক্রান্ত কর্ম্মচারীরা, **অন্ততঃ** পনর বৎসর কার্য্য না করিলে কোনরূপ উপাধি পান না। রাজকার্য্যের শ্রেণী অনুসারে প্রত্যেক মেম্বরের উপাধিরও শ্রেণী আছে।

একবারেই কোনও ব্যক্তি সর্ব্বোচ্চ উপাধি পাইতে পারেন না। প্রথমে নিম্ন দরের উপাধি, পরে উচ্চ দরের উপাধি-পদক প্রাপ্ত হন। কিন্তু সময়ে সময়ে এ নিয়ম খাটে না। উপাধিপ্রাপ্ত লোকেরা অপরাধ বা অপমানের কার্য্য করিলে, তাঁহাদের নিকট হইতে উপাধি-পদক ও সনন্দ ফিরিয়া লওয়া হয়। যে সকল রাজকর্ম্মচারী ও ধর্ম্ম-যাজক কার্য্যদোষে পদচ্যুত হন, তাঁহারাও আর উপাধির অধিকারী থাকিতে পারেন না।

সেণ্ট্ পিটার্সবর্গের বিজ্ঞান-বিদ্যা মন্দির হইতে প্রতি পাঁচ বৎসরে উপাধি-পদক ও উপাধি-সনন্দপ্রাপ্ত মেম্বরগণের একখানি পুরা তালিকা প্রকাশিত হয়।

উপাধির সনন্দ (Order) এবং পদক (Medal) ভিন্ন রুসিয়ায় সম্মানের আরও কএকটি অলঙ্কার প্রভৃতি উপাধি-চিহ্ন আছে। যুদ্ধসংক্রান্ত উপযুক্ত অফিসার ও জেনেরলদিগকে স্বর্ণ ও হীরকমণ্ডিত তরবারি দেওয়া হয়। উহাতে "টু করেজ" (*To courage*) শব্দটি লেখা থাকে। কখন কখন ঐ সকল ব্যক্তিকে এক একটি গৌরবসূচক পদও দেওয়া যায়।

রুস সম্রাজ্ঞীর সহচরীরা (Ladies in waiting) তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি-শোভিত হীরক-মণ্ডিত এক প্রকার অলঙ্কার ধারণ করেন। সভ্যা রমণীরা (Court Ladies) সাধারণতঃ সম্রাজ্ঞীর নামস্বাক্ষরিত হীরকমণ্ডিত পদক ব্যবহার করিয়া থাকেন। ঐ সকল অলঙ্কার (Decorations) এবং পদক (Medals) নীল রঙের ফিতায় বাঁধিয়া অঙ্গে ধারণ করিতে হয়।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে রুস-সম্রাট্ এবং সম্রাজ্ঞীর আদেশানুসারে ভিন্ন ভিন্ন উপাধিধারী ও উপাধিধারিণীগণের যেরূপ মসহরার হার নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল ;—

১। সেণ্ট্ এণ্ড্রু নাইটগণ ৮০০ হইতে ১০০০ রুবল
২। „ ক্যাথারাইন (১ম শ্রেণী) ৩৫০ হইতে ৪৬০ „
৩। „ „ (২য় শ্রেণী) ৯০ হইতে ১৩০ বা ২০০ „
৪। „ আলেক্জান্দার নিউস্কি ৫০০ হইতে ৭০০ „
৫। „ জর্জ্জ ১৫০, ২০০, ৪০০ বা ১০০০ „
৬। „ ব্লডিমির ১০০, ১৫০, ৩০০ বা ৬০০ „
৭। „ এন্ (১ম শ্রেণী) ২০০ হইতে ৩৫০ „
৮। „ „ (২য় শ্রেণী) ১২০ হইতে ১৫০ „
৯। „ „ (৩য় শ্রেণী) ৯০ হইতে ১০০ „
১০। „ „ (৪র্থ শ্রেণী) ৪০ হইতে ৫০ „
১১। „ ষ্টানিস্লেয়স্ ৮৬, ১১৫ বা ১৪৩ „

যে সকল বিদেশীয় লোক রুস সরকারে কার্য্য করেন, তাঁহারা কেবল উপাধি-ভূষণ পান, মসহরা পান না। ব্লডিমির নাইটগণের সংখ্যা ৬০। ঐ ৬০ জনের বাৎসরিক মসহরা ১,৫৮,৬৬০ রুবল।

সেণ্ট্ এণ্ড্রুর উপাধি।

(THE ORDER OF ST. ANDREW.)

১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের ২০এ ডিসেম্বরে পিটার দি গ্রেট্ কর্ত্তৃক এই উপাধি সৃষ্ট হইয়াছিল। ইউরোপের অন্যান্য সভ্য রাজসভার সহিত স্বীয় রাজসভার গৌরববৃদ্ধি এবং তুরস্কের সহিত স্বীয় রাজ্যস্থ সম্ভ্রান্তগণের উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য পিটার দি গ্রেট্ এই উপাধি প্রচলন করিয়াছিলেন।

সেণ্ট্ এণ্ড্রু রুস-সাম্রাজ্যের পরম হিতৈষী মহাপুরুষ। মস্কোভী জনশ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, সেণ্ট্ এণ্ড্রু নবগরদনিবাসী স্লাভোনীয়দের নিকট সর্ব্বপ্রথম খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার গৌরবার্থ তন্নামে এই উপাধি সৃষ্ট হয়। সেণ্ট্ এণ্ড্রু উপাধি রুসরাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানসূচক। সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহ না হইলে, এই উপাধি কেহই পান না। এই উপাধির সহিত আলেক্‌জান্দার নিউস্কি, সেণ্ট্ এন্ এবং সেণ্ট্ ষ্টানিস্‌লেয়স্ উপাধিও একত্র প্রদত্ত হয়।

"সেণ্ট্ এণ্ড্রু" উপাধিলাভার্থী নাইট্‌কে ২৪০টি রুবল ফী দিতে হয়। এই উপাধিধারী দ্বাদশ জন সাধারণ মেম্বর এবং তিন জন পাদরী মেম্বর বাৎসরিক ৬,০৯২ রুবল মসহারা ভোগ করেন।

এই উচ্চতম উপাধির পদক বা ভূষণ অনেক দিন ধরিয়া অনেক রকমের হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু এক্ষণে ইহার আকার ক্রুশের ন্যায় হইয়াছে। সেই ক্রুশপট্টের উপরে নীল মিনা নির্ম্মিত সেণ্ট্ এণ্ড্রুর প্রতিমূর্ত্তি। সেণ্ট্ এণ্ড্রুর উভয় হস্তে "*Sanctus Andreas Protector Russiæ*" পদস্থিত বাক্যগুলির প্রথম অক্ষর S. A. P. R. লিখিত। তা ছাড়া তিনটি রাজমুকুটের সহিত সাম্রাজ্যের ঈগল পক্ষীর উপর সেই মূর্ত্তি সংস্থাপিত। আশমানী ও নীলরঙের চওড়া ফিতা দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে বাম দিকের উরুসন্ধি পর্য্যন্ত উত্তরীয়ের ন্যায় ঝুলাইয়া, তদুপরি এই পদক ব্যবহার করিতে হয়।

সেণ্ট্ এণ্ড্রু ক্রুশধারী নাইটগণের তক্‌মাদার সবুজ মখমলের এক প্রকার ঝোব্বা আছে, কোন উৎসবের সময় বা নিমন্ত্রণ-সভায় এই পদক বক্ষোলগ্ন করিয়া গমন করিলে, সেই গৌরব-পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হয়। তা ছাড়া তাঁহাদের বক্ষোদেশের দক্ষিণাংশে আর একটি স্বর্ণনক্ষত্র-পদক থাকে। সেই পদকের উপর সাম্রাজ্যের দুইটি ঈগল পক্ষী অঙ্কিত এবং রুস ভাষায় "বিশ্বাস ও রাজভক্তির জন্য" পদটি লিখিত থাকে।

সেণ্ট ক্যাথারাইনের উপাধি।

(THE ORDER OF ST. CATHERINE.)

১৭১৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর পিটার দি গ্রেট্ কর্ত্তৃক এই উপাধি সৃষ্ট হইয়াছিল। এই উপাধির দুইটি শ্রেণী আছে। রাজপরিবারস্থা নারীগণ ব্যতীত, কেবল অপর দ্বাদশটি সম্ভ্রান্তবংশীয়া রমণীর ভাগ্যে এই উপাধি ঘটিয়া থাকে।

সেণ্ট্ ক্যাথারাইন্ উপাধির দ্বিতীয় শ্রেণীর পদক বিদেশীয় উচ্চপদস্থা রমণীরা পাইয়া থাকেন। উহার সংখ্যা ৯৪টি। তা ছাড়া রাজবংশীয়া নারীরাও এই উপাধি পাইয়া থাকেন।

এই উপাধি-পদকের আকার অষ্টকোণবিশিষ্ট নক্ষত্র। ইহার মধ্যস্থল লোহিত বর্ণ। মধ্যস্থলে রুসীয় রাজমুকুট অঙ্কিত আছে। রাজমুকুট বেষ্টন করিয়া প্রতিপাদ্য শ্লোক (Motto) লিখিত থাকে। বামবক্ষে এই উপাধি-পদক ধারণ করিতে হয়।

রুসীয় আইনানুসারে এই উপাধিধারিণী স্ত্রীলোকেরা প্রত্যহ ঈশ্বরের নিকট প্রথম পিটারের মুক্তি এবং রাজপরিজনের সহিত বর্ত্তমান সম্রাটের কুশল প্রার্থনা করেন। এই সকল নারী স্ব স্ব ব্যয়ে অসভ্যদিগের হস্ত হইতে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণকে উদ্ধার করেন। সেণ্ট্ ক্যাথারাইন্ ইন্‌ষ্টিটিউশনের কার্য্য-নির্ব্বাহ-ভার এই সকল নারীদের হস্তে অর্পিত হয়।

প্রতি বৎসর ২৫এ নবেম্বর এই উপাধির বাৎসরিক উৎসব হয়।

আলেক্‌জান্দার নিউস্কির উপাধি।

(THE ORDER OF ALEXANDER NEWSKY.)

এক সময়ে রুসিয়ার অন্তর্গত নবগরদ নগর ইয়ারোসলার পুত্র আলেক্‌জান্দারের অধীনে ছিল।

১২৪০ খৃষ্টাব্দে নবগরদ নগর লইয়া আলেক্‌জান্দারের সহিত সুদি, ফিন, সুইড এবং লিভোনীয় ও জর্ম্মণ নাইটদিগের যুদ্ধ ঘটে। সুইডগণ বলপূর্ব্বক নিভা নদীর নিকট পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু ইয়ারোসলার পুত্র আলেক্‌জান্দার ভয়ানক যুদ্ধ করিয়া, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। এই বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য, সে সময়ে তিনি রুসগণের নিকট "নিউস্কি" (Newsky) এই নব নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পিটার দি-গ্রেট নিভা নদীর তীরে নব রাজধানী সেণ্ট্‌ পিটার্সবর্গ নগর স্থাপনের সময় এই মহাপুরুষের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। নিউস্কির নামে তিনি একটি উপাধি সৃষ্টি করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মনের চেষ্টা কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। যাই হৌক, তাঁহার পত্নী রাণী ক্যাথারাইন্ স্বামীর ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। ক্যাথারাইন্ এই উপাধি সৃষ্টি করিয়া, তদীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু মেন্সিকফ্‌কে সর্ব্বাগ্রে ইহা দ্বারা গৌরবিত করিয়াছিলেন। এই উপাধি দানকার্য্য ১৭২৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিলে হইয়াছিল।

আলেক্‌জান্দার নিউস্কির উপাধিপদক লাল মিনা করা অষ্ট কোণাকার। প্রত্যেক কোণে এক একটি করিয়া ঈগল পক্ষী উপবিষ্ট। ইহার মধ্যভাগে শাদা মিনার কার্য্য। সে স্থানে অশ্বপৃষ্ঠে সেণ্ট্‌ আলেক্‌জান্দার নিউস্কির প্রতিমূর্ত্তি। রুস-ভাষায় পদকের প্রতিপাদ্য শ্লোক "আমাদের পিতৃভূমির গুণজ্ঞ" লিখিত থাকে।

সিভিল ও মিলিটারী উভয় শ্রেণীতেই এই উপাধি বর্ত্তে। ইহার আর শ্রেণিবিভাগ নাই। সামরিক বিষয় সম্বন্ধে যাঁহারা মেজর-জেনেরেল (Major-General), তাঁহারাই এই উপাধি প্রাপ্ত হন।

এই উপাধিপ্রাপ্ত নাইটের সংখ্যা কেবল বার জন। উহার মধ্যে পাঁচ জন পাদরী ও সাত জন অপর মেম্বর। এই বার জন নাইট বৎসরে ৭০১৪ রুবল ও ৮ কোপেক বৃত্তি পান।

৩০এ সেপ্টেম্বর এই উপাধির সাম্বৎসরিক উৎসব হয়।

সেণ্ট্‌ এনের উপাধি।

(THE ORDER OF ST. ANN.)

এই উপাধি পূর্ব্বে হলষ্টীন্ স্লেসউইগ্ পরিবারের ছিল। সম্রাজ্ঞী এন্ এবং তৃতীয় পিটারের কন্যা ডচেস্ এন্ পেট্রোনার সম্মানার্থ, ডিউক্ চার্লস্ ফ্রেডরিক্ কর্ত্তৃক (১৭৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি) কীল (Kiel) নগরে ইহা সৃষ্ট হইয়াছিল।

প্রথমে এই উপাধির একটি শ্রেণী ছিল, ও পনর জন নাইট এই উপাধি-পদক পাইতেন। এই উপাধির সৃষ্টিকর্ত্তা চার্লস্ ফ্রেডরিকের পুত্র সম্রাট তৃতীয় পিটার রুসিয়ায় এই উপাধি আনয়ন করেন। রুস-সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারাইনের রাজত্ব-কালে গ্রাণ্ড্‌ ডিউক্ এই উপাধির বিতরণকর্ত্তা ছিলেন। এই গ্রাণ্ড্‌ ডিউক্‌ই পরে সম্রাট প্রথম পল্ নাম ধারণ করেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট পল রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া, হল্‌ষ্টীন্ স্লেসউইগ্ পরিবারের এই উপাধিকে রুসীয় উপাধি বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেন। পূর্ব্বে ইহার শ্রেণিবিভাগ ছিল না, কিন্তু সম্রাট পল্ কর্ত্তৃক বিদেশীয় ও দেশীয়দের জন্য ইহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইল। আরও তিনি আদেশ দিলেন যে, সেণ্ট্‌ এণ্ড্রুর উপাধি পদকধারীরা সেণ্ট এনের উপাধি-পদকও ব্যবহার করিতে পারিবেন।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট প্রথম আলেক্‌জান্দার আবার ইহাতে চতুর্থ শ্রেণী যোগ করিলেন। ঐ শ্রেণী কেবল সামরিক লোকদের জন্য হইল।

চতুর্থ শ্রেণীর মেম্বরেরা স্ব স্ব তরবারির মুষ্টিস্থানে উপাধিপদক ব্যবহার করিবার আদেশ পাইলেন।

১৩ই ও ১৪ই ফেব্রুয়ারি এই উপাধির বাৎসরিক উৎসব হয়।

এই উপাধিপদকের মধ্যস্থলে সেণ্ট্ এনের নামের আদ্য অক্ষর ও নক্ষত্র অঙ্কিত থাকে। ইহার প্রতিপাদ্য শ্লোক "ঈশ্বরভয়, ন্যায় ও বিশ্বাসের বন্ধুগণের প্রতি" (Amant. Just. Piet. fidem.)।

যে সকল বিদেশীয় ব্যক্তি রুসীয় রাজসরকারে কার্য্য করেন না, অথচ উপযুক্ত, "সেণ্ট্ এন্" উপাধি বেশীর ভাগ তাঁহাদিগকেই দেওয়া হইয়া থাকে।

সেণ্ট জর্জ্জের সাময়িক উপাধি।

(THE MILITARY ORDER OF ST. GEORGE.)

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ২৬এ নবেম্বরে (কেহ কেহ বলেন, ৭ই ডিসেম্বরে) রুসসম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারাইন্ কর্ত্তৃক এই উপাধি সৃষ্ট হয়। সৈন্য ও নৌবিভাগীয় উপযুক্ত কর্ম্মচারিগণকে গুণের পুরস্কার দিবার জন্য, এই উপাধির সৃষ্টি। ইহা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে মেজর জেনেরলেরাই কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাইট্ হইতে পারেন। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদক কেবল কর্ণেলদের প্রতিই বর্ত্তে।

সেণ্ট জর্জ্জ উপাধি পাইবার নিমিত্ত কাহাকেও ফী দিতে হয় না। এই উপাধিধারিগণের সর্ব্বশুদ্ধ বার্ষিক বৃত্তি ১০,৯৭১ রুবল।

যে দিবস এই উপাধি সৃষ্ট হয়, প্রতি বৎসর সেই দিবস ইহার উৎসব হইয়া থাকে। উৎসবের সময় কেবল জেনেরেলদিগকে সমপরিচ্ছদে উপস্থিত হইতে হয়। অন্যান্য মেম্বরদের পক্ষে সে নিয়ম নাই।

সেণ্ট ব্লডিমিরের উপাধি।

(THE ORDER OE ST. VLADIMIR.)

১৭৮২ খৃষ্টাব্দের ২২এ সেপ্টেম্বর (কাহার কাহার মতে ৪ঠা অক্টোবর) মহারাণী দ্বিতীয়া ক্যাথারাইন্, তাঁহার সাম্বৎসরিক রাজ্যাভিষেক মহোৎসবের সময়ে, মহাপুরুষ ব্লডিমিরের নাম স্মরণার্থ, এই উপাধির সৃষ্টি করেন। ব্লডিমির ৯৭৬ খৃঃ অব্দে রুসিয়ায় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়া, রুসদের নিকট ধর্ম্ম-প্রচারক (Apostle) আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সম্রাট প্রথম পল্, তাঁহার রাজত্ব সময়ে, এই উপাধির প্রথা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র আলেক্জান্দার, সেণ্ট জর্জ্জ উপাধির সহিত, পুনর্ব্বার ইহা প্রচার করিয়া যান।

যে সকল ব্যক্তি দেওয়ানী ও যুদ্ধবিষয়ে এবং সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানে বিশেষ পরাকাষ্ঠা লাভ করেন, তাঁহাদিগকে এই উপাধি অর্পিত হয়। এই উপাধি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রতি বৎসর উপাধিদান-সভা হইতে এক দিন এই উপাধি বিতরিত হয়। এই উপাধি-পদকে হীরকাদি মণ্ডিত থাকে না। সেণ্ট-ব্লডিমির-উপাধি-পদকের এক পৃষ্ঠে এই উপাধি সৃষ্টির তারিখ রুসীয় ভাষায় লিখিত থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর উপাধিধারীরা বেশীর ভাগ দক্ষিণ বক্ষে একটি নক্ষত্রচিহ্ন ব্যবহার করিতে পারেন। বক্ষের মধ্যস্থলে চারিখানি পত্রে (S. R. K. W.) অর্থাৎ সেণ্ট ব্লডিমির দি এপসোল্ লিখিত থাকে। উপাধিপদকের মধ্যস্থলস্থ বেষ্টনীতে রুস ভাষায় লিখিত থাকে—"উপযোগিতা, সম্মান ও গৌরব"। ২৭এ সেপ্টেম্বর এই উপাধির বার্ষিক উৎসব হয়। যদি এই উপাধিধারী কোন নাইটের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাঁহার বিধবা পত্নী স্বামীর মৃত্যুর পর এক বৎসর কাল পুরা মসহরা পান।

সেণ্ট জনের উপাধি।

(THE ORDER OF ST. JOHN.)

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রথমতঃ পোলণ্ডে এই উপাধির সৃষ্টি হয়। প্রথম পলের সময় হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়া, এক্ষণে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে।

এক শ্রেণী গ্রীক চর্চ্চ এবং অপর শ্রেণী রোমান্ ক্যাথালিক্ ধর্ম্মাবলম্বীদের জন্য। এক্ষণে প্রথম শ্রেণীর উপাধিধারী নাইটের সংখ্যা ৯৮টি, কিন্তু পূর্ব্বে ৩৯৩টি ছিল। তাহা ছাড়া এতৎ সম্বন্ধীয় প্রাপ্ত ক্রসের নাইটের সংখ্যা ৩২টি পর্য্যন্ত হইত।

শ্বেত ঈগলের উপাধি।

(THE ORDER OF THE WHITE EAGLE.)

চতুর্থ ব্লডিমিরের সময়ে জর্জ্জ আসিলিন্স্কি সাধারণ তন্ত্রের পোলণ্ড রাজ্যের চ্যান্সেলার ছিলেন। তিনি টেনেক্জিনের সেনারি (seignory) প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে কাউন্ট বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি রুসিয়ার সম্রাট এবং পোপকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাকে কুমার (Prince) বলিয়া অভিহিত করেন। যাই হউক, তিনি এই উপাধি পাইতে না পাইতেই আপন ইচ্ছায় "নিষ্কলঙ্ক কুমারী" (Immaculate Vergin) নামে একটি উপাধি স্থষ্টি করিলেন। ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে, অষ্টম পোপ আর্ব্বান্ এই উপাধির ব্যবস্থা অধিকতর পাকা করিলেন। এক্ষণে এই উপাধি "শ্বেত ঈগলের উপাধি" (Order of the White Eagle) নামে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইহার কেবল একটি শ্রেণী আছে।

এই উপাধির সনন্দ পত্র সর্ব্বদা জার কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। রুসদের জন্য রুসীয় ভাষায় এবং পোলদের জন্য পোল এবং রুসীয় উভয় ভাষায় এই সনন্দ লিখিত হইয়া থাকে। অন্যান্য রুসীয় উপাধিগুলি কেবল খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে প্রদত্ত হইয়া থাকে; কিন্তু এই উপাধি অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরাও পাইয়া থাকেন। পারস্যের শাহ এবং অন্যান্য প্রাচ্য রাজারা রুস সম্রাটের নিকট হইতে এই উপাধি পাইয়াছেন। এই উপাধির ফী ১৫০ রুবল।

সেণ্ট ষ্টানিস্লেয়সের উপাধি।

(THE ORDER OE THE ST. STANISLAUS.)

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে ষ্টানিস্লেয়স্ অগষ্টস্ পনিয়াটস্কি, তাঁহার বন্ধু এবং সিংহাসনাধিকারীদিগের জন্য এই উপাধির সৃষ্টি করেন। তিনি তদীয় রাজ্যের পরম হিতৈষী মহাপুরুষ সেণ্ট্ ষ্টানিস্লেয়স্ এবং আপনার নামে ইহা প্রচলিত করেন। এই উপাধির নাইট সংখ্যা ১০০ শত নির্দ্ধারিত আছে। ইহা ছাড়া বিদেশীয়েরাও এই উপাধি স্বতন্ত্র পাইয়া থাকেন। ইহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। শ্রেণী অনুসারে নাইট্গণকে, ৯০।৩০ বা ১৫ রুবল ফী দিতে হয়। প্রথম শ্রেণীর ৩০ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৬০ জন, তৃতীয় শ্রেণীর ৯০ জন নাইট্ ১৪২, ১১৪ এবং ৮৫ রুবল বাৎসরিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন। যাঁহারা যখন নিম্ন শ্রেণী হইতে উচ্চ শ্রেণীতে উত্থিত হন, তখন উচ্চ শ্রেণীর বৃত্তি পাইবার মধ্যসময়ের মধ্যে কোনরূপ বৃত্তি পান না। যে সকল উপাধিধারী সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন, তাঁহারা আর বৃত্তি পান না। উপাধিধারীদের বিধবারা স্বামীর মৃত্যুর পর এক বৎসর কাল পুরা মসহারা পাইয়া থাকেন। উপাধিধারীর মৃত্যু হইলে, উপাধি-পদক অবশ্যই সম্রাটকে ফিরাইয়া দিতে হয়; না দিলে উহার মূল্য ফেরত দিতে হয়। ২৩এ এপ্রেল বা ৭ই মে এই উপাধির বার্ষিক উৎসব হয়।

গত ২০এ এপ্রেল সেণ্টপিটার্সবর্গের "সেণ্ট-পিটার্সবর্গার জীটঙ্গ" নামক সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, বর্ত্তমান রুসসম্রাট তৃতীয় আলেক্জান্দার জেনেরল কমারফের নিকট সেণ্ট্ জর্জ্জ উপাধির অনেকগুলি পদক (Crosses) পাঠাইয়াছেন। তাঁহার যে সকল সৈন্য খুষ্ক নদী-তটে আফগানদিগের সহিত যুদ্ধকালে যৎপরোনাস্তি বীরত্ব দর্শাইয়াছে, তাহাদিগকে ঐ পদকগুলি দেওয়া হইবে। তা ছাড়া রুস-সেনাপতিকে বলা হইয়াছে,

অন্যান্য বীরগণের নাম লিখিয়া শীঘ্রই যেন সম্রাটের নিকট পাঠান হয়। জেনারেল কমারফ আফগান যুদ্ধে জয়লাভ করাতে, সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একখানি হীরকমণ্ডিত তরবারি পারিতোষিকস্বরূপ প্রদান করিয়াছেন। তাহার পর তারের সংবাদে জানা গিয়াছে যে, এই সকল পারিতোষিক-প্রদান-ব্যাপার সমাধা হইয়া গিয়াছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ব্যবহারিক শিল্প (INDUSTRIAL ART); স্থপতি (ARCHITECTURE); ভাস্করীয় কার্য্য (SCULPTURE); সূক্ষ্মশিল্প (FINE ART), ইত্যাদি।

রুসসাম্রাজ্যে ব্যবহারিক শিল্পের অভাব নাই। নিম্নে কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থানের বিবরণ সহ উহার দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

সেণ্ট পিটার্সবর্গ।

এই মহানগর রুসিয়ার রাজধানী। সুইডেনের অধিপতি একাদশ চার্লসের সময় কতকগুলি সুইড্‌সৈন্য নিভা নদীর তীরে নিষ্কর ভূমি পাইয়াছিল। তখন ঐ স্থান অস্বাস্থ্যকর ছিল। এক্ষণে সেই স্থানেই বর্ত্তমান মহানগর সেণ্ট্‌পিটার্সবর্গ স্থাপিত আছে। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে বল্টিক্ সমুদ্রতটে পিটার দি গ্রেট রুস-সাম্রাজ্যের একটি নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তথায় তিনি এই উদ্দেশে প্রথমে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই গৃহটি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। আজিও পর্য্যটকেরা উহা দেখিতে পায়। তাহার উপরিভাগে এক্ষণে ইষ্টকরাশি রহিয়াছে। সময়ে কত পরিবর্ত্তন ঘটে! যে স্থান এক সময়ে অতি সামান্য ছিল, আজ তথায় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার স্বরূপ সেণ্ট্‌ পিটার্সবর্গ শোভা বিস্তার করিতেছে। ক্রমে ক্রমে যেমন রাজার পর রাজা হইতেছেন, সেইরূপ সেণ্ট্‌ পিটার্সবর্গের শোভার পর শোভা বাড়িতেছে। এই জন্য কলিকাতার ন্যায় সেণ্ট্‌পিটার্সবর্গেরও নাম হইয়াছে "প্রাসাদ-নগর" (The City of Palaces.)।

সেণ্ট্‌পিটার্সবর্গে কেবল সম্রাটভবনের সৌন্দর্য্য নয়, অপরাপর ধনীদেরও মনোহর অট্টালিকা-শ্রেণীর শোভা ক্রীড়া করিতেছে। চারিদিকে সুবিস্তৃত রাজপথ। প্রত্যেক রাজপথের দুই পার্শ্বে বড় বড় অট্টালিকা। রুসগবর্ণমেণ্টের আদেশে কুশ্রী ও অস্বাস্থ্যকর গৃহ রাখিবার যো নাই। রাজাজ্ঞায় প্রত্যেক গৃহস্বামীকে প্রতিবৎসর এক-বার করিয়া বাড়ী মেরামৎ ও চূণকাম করিতে হয়। অট্টালিকাশ্রেণী যদিও ইষ্টকনির্ম্মিত, কিন্তু সর্ব্বদা সুধাধবলে ধবলিত থাকায় সুন্দর দেখায়। রাজপুতানার জয়পুর নগরও এই ধরণের রাজধানী, তবে ইষ্টকের বদলে প্রস্তরের বাড়ীই যথেষ্ট।

নিভা নদী ও তাহার শাখা-নদীগুলি কর্ত্তৃক কতিপয় দ্বীপ সৃষ্ট হইয়াছে। সেই সকল দ্বীপের উপর সেণ্ট্‌ পিটার্সবর্গ রাজধানী নির্ম্মিত। এই নগর দ্বাদশ-পল্লী বা মহল্লায় বিভক্ত। সেণ্ট্‌ পিটার্সবর্গের পরিধি ৯ ক্রোশ এবং ব্যাস ৩ ক্রোশ। প্রত্যেক পল্লী বা মহল্লার সীমা শাখানদী বা খালের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতেছে। সুতরাং লোকজনের গতায়াতের জন্য সেতুর সংখ্যা সত্তরটি। তন্মধ্যে অর্দ্ধেকগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত, বাকি অর্দ্ধেকগুলির কতকগুলি লৌহ ও কতকগুলি কাষ্ঠগঠিত। প্রতিবৎসর বসন্তকালে লাডোগা হ্রদ হইতে রাশি রাশি বরফ ভাসিয়া আসিয়া, নিভা নদীতে জমাট হইয়া পড়ে, এইজন্য ঐ নদীর উপর কোন স্থায়ী থেমো বা পিল্পে-পুল (Pillar bridge) নির্ম্মিত হয় নাই। সকলের যাওয়া আসার জন্য উহার উপর দোল-পুল (Hanging bridge) আছে। টেম্‌স্ নদীর উভয় পারে যেমন লণ্ডন নগর অবস্থিত, সেইরূপ নিভা নদীরও উভয় তটে সেণ্ট পিটার্সবর্গ নগর দাঁড়াইয়া আছে।

গ্রীষ্মকালে ঐ নগরের দুই তীরস্থ দুই অংশ এক করিবার জন্য তিনটি বৃহৎ বৃহৎ ভাসা-পুল (Pontoon bridge) নির্ম্মিত হয়। ঐ তিনটির মধ্যে যেটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেতু, তাহার দৈর্ঘ্য ১,২৫০ এবং বিস্তার ৬০ ফুট, নাম "ইস্‌হাক্‌ সেতু" (Isaac Bridge)। অপর দুইটির মধ্যে একটির নাম "ট্রয়েস্কয় সেতু" (Troitskoi Bridge), দৈর্ঘ্য ২,৪৫৬ ফুট; অপরটির নাম "ভস্‌ক্রেসেন্‌স্‌কয় সেতু" (Voskresenskoi Bridge), দৈর্ঘ্য ১,২৬০ ফুট। ঐ তিনটি সেতুর উপরিভাগে বড় বড় তক্তা পাতা, দুই দিকে মানুষের যাতায়াতের জন্য পদপথ (Foot-path) এবং স্থিরভাবে ভাসিয়া থাকিবার জন্য বড় বড় লৌহ-পোল (Pontoon) গুলি নঙ্গর করা থাকে। নিভা নদীর উপর ২,৪৫৬ ফুটের অপেক্ষা দীর্ঘাকার সেতু নাই, কিন্তু ঐ নদীর এক এক স্থলের বিস্তার ৩,৫০০ ফুট পর্য্যন্ত দেখা যায়। ইউরোপের কোন রাজধানীই নিভার ন্যায় মনোহর নদীতটে স্থাপিত নয়।

বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা কালে সেণ্ট পিটার্সবর্গের সেতুগুলির যেমন প্রয়োজন হয়, শীতকালে তেমন নয়। শীতের সময় নিভা ও তাহার শাখানদীগুলি জমাট বরফে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তখন তাহার উপর দিয়া হাঁটিয়া পারাপার হওয়া যায়। কেবল নদী নয়, তখন পথ ঘাট সমস্তই বরফে ঢাকিয়া যায়।* পথে গাড়ী চলে না, নদীতে নৌকা চলে না। তখন লোকেরা নৌকার ন্যায় এক প্রকার চক্রহীন গাড়ী (Sledge) ব্যবহার করে। রুসিয়ায় বল্গা হরিণ নামে এক জাতীয় হরিণ আছে। বল্গা হরিণ, মানুষ বা বড় বড় কুকুরে ঐ সকল নৌকা টানিয়া লইয়া যায়। প্রকৃতির কাণ্ড অদ্ভুত! জলে স্থলে নৌকা চলে!

গ্রীষ্মের সময় বরফ গলিয়া যায়, সুতরাং তখন ঠেলাগাড়ীর (Sledge) এর ব্যবহার বন্ধ হয়। তখন পথে ড্রুস্কি (Drosky)† নামক চারি চাকার ঘোড়ার গাড়ী চলে। প্রকৃত নৌকা জলে ভাসে।

সেণ্ট পিটার্সবর্গের রাস্তাগুলি বড় ভাল নয়। প্রত্যেক রাস্তায় পাথরের টুকরা বিছাইয়া দেওয়া হয়। শীত ও গ্রীষ্মকালে বরফ ও জলের সঙ্ঘর্ষণ জন্য রাস্তা বন্ধুর হইয়া পড়ে। গাড়ী ও লোকের যাতায়াতের বড় সুবিধা হয় না। সম্রাট প্রথম আলেক্‌জান্দার একবার ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি তত্রস্থ রাস্তাগুলি দেখিয়া আসিয়া, স্বীয় রাজধানীর দুর্দ্দশা মোচনে মন দিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা সেণ্ট পিটার্সবর্গের পথে পথে ফুটপাথ নির্ম্মিত হয়। যাই হউক, পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে সেণ্ট পিটার্সবর্গের পথগুলি অনেক ভাল হইয়াছে।

সেণ্ট পিটার্সবর্গ নগরের মধ্যে জলযুদ্ধ-ব্যবস্থাপক-সমাজ-প্রাসাদই (Admiralty) সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই প্রাসাদ নিভা নদীর তটে অবস্থিত। ইহা দীর্ঘে ১,৩০০ এবং প্রস্থে ৬৭২ ফুট। যুদ্ধ-জাহাজ নির্ম্মাণ করিবার জন্য এখানে চারিটি স্থান আছে। এই প্রাসাদের মধ্য হইতে তিনটি বড় বড় রাস্তা বাহির হইয়া গিয়াছে।

ইহার পরেই উইণ্টার প্রাসাদ (Winter Palace) গণ্য। ইহাও নিভা নদীর তীরে সুশোভিত। ইহার যে অংশ নদীর দিকে, তাহার দৈর্ঘ্য ৭২১ ফুট। ১৮৩৭ খৃঃ এই রাজপ্রাসাদ অগ্নি-সংযোগে দগ্ধ হইয়াছিল। পরে পুনর্ব্বার

* অত্যন্ত শীতের সময় যখন তাপমান (Thermometer) যন্ত্রের পারদ খুব নীচে নামিয়া পড়ে এবং বাতাস বন্ধ হয়, তখন আকাশ হইতে অনবরত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফখণ্ড পড়িতে থাকে। উহাতে রুসিয়ার রাজধানী সেণ্ট পিটার্সবর্গ ও তদুত্তরস্থ স্থান সকল কতক কতক আচ্ছন্ন হয়। প্রত্যেক বরফ টুক্‌রা ছয়টি সমভুজ ও সমকোণবিশিষ্ট। প্রত্যেকের আকার একটি মটরের অর্দ্ধখানি।

† ড্রুস্কি এক রকম বেঞ্চ সাজানো গাড়ী। ইহাতে শকট-চালক ব্যতীত ৪ হইতে ৬ জন লোক পিঠাপিঠি করিয়া বসিতে পারে। বেঞ্চের শেষ ভাগে কোচম্যান বসিয়া গাড়ী হাঁকায়।

নির্ম্মিত হইয়াছে। উইণ্টার প্রাসাদের বাহিরের ও ভিতরের গঠন-সৌন্দর্য্য খুব চমৎকার।

উইণ্টার প্রাসাদের কিঞ্চিৎ দূরে বড় হার্মিটেজ্ ও ছোট হার্মিটেজ্ নামে অপর দুইটি সুন্দর প্রাসাদ আছে। একটি সুচারু সেতু, পথের উভয় পার্শ্বস্থ এই দুইটি প্রাসাদকে এক করিয়া রাখিয়াছে।

ইহা ছাড়া সেণ্ট্ পিটার্সবর্গে আরও অনেকগুলি রাজপ্রাসাদ আছে। তন্মধ্যে মর্ম্মর-প্রাসাদ (Marble Palace) এবং টৌরিডা প্রাসাদ (Taurida Palace) অতি পরিপাটি। রুসরাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারাইন্, তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়পাত্র কাউণ্ট্ অর্লফের জন্য মর্ম্মর-প্রাসাদটি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পরে সম্রাট পলের সময় পোলণ্ডের শেষ রাজারা এই প্রাসাদে বাস করিয়াছিলেন। সেনাপতি পোটেম্‌কিন্ কর্ত্তৃক টৌরিডা প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। রুসীয় ইতিহাসে লিখিত আছে যে, পটেম্‌কিন্ ক্রিমিয়া-যুদ্ধে গিয়া, প্রাণ হারাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে এই প্রাসাদে মহারাণী ক্যাথারাইন্‌কে একটি মহাভোজ দিয়াছিলেন।

১৮২৫ খৃঃ গ্রাণ্ড্ ডিউক্ মাইকেলের একটি বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। ইহাও সেণ্ট্ পিটার্সবর্গের অন্যতম অলঙ্কার স্বরূপ।

রুস-গবর্ণমেণ্টের রাজকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সেণ্ট্ পিটার্সবর্গে অনেকগুলি বড় বড় অট্টালিকা আছে। তন্মধ্যে ইস্‌হাক্ স্কোয়ারে সিনেট্ হাউস নামক অট্টালিকাটি অন্যতম।

এটাট্ মেজর্ (*Etat Major*) নামক অট্টালিকা খুব প্রকাণ্ড। এই স্থানে যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা হয়। তা' ছাড়া রুস-রাজ্যের মানচিত্র (Map) অঙ্কিত হয়। মানচিত্র আঁকিবার জন্য অনেক লোক নিযুক্ত আছে। ঐ সকল মানচিত্র বিক্রিত হয়। তা' ছাড়া এ স্থলে মুদ্রাযন্ত্র আছে। উহাতে রাজকার্য্যসম্বন্ধীয় কাগজপত্র ছাপা হয়। এটাট্ মেজর অট্টালিকায় একটি বৃহৎ লৌহগৃহ আছে। উহা ২৫০ ফুট দীর্ঘ, ১০০ ফুট প্রস্থ এবং ৭০ হইতে ৮০ ফুট উচ্চ। ঐ লৌহগৃহে ১৭১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে যুদ্ধসংক্রান্ত সমস্ত কাগজ পত্র রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কাগজগুলি এরূপ ভাবে শ্রেণীবদ্ধ আছে যে, প্রয়োজন হইলে তৎক্ষণাৎ যে কোন কাগজ বাহির করা যায়। এটাট্ মেজরে ১,২০০ লোক কর্ম্ম করে। তন্মধ্যে ১০,০০ লোক সেইখানে বরাবর থাকে। ২০০ লোক কার্য্য করিতে আইসে, কার্য্য সারিয়া বাড়ী যায়।

সেণ্ট মাইকেল প্রাসাদে সম্রাট পল্ ষড়যন্ত্রীদের হস্তে গোপনে নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া, আজ পর্য্যন্ত রুসিয়ার কোন রাজা বা রাজবংশীয় লোক সেখানে বাস করেন না। এক্ষণে এই প্রাসাদে "হোটেল ডু জিনী" (Hotel du Genie) নামে একটি সামরিক বিদ্যালয় স্থাপিত আছে। ইঞ্জিনিয়ারেরা ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষা করে।

নূতন ও পুরাতন অস্ত্রাগার, অস্ত্রনির্ম্মাণাগার, পোষ্ট আফিস এবং টঙ্কশালা এই কএকটি অট্টালিকাও দেখিবার যোগ্য। উইণ্টার প্রাসাদের সম্মুখদিকের একটি দ্বীপে উপর নগর রক্ষার্থ যে দুর্গটি নির্ম্মিত হইয়াছে, উহাও অতি বৃহৎ ও চমৎকার।

বিজ্ঞান ও সূক্ষ্ম শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য সেণ্ট্-পিটার্সবর্গে কএকটি বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা আছে। প্রত্যেকটিই দেখিবার যোগ্য। তাহাদের মধ্যে রাজকীয় বিজ্ঞান-মন্দিরটিই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। পিটার দি গ্রেট্ নিভা নদীর দক্ষিণ তটে এই অট্টালিকাটি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে নানাবিধ বহুমূল্য সামগ্রী সংগৃহীত আছে: ইহাতে পশুশালা, খনিজ পদার্থশালা, আসিয়িক ও মিশ্রদেশীয় চিত্রশালা, শুষ্ক উদ্ভিজ্জ ও শুষ্ক কীট-সংগ্রাহিকা, প্রাচীন মুদ্রা-সংগ্রাহিকা, আসিয়িক রুসীয় এবং অন্যান্য দেশীয় বর্ত্তমান মুদ্রা-সংগ্রাহিকা, এবং একটি বৃহৎ পুস্তকালয় সমেত অদ্ভুত দ্রব্যশালা আছে। এই বিজ্ঞান-মন্দিরে পিটার দি গ্রেটের একটি সামগ্রী-কক্ষ আছে। উহাতে তাঁহার নিজের হস্তকৃত অনেকগুলি

শিল্প-সামগ্রী ও তাঁহার একটি প্রতিমূর্ত্তি আছে। তিনি পল-টোয়াতে যে আরবীয় অশ্বে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই অশ্ব এবং আর দুইটি তাঁহার স্নেহের পাত্র কুক্কুরের মৃতদেহ জীবিতের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

নিভা নদীর দক্ষিণ তটে রাজকীয় শিল্পাগারটিও খুব বড়। রাণী এলিজাবেথ কর্ত্তৃক ইহার ভিত্তিস্থাপন হয়, কিন্তু কার্য্যতঃ রাণী দ্বিতীয় ক্যাথারাইনের সময়ে নির্ম্মিত হয়। এই আগারে বহুসংখ্যক চিত্র, খোদিত মূর্ত্তি সজ্জিত আছে। এখানে প্রতি তৃতীয় বৎসরে দেশীয় শিল্পকরদের কারুকার্য্যের একটি প্রদর্শনী হইয়া থাকে। এই শিল্পাগার-সংলগ্ন একটি শিল্পবিদ্যালয় আছে। উহাতে সম্রাটের ব্যয়ে তিন চারি শত ছাত্র শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করে। যথাসময়ে যে ছাত্র যে বিষয়ে উপযুক্ত হয়, তাহাকে সরকার হইতে সেইরূপ কার্য্য দেওয়া হইয়া থাকে। আবার যে সকল ছাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়, তাহারা রুস গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে নানাদেশে ভ্রমণ করিয়া শিক্ষার মাত্রা পূর্ণ করে। সূক্ষ্ম-শিল্প সম্বন্ধে অপরাপর সভ্যদেশাপেক্ষা রুসিয়া যে, এখনও নীচে পড়িয়া আছে, তাহা এই পুস্তকের অষ্টম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে রুসসম্রাট রুসছাত্রগণকে বিদেশে গিয়া শিল্প শিক্ষা করিবার যে প্রথা বাহির করিয়াছেন, ইহা রুসিয়ার মঙ্গলের বিষয়।

ইহার পর "হোটেল দিস্ মাইনস্" (Hotel des Mines) নামক শিক্ষালয়। এখানে রাজ্য ও সৈন্যসংক্রান্ত কার্য্য পাইবার জন্য অনেকগুলি ছাত্র আকরিক ইঞ্জিনিয়ারি শিক্ষা করে। এখানে প্রায় ৩.৪ শত ছাত্র শিক্ষা পায়।

প্রথম আলেকজান্দারের সময় সেণ্ট পিটার্সবর্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। রাজকীয় রুসবিদ্যালয় নামে আর একটি উচ্চ দরের বিদ্যালয় আছে। সেখানে দেশীয় সাহিত্যের উন্নতিবিষয়ক চর্চ্চাটা বেশী হইয়া থাকে। তা ছাড়া সেণ্ট পিটার্সবর্গে দুইটি স্ত্রীবিদ্যালয় আছে। একটি সম্ভ্রান্ত নারী-বিদ্যালয়, অপরটি ক্যাথারাইনের বিদ্যালয়। প্রথমটিতে আট শত এবং দ্বিতীয়টিতে ছয় শত ছাত্রী অধ্যয়ন করে। রাজ্ঞী ক্যাথারাইন্ এই দুইটি বিদ্যালয়ের চিরস্থায়িত্বের জন্য অনেক টাকা দিয়া গিয়াছেন।

সেণ্ট পিটার্সবর্গে "আওয়ার লেডি অব কজান", সেণ্ট আলেকজান্দার নিউস্কি, সেণ্ট পিটার, সেণ্ট পল, ক্যাথলিক্ গির্জ্জা, ইংলিশ্ চার্চ্চ, আরমানী গির্জ্জা, লুথারীয় গির্জ্জা এবং একটি মহম্মদীয় মসিদ বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

বগো ডি লুইয়া হাসপাতাল, দরিদ্রের হাসপাতাল, প্রভৃতি কএকটি চিকিৎসালয়ও প্রশংসার যোগ্য। প্রথম চিকিৎসালয়টিতে প্রায় দুই হাজার রোগী থাকিতে পারে।

ইস্হাক স্কোয়ারের মধ্যস্থলে সেণ্ট পিটার্স বর্গের স্থাপনকর্ত্তা পিটার দি গ্রেটের একটি বৃহৎ মূর্ত্তি আছে। ১৫০০ টন ওজনে এক খণ্ড বৃহৎ লোহিত প্রস্তরের চূড়ার উপর পিটার দি গ্রেটের মূর্ত্তি স্থাপিত। একটি বৃহৎ পিত্তলনির্ম্মিত ঘোটকীর উপর পিটার দি গ্রেটের পিত্তলনির্ম্মিত মূর্ত্তি। দেখিলে বোধ হয়, যেন মহাবীর পিটার পর্ব্বতের উপরেও অবলীলাক্রমে অশ্বারোহণে ধাবিত হইতে পারিতেন। ২ ক্রোশ দূর হইতে ঐ বৃহৎকায় লোহিত প্রস্তরখণ্ড আনীত হইয়াছিল। দ্বিতীয় ক্যাথারাইনের আদেশে ফরাসী ভাস্কর ফাল্‌কনেট্ এই অদ্ভুত পর্ব্বত ও মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পর্ব্বতগাত্রে লাটিন ও রুস ভাষায় লিখিত আছে,

"To Piters the First, Catherine the Second, 1782."

ক্রন্‌ষ্টাড্।

সেণ্ট পিটার্সবর্গের দশ ক্রোশ দূরে নিভা নদীর মোহনাস্থিত একটি দ্বীপের উপর ক্রন্‌ষ্টাড্ নামক নগর ও দুর্গ স্থাপিত। দুর্গটির চারিধারে বহুসংখ্যক কামান আছে। এই নগরস্থ নদীগর্ভে রুসীয় যুদ্ধপোতগুলি থাকে। এই নগরের

বারাকগুলিতে ২৫ হাজার সৈন্য থাকিবার স্থান আছে।

সার্স্কোসিলো।

সেণ্ট পিটার্সবর্গ হইতে ২২ ভার্ষ্ট দূরে এই নগর অবস্থিত। এখানে ইষ্টকনির্ম্মিত ও পঙ্খের কাজ করা একটি বৃহৎ রাজপ্রাসাদ আছে। উহার সম্মুখভাগে প্রায় ৮০০ ফুট জমী। সেই জমীর উপর ইতস্ততঃ থাম, পিলান ইত্যাদি শোভা পাইতেছে। রাণী এলিজাবেথ এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রাণী ক্যাথারাইন জীবনের শেষ ভাগে এই প্রাসাদেই অবস্থিতি করিতেন। এই প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানগুলি ইংরেজি ধরণে নির্ম্মিত। প্রাসাদের অভ্যন্তরস্থ গৃহগুলি ফ্রেমশূন্য নানাবিধ চিত্রপটে সজ্জিত। ঐ সকল গৃহের যে গৃহটিতে প্রিন্স্ পটেম্‌কিন্ থাকিতেন, উহার মেজে কাষ্ঠের অদ্ভুত কারুকার্য্যে সুশোভিত। ইহার অন্তর্গত নৃত্যশালা দীর্ঘে ১৪০ এবং প্রস্থে ৫২ ফুট। ইহা দ্বিতল গৃহ। ইহা ভিন্ন আর একটি গৃহ আছে, তাহার নাম সিস্-মহল (Cabinate of Mirrors)। ঐ গৃহের মধ্যে দর্পণসজ্জিত ২৬০ ফুট দীর্ঘে একটি কাষ্ঠমঞ্চ (Gallary)। এই প্রাসাদের যেখানে সেখানে প্রস্তর ও ধাতুনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি আছে। এই প্রাসাদের অন্তর্গত ভজনালয়টি নানাবিধ মনোরম সজ্জায় সজ্জিত। ভজনালয়টি আগাগোড়া গিল্টী করা কাষ্ঠে গঠিত। অর্লপ চেসমীর জলযুদ্ধে তুর্কীদিগকে পরাজিত করাতে, তাঁহার সম্মানের জন্য এই প্রাসাদসংলগ্ন একটি উদ্যানে বৃহৎ জলস্তম্ভ দণ্ডায়মান আছে। ঐ স্তম্ভ দেখিবার যোগ্য।

নবগরদ।

নবগরদ নগরে যতগুলি সুন্দর জিনিষ আছে, তন্মধ্যে সেণ্ট সোফিয়ার গির্জ্জা একটি। কনষ্টান্টিনোপল নগরে জষ্টিনিয়াস্ যেরূপ ধরণের একটি বৃহৎ ধর্ম্ম-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, ইহা তাহার অনুকরণ। বোধ হয়, নবগরদের সেণ্ট সোফিয়া গির্জ্জা রুসরাজ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম্ম-মন্দির। ৯৮৮ খৃষ্টাব্দে ব্লডিমির দি গ্রেট কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম ইহার ভিত্তি স্থাপিত হয়। তার পর ১০৫১ বা ১০৫৭ খৃষ্টাব্দে নবগরদের গ্রেট ডিউক ব্লডিমির যারস্লাভিচ্ প্রস্তর বা ইষ্টকে ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাধা করেন। অনন্তর ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে এই গির্জ্জা অগ্নিতে পুড়িয়া যায়। নবনির্ম্মিত গির্জ্জার সঙ্গে তদানীন্তন গির্জ্জার কোন কোন কোন অংশ আজিও দৃষ্ট হয়। এই গির্জ্জায় আজিও অনেক পুরাতন চিত্র আছে। সেই সকল চিত্রে মেরী, যিশুখৃষ্ট ও অন্যান্য সেণ্টদের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। ডাক্তার ক্লার্ক বলেন, খৃষ্টধর্ম্মান্তর্গত চিত্রপটই রুসিয়ার খৃষ্টধর্ম্মের সূত্রপাত করিয়াছে। ঐ সকল ছবি আসিবার পূর্ব্বে সেখানে পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। ৯৯১ খৃষ্টাব্দে ব্লডিমির দি গ্রেট খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ব্লডিমির প্রথমে পুত্তলপূজক ছিলেন। তাঁহার ৮০০ প্রণয়িণী ছিল। কিন্তু গ্রীক সম্রাটের ভগিনীর সহিত যখন তাঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ ঠিক হয়, তখন তাঁহাকে পুত্তল-পূজা ও ঐ ৮০০ প্রেমিকার প্রেম বিসর্জ্জন দিয়া, খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এরূপ না করিলে, তাঁহার এই খৃষ্টানী-বিবাহ হইবার উপায় ছিল না। তার পর, বিবাহের দিন ব্লডিমিরের ২০,০০০ কুড়ি হাজার প্রজা ও ছয়টি পত্নীর গর্ভজাত বারটি পুত্র এক সঙ্গে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। ব্লডিমির গ্রীকরাজ-ভগিনীকে বিবাহ করাতেই সেই সময় হইতে রুসিয়ায় আজ পর্য্যন্ত গ্রীক-চর্চ্চ-মতানুযায়ী খৃষ্টধর্ম্ম চলিয়া আসিতেছে। এক দিনে এত লোকের খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ আর কোথাও হইয়াছে কি না, তাহা আমরা জানি না। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা তা বলিতে পারেন।

নবগরদ ও রুসরাজ্যের অন্যান্য স্থানে গ্রীক চর্চ্চ মতানুসারে যিশুখৃষ্ট ও সেণ্টগণের খোদিত মূর্ত্তি এবং চিত্রপট পূজিত হয়। ঐ সকল দেখিতে সুন্দর ও তাহাদের ভাস্করীয় এবং চৈত্র কার্য্য রুস কারিকরগণের ক্ষমতাপরিচায়ক।

নবগরদের দুর্গটি যদিও মোটামুটি ধরণের, কিন্তু শক্র বিজয়ের গঠনপ্রণালীতে হীন নহে। পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে মস্কাউ নগরের ক্রেম্‌লিন্ নামক দুর্গের ধরণে ইহার অনেকটা নূতন আকার হইয়াছে।

ভাইস্‌নি ভলোসক্।

এই স্থান বড় বড় খালের জন্য প্রসিদ্ধ। ঐ সকল খাল কাস্পীয় হ্রদ ও বল্‌টিক্ সমুদ্রে গিয়া মিশিয়াছে। উহাদের দৈর্ঘ মোটের উপর প্রায় ৫০০০ ভার্ষ্ট অর্থাৎ ৩৭৫০ ক্রোশ। প্রতিবৎসর ঐ সকল খালে পাঁচ ছয় হাজার বাণিজ্য নৌকা যাতায়াত করে। ইহাতে স্থানীয় অন্তর্বাণিজ্যের বড় সুবিধা হইয়াছে।

টর্শক্ বা টর্জক্।

এই নগর ভাইস্‌নি ভলোসক্ হইতে ৭১ ভার্ষ্ট দূরে অবস্থিত। এখানে উত্তম জুতা, পরিষ্কৃত চর্ম্ম এবং সোণা রূপার জরির কাজ করা কোমরবন্ধ প্রস্তুত হয়। ওক্ গাছের ছালের সহিত মোটা চামড়াকে পাতলা করা হয় এবং উহাকে লালরঙে রঞ্জিত করিবার জন্য এক প্রকার পোকা শুকাইয়া রাখা হয়। সুগন্ধ করিবার জন্য এক প্রকার ঔদ্ভিজ্জ তৈল উহাতে মাখান হইয়া থাকে। এই চর্ম্ম "রুসচর্ম্ম" নামে প্রসিদ্ধ। ইহা ছাড়া এই নগর রুস্ খৃষ্টানদের একটি তীর্থ। এখানে একটি উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। তদুপলক্ষে প্রস্তর ও ইষ্টক-নির্ম্মিত কুড়িটি গির্জ্জা স্থাপিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক হইতে যাত্রীরা আসিয়া এখানে ধর্ম্মোৎসব করে।

ভার্।

টর্শক নগর হইতে ৬৩ ভার্ষ্ট দূরে ভল্গা নদীর উপর ভার্ নগর অবস্থিত। এখানে অনেকগুলি বড় বড় বাড়ী ও দোকান আছে। ইতালীদেশস্থ পর্য্যটক ব্যবসায়ীরা এখানে আসিয়া নগরবাসী-দিগকে নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয় করে।

মস্কাউ (মস্কো)।

সেণ্ট পিটার্সবর্গের পরেই এই নগরটির প্রশংসা করা করা যায়। কিবিট্‌কি (Kibitki)* শকটে আরোহণ করিয়া ভার্ নগর হইতে ১৫ ঘণ্টায় মস্কাউ নগরে যাওয়া যায়। এই নগরের প্রায় ৪ ভার্ষ্ট দূরে পেত্রোস্কির রাজপ্রাসাদ। সেণ্ট্ পিটার্সবর্গ হইতে মস্কাউ নগরে যাইবার সময় রুস্‌সম্রাটেরা ঐ প্রসাদে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করেন। প্রাসাদটি যদিও ইষ্টকনির্ম্মিত ও যদিও উহার গঠনপ্রণালী তেমন সুন্দর নয়, তথাপি খুব প্রকাণ্ড।

মস্কাউ নগরে এসিয়া ও ইউরোপের অন্তর্গত অনেক স্থানের স্থপতি ও ভাস্করীয় কার্য্যের নমুনা দেখা যায়। সুদূর উত্তর-সমুদ্র-তীরস্থ স্থান হইতে কাষ্ঠগৃহ; সুইডেন ও ডেনমার্ক হইতে পঙ্খের কাজ করা ইষ্টকালয়; টাইরোল হইতে চিত্রিত প্রাচীর; কনস্তান্তিনোপল হইতে মসিদ; বুকারিয়া হইতে তাতারী মন্দির; চীন হইতে কাষ্ঠমন্দির, বারাণ্ডা ও মণ্ডপ; স্পেন হইতে কাবারেৎ, ফ্রান্স হইতে সৌড়ঙ্গিক কারাগার (Dungeon), কারাগার ও সাধারণ কার্য্যালয়; রোম হইতে স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ; নেপল্‌স্ হইতে ছাদ, চাতাল ও বাগানের রেলিং আসিয়া, মস্কাউ নগরের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। এখানে যেন ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদধারী লোকের ভিড়ে রাজপথগুলি সর্ব্বদা অস্থির হইতে থাকে। গ্রীক্, তুর্কী, তাতার, কসাক্, চীনে, মস্কোভীয়, ইংরেজ, ফরাসী, ইতালীয়, পোল, জর্ম্মণ প্রভৃতি বহু জাতির লোক মস্কাউ নগরে বাস করে। এখানে নানাবিধ মনোহর ছবি বিক্রয় হয়।

ক্রেমলিন্ দুর্গের সম্মুখভাগে "প্লেস ডি গালিজিন" নামক একটি বৃহৎ ভূখণ্ডে হাট বসে। ঐ স্থানে শ্বেত ময়ূর, পালকের পাখা, পায়রা, সকল

* এই শকট প্রাচীন শক (Scythian) জাতি ব্যবহার করিত। এক্ষণে কালমুখ ও নগাই তাতার জাতির মধ্যে ইহার বেশী প্রচলন। তাহারাই ইহাকে কিবিট্‌কি বলে। রুসিয়ার প্রায় সর্ব্বত্র এই শকট দৃষ্ট হয়।

প্রকার কুক্কুর, গায়কপক্ষী, বন্দুক, পিস্তল প্রভৃতি বিক্রীত হয়।

মস্কাউ হইতে ২০ ক্রোশ দূরে ট্রিনিটির কনভেণ্ট (The Convent of Trinity) অবস্থিত। উহার সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য অনেক। উহার এক ক্রোশ দূরে আর একটি কনভেণ্ট আছে। উহার প্রাচীরাবেষ্টনের মধ্যে একটি গথিক গির্জ্জা নির্ম্মিত। ঐ গির্জ্জা একটি উন্নত স্তূপের উপর শোভা পাইতেছে। স্তূপের তলদেশে একটি মন্দিরমধ্যে লেজারসের মোমনির্ম্মিত চমৎকার প্রতিমূর্ত্তি আছে।

ক্রেম্লিন্ দুর্গের সম্মুখে সেণ্ট বেসিল্ গির্জ্জা দাঁড়াইয়া আছে। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় ইভান্ বাসিলোভিচ্ তাতারীয় রুচি অনুসারে ঐ গির্জ্জা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ঐ গির্জ্জার মধ্যে স্বর্ণরসরঞ্জিত অনেকগুলি কুপ আছে। সেগুলির শোভা বড় মনোহর।

মস্কাউ নগরে যতগুলি প্রসিদ্ধ স্থান আছে, তন্মধ্যে ক্রেম্লিন্ বা ক্রেমল্ দুর্গ একটি। ইহার প্রধান ফটকের নাম পবিত্র তোরণ (Holy Gate)। এই স্থানের গৌরব বড়, সুতরাং মাথার টুপী হাতে না লইয়া, কেহই ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পায় না। এই দুর্গের মধ্যে একস্থলে ভূগর্ভে একটি বিরাট ঘণ্টা আছে। ঐ ঘণ্টা ঢালাই হইয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত এক স্থানেই পড়িয়া আছে। উহা এত ভারি যে, আজ পর্য্যন্ত কোন স্থলে টাঙানো হইতে পারে নাই। ক্রেম্লিন্ দুর্গে এক সময় আগুন লাগাতে ঐ ঘণ্টা বড় তাতিয়া উঠে। তত্রস্থ লোকেরা ঠাণ্ডা করিবার জন্য উহাতে জল ঢালিয়া দেয়। গরমে নরম—কাজেই ঘণ্টার গায়ে একটা ভয়ানক চিড় ফুটিয়া কতকটা অংশ ভাঙিয়া গিয়াছে। আজিও সে দাগটা রহিয়াছে। ঐ বিরাট ঘণ্টার পরিধি (বেড়) ৬৭ ফুট ৪ ইঞ্চি, ব্যাস (বেড় লম্বাই) ২২ ফুট ৫½ ইঞ্চি এবং উচ্চতা (খাড়াই) ২১ ফুট ৪½ ইঞ্চি। ঐ ঘণ্টা ওজনে ৪,৪৩,৭৭২ পাউণ্ড *। যদি ১৷৹ টাকা হিসাবে প্রতি পাউণ্ড ধরা যায়, তাহা হইলে উহার মূল্য ৬,৬৫,৬৫৮ টাকা হয়। ঐ ঘণ্টাতে পিত্তল, রূপা ও কতকটা সোণা আছে শুনা যায়। পাঠক মহাশয়! আমাদের দেশে, "হাতীর গলায় ঘণ্টা" বলিয়া একটা প্রবাদ আছে, কিন্তু রুসিয়ার "ঘণ্টার গলায় হাতী" প্রবাদটা খাটিতে পারে কি না?

রুসিয়ার সামান্য লোকেরা প্রতি বৎসর এক দিন ঘটা করিয়া ঐ ঘণ্টাকে ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ ও সেলাম করে। যাই হউক, এরূপ একটা প্রকাণ্ড হইতে প্রকাণ্ডতম ঘণ্টা পৃথিবীর আর কোথাও নাই।

ইহা ছাড়া মস্কাউ নগরে আরও কএকটি বৃহৎ ঘণ্টা আছে। তন্মধ্যে সেণ্ট ইভানের বেল্‌ফ্রিতে যে মহাঘণ্টা টাঙানো আছে, তাহার ওজন সাতান্ন টনেরও বেশী। ঐ ঘণ্টা যখন বাদিত হয়, তখন সমস্ত মস্কাউ নগর গম্ভীর শব্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

ক্রেমলিন্ দুর্গে বিরাট ঘণ্টা ছাড়া একটি বিরাট কামান আছে। উহার ফাঁড় এত বড় যে, এক জন মানুষ সটান হইয়া তন্মধ্যে বসিতে পারে। ঐ কামান ১৮½ ফুট লম্বা এবং উহার পাটী ১০ ইঞ্চি পুরু। ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিরাট কামানের নিকটে আরও কতকগুলি বৃহৎ কামান আছে। যদিও সে গুলির ব্যাস (বেড়) তত বড় নহে, কিন্তু দৈর্ঘ্য ঐ কামানের অপেক্ষা বেশী।

ক্রেম্লিন্ দুর্গে রুস্‌সম্রাটদের প্রাচীন বাসগৃহ আছে। উহা গথিক ধরণে নির্ম্মিত। দুর্গস্থ রাজকীয় ধনাগার খুব প্রশংসার যোগ্য নহে। উহার গঠনপ্রণালী মোটামুটি রকমের। ক্রেম্লিন্ দুর্গের পুরাতন রাজপ্রাসাদে পিটার দি গ্রেটের জন্ম হইয়াছিল। নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টি মস্কাউ নগরে অবস্থান কালে এই প্রাসাদেই বাস করিয়াছিলেন। পর্য্যটকেরা এই প্রাসাদকে "বেলভিডিয়ার প্রাসাদ" বলিয়া থাকে।

* ইংরেজি ২ পাউণ্ডে বাঙ্গালা ৸৴১০ ছটাক হয়।

রুসকর্ত্তৃক পরাজিত কজান, সাইবিরিয়া, অস্ত্রাকান্, ক্রিমিয়া প্রভৃতি রাজ্যের রাজমুকুট এই দুর্গস্থ রাজভাণ্ডারে সংরক্ষিত আছে। রুস্ সম্রাজ্ঞী এন্ এবং সম্রাট দ্বিতীয় পিটার প্রভৃতিরও রাজমুকুট এখানে রহিয়াছে। কিন্তু মূল্যবান্ মাণিক্যাদি রত্নগুলি অনেক মুকুটে নাই। সেগুলি লইয়া তাহাদের স্থানে অল্প মূল্যের প্রস্তর সংলগ্ন করা হইয়াছে। রাজভাণ্ডারের এক স্থানে একখানি হস্তিদন্তের বড় চিরুণী ও সোণা রূপার নানাবিধ কুঁজা, বাটি, গেলাস, রেকাব প্রভৃতি শোভা পাইতেছে। রুসিয়ার পূর্ব্বতন রাজারা সেই চিরুণীতে শ্মশ্রু পরিষ্কার করিতেন। এক স্থানে একটি গোলাকার রৌপ্য বাক্স আছে। পিটার দি গ্রেটের পিতা আলেক্সিস্ সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের আইন কানুন সংগ্রহ করিয়া তন্মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন।

একটি কক্ষে পূর্ব্বতন দেশোদ্ধারকারীদের পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার সজ্জিত আছে। অলঙ্কারগুলি বহুমূল্য নানাবিধ রত্নে মণ্ডিত হওয়ায় তত্তাবতের শোভা ও চাকচিক্য বিশেষরূপে বৃদ্ধি হইয়াছে। এক স্থলে মেরী মাগ্‌ডেলিনের অস্থি সংগৃহীত রহিয়াছে। রুসেরা বলে, ঐ সকল অস্থির রোগ প্রভৃতি বিনাশ করিবার ক্ষমতা আছে। অপর একটি ক্ষুদ্র কক্ষে ওনিক্স নামক মণির উপরে ভার্জিন মেরী ও যিশুখৃষ্টের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। ঐ মণিটির আকার দীর্ঘে ৩½ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ২ ইঞ্চি। ঐ কক্ষের এক স্থানে অনেকগুলি রৌপ্যনির্ম্মিত বৃহদাকার জালা আছে। সম্রাট পল ঐ সকল জালা দান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ষোলটি জালা এত বড় যে, তন্মধ্যে তিন হইতে চার গ্যালন পর্য্যন্ত তৈল থাকিতে পারে। ঐ সকল জালার উৎকৃষ্ট পবিত্র তৈল আছে। মস্কাউ হইতে ঐ তৈল চালান হইয়া সমস্ত রুসিয়ার অন্তর্গত গ্রীক চর্চ্চে ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ক্রেম্‌লিন্ দুর্গের অন্তর্গত একটি ধর্ম্মমন্দিরে গ্রীক ও স্লাভোনিক ভাষার অনেকগুলি হস্তলিখিত পুঁথি আছে। তন্মধ্যে শেষোক্ত ভাষারই পুঁথি অধিক। তা ছাড়া সেখানে মাইকেল ফিওডোরোভিচের কন্যা এনের স্বহস্ত-লিখিত একখানি বাইবেল আছে। উহার কাগজ, কালি ও লেখা বড় সুন্দর।

সেণ্ট পিটার্সবর্গের চিত্রশালায় পিটার দি গ্রেটের স্বহস্তনির্ম্মিত অনেকগুলি জিনিষের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মস্কাউ নগরের ক্রেম্‌লিন্ দুর্গেও তৎকৃত অনেকগুলি জিনিষ আছে। তন্মধ্যে একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত বাক্সের ভিতর পিটার দি গ্রেটের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র আছে। তিনি ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে হলণ্ডের অন্তর্গত সার্ডম্ হইতে মস্কাউ নগরস্থ ধর্ম্মাধ্যক্ষকে উহা লিখিয়াছিলেন।

ক্রেম্‌লিন্ দুর্গে আর একটি অপূর্ব্ব সামগ্রী আছে। উহা "ক্রেম্‌লিন্ দুর্গের আদর্শ"। রাণী দ্বিতীয় ক্যাথারাইনের আদেশে ও ব্যয়ে অনেক পারিস হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত রুস-ভাস্কর উহার নির্ম্মাণভার লইয়াছিলেন। নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পূর্ণ না হইতেই উহার একটি ভিত্তি ভাঙ্গিয়া পড়ে। সুতরাং রাণীর আদেশে নির্ম্মাণ-কার্য্য স্থগিত হইয়া যায়। যাই হৌক্, উহা যত দূর নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার রুবল খরচ পড়িয়াছে। কিন্তু সম্পূর্ণ হইলে ৫,০০,০০,০০০ পাঁচ কোটি রুবল ব্যয় হইত।

এইবার মস্কাউ নগর সম্বন্ধে আরও কএকটি কথা বলিয়া এই অধ্যায় শেষ করা যাউক।

মস্কাউ নগর একটি বিস্তৃত সমতলভূমির উপর অবস্থিত। ইহার পরিধি ১৩ ক্রোশ, দৈর্ঘ্য ৪ ক্রোশ এবং বিস্তার ৩ ক্রোশ। এখানে মস্কুয়া, যাওসা ও নেগ্‌লিনিয়া নামে তিনটি নদী প্রবাহিত হইতেছে। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টির রুসিয়া আক্রমণের সময় এই নগরের তিন ভাগের দুই ভাগ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তার পর ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে আবার নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা চারি ভাগে বিভক্ত, ১ ক্রেম্‌লিন্ বা

ক্রেমল্ *; ২ কিতাই-গরদ; ৩ বিলয় গরদ বা শাদা শহর; এবং ৪ জেম্লিয়ানয়-গরদ বা মাটির শহর। তা ছাড়া "শ্লবড়ি" অর্থাৎ শহরতলী আছে।

প্রথম।—ক্রেম্লিন্ বা ক্রেমল্। মস্কুয়া নদীর উত্তর তটে এই অংশ অবস্থিত। ইহার চারি দিকে উচ্চ প্রাচীর। ক্রেম্লিন্ ত্রিকোণাকার, প্রত্যেক কোণে বৃহৎ গোলাকার স্তম্ভ আছে। ক্রেম্লিনের অন্তর্গত গৃহগুলি প্রায় প্রস্তর-নির্ম্মিত। যে গুলির সমস্ত ভাগ প্রস্তরের নয়, তাহাদের ভিত্তি প্রস্তরের ও উপরিভাগ ইষ্টকের। গৃহগুলির গায়ে শাদা, নারেঙ্গী, হল্‌দে, নীল, সবুজ প্রভৃতি নানাবিধ রঙ্। ক্রেম্লিন্ বিভাগে যত অট্টালিকা আছে, তৎসমস্তই রুস্ গবর্ণমেণ্টের নিজের। এখানে অপর লোকের একখানিও বাড়ী নাই। ক্রেম্লিনে ভার্জিন্ মেরী, সেণ্ট মাইকেল প্রভৃতি চারিটি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মমন্দির আছে। ক্লার্ক সাহেব অত্রস্থ প্রাচীন রাজপ্রাসাদের কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তা ছাড়া এখানে একটি নূতন রাজপ্রাসাদ আছে। রাণী এলিজাবেথ্ উহা আরম্ভ করেন, কিন্তু সম্রাট পলের সময়ে উহার নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাধা হয়। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টির সময়ে ঐ রাজপ্রাসাদ ধ্বংস হইয়া যায়। তার পর ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আলেক্‌জান্দার কর্ত্তৃক উহা পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে। উক্ত সম্রাট ইহা ছাড়া ক্রেম্লিনে রাজকীয় চিত্রশালা নামে একটি বৃহৎ ও পরিপাটী বাটী নির্ম্মাণ করেন। প্রাচীন রাজপ্রাসাদস্থ অনেকানেক অদ্ভুত সামগ্রী সেই বাটীতে আনীত হইয়াছে। অত্রস্থ অস্ত্রাগার খুব বড়। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে উহার কিয়দংশ বারুদাগ্নিতে উড়িয়া যায়। মস্কাউ হইতে নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টি হটিয়া যাইবার সময়, রুস-সৈন্যগণ তাঁহার ৯০০ কামান কাড়িয়া লইয়াছিল। ঐ সকল কামান ক্রেম্লিনের অস্ত্রাগারের চতুর্দ্দিকে সজ্জিত আছে। ক্রেম্লিনে অনেকগুলি সরকারী আফিস আছে, তন্মধ্যে রাণী দ্বিতীয় ক্যাথারাইন্ কর্ত্তৃক স্থাপিত সিনেট-গৃহই খুব উৎকৃষ্ট। কুডোফ্ মনাষ্টারি ও ভস্‌নেসেন্স্কই ননারিও দেখিবার যোগ্য।

দ্বিতীয়।—কিতাই-গরদ বা চীনে শহর। ইহা মস্কাউ নগরের দ্বিতীয় অংশ, কিন্তু ক্রেম্লিন্ বিভাগ অপেক্ষা আকারে বড়। অত্রস্থ গৃহগুলি ইষ্টক ও প্রস্তর-নির্ম্মিত এবং নানা বর্ণে চিত্রিত। গৃহগুলির উপরে লোহার ছাদ। কিতাই-গরদের মধ্যস্থলে একটি উচ্চ স্তম্ভ আছে। সম্রাট পল, মিনিন্ ও পোজাস্কি নামক দুই জন রুস-বীরের নামে উহা উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। ঐ দুই বীর সপ্তদশ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মস্কাউ হইতে পোলদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। এই বিভাগে ৯।১০ হাজার দোকান আছে। ঐ সকল দোকানে নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয় হয়। ক্রেতারা দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, বাহিরে দাঁড়াইয়া ইচ্ছামত সামগ্রী ক্রয় করে। রাত্রিকালে কোন দোকানের মধ্যে আগুন বা আলো রাখিবার হুকুম নাই।

কিতাই গরদে অনেকগুলি গির্জা আছে, তন্মধ্যে সেণ্ট নিকোলাস্ নামক গির্জাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তত্রস্থ লোকদের বিশ্বাস যে, মথি, মার্ক, লুক, জন, টাইটস্ ও অপর কএক জন খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকের মৃত দেহ সেই গির্জায় প্রোথিত আছে।

মস্কাউ প্রদেশের শিশুনিবাস (Foundling Hospital) এই স্থানে আছে। উহা ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই শিশুনিবাসে প্রতি বৎসর প্রায় ১৫।১৬ হাজার দরিদ্র বালক ও বালিকা সরকারী খরচে খাইতে পরিতে পায়। বালকেরা ২৪ বৎসর এবং বালিকারা ২০ বৎসর পর্য্যন্ত এখানে থাকে। তার পর তাহাদিগকে বিদায় দেওয়া হয়। এই শিশুনিবাসের একটি ফণ্ড্ আছে। ফণ্ডের টাকা অনেক। আর্চডিকন্ কক্স বলেন, ডিমিডফ্ নামে এক জন ধনী রুস ঐ ফণ্ডে এককালে কুড়ি লক্ষ টাকা দান করেন।

* তাতার ভাষায় ক্রিম্ বা ক্রেম্ অর্থে দুর্গ, কেল্লা, গড়। তাহা হইতেই ক্রেম্লিন্ বা ক্রেমল্ হইয়াছে।

তৃতীয়।—বিলয়-গরদ বা শাদা শহর। পূর্ব্বে এই বিভাগের চতুষ্পার্শ্বে শাদা দেওয়ালে ঘেরা ছিল বলিয়া এই নাম হয়। এক্ষণে শাদা দেওয়াল নাই। এখানে ধনীদের অনেক বাড়ী ও বড় বড় প্রাসাদ আছে। এই স্থলেই গবর্ণর-জেনেরলের প্রাসাদ, মেডিকো-চিরর্জিকাল একাডেমি, পোষ্ট আফিস্, থিয়েটার প্রভৃতি শোভা বিস্তার করিতেছে। অত্রস্থ সামরিক ব্যায়াম-মন্দির (Military excercise house) অতি প্রকাণ্ড। শীতকালে হাজার হাজার সৈন্য এক সঙ্গে সেই বাটীর প্রাঙ্গনে যুদ্ধ শিক্ষা করে।

চতুর্থ।—জেমলিয়ানয়-গরদ বা মাটির শহর। এখানে প্রশংসার যোগ্য এমন কিছুই নাই।

পঞ্চম।—স্লবডি বা মস্কাউ নগরের শহরতলী। এখানে পল, গালিট্‌জিন্, সিরিমেটিফ্ প্রভৃতির স্থাপিত হাসপাতাল ও অনেকগুলি গির্জ্জা আছে। তা ছাড়া অত্রস্থ জেলখানা প্রভৃতিও দ্রষ্টব্য বটে।

ব্যবহারিক শিল্প সম্বন্ধে পাঠক মহাশয়কে কএক স্থলের বিবরণ দেওয়া গেল। কিন্তু রুস রাজ্যের অনেক স্থানে আরও যে কতরূপ কাণ্ড-কারখানা আছে, তাহা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লেখা অসম্ভব।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

জাতি।

রুসিয়ায় নানাবিধ মানুষের বাস। নানা জাতি; কাজেই ভাষা, আচার ব্যবহার, রীতি নীতিও নানাবিধ। প্রধানতঃ ককেশীয় ও মঙ্গোলীয় বংশ হইতে রুসিয়ার সমস্ত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। ককেশীয় বংশোদ্ভব লোকদিগের সংখ্যা অনেক বেশী। মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভব জাতির সংখ্যা রুসিয়া রাজ্যের সমস্ত লোক সংখ্যার শতাংশের একাংশ মাত্র।

রুসিয়ায় স্লাভোনীয়, স্নদ বা ফীন্, তাতার বা তুর্কী, জর্ম্মণ, য়িহুদী এবং গ্রীক জাতি ককেশীয় বংশোদ্ভূত। সমস্ত লোকসংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগ স্লাভোনীয় জাতি। স্লাভোনীয়েরা রুস, পোল, লিথুওনীয়, লেটি, বল্গচীয় এবং সার্‌ভীয় প্রভৃতি বংশে বিভক্ত। তন্মধ্যে এক রুসেরাই সমস্ত লোকসংখ্যার তিন ভাগের দুই ভাগ হইবে। রুসেরা প্রধানতঃ রাজ্যের মধ্যস্থলে অর্থাৎ নিপার এবং ভল্‌গা নদীর মধ্য বিভাগে বাস করে। তাহারা অন্যান্য প্রদেশে অন্যান্য জাতির সহিত মিশিয়াও কালক্ষেপ করিয়া থাকে। রুসেরা বড় রুস (Great Russians) এবং ছোট রুস, (Little Russians) এই দুই ভাগে বিভক্ত। উক্রেন নামক দেশে ছোট রুসেরা বাস করে। কসাক জাতি উহাদেরই সন্তান।

পোলেরা প্রধানতঃ পোলণ্ড প্রদেশে বাস করে। তা' ছাড়া বলিনিয়া, পোডোলিয়া এবং গ্রড্‌নো রাজ্যেও তাহাদিগকে দেখা যায়। যদিও উহাদের আচার ব্যবহার রুসদের অপেক্ষা অনেক অংশে ভাল, কিন্তু ব্যবহারিক শিল্প জ্ঞান সম্বন্ধে তাহাদের তুল্য নয়।

উইল্‌না এবং মিংস রাজ্যে লিথুওনীয়েরা বাস করে। উহারা কৃষিব্যবসায়ী। কিন্তু আজিও তেমন সভ্য হইতে পারে নাই। লিথুওনীয়দের বাসস্থানের উত্তরে কোর্‌লণ্ড এবং লিভোনীয়া প্রদেশে লেট্টি জাতির বাস। রুসীয় ও লিথুওনীয় জাতির সহিত তাহাদের ভাষা মিলে না। উহারা কৃষিকার্য্য বই অন্য কার্য্য করে না। উহাদের মধ্যে যাহারা কোর্‌লণ্ডে বাস করে, তাহারা 'কুর' নামে অভিহিত হয়। সম্রাট আলেকজান্দারের সময় পর্য্যন্ত লিথুওনীয় ও লেট্টি জাতি জর্ম্মণদিগের অধীন ছিল।

ব্লেচ্ বা বল্গচীয় জাতি তুরস্কদেশের সীমাবর্ত্তী বিশারাবিয়া রাজ্যে বাস করে। কতকগুলি সার্‌ভীয় জাতীয় লোককে তাহাদের সহিত বাস করিতে দেখা যায়। এস্থোনিয়া, ফিন্‌লণ্ড, ল্যাপলণ্ড ও লিভোনিয়া প্রদেশে স্নদ বা ফীন জাতির বাস। স্নদ জাতির দুইটি বিভাগ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

প্রতীচ্যদিগকে বল্টিক ফীন্ বলে। প্রাচ্য সুদেরা ইউরাল পর্ব্বতের পশ্চিম দিকে এবং মধ্য-ভল্গা নদীর তীরে বাস করে। কিন্তু এই উভয় সুদ বা ফীন্ জাতির মধ্যে আড়াই ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া রুসেরা বাস করে। কিরূপে বা কখন্ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সুদ জাতির এরূপ স্বাতন্ত্র্য ঘটিয়াছে, বলা যায় না।

রুসিয়াবাসী ককেশীয় বংশের তৃতীয় শাখা তুর্কী। তাহারা সচরাচর তাতার নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাহাদের ভাষা তুর্কী ভাষা। তাহারা পূর্ব্বে রুসিয়ার কোন অংশে বাস করিত না। নবম এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গোল এবং অন্যান্য বিজেতৃজাতির সহিত তথায় আগমন করে। এক্ষণে রুসিয়ায় যে সকল তুর্কী আছে, উহারা কজানের তাতার, বস্কীর, মেসেরিয়েক এবং নগে তাতার এই চারি ভাগে বিভক্ত। এই চারি প্রকার তুর্কীর মধ্যে কজানের তাতারগণ বিশেষ সভ্য। বস্কীরগণ ইউরাল পর্ব্বতের দুই পার্শ্বে বাস করে। আজিও তাহারা সর্ব্বদা ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। মেসেরিয়েকগণ বস্কীরদিগের সহিত একত্র বাস করে এবং পশুচারণ ও মধুচক্রের ব্যবসায় করিয়া থাকে। নগে* তাতারেরা ক্রীমিয়া এবং তত্রস্থ ষ্টেপে বাস করে। উহারা আজব্ সমুদ্র এবং ককেশস্ পর্ব্বতের মূল পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক পরিশ্রম করে এবং অপরগুলি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়।

যাহারা টিউটানিকবংশীয়, সম্ভবতঃ তাহারা তুর্কীদের অপেক্ষা সংখ্যায় বেশী। টিউটানিক-বংশীয়েরা জর্ম্মণ ও সুইড্। উহাদের সহিত কিয়-দংশে জর্ম্মণ ও দিনেমারেরা মিশ্রিত হইয়াছে। জর্ম্মণবংশীয় অনেকগুলি লোক বল্টিক সাগরের নিকট রুস রাজ্যের দুইটি রাজধানী, ভল্গা নদীর মধ্যাংশে এবং সমুদ্র-বন্দরে বাস করে। ফিন্লণ্ড উপসাগরের উত্তর এবং বোথ্নিয়া উপসাগরের পশ্চিম তীরে সুইড্গণকে দেখা যায়। ভিল্না, গ্রড্নো, ভলিনিয়া এবং পোডোলিয়া প্রদেশে য়িহুদীরা বাস করে। ঐ সকল স্থানের নগরেই ইহাদিগকে অধিক পরিমাণে দেখা যায়। রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চলে গ্রীক জাতির বাস। তত্রস্থ গ্রীকেরা ব্যবসা বাণিজ্য করে। ক্রীমিয়া উপদ্বীপের কোন কোন গ্রাম কেবল গ্রীক জাতির দ্বারাই পরিপূর্ণ। ঐ সকল গ্রামবাসী গ্রীক কৃষি ও উদ্যানের কার্য্য করিয়া থাকে।

কালমুখ বা কাল্মক* নামক জাতির শারীরিক গঠন দেখিলে ও ভাষা শুনিলে, উহাদিগকে মঙ্গোল-বংশোদ্ভব বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যায়। ১৭৭০ এবং ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে চীন গবর্ণমেণ্টের নিমন্ত্রণে কালমুখেরা সুঙ্গোরিয়া নামক স্থানের সমতল ভূমিতে গিয়া বাস করিয়াছিল। রুসিয়া রাজ্যে যে সকল কালমুখ আছে, উহারা সুঙ্গোরীয় যাত্রীদিগের অবশিষ্ট। ইহারা রুসিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্বস্থ উষর ভূমিতে (Steppe)এ বাস করে। কালমুখ জাতি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এই পাঁচ ভাগের প্রথম ভাগের পরিবার সংখ্যা ১২,০০০; অবশিষ্ট চারি ভাগের লোকসংখ্যা একত্র করিলেও প্রথম ভাগের অপেক্ষা কিছু কম। গ্রীষ্মকালে ঐ জাতির এক দল সৈগা নামক হরিণ শিকার করিয়া বেড়ায়। কিন্তু শীতকালে কেবল গৃহ-পালিত পশুদিগের উপরই নির্ভর করে। উহারা পর্ব্বতশৃঙ্গে পশুচারণ করিয়া থাকে। যে প্রদেশে অত্যল্প মাত্রও চাষযোগ্য ভূমি না থাকে, সেখানেও উহারা ৩০,০০,০০০ ঘোড়া, গরু, উট, ভেড়া, ছাগল লইয়া বাস করিতে পারে। উহাদিগের অঞ্চল হইতে যে সকল সামগ্রী রুসিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে রপ্তানি হয়, তদ্দ্বারা ১৫,০০,০০০ টাকা পাওয়া যায়। ঐ সকল দ্রব্যের মধ্যে পশম, কেশ,

* বোধ হয়, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পৌরাণিক নাগবংশ ছিল। পণ্ডিতবর টড্ বলেন, তাতার দেশীয় নাগস্ নামক এক ব্যক্তির বংশধরগণ বোধ হয় হিন্দুপুরাণের নাগ ও তক্ষক জাতি। সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা দি গায়েন্ কর্ত্তৃক তক্ষকগণ তক্লাক মোগল নামে অভিহিত হইয়াছে।

* পুরাণে এই জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বসা, মেষ ও মেষশাবকের চর্ম্ম এবং অন্যান্য চর্ম্মই বেশী। কালমুখেরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। পূর্ব্বে তিব্বত দেশের লাশা নগরস্থ দলোই লামার ধর্ম্ম-ব্যবস্থা-মতে উহারা চালিত হইত। কিন্তু ১৮০০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট পল উহাদিগকে ইচ্ছামত স্বীয় লামা পছন্দ করিয়া লইতে বলেন। সেই নূতন লামার বিধি অনুসারে এক্ষণে উহারা বৌদ্ধধর্ম্ম মানিয়া আসিতেছে। কালমুখেরা প্রকৃত পক্ষে অস্ত্রাকানের শাসনকর্ত্তার শাসনে চলে না। উহাদিগের একজন স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দলপতি আছেন। সেই দলপতির উপাধি খাঁ। তিনি সেণ্ট পিটার্সবর্গ হইতে সম্রাট-প্রেরিত এক ব্যক্তি, এবং আট জন মন্ত্রী ও বিচারপতির সহিত সমস্ত শাসন-কার্য্য করেন।

কালমুখেরা ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর প্রভৃতি জন্তুর মাংস পর্য্যন্ত খায়। উহারা অশ্বদুগ্ধ ও গোদুগ্ধ হইতে কৌমিস্ (Koumiss) নামক সুরা প্রস্তুত করিয়া পান করে। কালমুখ জাতির আকার দেখিয়া হঠাৎ স্ত্রীপুরুষ প্রভেদ করা যায় না। উহারা যদিও অসভ্য, তবু ল্যাপল্যাণ্ডার জাতি অপেক্ষা অনেক সভ্য। উহাদের তাঁবুতে অনেক প্রকার তৈজস পত্র, মাদুর ও বস্ত্র সজ্জিত থাকে। সেই সকল জিনিষ দেখিতে সুন্দর, উহাতে শিল্পকার্য্যের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। কালমুখ জাতি আর এক বিষয়ে প্রশংসার যোগ্য। উহারা বহুকাল হইতে কামানের বারুদ সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে। কালমুখীয় স্ত্রীলোকেরা অশ্বারোহণ করিয়া পুরুষদের সঙ্গে ভ্রমণ করিতে পারে। কালমুখেরা ঘোড়দৌড়, কুস্তি, শিকার প্রভৃতি আমোদেই সর্ব্বদা কালযাপন করে। তাস, সতরঞ্চ খেলাতে উহারা নিকৃষ্ট নহে; তবে জুয়া খেলাটা দোষের মধ্যে গণ্য করে না।

কালমুখ জাতি সঙ্গীত ভাল বাসে। বললাইকা নামে উহাদের এক প্রকার ততযন্ত্র আছে। উহাতে কেবল দুই গাছি তাঁত বাঁধা থাকে। উহারা ঐ বললাইকা বীণা বাজাইয়া নাচ গাওনা করে। নাচিবার সময় উহাদের পা নড়ার চেয়ে হাত ও গা-ই বেশী নড়ে।

রুসরাজ্যে যত প্রকার জাতি আছে, তন্মধ্যে কালমুখ জাতির শরীর-গঠন, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি অদ্ভুত। উহাদের আকার দেখিলে যেন দৈত্য বলিয়া বোধ হয়। কালমুখের চুল মোটা, রঙ কালো, ভাষা কর্কশ। লাপ্‌লাণ্ড জাতি কালমুখ জাতি অপেক্ষা অনেক খর্ব্ব। কালমুখ জাতি রুসরাজ্য ব্যতীত তিব্বত, ভারতবর্ষ ও পারস্যের উত্তর সীমার বাহ্যভাগে এবং চীন-দেশেও অবস্থান করে।

কসাক জাতি কালমুখ জাতির সম্মান করে। এই সূত্রে ঐ উভয় জাতির মধ্যে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে। কালমুখগণের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ। এই জন্য খাস রুসিয়ার লোকেরা কালমুখ জাতীয় ভৃত্য রাখে। কালমুখেরা অন্যাপেক্ষা অল্প দিনের মধ্যে চিত্রবিদ্যা শিখিতে পারে।

রুসিয়ায় গ্রীসীয় বা মেলো-রুস নামে আর এক জাতীয় লোক আছে। ইহাদের বাসস্থান দক্ষিণে এয়ি (Ao) নদী ও উত্তরে আজব সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ। তা' ছাড়া অন্যান্য স্থানেও ইহাদের বসতি আছে। মেলো-রুসেরা রুসিয়ার অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অনেক সভ্য, পরিশ্রমী, সৎ, দয়ালু, নম্র, সাহসী, অতিথিসৎকারী ও ধার্ম্মিক। ইহারা এরূপ অদ্ভুত পরিশ্রমী যে, যে স্থান ঊষর-মরু সদৃশ, সেখানেও শস্য উৎপাদন করিতে পারে। মেলোরুসেরা গরুর গাড়ি করিয়া, প্রত্যহ ১১।১২ ক্রোশ পথ পর্য্যটন করে। ইহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ইহাদের ঘরবাড়ীও পরিষ্কার ও চূণ-কাম করা।

মেলো রুসদের আকার ও মুখশ্রী পোলজাতির ন্যায়। কসাক জাতিও এইরূপ। মেলো রুস ও ডন্-কসাকদের অবিবাহিতা স্ত্রীলোকদের পরিচ্ছদ একই রূপ। মেলো-রুস জাতি বড় আমোদপ্রিয়।

রুসসাম্রাজ্যে কসাক নামে এক প্রকার জাতি আছে। উহারা কএক শাখায় বিভক্ত। ডন্

নদীর বিস্তৃত তীর-ভূমিতে ডন্-কসাক জাতির বাস। ইহারা অতি তেজস্বী ও যুদ্ধপ্রিয়। শান্তি অপেক্ষা ইহারা সর্ব্বদা যুদ্ধ করিতে বড় ভালবাসে। সাব্‌লা (Sabla) নামক অস্ত্রই ইহাদের প্রধান যুদ্ধাস্ত্র। পোল এবং মেলো-রুসেরা এই অস্ত্রকে সাবেল* (Sabel) বলে। ইহাদের পরিচ্ছদ দেখিতে ভাল, বিশেষতঃ টুপী অতি সুন্দর। টুপীতে কালো পশমের থোপ ও পালক সাজান থাকে। রুস গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কসাকগণ শস্যের জন্য নিষ্কর ভূমি ও মৎস্যের জন্য জলাশয় পায়। ইহাদিগকে কোনরূপ রাজকর দিতে হয় না। যাহারা রাজসরকারে সৈন্যসংক্রান্ত কার্য্য করে, তাহারা পচিশ বৎসরের পর সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়; পরে আর চাকুরি করিতে হয় না।

ডন্ নদীর তীরস্থ কজনকায়া ও তুর্‌লোসকায়া নগরে কসাকজাতীয় অনেক গণ্য মান্য লোক বাস করে। কসাকেরা মৎস্য-ধারণে বড় নিপুণ। কসাকজাতীয় একটি অষ্টমবর্ষীয় বালকও ডন্ নদী হইতে আধ পাউণ্ড † বা আধ পুড্ ওজনের মৎস্য ধরিতে পারে।

কসাকজাতীয় স্ত্রীলোকেরা বড় সুন্দরী। উহারা পুরুষদের সঙ্গে একত্র হইয়া নৃত্য করে। কসাকীয় নৃত্য, তাতার ও চীন জাতির নৃত্যের ন্যায়। কসাকেরা সঙ্গীতামোদের সময় ব্যাগ্‌পাইপ্ (তুবড়ী যন্ত্রবিশেষ) নামক বাদ্য-যন্ত্র বাজায়। ডন্-কসাক-জাতীয় লোকেরা নৃত্য গীতের সময় অশ্লীলতা ব্যবহার করে। এরূপ দোষ প্রায় সকল জাতিরই মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

ডন্-কসাক জাতির প্রধান নগরের নাম সর্কাস্ক, অপর নাম শবৃচাস্কয়। কসাকেরা বড় সুরাপায়ী। যদি প্রস্তুত সুরা বড় তীব্র হয়, তবে ইহারা উহাতে কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করে।

* আমাদের "সাবল" নামক মৃৎখননাস্ত্রের সহিত এই অস্ত্রটার নামের ঐক্য আছে।

† রুসীয় ওজন পরিমাণ। এক পাউণ্ডে ইংরেজি ৩৬ পাউণ্ড, ও বাঙ্গালা ১৭॥০ সাড়ে সতর সের হয়।

পূর্ব্বে কসাকেরা রুসীয় সৈন্যদলে প্রবিষ্ট ছিল না। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে ইহারা রুসীয় সৈন্যসংক্রান্ত কার্য্যে প্রবেশ করে। ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে কসাকেরা অন্য স্থান হইতে ভল্গা নদী তীরস্থ প্রদেশে সর্ব্বপ্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে। এক্ষণে কসাক জাতির এই কয়টি শাখা দেখিতে পাওয়া যায়—ডন্-কসাক, মেলো-রুসীয় কসাক, কৃষ্ণসাগরীয় বা চার্ণোমর্স্কি কসাক, ভল্গার কসাক, গ্রিবেন্স্কয়ের কসাক, ওরেন্‌বর্গের কসাক, ইউরাল্ আল্‌সের কসাক ও সাইবিরিয়ার কসাক।

ডন্-কসাকজাতির সাইবিরিয়ার কসাক-শাখাই সর্ব্বপ্রধান। ষোড়শ শতাব্দীতে ডন্ নদীর তীর হইতে এক দল বীর্য্যশালী কসাক-সৈন্য পূর্ব্বদিকে বহু দূর গমন করিয়াছিল। ঐ সৈন্যদলের সংখ্যা ছয় সাত হাজার। দলপতি বা সেনাপতির নাম জের্ম্মাক্। তিনি সেই সৈন্যগণকে লইয়া, পার্ব্বিয়া দেশ ভেদ করিয়া, যেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই স্থানই আজ সাইবিরিয়া নামে প্রসিদ্ধ। মহাবীর জের্ম্মাকের বীর্য্যবলে এসিয়ার সমস্ত উত্তর ভাগ—সাইবিরিয়া দেশ এক্ষণে রুসিয়ার অধিকার-ভুক্ত।

কসাক জাতির আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, শারীরিক গঠন ইত্যাদি দেখিলে, উহাদিগকে আমাদের পুরাণ-বর্ণিত 'শক' জাতি বলিয়া মনে পড়ে। নামের সঙ্গেও ঐক্য দেখা যায়। *

* হরিবংশের ২১৪শ অধ্যায়ে লিখিত আছে, কালযবন শক, তুখার, দরদ, পারদ, খশ ও পহ্লব প্রভৃতি শত শত পার্ব্বতীয় ম্লেচ্ছগণের সহিত মথুরাপুরীতে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। এ দিকে দেখা যাইতেছে, শক=Scythians; জাক্‌জার্টিস্ ও অক্সস্ নদীর মধ্যস্থলে তোখারিস্তানের লোক তুখার বা তুষার; দর্দ্দিস্তানের লোক দরদ; পারদ=Parthians; পহ্লব=পারস্যের পূর্ব্বে ইহাদের বাস, ইহাদের ভাষা Pehlvi বা পালী। এই সকল জাতির নিবাস মধ্য-এসিয়ায়। হিন্দু-পুরাণে শকদ্বীপ বলিয়া যে একটি স্থানের কথা লিখিত আছে, উহাও মধ্য এসিয়ায় অবস্থিত। হিরোডোটস্, টাসিটস্, প্লিনি, টলেমি

তাতার দেশ পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। মুসলমানেরা পশ্চিম ভাগকে তুরাণ কহে, ইহাকে পাশ্চাত্য তুর্কীস্তানও বলে। তুরাণ কতকগুলি ক্ষুদ্র রাজার রাজ্য ছিল; কিন্তু সম্প্রতি রুসিয়ার জার্ সেই সকল রাজাকে পরাজয় করিয়া, আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। তাতারের পূর্ব্ব ভাগ চীনের অধীন, ইংরেজেরা উহাকে চাইনিজ্ টার্টারি অর্থাৎ চীন-তাতার বলে। তুরাণ বা তুর্কীস্তান ছয় ভাগে বিভক্ত; তুর্কীস্তান, খিবা, বুখারা, খোকন, তুর্কমানিয়া ও কুন্দজ। তুরাণে নানা জাতির বসতি। তন্মধ্যে তাজিক ও উজ্‌বেগ নামক দুইটি জাতি অপেক্ষাকৃত সভ্য ও পরিশ্রমী। ইহারা বুখারা, খোকন ও কুন্দজ প্রদেশে বাস করে। পারস্য, ভারতবর্ষ, তিব্বত ও চীনদেশের লোকের সহিত ইহারা বাণিজ্য করিয়া থাকে। অবশিষ্ট সমুদায় অধিবাসী অসভ্য। পশুপালনই উহাদিগের একমাত্র জীবিকা। যখন যেখানে তৃণ ও জলের সুবিধা দেখে, তখন সেইখানে গিয়া অবস্থিতি করে। সেখানকার সমুদায় নিঃশেষ হইলে স্থানান্তরে চলিয়া যায়। এইরূপে উহাদিগকে সর্ব্বদাই স্থান ত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং উহাদিগের নিয়মিত বাসস্থান নাই। মেষ-মাংস উহাদিগের প্রধান আহার; অশ্বমাংস পরম সুখাদ্য। উহারা সচরাচর গবী, অশ্বী, ছাগী, হরিণী ও উষ্ট্রীর দুগ্ধ পান করে। উহাদের কেহ কেহ অশ্ব, উষ্ট্র ও উর্ণা বিনিময় করিয়া অন্যদেশীয় লোকের নিকট হইতে অস্ত্র ও অন্যান্য প্রকার দ্রব্য লইয়া থাকে। দাস-বিক্রয় উহাদের এক প্রধান ব্যবসায়। রুসিয়া ও পারস্যের প্রান্তভাগে কি স্ত্রী কি পুরুষ, যাহাকে দেখিতে পায়, সুযোগ পাইলে তাহাকে ধরিয়া আনে। পরে ঐ হতভাগ্য ব্যক্তিকে দাসরূপে বিক্রয় করে। এ দেশের অধিকাংশ লোক মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী।

তুরাণের লোকেরা ছয় সপ্তাহ অন্তর কোন এক নূতন স্থানে গমন করে। উহাদের স্ত্রীলোকেরাই স্থানান্তরে যাইবার সময় তাঁবু খুলিয়া বাঁধে এবং উটের পিঠে উঠাইয়া দেয়। অভীষ্ট স্থানে গিয়া পুনর্ব্বার তাঁবু স্থাপন করে। কিন্তু পুরুষেরা অতি অলস, কেবল তাঁবুর নিকটে বসিয়া ধূম-পান ও মদিরা-পান করে। স্ত্রীলোকেরা কৃষিকার্য্য ও পশুপালন করিয়া থাকে। পুরুষেরা অশ্বারোহণ করিতে ভালবাসে বলিয়া অশ্বগণকেই অবিরত যত্ন করে। তাতারদেশীয় লোকেরা অশ্বারোহণে সর্ব্বাপেক্ষা পটু। তুরাণে উত্তমরূপ কৃষিকার্য্য হয় না বলিয়া, পশু-মাংসই তুরাণীদের প্রধান খাদ্য। অশ্বমাংসের ন্যায় উহারা গোমাংস ও মেষমাংসও ভক্ষণ করে। এ দেশে চা-পান খুব প্রচলিত। তুরাণীরা চৈন-পরিচ্ছদই সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসে। চীন দেশের সম্রাট তাতার-বংশোদ্ভূত।

রুসিয়ার অন্তর্ভুক্ত অস্ত্রাকান প্রদেশে তাতার, রুস, হিন্দু এবং আরমাণীরা বাস করে। উহারা সামুদ্রিক মৎস্য ও লবণের বাণিজ্য করিয়া থাকে।

তুর্কমান তাতারেরা অন্যান্য তাতারগণের ন্যায় নহে। ইহারা বুখারা ও পারস্যের মধ্যগত দেশে মনুষ্য চুরি করে। বুখারায় ঐ সকল অপহৃত মনুষ্য ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হয়। তুর্কমান তাতারেরা সশস্ত্র দলবদ্ধ হইয়া, অশ্বারোহণপূর্ব্বক পারস্যের কোন এক নগরে আপতিত হয় এবং শত শত মনুষ্য ও পশু অপহরণ করিয়া, আপনাদের তাঁবুতে পলায়ন করে। এই জাতি বড় নিষ্ঠুর; ইহারা যাহাদিগকে ধরিয়া আনে, তাহাদের মধ্যে যাহারা বৃদ্ধ থাকে, তাহাদিগকে নিহত করে। বৃদ্ধ ক্রীতদাসের মূল্য বেশী হইবে না বলিয়াই পাপিষ্ঠেরা এইরূপ নৃশংসের কার্য্য করে। দুরাত্মারা চৌর্য্য-কার্য্যে কৃতকার্য্য হইলে, অপহৃত ব্যক্তি-

প্রভৃতি প্রাচীন পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ঐ স্থানকে সিথিয়া বলিয়া গিয়াছেন। আরও তাঁহারা ঐ প্রদেশে শকি (Sacæ) নামে একটি জাতির কথা বলিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় বর্ত্তমান কসাকেরাই প্রাচীন শকিদের সন্তান। যাবনিক ভাষায় "কো" শব্দের অর্থ পর্ব্বত। পর্ব্বতে বাস করিত বলিয়া কো-শক বা কসাক্ নাম হইয়াছে।

দিগের মধ্যে এক জনকে আপনাদিগের দেবতার নিকট বলি দেয়। দুরাচারেরা মুসলমান ধর্ম্ম মানে বটে, কিন্তু কোরান বা মসিদের কোন ধার ধারে না। ডাকাতি ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ডাকাতি করিবার জন্যই ইহারা অশ্বারোহণ ও যুদ্ধ-শিক্ষা করে। তুর্কমান-তাতারেরা অন্যান্য তাতারদের ন্যায় তেমন অশ্ব মাংস-প্রিয় নয়, কিন্তু মেষমাংস খুব ভালবাসে। যখন ইহারা কোন অতিথিকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করে, তখন একটা বৃহৎ কটাহে একটা গোটা ভেড়া সিদ্ধ করে। তার পর ঐ মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া, ঝোল সমেত এক একটা কাষ্ঠপাত্রে কতকটা করিয়া ঢালে। প্রত্যেক পাত্রে দুই জন লোক আহার করিতে বসে। ইহারা পাত্র হইতে হস্তদ্বারা মাংসখণ্ড তুলিয়া লয় এবং কুক্কুরের ন্যায় মাংস-মাখা ঝোল চাটিয়া খায়। তুর্কমান-তাতারদের পুরুষেরা কৃষ্ণমেষচর্ম্মের টুপী এবং স্ত্রীলোকেরা উচ্চ শ্বেত পাগ্‌ড়ী পরিধান করে। স্ত্রীলোকেরা উত্তমরূপ সূচীকার্য্য জানে। তাহাদের কৃত ভাল ভাল গালিচায় তাঁবুগুলি সজ্জিত হয়।

রুসিয়ার অন্তর্ভুক্ত সার্‌কেসিয়া প্রদেশে সার্‌কেসীয় জাতির বাস। রুসিয়ার অধিকার মধ্যে এই স্থানের লোকেরাই সর্ব্বাপেক্ষা অতিথি-ভক্ত। নিতান্ত দরিদ্র পরিবারদিগের মধ্যেও একটি করিয়া অতিথিশালা আছে। কোন কোন অতিথিশালায় ১০টি হইতে ১০০টি টেবিল সাজান থাকে। অতিথিরা দলবদ্ধ হইয়া, তথায় আহার করে। সার্‌কেসীয় স্ত্রীলোকেরা বড় সুন্দরী। কিন্তু এরূপ সুন্দরী হইলেও হিন্দু, চীন এবং তুরস্ক-দেশীয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় অবরুদ্ধ থাকে না। তাহারা অতিথিশালায় গিয়া অতিথিগণের সহিত সাক্ষাৎ করে না বটে, কিন্তু অতিথিরা নিমন্ত্রিত হইয়া, তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাস-বাটীতে আইসে। দেহের চমৎকার রূপই সার্‌কেসীয় রমণীদের এক প্রকার কালস্বরূপ। কারণ নিষ্ঠুর তুর্কীরা অনেক সুন্দরী সার্‌কেসীয় রমণীকে ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। সার্‌কেসীয় বালিকারা পর্য্যন্ত পশম, শণ ও পাট দ্বারা উত্তম কাপড় বুনিতে পারে।

সার্‌কেসীয় পুরুষেরাও পরম সুন্দর। যুদ্ধই উহাদিগের প্রধান কার্য্য। কৃষিকার্য্য ও গৃহকার্য্য স্ত্রীলোক, বালক এবং ক্রীতদাসগণের প্রতি অর্পিত হয়। পুরুষেরা যুদ্ধ-কার্য্যেই লিপ্ত থাকে। প্রত্যেক পুরুষের সঙ্গে বন্দুক, পিস্তল, ছোরা ও তরবারি থাকে। সম্ভ্রান্তদিগের সঙ্গে ধনু ও বাণপূর্ণ তূণ থাকে। এই সকল অস্ত্র দ্বারাই তাহাদিগের মধ্যে ভদ্রাভদ্র চিনিতে পারা যায়। সার্‌কেসীয়দিগের পরিচ্ছদ কৃষ্ণবর্ণ, তাহার গঠন মোটামুটি। মেষ বা ছাগ-চর্ম্মের টুপী বড় আদরের জিনিষ।

বালকেরা শৈশব অবস্থা হইতেই শরীর শক্ত করিতে শিক্ষা করে। তিন বৎসর বয়সের সময় অভিভাবকেরা বালকদিগকে গৃহে না রাখিয়া, এক জন অপরিচিত লোকের হস্তে সমর্পণ করে। বাটীতে থাকিলে পিতা মাতার অত্যন্ত আদরের হইবে বলিয়া, এইরূপ করা হইয়া থাকে। সেই অপরিচিত ব্যক্তিকে পালক-পিতা বলে। সেই ব্যক্তি প্রতিপাল্য বালককে অশ্বারোহণ এবং লক্ষ্যভেদ শিক্ষা দেয়। বালক অশ্বারোহণে পালক-পিতার সহিত উচ্চ পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিতে শিক্ষা করে; ভয়ঙ্কর অন্ধকারময় উপত্যকা মধ্যে ধাবিত হয়। এইরূপে ক্রমাগত শিক্ষা লাভ করিয়া বয়ঃস্থ ও সবল হইলে পর, পিতা মাতার নিকটে গমন করে।

জর্জ্জিয়া রাজ্য রুসিয়ার অন্তর্গত। সার্‌কেসিয়া অপেক্ষা এই রাজ্য অধিক উর্ব্বর। কিন্তু অত্রস্থ লোকেরা তেমন সুন্দর ও পরিশ্রমী নহে। সার্‌কেসীয় রমণীরা যেমন সূচীকার্য্যে নিপুণা, জর্জ্জিয়ার রমণীরা সেইরূপ শয়ন-সুখাভিলাষিণী। এই সকল রমণী আপন আপন মুখে ও ভ্রূতে নানাবিধ চিত্র করিয়া থাকে। মস্তকে টিয়ারা (Tiara) নামক এক প্রকার অনুন্নত মুকুট ধারণ করে।

জর্জ্জিয়ার লোকেরা অত্যন্ত সুরাপায়ী। এক

জন সামান্য মজুরও প্রত্যহ পাঁচ বোতল মদ্য পান করে। ইহাদিগের মদের পিপাও অতি অদ্ভুত ইহারা একটা মহিষের লাঙ্গুল ও পদ সমেত আদত চামড়ার খোলে সুরা পরিপূর্ণ করিয়া রাখে। বোধ হয়, যেন একটা জীবিত মহিষ শুইয়া আছে।

অস্ত্রিয়ার লোকেরা রুসিয়ার গ্রীক-চর্চ্চ-মতাবলম্বী খৃষ্টান।

সাইবিরিয়ায় যে কএক প্রকার জাতি আছে, তন্মধ্যে অস্তিয়াক্ ও সামোয়েদ্ জাতিই অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ। অস্তিয়াক্‌দের গৃহ বাক্সের ন্যায় আকার-বিশিষ্ট। গৃহে একটি মাত্র দরোজা; কিন্তু উহা এত ক্ষুদ্র যে, অল্পবয়স্ক বালক বালিকা ব্যতীত অন্তকে অনেকটা নত হইয়া, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। দরোজার ন্যায় গৃহের জানালাও একটি। উহাতে কাচের বদলে মাছের ছাল আঁটা থাকে। গৃহের মধ্যে একটি গর্ত্তে দিবারাত্র অগ্নি জ্বলে। সাইবিরিয়ায় অত্যন্ত শীত বলিয়াই এরূপ ধরণে গৃহ নির্ম্মিত হয়। অস্তিয়াকেরা একটা বৃহৎ গামলায় খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া সকলে এক সঙ্গে আহার করে। কখনও কখনও তাহাদের কুক্কুরেরাও তাহাদের সঙ্গে আহার করিয়া থাকে। অস্তিয়াক্ জাতির বাড়ীতে স্বতন্ত্র কুঠরী থাকে না, ঘোড়ার আস্তাবলের ন্যায় কাঠের বেড়া থাকে। উহারা তন্মধ্যে মৃগচর্ম্ম পাতিয়া শয়ন করে। প্রত্যেক লোক নিজের ঘেরায় আহার, উপবেশন ও শয়ন করে। কেবল আগুন পোহাইবার সময় সকলে একত্র হয়।

অস্তিয়াক্ জাতি যদিও দরিদ্র, তথাপি তাহাদের অনেক কুক্কুর আছে। ঐ সকল কুক্কুর খুব চতুর ও তাহারা অশ্বের কার্য্যও করে। এক জন অস্তিয়াক্ একটা কুক্কুরের উপর আরোহণ করিয়া স্বীয় গন্তব্য স্থানে গমন করিতে পারে। কুক্কুরকে বেত্রাঘাত করিতে বা তাহার মুখে লাগাম দিতে হয় না। ইঙ্গিত-বাক্য বলিলেই সে আরোহীর ইচ্ছানুসারে যায়, আসে ও থামে। ঐ সকল কুক্কুর শ্বেত বর্ণ, গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল দাগ। উহাদের শরীরের অপেক্ষা লাঙ্গুলের লোমই দীর্ঘ ও মনোহর। কখন কখন দুইটা কুক্কুর জোয়াল কাঁধে করিয়া, স্বীয় প্রভুর চক্রহীন শকট টানিয়া লইয়া যায়। বৃহৎ চক্রহীন গাড়ী টানিতে হইলে ১২টি কুক্কুরের প্রয়োজন হয়। যখন কুক্কুরদিগকে সাজ পরাইবার প্রয়োজন হয়, তখন তাহাদিগকে কাছে ডাকিলেই আপনারা ঘাড় পাতিয়া দেয়। ঘোড়ার ন্যায় ধরা বাঁধা করিয়া সাজ পরাইতে হয় না। কিন্তু ঐ সকল কুক্কুর গাড়ী টানিবার সময়ে প্রথমতঃ ভয়ানক চীৎকার করিতে থাকে, কিয়ৎকাল পরে নীরব হয়। অস্তিয়াকেরা একটা উচ্চস্থান নির্ম্মাণ করিয়া খাদ্যদ্রব্য রক্ষা করে। পাছে তাহাদের কুক্কুরেরা খাদ্যদ্রব্য চুরি করে, এই জন্য এইরূপ উচ্চ স্থানের প্রয়োজন হয়। অস্তিয়াকেরা পশমী পরিচ্ছদের জন্য কখন কখন উৎকৃষ্ট কুক্কুর নিহত করে।

অস্তিয়াকদের কুক্কুর ব্যতীত বল্গা-হরিণ সম্পত্তিও আছে। উহারা অতি শান্ত। অস্তিয়াকেরা সহজে উহাদের দ্বারা শকট-চালন করে। এক একখানি বৃহৎ শকটে সারি বাঁধিয়া চারিটি বল্গা-হরিণ সংযোজিত হয়। যে হরিণটি সর্ব্ব প্রথমে থাকে, কেবল তাহারই মস্তকে বল্গা (লাগাম) বাঁধা থাকে। পশ্চাদ্বর্ত্তী তিনটি হরিণ কম্পাসের মধ্যে অবস্থান করে। বল্গা হরিণেরা শকট লইয়া পর্ব্বতে আরোহণ করিতে পারে। দৌড়িয়া যাইবার সময় লাফাইয়া যায়। বহু দূর গিয়া যখন ক্লান্ত হয়, তখন শুইয়া পড়ে। কিয়ৎকাল বরফের উপর মুখ চাপিয়া রাখে; শীতল হইলে আবার শকট টানিতে থাকে। বল্গা-হরিণের পৃষ্ঠ অপেক্ষা স্কন্ধদেশ দৃঢ়, এই জন্য অস্তিয়াকেরা উহার স্কন্ধোপরি আরোহণ করে। বল্গা-হরিণদিগকে কোন খাদ্য দিলে খায় না। উহারা পর্ব্বতের উপর ভ্রমণ করিয়া এক প্রকার শৈবাল ভক্ষণ করে। কেহ হাতে করিয়া উহা তুলিয়া দিলে মুখ বন্ধ করিয়া থাকে। সাইবিরিয়ার বল্গা-হরিণেরা আমাদের দেশের স্বপাকভোজী না কি?

বল্গা-হরিণ জীবনে মরণে অস্তিয়াক্‌দের ব্যবহারে লাগে। মৃত বল্গা-হরিণের চর্ম্মে অস্তিয়াক্‌ জাতির পরিচ্ছদ হয়। কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলেই চর্ম্মে আপাদমস্তক আবৃত করে, কেবল মুখ খোলা থাকে। তা'ও আবার হস্তসংলগ্ন সলোম চর্ম্মনির্ম্মিত দস্তানায় বারংবার ঢাকিতে হয়, নহিলে শীতের দাপটে কাটিয়া যায়। অস্তিয়াক্‌দের ধনুক নিজেদের আকার অপেক্ষা লম্বা। উহারা সেই ধনুকে লৌহফলা-সংযুক্ত লম্বা লম্বা তীর বসাইয়া, নিক্ষেপ করিয়া বন্য পশু বিনাশ করে। রুস্‌ সম্রাটের নিকট প্রতি বৎসর প্রত্যেক অস্তিয়াক্‌কে দুইটি করিয়া শাবল (শাবর) জন্তুর চর্ম্ম করস্বরূপ পাঠাইতে হয়। এইজন্য উহারা অন্য জন্তু অপেক্ষা শাবল শিকার করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করে। শাবলের লোমে রুসীয় সম্ভ্রান্তদের উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ প্রস্তুত হয়।

অস্তিয়াকেরা যখন বল্গা-হরিণের চর্ম্মে আপাদমস্তক আচ্ছাদন করিয়া, শিকার করিতে বাহির হয়, তখন তাহাদিগকে শাদা ভালুকের মত দেখায়। শিকারের সময় উহারা বরফ-জুতা পায়ে দেয়, নহিলে বরফে ডুবিয়া মরে। দুইখানা চওড়া কাঠে বরফ-জুতা প্রস্তুত হয়। উহার দুই মুখ নৌকার ন্যায়। অস্তিয়াকেরা ঐ জুতা পায়ে বাঁধিয়া ইচ্ছামত যাতায়াত করিতে পারে, কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

অস্তিয়াক্‌ জাতির ধর্ম্মও অদ্ভুত। উহারা এক ঈশ্বর স্বীকার করে, কিন্তু অন্যান্য দেবতারও পূজা করিয়া থাকে। তা' ছাড়া আরও ব্যাপার আছে। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, আত্মীয়েরা তাহার কাষ্ঠনির্ম্মিত মূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক ক্রমাগত তিন বৎসর কাল পূজা করিয়া, শেষে ভূগর্ভে প্রোথিত করে। পুরোহিতের মৃত্যু হইলে তিন বৎসরে পূজা শেষ হয় না—পাঁচ ছয় বৎসর লাগে। কখন কখন কোন মৃত পুরোহিতের কাষ্ঠমূর্ত্তি চিরকালের জন্য পূজিত হয়। এ তো গেল মরা মানুষ-পূজার কথা। মরা পশুও অস্তিয়াক্‌ জাতির দেবতা! উহারা ভালুক, নেকড়ে বাঘ বা অন্য কোন হিংস্র জন্তু নিহত করিলে, তাহার অন্ত্রাদি বাহির করিয়া লয়। অন্ত্রশূন্য উদরে খড় কুটা পুরিয়া যেমন পেট তেমনি করে। পরে সকলে মিলিয়া সেই মৃত পশুটাকে লাথি মারে, মুখভঙ্গী করে, তাহার চোকে মুখে থুথু দেয়। অবশেষে সেটাকে কুটীরের একটা কোণে দাঁড় করাইয়া ভক্তিভরে পূজা করে। এরই নাম "জুতো মেরে দণ্ডবৎ!"

অস্তিয়াকেরা পূজার সময় চীৎকার করিয়া নৃত্য ও অস্ত্রচালনা করে। ইষ্টদেবতাকে সোণা, রূপা, পশুলোম ও বল্গা-হরিণ উপহার দেয়। দুরাত্মারা দেবতার তৃপ্তির জন্য বল্গা-হরিণকে অতি নিষ্ঠুরের ন্যায় নিহত করে। থামিয়া থামিয়া গায়ে অস্ত্রাঘাত করাতে নিরীহ হরিণ যার-পর-নাই কষ্ট পাইয়া প্রাণত্যাগ করে।

রুসসম্রাট অস্তিয়াক্‌দিগকে খৃষ্টান করিবার জন্য বস্ত্র ইত্যাদি পাঠাইয়া দেন। অল্পসংখ্যক অস্তিয়াক্‌ লোভে পড়িয়া খৃষ্টান হইয়াছে। রুসসম্রাট এ দিকে যেমন, আর দিকে তেমন নহেন। তিনি টাকার লোভে অস্তিয়াক্‌দের নিকট মদ পাঠাইবারও অনুমতি দেন। একে তো অস্তিয়াকেরা যার-পর-নাই অসভ্য, তার উপর আবার মদ! ইহাতে শুভ না অশুভ ঘটে? আমাদের ইংরেজরাজও এ বিষয়ে টেক্কা দিয়াছেন! "এক ভস্ম আর ছার; দোষ গুণ ক'ব কা'র?"

সাইবিরিয়ার সর্ব্বোত্তরে উত্তর সাগরের নিকট সামোয়েদ জাতির বসতি। এই জাতি রুসসম্রাটের অধীন বটে, কিন্তু রুসজাতিকে কদাচিৎ দেখিতে পায়। ভয়ঙ্কর শীত বলিয়া রুসেরা ইহাদের দেশের দিকে যাইতে চাহে না। সামোয়েদগণ বল্গা-হরিণের চর্ম্মে তাঁবু নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। ইহারা অস্তিয়াক্‌ জাতি অপেক্ষা অধিকতর অসভ্য। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা অদ্ভুত রকমের পরিচ্ছদ পরিধান করে। সেই পরিচ্ছদে নানা প্রকার পশুলোম ও চর্ম্ম সংযুক্ত থাকে। মস্তকে খোপ্দার টুপী। মস্তকের পশ্চাতে চুলের বেণী

সহিত গ্লটন নামক জন্তুর সুদীর্ঘ লাঙ্গুল ঝুলিতে থাকে। সেই বেণী ও লাঙ্গুলের শেষ ভাগে পিত্তল-চাক্তির গোছা ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজে।

যেমন বেশ ভূষা, তেমনি খাদ্য! সামোয়েদ জাতির পোশাক দেখিলে হাসি আইসে, খাবার দেখিলে ভয় পায়। ক্ষুধার সময় একটা বন্য-হরিণ হত্যা করিয়া, সকলে মিলিয়া তাহার কাঁচা মাংস খাইয়া ফেলে। খাইবার সময় সকলের মুখে গালে কাঁচা মাংসের কাঁচা রক্ত মাখামাখি হইয়া অতি ভীষণ হইয়া উঠে। হাড় হইতে মাস কামড়াইবার কায়দা দেখিলে বাঘেও লজ্জা পায়।

সাইবিরিয়ার পূর্ব্ব দিকে লীনা নদীর নিকটে ইয়াকট্ নামে এক জাতি আছে। ইহাদের বন্য-হরিণ বা কুক্কুর সম্পত্তি নাই। ইহারা অশ্ব ও গো লইয়া কালক্ষেপ করে। ইহারা বৃষের উপর আরোহণ করে এবং অশ্বমাংস খায়। অশ্বমুণ্ড ইহাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুখাদ্য! ইহাদের গাভীগুলি একটি স্বতন্ত্র কুঠরীতে থাকে, কিন্তু ইহারা গোবৎসগণের সহিত আর একটি কুঠরীতে অবস্থান করে।

বুরেইৎ নামে আর এক প্রকার জাতি আছে। উহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী এবং তাঁবুতে বাস করে।

সাইবিরিয়ার পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে কাম্‌কাট্‌কা বা কাম্‌স্কট্‌কা উপদ্বীপ। অত্রস্থ লোকদিগকে কাম্‌কাদেল্ বলে। ইহারা পরিশ্রম করা অপেক্ষা সুরা ভালবাসে। কাম্‌কাদেল্ জাতি সমুদ্রতটে গিয়া সিন্ধুঘোটক শিকার করে, এবং তাহাই বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। যা'ই হউক্, এই জাতি অতিথির প্রতি দয়ালু ও উপকারীর নিকট কৃতজ্ঞ। কেহ ইহাদের উপকার করিলে, ইহারা কখন তাহা বিস্মৃত হয় না; এক সময়ে না এক সময়ে তাহার প্রত্যুপকার করে। কাম্‌কাদেলের বাটীতে কোন অতিথি আসিলে, গৃহস্বামী নিতান্ত দরিদ্র হইলেও, তাহাকে পাঁচ ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত আহার করায়। যখন আর সুবিধা না থাকে, তখন মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না; অতিথিকে খাদ্যসামগ্রীর তারতম্য দেখায়। অতিথি গৃহস্বামীর অনাটন বুঝিতে পারিয়া অন্যত্র প্রস্থান করে।

বিংশ অধ্যায়।

উদ্ভিদ্ ও জন্তু।

রুসিয়ায় প্রয়োজনাপেক্ষা শস্য জন্মে। রাই-সরিষাই অন্যান্য শস্যাপেক্ষা বিদেশে রপ্তানি হয়। দক্ষিণে নিপার নদী ও উত্তরে ভল্গা নদী, ইহার মধ্যস্থ ভূখণ্ডে অধিক পরিমাণে রাইসরিষা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বালি, জই, গম প্রভৃতি শস্যও যথেষ্ট জন্মে। ওকা, ডন ও দেশ্‌না নদীর নিকট মিলেট (Millet) জন্মিয়া থাকে। রুসিয়ার দক্ষিণ প্রদেশে ভারতবর্ষীয় শস্য পাওয়া যায়। ইউরোপের অন্যান্য দেশাপেক্ষা রুসিয়ায় পাট ও শণের চাষ অধিক। উক্রেইন্ অঞ্চলে তামাক উৎপন্ন হয়।

রুসিয়ায় শস্যের ন্যায় সুমিষ্ট ফল ভাল জন্মে না। উত্তর দিকের জলবায়ু অত্যন্ত শীতল বলিয়া কেবল বন্য বেরি ও মন্দ আপেল জন্মে; কিন্তু দক্ষিণ দিকের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত ভাল বলিয়া পিচ্, আপ্রিকট্, কুইন্স্, তুঁত ও আখ্‌রোট্ প্রভৃতি ফল উৎপন্ন হয়। ক্রিমিয়ার উদ্যানগুলিতে বাদাম ও ডালিম জন্মে। অল্প স্থানেই আঙুর ফল উৎপন্ন হয়। তরকারির মধ্যে আলু, কপী, গাজর, সাল্‌গম, শশা, লাউ, মূলা, কাঁকুড়, শতমূলী ও চিচিঙ্গা প্রভৃতি অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

রুসিয়ার বনবিভাগে অনেক আয় হইয়া থাকে। বন সমূহে বাহাদুরীকাষ্ঠ, জ্বালানিকাষ্ঠ, টার, পিচ্ ও পটাশ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। রুসিয়ার উত্তরভাগে যত অরণ্য আছে, দক্ষিণভাগে তত নাই; এমন কি, উভয়ের মধ্যে তুলনা করিলে শেষের ভাগে অরণ্য নাই বলিলেও চলে।

রুসিয়ায় নানাবিধ জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অশ্বই সর্ব্বাপেক্ষা সংখ্যায় অধিক। মেষ ও ছাগের ভাগও বড় কম নয়। উহাদের চর্ম্ম

বিদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়। বিশেষতঃ রুসিয়ার ছাগ-চর্ম্মে মরোক্কো-চর্ম্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে। শূকরের সংখ্যা বড়ই কম। যে সকল জাতি মরুভূমিতে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, তাহাদের উষ্ট্র-সম্পত্তি যথেষ্ট। উহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও ১০০০ এক হাজার উষ্ট্র আছে। অস্ত্রাকান প্রদেশে মহিষ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সংখ্যায় কম। হংস, রাজহংস এবং কুক্কুট সংখ্যায় অনেক। যে সকল স্থলে অনেক হ্রদ ও পুষ্করিণী আছে, তত্তৎস্থানে হংস ও রাজহংসের সংখ্যা বড় বেশী। উত্তরপ্রদেশেই কেবল বন্যা-হরিণ দেখা যায়। বিয়ালোভিজা নামক স্থানের অরণ্যপ্রদেশে বাইসন্, সর্ব্বোত্তরভাগে নানাবিধ হরিণ, খরগোস্ ও বন্য শূকর আছে। চর্ম্মের জন্য যে সকল হিংস্র ও বন্য জন্তু শিকার করা হয়, তন্মধ্যে ভল্লুক, ক্ষুদ্র ভল্লুক, নেক্‌ড়ে বাঘ, শৃগাল, মর্টন্, নকুল, মেরু-বিড়াল, কাঠবিড়ালী এবং ভোঁদড় প্রভৃতির সংখ্যাই অধিক। উষরভূমিতে নেক্‌ড়ে বাঘ, চিতা বাঘ, শৃগাল ও বন্য শূকর অনেক দেখা যায়। রুসিয়ায় নানাবিধ পক্ষী আছে।

একবিংশ অধ্যায়।

রুসিয়ার পূর্ব্বকথা।

নবম খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগের পূর্ব্বে, রুসিয়া ইতিহাসের মধ্যে স্থান পায় নাই। ৮৫০ খৃষ্টাব্দে নবগরদবাসীদের সহিত প্রতিবেশিগণের ভয়ানক বিবাদ সংঘটিত হয়। প্রতিবেশীদের পীড়নে নবগরদস্থ লোকেরা যার-পর-নাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। এই জন্য তাহারা রুরিক্ নামক এক জন প্রবল-ক্ষমতাপন্ন দস্যুকে তাহাদের সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করে। রুরিক্ এক জন বল্টিক্-দস্যু বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি রুসিয়ায় আসিয়া নবগরদনিবাসিগণকে বিপদ হইতে উদ্ধার করেন।

অনন্তর রুরিক্ রুসিয়ার অধিকাংশ ভূখণ্ডের অধিপতি হইয়া একটি রাজবংশ স্থাপন করিলেন। সেই রাজবংশ ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া আসিল। রুরিক্‌বংশীয় সেণ্ট ব্লডিমির দি গ্রেট (৯৮০-১০১৫) রুসিয়ায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি ৯৮৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট দ্বিতীয় বেসিলের ভগিনী এনাকে বিবাহ করেন। বিবাহের সময় তাঁহাকে গ্রীক্-চর্চ্চ-মতানুসারে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ব্লডিমির বিশেষ পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তিনি স্বীয় বলে পার্শ্ববর্ত্তী অনেক প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহার মৃত্যুর পর পুনর্ব্বার জয়-লব্ধ রাজ্যগুলি খণ্ডীকৃত হইয়া যায়। তা'র পর (১০৫৭-৭৫) শ্বেত-রুসিয়ার অধিপতি প্রথম এণ্ড্ আপনাকে রুসিয়ার প্রধান অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করেন।

১২২৩ খৃষ্টাব্দে তাতারবংশীয় প্রসিদ্ধ জেঙ্গিস্ খাঁর পুত্র জোশি ৫,০০,০০০ পাঁচ লক্ষ তাতার-সৈন্য লইয়া রুসিয়ায় প্রবেশ করেন। আজব সমুদ্রের নিকট কাল্কা নদীতটে রুসিয়ার রাজবংশ তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হয়।

অনন্তর ১৩৬১ খৃষ্টাব্দে তাতাররাজবংশীয় তাতার খাঁর মৃত্যু হইলে রুসিয়ার পুনর্ব্বার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। সেই সময় হইতে (১৪৮০) তৃতীয় ইভানের সময় পর্য্যন্ত রুসীয় পরাজিত রাজারা তাতারদের সহিত ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধোপলক্ষে ১৩৮২ ও ১৪৪১ খৃষ্টাব্দে মস্কাউ নগর দুই বার ভস্মীভূত হয়।

তৃতীয় ইভানের সময় হইতে রুসিয়ার ইতিহাসে নূতন যুগ আরম্ভ হইল। তিনি পোল ও লিথুনীয়-গণকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন, কজানের তাতার-গণকে করদ করিলেন এবং রুসিয়ার অন্তর্গত হৃত রাজ্যগুলি একচ্ছত্র করিলেন। তিনি আপনাকে রুসসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে (১৫০৫-৩৩) চতুর্থ বেসিল্, (১৫৩৩-৮৪) চতুর্থ ইভান্ ও (১৫৮৪-৯১) ফিওডোর রুসসাম্রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। চতুর্থ বেসিল্

ক্রমাগত পোল ও তাতারদের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতেন। চতুর্থ ইভান্ সর্ব্ব প্রথম রুস-রাজ-বংশে জার (Czar) উপাধি প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে কজানএবং ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে অস্ত্রাকান প্রদেশ স্ববলে জয় করিয়া লন। অনন্তর ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে ডনকসাকগণকে অধীন করিয়া, তাহাদের সাহায্যে সাইবিরিয়া জয় করেন। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা হইয়াছিল। চতুর্থ ইভান্ যথেষ্ট ক্ষমতাপন্ন রাজা ছিলেন, কিন্তু নিষ্ঠুরতা তাঁহার ব্রত ছিল। ফিওডোর বড় দুর্ব্বল রাজা ছিলেন। ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতেই রুসিয়ার রুরিক্ রাজবংশের পুরুষ-শাখার শেষ হয়। রুরিকবংশের পুরুষ শাখা ৭৩৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ৫৬ জন রাজা হইয়াছিলেন।

ফিওডোরের শ্যালকের নাম বোরিস্। তিনি ফিওডোরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ফিওডোরের মৃত্যুর পর রুসিয়ার ধর্ম্মযাজক ও সম্ভ্রান্তগণ একত্র হইয়া, তাঁহাকে রাজসিংহাসন দান করিলেন। তিনি ১৫৯৮ হইতে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী ও নিষ্ঠুর হইয়াছিলেন। ফিওডোরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ক্রমাগত নয় বৎসর কাল রাজ-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী লইয়া প্রতিযোগিতা ও বিবাদ চলিতে লাগিল। অবশেষে ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে রুরিকের দৌহিত্রবংশীয় মাইকেল রোমানফ্ সকলের সম্মতিক্রমে রাজা হইলেন। ইহাঁ হইতেই রুসিয়া প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয় রাজ্য মধ্যে গণ্য হইল। ১৬১৪ হইতে ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মাইকেল্ রোমানফ্ নিজ শক্তি বিস্তার ও পূর্ব্বপরাজিত রাজ্য সমূহ পুনরুদ্ধার করিয়া নির্ব্বিঘ্নে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাঁকে বাধ্য হইয়া সুইডেনের রাজাকে ইঙ্গ্রিয়া ও কেরিলিয়া, এবং পোলণ্ডের অধিপতিকে স্মলেন্স্ক্ নামক প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। যুদ্ধের অপেক্ষা রোমানফের রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শাসন অতি সুন্দর ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী রাজারা যে সকল কার্য্যের জন্য সাধারণের নিকটে নিন্দনীয় হইয়াছিলেন, ইনি সেই সকল অন্যায় কার্য্য উঠাইয়া দেন। ইনি ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সহিত এবং ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সন্ধি করিয়া, স্বদেশের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন।

রোমানফের অন্যতম পুত্র আলেক্সিস্। ইনি ১৬৪৫ হইতে ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাঁর পত্নীর নাম সোফিয়া। সুপ্রসিদ্ধ পিটার্ দি গ্রেট্ ইহাঁদের পুত্র। পিটার দি গ্রেট ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারূঢ় হইয়া মাতার তত্ত্বাবধানে ভ্রাতা ইভানের সহিত ৭ বৎসর কাল একত্রে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি জীবনের অবশিষ্ট ভাগ একাধিপত্যে যাপন করেন। সে বিষয় এই পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

পরিশিষ্ট ।

MR. J. D. REES., C. I. E., ON RUSSIA.

(Madras Mail.)

MR. J. D. REES., C. I. E., Who spent a greater portion of his furlough in Russia, arrived in Madras on Wednesday morning, when our representative called on him and was able to glean the following very interesting impressions of his sojourn in the land of the White Czar :—"Concerning the politics of Rusaia, the most important question at the present moment, from a European, if not an English, point of view, is the relation of the Empire with Germany, for the recent furious flirtation as it has been called with France is only a side manifestation of the existing tension between the Russians and Germans. The strong feeling which prevails is commonly ascribed to the Tariff War. But it must be remarked that situations like this do not spring up in a day. The fact is that the Germans and Russians do not get on well together for the very same reason that the French and English do not always agree. They are near neighbours, and upon the soil of divided Poland and along the shores of the Baltic their boundaries meet. Again, the history of Russia supplies many reasons for the existing state of affairs. Not so long ago, in the days of Queen Anne, to the Russians Germany was Europe, and to this day the Russian word for 'German' is the same as that for 'foreigner.' In fact a 'foreigner' and a 'German' mean one and the same thing. Peter the Great, in introducing civilisation into Russia against the wish of its inhabitants, necessarly introduced a German civilisation, and the Empress Catherine, herself a German, followed suit. These perhaps were the greatest of the Russians sovereigns, with the exception of Ivan the Terrible, who has long since been forgotten, and the late Emperor, whose reforms were suddenly arrested when the Nihilists by his atrocious assassination but the hands of the clock back, it is hard to say exactly how far.

"It should be remembered that the introduction of change into Russia is odious to a people whose ideas and instincts are almost Oriental. It is not likely that any ruler of Russia was ever so popular as the present Emperor, who is a Russian of Russians, and prefers to hear the language spoken at his Court, to have Russians about him, and to have Russian employes all over the country. He is beloved by the people as neither Peter the Great nor Catherine, 'mightiest of Empresses', were beloved in their day. The Emperor Alexander III., is popular not only in court circles, but he is the idol of the people, who speak of him as the *Ruski Tsar.* Peter the Great and Catherine filled the country with Germans, whose descendants and successors have distinguished themselves in Russia

by the industry aud integrity which distinguish their race. The consequence is that in spite of every effort to keep the back, although they are disliked on all sides, their abilities force them into the front ranks. I do not know what is the Russian Foreign and Finance Ministers ; but their names are De Giers and Witte. I think it is almost certain that 'Giers' is 'Hirsch,' the Russians not possessing a 'G,' and always using instead of it the greek gamma. But these are only two conspicuous examples. There are thousands of such cases. Now in Russia at the present day, the State is practically educating almost gratuitously a large number of students yearly. And they all expect Goverment employment ; they look up to it as a right, and clamour for it if they do not get it. But both in the employment of Government, and in the more lucrative service of private individuals, the Germans are generally in front of them. In Russia the educated young man is highly articulate. Not only he, but a crowd of lazy public servants with one voice execrates the German for his virtues, just as the Californian detests a Chinaman for his industry. So far as the Tariff War goes, disastrous as it is while it lasts, it does not arouse any very general feeling in a nation which has long been accustomed to duties so high as to keep imports below exports, in order to produce that balance in favour of the mother-country which was looked upon as the one proof of prosperity in an economical era which Europe has long since passed. I say Europe, because in Russia, it is quite usual to contrast Europe with Russia, and every day of his life the traveller conversant with the East sees there is good reasons for the contrast. No one believes that time is of any value, or that a man's affairs are of more importance to himself than to others. A religious image is not allowed to be wonder working unless is has been, so to speak, gazetted an image of that class by the Holy Synod, In some of the most northern and most backward parts of Russia, the souls of the departed are propitiated by offerings of food and wine just as they are in South India. It was only the other day that a big bell exiled to Siberia for sounding a rebel note three hundred years ago has just been pardoned by the Czar, and sent back to its own belfry 2,000 miles away. In the *Peking Gazette* similar evetns are chronicled every month. Again, away from St. Petersburg, Moscow, and Warsaw, the traveller must carry his own bedding and a bath if he wants one, just as he does in India ; nor will a Russian bathe in other than running water. The trickle under which he washes his hands must run out of the basin as fast as it runs into it. This is a superlatively Oriental idea. Again, the paying of commission is so universal that I myself was witness to its offer to a British Consul in one of the most civilised and most southern of Russian towns. The cabman insisted that the Consul must have his share of the profits made out of the English travellers who were staying with their country's representative.

"As regards Siberia, I can only say here that I do not think that the Russians deserve all the hard things that are said about them. Sensation always pays, and many of the writers on Siberia have been professional journalists ; and as a rule they were—Dr. Kennan is a conspicuous exception—

ignorant of Russian. Without Russian the traveller cannot do much more than take whatever the local officials give him for publication, or whatever any convict or ex-convict who can speak French has to relate of the misdeeds of the Government, against which he has plotted ; against the foe who has found him out, and has got the best of him. The Russians are, generally speaking, a good tempered and *laissez aller* sort of people, and their general temperment is very well reflected in the treatment of their prisoners. Just as no human institution is all bad, but partakes of good and bad in various degrees, so does one find everywhere something to blame and something to praise in respect of this question.

"There is a great deal of talk throughout Northern Europe about the russification of the Baltic. Provinces and the approaching russificaction of Finland which possesses its own constitution, and is the most absolutely antonomous subject state, I should think, that ever existed. It is quite true that the Holy Synod, the educational institutions, and the whole weight of officialdom press for the russification of everythiug ; and to such an extent has this been carried out, that the towns in the Baltic provinces inhabited by a German speaking people and possessing German names, *e. g.*, Dunaberg, have been deprived of their names and have been given purely Russian appellations. In the land of the Czar they have a proverb which corresponds to our "straining at a gnat and swallowing a camel." They say, "you see the gnat and overlook the elephant." St. Petersburg still retains the title given it by the Germanising "Peter." One of the Czar's palaces is called Peterhoff ; the "hoff" I suppose being the same word which is used for "palace" in Vienna. Yet Petersburg is not altogether swallowed, for almost everybody calls it "Peter," the cabman of the capital changes Petersburg into "Peterbrook," the termination in this case being, I believe, a slang word for "stomach," which is quite Russian, as this is an organ which is very well attended to and very well filled, throughout the Empire.

"This suggests the famine, of the *sequelæ* of which I saw no signs at Saratov and Sarmara, the great towns on the Volga where it was most severely felt. Here I may mention that during the famine Emperor determined to give only one State Ball. His example was followed by the nobility, and no entertainments were given in the Capital while the people suffered. Then Sovereign's sympathy was made known throughout the villages of Russia, and while it could hardly increase, it certainly tended to confirm and strengthen their loyalty to the Crown. To return to Finland, however, no actual steps to russification have been taken so far, but the Finlanders are suspicious ; they look across the Gulf to the Raltic Provinces, and are afraid of what may be in store for them. They have had little to complain of till now, with the exception of the introduction of the Russian language, which is compulsorily taught in the Universities and Schools, and a knowledge of which is expected from every official. Now no one who has had to learn the Russian language will be inclined to under-estimate this grievance. But it is, perhaps, not unnatural that an Imperial nation should resent the fact that the navigators of the

Neva, who are all Fins, should decline to speak a word of the language and that half an hour's journey away from Petersburg across the forntier, the complicated and difficult language of which they are inordinately proud should give way entirely to the language of the Fins and the Swedes from whom they took Finland.

"Speaking of the Russians generally and of such conclusions as one is inclined to mention in a few words like these, I should say that the most remarkable feature of the great Empire is the loyalty exhibited by the inhabitants to the Cazr. Though the Government is a great autocracy, the local Government is of the most radical type, and the people live under communal institutions. I should have thought that they were highly taxed, but I did not hear many complaints, and I have travelled over the country as far South as the Caucasus, as far East as Tobolsk, as far West as the shores of the Gulf of Bothnia, and northwards within 400 miles of the Arctic Ocean, to the verge of the forest which stretches to its shores. Of course one's enquiries are smperfect, even though constant. The people are generally very poor, just as Dewan Bahadur S. Srinivasa Raghava Iyenger, C. I. E., points out that the people of South India are generally very poor. Yet one does not see any evidence of distress in ordinary years. One thing is certain that the people are exceedingly loyal to the Czar whom they look upon as their protector againts any opperession by the officials. Every Russian thinks if he can only get at the Czar, his grievance will be set right. Another remarkable fact is that the depreciation of the rouble, which though it should be worth 3*s*. 1*d*. exchanges for 2*s*. 1*d*. does not seem to have any effect on the internal trade of the country. The people believe in their Government, and take the unconvertible paper roubles (for which it should be remembered not even silver can be had, although the holder is promised silver or gold at discretion,) just as trustingly as the Samoydes in the Siberian marshes used to take the bits of bark stamped with the Imperial Eagle. Of course, the country suffers in the payment of interest for foreign debts, and its trade must be adversely affected by this legacy of the last Turkish war, by which, it is now invariably acknowledged, that Russia gained nothing. Yet within the country, the purchasing power of the rouble has apparently not diminished, and any Russian will be very much offended if you tell him that his paper is not really worth its nominal value. I mean even the Russian of the intelligent classes. In this respect Russia is on a very different footing to India, where, as Mr. Justice Amir Ali and many others hold, the depreciation of the rupee is harmful to the internal as well as to the external trade of the country. Indeed, manufactures are progressing apace in spite of a radically unsound financial policy."—ইণ্ডিয়ান্ ডেলী নিউস্, ২৯এ ডিসেম্বর, ১৮৯৩।

সম্পূর্ণ।

দৃষ্টান্তকলিকাশতক।

[১]

শিবস্মরণমেবৈকং সংসারান্তকনাশনম্।
ঘনৌঘো ঘোরদাবাগ্নিনির্ব্বাপণ-
পটুর্ভবেৎ ॥

হরস্মরণই শুধু সংসার-অন্তকহর।
ঘোর-দাবানল-নির্ব্বাপণে পটু পয়োধর ॥

[২]

সাধুরেব প্রবীণঃ স্যাৎ সদ্‌গুণামৃতবর্ণনে।
নবচূতাঙ্কুরাস্বাদকুশলঃ কোকিলঃ কিল ॥

সজ্জনই সজ্জনের গুণগাথে মজে।
নবচূতাঙ্কুরাস্বাদ কোকিলই বুঝে ॥

[৩]

দুর্জ্জনো দূষয়ত্যেব সতাং গুণগণং
ক্ষণাৎ।
মলিনীকুরুতে ধূমো সর্ব্বথা বিমলাম্বরম্।

যেই জন দুর্জ্জন, সেই জন অনুক্ষণ,
সাধুগুণে দোষারোপ করে।
দেখ সর্ব্ব অবস্থায়, বিমল অম্বরগায়,
ধূমমুখে মলিনতা ঝরে ॥

[৪]

যথা দোষো বিভাত্যস্য জনস্য ন
তথা গুণঃ।
প্রায়ঃ কলঙ্ক এবেন্দোঃ প্রস্ফুটো ন
প্রসন্নতা ॥

মানুষের দোষ যথা সহজে প্রকাশ।
গুণ কিন্তু অনায়াসে না পায় বিকাশ ॥
চন্দ্রের কলঙ্ক দেখ জোরে ফুটে ওঠে।
উজ্জ্বলতা কিন্তু কই তেমন কি ফোটে? ॥

[৫]

বিবেক এব ব্যসনং পুংসাং
ক্ষয়য়িতুং ক্ষমঃ।
অপহর্ত্তুং সমর্থোঽসৌ রবিরেব
নিশাতমঃ ॥

বিবেকই পুরুষের ব্যসন নাশিতে ক্ষম।*
রবিই সক্ষম শুধু হরিবারে নিশাতম ॥

[৬]

প্রায়ঃ সদুপদেশার্হা ধীমন্তো ন
জড়াশয়াঃ।
তিলাঃ কুসুমসৌগন্ধ্যবাহিনো ন
যবাঃ ক্বচিৎ ॥

বুদ্ধিমান জনচয়, উপদেশযোগ্য হয়,
জড়মতি জনেরা না হয়।
কুসুমের সৌরভ যাহা, তিলেতেই রহে তাহা,
যবচয়ে তাহা তো না রয় ॥

[৭]

চিন্ত্যতে নয় এবাদাবমন্দং সমুপেপ্সুভিঃ।
বিনম্য পূর্ব্বং সিংহোঽপি হস্তি
হস্তি ন যোজনা ॥

অগ্রে বিনয়েরে ভজে শুভআকাঙ্ক্ষী জনগণ।
অগ্রে হরি নমি পরে করে করিবিদারণ ॥ †

---

* বিবেক—বৈরাগ্য, সংসারে ঔদাস্য। ব্যসন—বিপদ, পাপ, অশুভ, বিষয়াসক্তি।

† হরি—সিংহ। নমি—নম্র অর্থাৎ নত হইয়া। করি-বিদারণ—হস্তিনাশ।

[৮]

সংস্থিতস্য গুণোৎকর্ষঃ প্রায়ঃ
প্রস্ফুরতি স্ফুটম্।
দগ্ধস্যাগুরুখণ্ডস্য স্ফারীভবতি সৌরভম্ ॥

জীবিত সময়, তত দূর নয়,
মরিলেই ফোটে লোকের গুণ।
দগ্ধ অগুরুর * গন্ধ বহু দূর,
তার তেজ ফোটে হয়ে দ্বিগুণ ॥

[৯]

মনস্বিহৃদয়ং ধত্তে রোষেণৈব
প্রসন্নতাম্।
ভস্মনা জ্বলদঙ্গারঃ প্রসাদং লভতেতরাম্ ॥

ধীরের হৃদয় ধরে রোষেতেও প্রসন্নতা।
ভস্মে জ্বলদঙ্গারের † বাড়ে আরো উজ্জ্বলতা ॥

[১০]

উত্তমঃ ক্লেশবিক্ষোভং ক্ষমঃ
সোঢ়ুং ন হীতরম্।
মণিরেব মহাশাণঘর্ষণং ন তু মৃৎকণঃ ॥

ক্লেশ হেতু মনস্তাপ উত্তম জনেই সয়।
সামান্য মানব তাহা নাহি পারে সুনিশ্চয় ॥
মহাশাণ-ঘর্ষণ মণিই সহিতে পারে।
মৃত্তিকার কণা তাহা কভু সহিবারে নারে ॥

[১১]

স্বজাতীয়ং বিনা বৈরী ন জয্যঃ
স্যাৎ কদাচন।
বিনা বজ্রমণিং মুক্তামণির্ভেদ্যঃ
কথং ভবেৎ ॥

স্বজাতিসাহায্য বিনা বৈরিভেদ নাহি হয়।
বজ্রমণি বিনা মুক্তামণি ভেদ কে করয় ? ॥‡

* অগুরু—সুগন্ধি কাষ্ঠ বিশেষ।

† অর্থাৎ ভস্মাচ্ছাদিত জ্বলন্ত অঙ্গারের ভস্ম (ছাই) সরাইলে। বাঙ্গালা প্রবচন—ছাই চাপা আগুনের তেজ বেশী।

‡ বজ্রমণি—হীরক, হীরা।

[১২]

সজ্জনা এব সাধূনাং প্রথয়ন্তি
গুণোৎকরম্।
পুষ্পানাং সৌরভং প্রায়স্তনুতে
দিক্ষু মারুতঃ ॥

সাধুরাই সাধুদের গুণের বিস্তার করে।
ফুলের সৌরভ বায়ু বহে দিগদিগন্তরে ॥

[১৩]

উপকর্ত্তুং যথা স্বল্পঃ সমর্থো ন
তথা মহান্।
প্রায়ঃ কূপস্তৃষাং হন্তি সততং ন তু
বারিধিঃ ॥

ক্ষুদ্র জন হৈতে যত উপকার হয়।
মহাজন হৈতে তত হইবার নয় ॥
দেখ ক্ষুদ্র কূপ নাশে তৃষা নিরন্তর।
কিন্তু তাহা নাহি পারে ডাগর সাগর ॥

[১৪]

সতি শীলে গুণা ভান্তি পুংসাং
শৌর্য্যাদয়ো যথা।
যৌবনে সদলঙ্কারাঃ শোভাং
বিভ্রতি সুভ্রুবঃ ॥

নরের সুশীল * থাকিলেই তবে
শৌর্য্যাদি গুণের ফুটয়ে শোভা।
রূপসী বালার থাকিলে যৌবন,
তবেই তো ফোটে সুভূষা-বিভা ॥

[১৫]

জড়ে প্রভবতি প্রায়ো দুঃখং
বিভ্রতি সাধবঃ।
শীতাংশাবুদিতে পদ্মং সঙ্কোচং
যাতি বারিণি ॥

জড়ের প্রভাব হ'লে পর,
সাধুদের হয় দুখকর।

* সুশীল—সচ্চরিত্র, সৎস্বভাব।

জড়রূপ শীতাংশু উদিলে, *
পদ্ম হয় মুদিত সলিলে। †

[১৬]

গুণেন স্পৃহনীয়ঃ স্যাৎ ন
রূপেণ যুতো নরঃ।
সৌগন্ধ্যবিহীনং পুষ্পং সুরূপেণ ন
তৃপ্যতে ॥

গুণবান্ পুরুষই স্পৃহণীয় হয়।
শুধু রূপবান্ নর স্পৃহণীয় নয় ॥
যে ফুলে সৌরভ নাই, শুধু রূপ আছে।
হেন ফুল ভালবাসা পায় কার কাছে? ॥

[১৭]

কশ্চিৎ কস্যচিদেব স্যাৎ সুহৃদ্বিশ্রম্ভ-
ভাজনম্।
পদ্মং বিকাসয়ত্যর্কঃ সঙ্কোচয়তি
কৈরবম্ ॥

সমগুণ থাকিলেও এক জন হয়
সুহৃৎ বিশ্বাসী, কিন্তু অন্য জন নয়।
কমল কৈরব ‡ সম; কিন্তু সে তপন
কমলে বিকাসে, করে কৈরবে মুদ্রণ।

[১৮]

ঈশ্বরাঃ পিশুনান্ শশ্বৎ বর্দ্ধয়ন্ত্যত্র
নাদ্ভুতম্।
প্রায়ো নিধয় এবাহীন্ দ্বিজিহ্বান্
দধতেতরাম্ ॥

প্রভুগণ খলগণে বাড়াইবে যতনে,
এ তো নহে অদ্ভুত বিষয়।
প্রায় হেরি অবিরত, রত্ন আদি নিধি যত
দ্বিজিহ্ব অহিরে ধরি রয় ॥

* শীতাংশু—চন্দ্র।
† মুদিত—মুদ্রিত, নিমীলিত, সঙ্কুচিত। পদ্যে শ্রুতি-মাধুর্য্যের জন্য 'মুদ্রিত' স্থলে 'মুদিত' শব্দ ব্যবহৃত হয়।
‡ কৈরব—কুমুদ।

[১৯]

সম্পদ্যাস্তে পরৈঃ সাকং বিপদি
স্বজনৈর্জ্জড়ঃ।
জৃম্ভত্যম্ভোরুহং পঙ্কঃ শুষ্যত্যুদক-
শৈবলৈঃ ॥

সম্পদ-সময়ে জড় পর-সঙ্গে রয়।*
বিপদে স্বজন-সঙ্গে সম্মিলিত হয় ॥
সরস দশায় পঙ্ক পদ্মেরে ফুটায়।
বিরসে শৈবাল-জলে মিলিয়া শুখায় ॥

[২০]

নীচাবমানমলিনাং যো ভুংক্তে
সম্পদং পুমান্।
লশুনাক্তাং স কর্পূরচর্চ্চাং
বিতনুতে তনৌ ॥

যেই জন নীচজনকৃত অপমানে
মলিনা সম্পত্তি ভোগ করে;
সেই জন রশুনাক্ত কর্পূর-লেপনে
নিন্দনীয় করে কলেবরে।

[২১]

ব্যসনানন্তরং সৌখ্যং স্বল্পমপ্য-
ধিকং ভবেৎ।
কাষায়রসমাস্বাদ্য স্বাদ্বতীবাম্বু জায়তে ॥

দুঃখপরে স্বল্প সুখ হইলেও পরে।
অধিক বলিয়া বোধ হয় তা অন্তরে ॥
কষারস হরীতকী আস্বাদের পর।
জল বড় মিষ্ট লাগে, জুড়ায় অন্তর ॥

[২২]

গুণীনামন্তরং প্রায়স্তজ্জ্ঞো জানাতি
নেতরঃ।
মালতীমল্লিকামোদং ঘ্রাণং বেত্তি
ন লোচনম্ ॥

* জড়—নির্ব্বোধ।

গুণিগণমর্ম্ম জানে গুণজ্ঞ যে জন।
ইতর জনেতে তাহা না জানে কখন॥
মালতী মল্লিকা ফুলে গন্ধ অতুলন।
নাসিকাই জানে তাহা, না জানে লোচন॥

[২৩]

প্রভূতবয়সঃ পুংসো ধিয়ঃ পাকঃ
প্রবর্ত্ততে।
জীর্ণস্য চন্দনতরোরামোদ উপজায়তে॥

বৃদ্ধ হৈলে পুরুষের বুদ্ধির পক্বতা হয়।
সুজীর্ণ চন্দন তরু বড়ই সৌরভময়॥

[২৪]

কামায় স্পৃহয়ত্যাত্মা সংযতোঽপি
মনীষিণঃ।
বীথীনিয়মিতোপ্যুক্ষা শস্যমাসাদ্য
ধাবতি॥

পণ্ডিতগণের আত্মা হলেও সংযত।
বিষয় দেখিলে হয় ভোগে স্পৃহারত॥
জোয়ালে বলদ বদ্ধ হইলেও পরে।
শস্য নিরখিলে ছোটে লোলুপ অন্তরে॥

[২৫]

ধনাগমেঽধিকং পুংসাং লোভমভ্যেতি
মানসম্।
নিদাঘকালে প্রালেয়ঃ প্রায়ঃ শৈত্যং
বহত্যলম্॥

ধনাগমে পুরুষের লোভের প্রভাব।
নিদাঘে বরফ ধরে অতিশৈত্যভাব॥

[২৬]

সহজোঽপি গুণঃ পুংসাং সাধুবাদেন
বর্দ্ধতে।
কামং সুরসলেপেন কান্তিং বহতি
কাঞ্চনম্॥

পুরুষের সহজ যে গুণ।
সাধুবাদে বাড়য়ে দ্বিগুণ॥
দেখ রসায়ন কৈলে পর।
স্বর্ণ ধরে কান্তি মনোহর॥

[২৭]

নিন্দাং যঃ কুরুতে সাধোস্তথা স্বং
দূষয়ত্যসৌ।
খে ধূলিং যস্ত্যজেৎ ক্রুদ্ধো মূর্দ্ধ্নি
তস্যৈব সা পতেৎ॥

যে করে সাধুর নিন্দা, নিজনিন্দা সেই করে।
আকাশে ছুড়িলে ধূলি, ফিরে পড়ে শিরোপরে॥

[২৮]

স্বভাবং নৈব মুঞ্চন্তি সন্তঃ সংসর্গতোঽ-
সতাম্।
ন ত্যজন্তি রুতং মঞ্জু কাকসম্পর্কতঃ
পিকাঃ॥

সাধুরা অসৎসঙ্গে থাকিলেও পরে।
আপন স্বভাব কভু নাহি পরিহরে॥
কোকিলেরা জন্মাবধি কাকসঙ্গে রয়।
নিজেদের মিষ্ট রব তবু না ছাড়য়॥

[২৯]

সম্পত্সু কর্কশং চিত্তং খলস্যাপদি
কোমলম্।
শীতলং কঠিনং প্রায়স্তপ্তং মৃদু ভবত্যপঃ॥

সম্পদে খলের চিত্ত বড়ই কঠিনবৃত্ত,
বিপদে কোমল হয় অতি।
জল হৈলে শৈত্যময়, কঠিন বরফ হয়,
তপ্ত হৈলে তরল মূরতি॥

[৩০]

প্রায়ঃ প্রকুপ্যতিতরাং প্রীত্যৈব
প্রখরো জনঃ।
নয়নং স্নেহসম্পর্কাৎ কালুষ্যং
সমুপৈত্যলম্॥

যে জন প্রখর, কিম্বা অতি খল,
সে প্রায় কুপিত প্রীতিভাবে হয়।

করিলে নয়নে স্নেহের সংযোগ,
প্রায় হয় তাহা কলুষতাময় ॥

[৩১]

শুভং বাপ্যশুভং কর্ম্ম ফলকালমপেক্ষতে
শরদ্যেব ফলত্যাশু শালি র্ন সুরভৌ
কচিৎ ॥

শুভ বা অশুভ হোক্ কিবা আসে যায় ?।
যথাকালে কর্ম্মফল ফলে অচিরায় ॥
শালিধান্য ফলে দেখ শরতের কালে।
বসন্তের কালে শালি কভু নাহি ফলে ॥

[৩২]

ভোগেচ্ছা নোপভোগেন ভোগিনাং
যাতু শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥

ভোগীদের ভোগ ইচ্ছা উপভোগে নাহি মিটে।
ঘৃতাহুতি যত দাও, অগ্নি তত বেড়ে উঠে ॥

[৩৩]

দুর্লভোপ্যুত্তমঃ প্রায়ঃ স্বজাতীয়েন
লভ্যতে।
কর্ণকোটরগং বারি বারিণৈবাবকৃষ্যতে ॥

উত্তম দুর্লভ বস্তু স্বজাতি-সাহায্যে মিলে।
বেরোয় কানের জল অন্য জল কানে দিলে ॥

[৩৪]

জন্তোর্নিরুপভোগস্য দৃশ্যতে ভুবি
রুক্ষতা।
বাতাশিনো দ্বিজিহ্বত্বং বিহিতং
পশ্য বেধসা ॥

যে জীবের ভোগবস্তু ধরাতলে নাই।
তাহারি অধিক ক্ষুধা দেখিবারে পাই ॥
সর্পগণ বায়ুমাত্র করে ভক্ষণ।
সে সবে দুইটা জিহ্বা বিধির অর্পণ ॥

[৩৫]

ঊর্জ্জিতং সজ্জনং দৃষ্ট্বা দ্বেষ্টি নীচঃ
পুনঃপুনঃ।
কবলীকুরুতে স্বস্থং বিধুং দিবি বিধুন্তুদঃ ॥

সজ্জনে সমৃদ্ধ হেরি খল সদা হিংসা করে।
পূর্ণশশী নভে হেরি রাহু তারে গালে ভরে ॥

[৩৬]

ন লভন্তে বিনোদ্যোগং জন্তবঃ
সম্পদাং পদম্।
সুরাঃ ক্ষীরোদবিক্ষোভমনুভূয়া-
মৃতং পপুঃ ॥

চেষ্টা বিনা জীবগণ সম্পদ লভিতে নারে।
অগ্রে সিন্ধু মথি সুরে সুধাপান কৈল পরে ॥

[৩৭]

সম্পত্তৌ কোমলং চিত্তং সাধো-
রাপদি কর্কশম্।
সুকুমারং মধৌ পত্রং তরোঃ স্যাৎ
কঠিনং শুচৌ ॥

সম্পদে কোমল চিত্ত সাধুদের হয়।
কঠিন আবার কিন্তু আপদ সময় ॥
সরস বসন্তে তরুপত্র সুকোমল।
নীরস নিদাঘে শুষ্ক কর্কশ কেবল ॥

[৩৮]

আকরঃ কারণং জন্তোর্দৌর্জ্জন্যস্য
ন জায়তে।
কালকূটঃ সুধাসিন্ধোঃ প্রাণিনাং
প্রাণহারকঃ ॥

যেই সব প্রাণী হয় দারুণ দুর্জ্জন।
আকর কদাপি নহে তাহার কারণ ॥
সুধাসিন্ধু হয় দেখ বিষের আকর।
কি দোষ আকরে ? কিন্তু বিষ প্রাণহর ॥

[৩৯]

গুণদোষা ববাপ্যেতে সদা সংশী-
লনাদ্ বুধৈঃ।
লেভে পীযূষগরলে মন্থনাদম্বুধেঃ সুরৈঃ॥

সদা অনুশীলনেতে গুণ দোষ দুই ফুটে।
মথিলে সুরেরা সিন্ধু, সুধা বিষ দুই উঠে॥

[৪০]

স্বভাবং ন জহাত্যেব সাধুরাপদ্গ-
তোঽপি সন্।
কর্পূরঃ পাবকস্পৃষ্টঃ সৌরভং
লভতেতরাম্॥

আপদেও সাধু নাহি নিজভাব পরিহরে।
কর্পূর পাবকে জ্বলি সৌরভ বিস্তার করে॥

[৪১]

অপ্যাপৎসময়ঃ সাধোঃ প্রয়াতি
শ্লাঘনীয়তাম্।
বিধোর্বিধুন্তুদাস্কন্দবিপৎকালোঽপি
সুন্দরঃ॥

সাধুর বিপৎকালো শ্লাঘনীয় হয়।
রাহুগ্রস্ত হৈলে বিধু পুণ্যের উদয়॥

[৪২]

খলোঽবলোকতে দোষান্ গুণপূর্ণেষু
বস্তুষু।
বনে পুষ্পফলাকীর্ণে পুরীষমিব শূকরঃ॥

গুণপূর্ণ বস্তুতেও খল শুধু দোষ ভজে।
ফলফুলপূর্ণ বনে বিষ্ঠাই শূকর খোঁজে॥

[৪৩]

প্রাপ্য বিত্তং জড়াস্তূর্ণং সম্মোহং
যান্তি নান্যথা।
তোয়মাসাদ্য গর্জ্জন্তি ন রিক্তাঃ
স্তনয়িত্নবঃ॥

বিত্ত পেলে মুগ্ধচিত্ত হয় জড় সব।
জল পেলে গর্জ্জে মেঘ, অজলে নীরব॥

[৪৪]

বিনা পরীক্ষাং নো তত্ত্বং জ্ঞায়তে
কস্যচিৎ ক্বচিৎ।
সুবর্ণদৃষ্ট্যা নো শুদ্ধির্জ্ঞায়তে
কর্ষণং বিনা॥

বিনা পরীক্ষায় কারো শুদ্ধি নাহি যায় জানা।
দেখেই কি চেনা যায়, না কষিলে পরে সোণা?॥

[৪৫]

কার্য্যাপেক্ষী জনঃ প্রায়ঃ প্রীতিমা-
বিষ্করোত্যলম্।
লোমার্থী শৌণ্ডিকঃ শষ্পৈর্মেষং
পুষ্ণাতি পেষলৈঃ॥

নিজকার্য্য তরে লোক অন্য জনে ভালবাসে।
লোম-লোভে শুঁড়ী তোষে মেষেরে কোমল ঘাসে॥

[৪৬]

দুর্জ্জনো জায়তে যুক্ত্যা নিগ্রহেণ
ন ধীমতা।
নিপাত্যতে মহাবৃক্ষস্তৎসমীপক্ষিতি-
ক্ষয়াৎ॥

দুর্জ্জনেরে বুদ্ধিমান্ কৌশলে জিনিবে।
নিগ্রহে জিনিতে কভু চেষ্টা না করিবে॥
প্রকাণ্ড বৃক্ষেরে যদি ফেলিবারে চাও।
তাহার গোড়ার মাটি উখাড়িয়া দাও॥

[৪৭]

সুখদুঃখে সমে স্যাতাং জন্তূনাং
ক্লেশহেতুকে।
মূর্দ্ধ্নি স্থিতানাং কেশানাং ভবেতাং
স্নেহকর্ত্তনে॥

প্রাণীদের ক্লেশ হেতু সুখদুঃখ দুই হয়।
শিরচুলে কারো স্নেহ, কেহ কেটে করে ক্ষয়॥

[৪৮]

দুষ্টদুর্জ্জনদৌরাত্ম্যৈঃ সজ্জনে রজ্যতে জনঃ।
আরুহ্য পর্ব্বতং পান্থঃ সানৌ নির্বৃতিমেত্যলম্ ॥

ভোগ করি লোকে দুষ্ট দুর্জ্জনপীড়ন।
অবশেষে লয় গিয়া সজ্জনশরণ ॥
গিরি'পরে উঠি পান্থ ক্লান্ত হয়ে অতি।
অবশেষে সানুদেশে লভয়ে বিরতি ॥

[৪৯]

স্বভাবসুন্দরং বস্তু ন সংস্কারমপেক্ষতে।
মুক্তারত্নস্য শাণাশ্মঘর্ষণং নোপযুজ্যতে ॥

স্বভাবসুন্দর বস্তু সংস্কার নাহি চায়।
মুক্তা কে ঘষিতে চায় শাণ-পাথরের গায় ? ॥

[৫০]

শোভতে বিদুষাং মধ্যে নৈব নির্গুণমানসঃ।
অন্তরে তমসাং দীপঃ শোভতে নার্কতেজসাম্ ॥

না শোভে নির্গুণ জন বিদ্বানগণের মাঝে।
অন্ধকারে দীপ শোভে, সূর্য্যকরে পায় লাজ ॥

[৫১]

যুক্ত্যা পরোক্ষং বাধেত বিপক্ষ-ক্ষয়ণক্ষমঃ।
শোষয়ত্যচিরেণৈব প্রান্তরস্থমলং পয়ঃ ॥

বিপক্ষের ক্ষয় হেতু সুসক্ষম নরে।
যুক্তিযোগে পরোক্ষ বিষয়ে বাধ করে ॥
ইহার দৃষ্টান্ত এই কহি সবাকায়।
অচিরে মাঠের জল শুকাইয়া যায় ॥

[৫২]

দুর্গদেশপ্রবিষ্টশ্চেৎ শূরোপ্যেতি পরাভবম্
গাঢ়পঙ্কনিমগ্নাঙ্গো মাতঙ্গোঽপ্যবসীদতি ॥

শূরো পরাভূত হয় পশিলে দুর্গমদেশে।
গাঢ়পঙ্কে মগ্ন করী পড়ে অবসাদ-ক্লেশে ॥

[৫৩]

নয়েনাঙ্কুরিতং শৌর্য্যং জয়ায় ন তু কেবলম্।
অন্নযুক্তং বিষং ভুক্তং পথ্যং স্যাদন্যথা মৃতিঃ ॥

নীতিযুক্ত শৌর্য্য হয় জয়ের কারণ।
শুধু শৌর্য্যে জয়লাভ নহে কদাচন ॥
অন্নবস্তুযুক্ত বিষ ভুক্ত যদি হয়।
পথ্য সেই, শুধু বিষে মরণ নিশ্চয় ॥

[৫৪]

মৃদুভির্বহুভিঃ শূরঃ পুম্ভিরেকো ন বাধ্যতে।
কপোতপোতকৈরেকঃ শ্যেনো জাতু ন বধ্যতে ॥

বহু মৃদু নরে নারে এক শূরে বাধা দিতে।
কপোতশাবক বহু নারে শ্যেনে * নিধনিতে।

[৫৫]

যেনাত্মা পণ্যতাং নীতঃ স এবান্বিষ্যতে জনৈঃ।
হস্তী হেমসহস্রেণ ক্রীয়তে ন মৃগাধিপঃ ॥

ক্রেয় যেই করিয়াছে আপন আত্মায়।
তারেই কিনিতে লোকে খুজিয়া বেড়ায় ॥
সহস্র সুবর্ণ দিয়া করী ক্রীত হয়।
সিংহ কিনিবার কথা কেহ নাহি কয় ॥

[৫৬]

গুণো গুণান্তরাপেক্ষী স্বস্যৈব খ্যাতিহেতবে।
স্বভাববাল্যং লাবণ্যং তারুণ্যেন মনোহরম্ ॥

* শ্যেনে—শিকারী পক্ষীকে, শিকরে পাখীকে।

গুণ চাহে অন্ত গুণ তবে খ্যাতি তার।
বাল্যের লাবণ্য হয় তারুণ্যে শোভার ॥

[৫৭]

সুলভং বস্তু সর্ব্বস্য ন যাত্যাদর-
ণীয়তাম্।
স্বদারপরিহারেণ পরদারার্থিনো জনাঃ ॥

কারই সুলভ বস্তু আদর না পায়।
অনেকে স্বদার ছাড়ি পরদার চায় ॥

[৫৮]

বিক্রীতং নিজমাত্মানং বস্ত্রৈঃ
সংস্কুরুতে জড়ঃ।
পরেভ্যঃ স্বশরীরস্য কে বা ভূষাং
বিতন্বতে ॥

মূর্খই দাসত্বে বেচি দেহ আপনার।
বসনে আবার তার করে সংস্কার ॥
নহিলে পরের তরে কেবা হেন জন।
সাজায় নিজের দেহে সুন্দর ভূষণ ? ॥

[৫৯]

ক্ষণক্ষয়িণি সাপায়ে ভোগে রজ্যন্তি
নোত্তমাঃ।
সন্ত্যজ্যাম্ভোজকিঞ্জল্কং কঃ প্রার্থয়তি
শৈবলম্ ॥

ক্ষণিক অনিত্য ভোগে না মজে উত্তম জন।
পদ্মের কেশর ছাড়ি শৈবালে কাহার মন ? ॥

[৬০]

অসম্ভবগুণস্তুত্যা জায়তে স্বাত্মনস্ত্রপা।
কর্ণিকারং সুগন্ধীতি বদন্ কো
নোপহাস্যতে ॥

অসম্ভবরূপে গুণ করিলে বর্ণন।
আপনারি লজ্জা তায় হয় সঙ্ঘটন ॥
কর্ণিকার ফুলে বলে সুগন্ধি যে জন।
কার নাহি হয় সেই বিদ্রূপভাজন ? ॥

[৬১]

ধনাশয়া খলীকারঃ কস্য নাম ন জায়তে।
দূরাদামিষলোভেন বধ্যতে খেচরঃ খগঃ ॥

ধনাশা থাকিলে কার বন্ধন না ঘটে ভালে ?।
শূন্য দূর হৈতে পাখী মাংস-লোভে পড়ে জালে ॥

[৬২]

তটস্থৈঃ খ্যাপিতাশ্চেত্তো বিশন্তিং
গুণিনাং গুণাঃ।
উৎকোচিতানাং পদ্মানাং গন্ধো বায়ুভি-
রাহৃতঃ ॥

উদাসীনে করে যদি গুণিগুণগান।
তবেই গুণীর গুণজ্ঞতার সন্ধান ॥
পদ্মফুল বিকসিত যাবৎ না হয়।
তাবৎ পবন তার গন্ধ নাহি বয় ॥

[৬৩]

অধমং বাধতে ভূয়ো দুঃখাবেগো
নতূত্তমম্।
পাদদ্বয়ং ব্রজত্যাশু শীতস্পর্শে নচক্ষুষী ॥

দুঃখাবেগ যত বাধা বিতরে অধমে।
তত বাধা দিতে নাহি পারয়ে উত্তমে ॥
শীতস্পর্শ পা দুটারে আক্রমে অচিরে।
স্পর্শ করিবারে ত্বরা না পারে অক্ষিরে ॥

[৬৪]

গুণবান্ সুচিরস্থায়ী দেবোঽপি নাভি-
জায়তে।
তিষ্ঠেত্যেকাং নিশাং চন্দ্রঃ শ্রীমান্
সম্পূর্ণমণ্ডলঃ ॥

পূর্ণ গুণবান্ যদি দেবতাও হন।
চিরকাল স্থায়ী হৈতে নারেন কখন ॥
সম্পূর্ণমণ্ডল হয়ে চন্দ্র নিশামণি।
স্থায়ী শুধু হন দেখ একটি রজনী ॥

[৬৫]

যত এবাগতো দোষস্তত এব নিবর্ত্ততে।
অগ্নিদগ্ধস্য বিস্ফোটঃ শান্তিঃ স্যাদগ্নিনা
ধ্রুবম্ ॥

যা হৈতে জনমে দোষ, আবার মিলায় তায়।
অগ্নিদগ্ধ বিস্ফোটক অগ্নিতেই শান্তি পায় ॥

[৬৬]

স্বধিয়ো নিশ্চয়ো নাস্তি যস্য স ভ্রমতে
ধ্রুবম্।
প্রবাতবালপত্রস্থঃ পটস্তত্র নিদর্শনম্ ॥

নিজের বুদ্ধির যার স্থির ভাব নাই।
ঘুরিয়া বেড়াতে তারে হয় সর্ব্বদাই ॥
ঝড়ে বিচলিত পত্রস্থিত যে বসন।
এ বিষয়ে এই তার স্পষ্ট নিদর্শন ॥

[৬৭]

বুদ্ধিমত্তাভিমানঃ কো ভবেৎ প্রাজ্ঞোপ-
জীবিনাম্।
অন্যদেয়ৈরলঙ্কারৈর্নাহঙ্কারো বিভূষণে ॥

প্রাজ্ঞ-উপজীবী যারা সেই সবাকার।
কিবা অভিমান বুদ্ধিমত্তার আবার ? ॥
আপন শরীরে পরি পর-অলঙ্কার।
অলঙ্কারহেতু কভু সাজে অহঙ্কার ? ॥

[৬৮]

উত্তমোঽপ্যধমস্য স্যাৎ যাচ্ঞা নম্রকরঃ
কচিৎ।
কৌস্তুভাদীনি রত্নানি যযাচে হরি-
রম্বুধিম্ ॥

উত্তম লোকেও কভু অধম-গোচর।
প্রার্থনা করিয়া দেখ হয় নম্রকর ॥
সমুদ্রের কাছে দেখ শ্রীহরি আপনি।
করিয়াছিলেন ভিক্ষা কৌস্তুভাদি মণি ॥

[৬৯]

প্রযত্নে সমকে কেচিদেব স্যুঃ ফল-
ভাগিনঃ।
ক্ষীরোদমথনাদ্দেবৈরমৃতং প্রাপি
নাসুরৈঃ ॥

একত্র মিলিয়া, সমান খাটিয়া,
সকলে না পায় সমান ফল।
সিন্ধু মথি সুধা সুরেরা পাইল,
না পাইল সুধা অসুরদল ॥

[৭০]

গুণৈঃ পূজা ভবেৎ পুংসামপ্যেককুল-
জন্মনাম্।
চূড়ারত্নং শশী শম্ভোর্যানমুচ্চৈঃশ্রবা হয়ঃ ॥

এককুলে জন্মিলেও নিজ নিজ গুণবলে।
ভিন্ন ভিন্ন পূজা পায় যতেক পুরুষদলে ॥
শশী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব জনমিল সিন্ধু মাঝে।
ইন্দ্রযান উচ্চৈঃশ্রবা, শশী শম্ভুচূড়ে রাজে ॥

[৭১]

ভোগঃ পরোপতাপেন পুংসাং
দুঃখায় ন স্থিরঃ।
পানমপ্যসৃজঃ ক্ষিপ্রং স্বপীড়ায়ৈ
জলৌকসাম্ ॥

অন্য জনে দিয়া ক্লেশ, ভুঞ্জে লোকে যেই ভোগ,
নিজদুঃখ হেতু তাহা, চিরস্থায়ী নয়।
জোঁকেরা পরের রক্ত পান করি অচিরায়,
নিজেদের ক্লেশ শেষে উৎপন্ন করয় ॥

[৭২]

নিকটস্থং গরীয়াংসমপি লোকো
ন মন্যতে।
পবিত্রামপি যন্মর্ত্ত্যা ন নমস্যন্তি
জাহ্নবীম্ ॥

অতি গুরু জন কাছে যদি রন,
লোকে নাহি মানে তাঁরে।

গঙ্গাতটবাসী লোকেরা গঙ্গায়ে
নাহি পূজে নমস্কারে॥

[৭৩]

উত্তমস্তোষমায়াতি তদঙ্গঃ পোষ্যতে যদি।
বৃক্ষঃ প্রসীদতি প্রায়ঃ পাদাভ্যঙ্গেন ন স্বয়ম্॥

সাধুদের অঙ্গীভূত জনগণ পুষ্ট হ'লে,
সাধুগণ তোষ পান তায়।
বৃক্ষপদে* দিলে জল, বৃক্ষ সুপ্রসন্ন যথা,
নহে তথা ঢালিলে মাথায়॥

[৭৪]

সর্ব্বত্রৈব গুণী লোকে শোভতে প্রথিতং নরে।
মণি মূর্দ্ধ্নি গলে বাহৌ পাদপীঠেঽপি দীপ্যতে॥

জানে লোকে সর্ব্বস্থলে গুণবান পায় শোভা।
শির কণ্ঠ বাহু পাদপীঠে থেলে মণিপ্রভা॥

[৭৫]

তুল্যং পরোপতাপিত্বং ক্রুদ্ধয়োঃ সাধুনীচয়োঃ।
ন দাহৌ জ্বলতোর্ভিন্নৌ চন্দনেন্ধনয়োঃ কচিৎ॥

কিবা সাধু কিবা নীচ রুষ্ট হৈলে উভয়েই
সমান সন্তাপ দেয় পরে।
কি চন্দন কি ইন্ধন † উভয়ে উঠিলে জ্বলি,
দাহশক্তি একরূপ ধরে॥

[৭৬]

দুর্ভগঃ স্যাৎ প্রকৃত্যা যো বিভূত্যাপি স তাদৃশঃ।
গোময়ে শ্রীনিবাসোঽস্তি ন তথাপি মনোরমম্॥

স্বভাবত দুর্ভগ যে জন,
ঐশ্বর্য্যেও সেইরূপ রয়।
গোময় লক্ষ্মীর বাসস্থান,
তবু কারো মনোরমা নয়॥

[৭৭]

গুণানর্চ্চন্তি জন্তূনাং ন জাতিং কেবলং কচিৎ।
স্ফাটিকং ভাজনং ভগ্নং কাকিন্যাপি ন গৃহ্যতে॥

সবার গুণের পূজা, জাতিপূজা নাহি হয়।
ভাঙ্গিলে স্ফাটিকপাত্র, বুড়ি কড়ি মূল্য নয়॥*

[৭৮]

আগচ্ছদুৎসবো ভাতি যথৈব ন তথা গতঃ।
হিমাংশোরুদয়ং সায়ং চকাস্তি ন তথোষসি॥

আগত উৎসব যথা শোভা পায়,
গতোৎসব তথা নয়।
চাঁদের উদয় যেমন সন্ধ্যায়,
প্রাতে কি তেমন হয়?॥

[৭৯]

সন্তোষক্ষতয়ে পুংসামাকস্মিকধনাগমঃ।
সরসাং সেতুভেদায় বর্ষৌঘঃ স চ ন স্থিরঃ॥

আকস্মিক ধনাগম সন্তোষনাশের হেতু।
বর্ষাজল সরসীর স্থায়ী নয়, ভাঙে সেতু॥

[৮০]

জীয়তে দুর্গতোঽপ্যাত্মা কালেনাত্মাপি স্বর্গতঃ।
ভবেৎ শ্মশানমুদ্যানমুদ্যানঞ্চ শ্মশানভম্॥

* বৃক্ষপদে—বৃক্ষমূলে, গাছের গোড়ায়।
† ইন্ধন—অন্য শুষ্ক কাষ্ঠ।

* বুড়ি কড়ি—পাঁচ গণ্ডা কড়ি। শুভঙ্করের মতে পাঁচ গণ্ডায় এক বুড়ি।

কালে আত্মা ভূমিগত কালে স্বর্গে যান।
উদ্যান শ্মশান কালে, শ্মশান উদ্যান॥

[৮১]

উচ্চশেখরগং বস্তু শুভং স্যাৎ সুখ-
কারণম্।
উপশাময়তে বাধাং যথৈবামৃত-
সংস্কৃতম্॥

উচ্চের আশ্রিত বস্তু শুভ সুখকর হয়।
অমৃত মিশালে করে অন্য বস্তু রোগ লয়॥

[৮২]

সংতুষ্যত্যুত্তমং স্তুত্যা ধনেন মহতাঽধমঃ।
প্রসীদন্তি জয়ৈর্দেবা বলিভির্ভূতবিগ্রহাঃ।

স্তবেই উত্তম তুষ্ট, অধম অনেক ধনে।
জয় রবে দেব তুষ্ট, ভূত তুষ্ট বলিদানে॥

[৮৩]

স্বজাতীয়বিঘাতায় মাহাত্ম্যং দৃশ্যতে
নৃণাম।
শ্যেনো বিহঙ্গমানেব হিনস্তি ন
ভুজঙ্গমান্॥

নরের মাহাত্ম্য দেখি স্বজাতির ক্ষতি তরে।
শ্যেন পক্ষী পক্ষী হিংসে, অহির না হিংসা করে॥

[৮৪]

নিজপ্রয়োজনোদ্দেশাদর্চ্চয়ন্তি ন
ভক্তিতঃ।
দুগ্ধদাত্রীতি গৌর্গেহে পোষ্যতে হ্যন্যথা
ন তু॥

নিজ প্রয়োজন তরে, একে অন্য পূজা করে,
ভক্তিভরে নয়।
দুগ্ধ দিবে এই আশে, লোকে গাভী পোষে বাসে,
নতু কে পোষয়?॥

[৮৫]

মহতামদ্ভুতং তেজো যত্র শাম্যন্ত্য-
নৌজসঃ।
অস্তং যান্তি প্রকাশেন তারকাহি
বিবস্বতঃ॥

আশ্চর্য্য! উচ্চের তেজে তুচ্ছতেজী লয় পায়।
সূর্য্যের প্রকাশ মাত্রে তারাগুলা অস্ত যায়॥

[৮৬]

উপভোগাক্ষমানর্থান্ কো হি সঞ্চিনুতে
চিরম্।
আখবঃ কিমলঙ্কারমাত্মন্যাদৃত্য কুর্ব্বতে॥

ভোগে না আসিবে হেন অর্থ কে সঞ্চয় করে?।
ইন্দুরেরা অলঙ্কার সঞ্চে কি নিজের তরে?॥

[৮৭]

নিজাশয়বদাভাতি পুংসাং চিত্তে পরাশয়ঃ।
বর্ত্তুলং বর্ত্তুলাদর্শে দীর্ঘে দীর্ঘং
ভবেন্মুখম্॥

নিজাশয় সম ফোটে নরচিত্তে পরাশয়।
গোল দরপণে গোল, দীর্ঘে দীর্ঘ মুখ হয়॥

[৮৮]

বিবর্ণবচনৈর্মন্যুর্গূঢ়োঽপ্যন্তঃ
প্রকাশতে।
ইন্ধনান্তরসংশ্লেষশ্চ জ্বলত্যগ্নিঃ পয়ঃকণৈঃ॥

মনের লুকানো ক্রোধ কুবাক্য শুনিলে ফোটে।
কাষ্ঠগর্ভে জলকণা অনলে জ্বলিয়া ওঠে॥

[৮৯]

মনস্বিনো ন বাঞ্ছন্তি পরতো জীবনং
ক্বচিৎ।
ন কাকেভ্যঃ স্পৃহয়ন্তি কোকিলা
জীবনং পরে॥

মনস্বিরা নাহি বাঞ্ছে জীবিকা পরের পাশে।
পিকেরা কাকের কাছে জীবিকা না ভালবাসে॥

[৯০]

উত্তমং সুচিরং নৈব বিপদোঽভিভবন্তি হি।
রাহুগ্রসনসংক্ষোভঃ ক্ষণং বিচ্ছায়য়েৎ বিধুম্॥

বিপদ পীড়িতে নারে উত্তমেরে চিরদিন।
রাহুগ্রাসক্ষোভে বিধু ক্ষণতরে প্রভাহীন॥

[৯১]

স্বজনৈঃ স্বাত্মবজ্জন্তুর্জ্ঞায়তে গুণবান্ পরৈঃ।
গোপৈর্গোপবদজ্ঞায়ি হরির্দেবৈর্জগৎ-পতিঃ॥

নিজ জন গুণবান হইলেও পরে।
নিজ জন, নিজ জন ভাবে শুধু তারে॥
গোপগণ শ্রীহরিরে গোপই জানিত।
দেবগণ জগৎপতি বলিয়া মানিত॥

[৯২]

ন বা দাতুং নোপভোক্তুং শক্নোতি কৃপণো ধনম্।
অস্থি নির্দ্দশনঃ শ্বা হি জিহ্বয়া লেঢ়ি কেবলম্॥

কৃপণ না ভুঞ্জে ধন, না পারে করিতে দান।
অদন্ত কুকুর শুধু জিবে নাড়ে অস্থিখান॥

[৯৩]

ন বা ত্যক্তুং নোপভোক্তুং শক্নোতি বিষয়ান্ জরী।
ক্লীবঃ স্পৃশতি হস্তেন সুন্দরীং তরুণীং পরম্॥

ত্যজিতে ভুঞ্জিতে জরী না পারে বিষয়মধু।*
নপুংসক স্পর্শ করে করে শুধু বালা বধু॥

[৯৪]

প্রভুঃ স্বাতন্ত্র্যমালম্ব্য যদিচ্ছতি করোতি তৎ।
নদীত্বং পাণিনিঃ স্থল্যা গঙ্গাযমুনয়োর্ন হি॥

স্বাতন্ত্র্য আশ্রয় করি, প্রভুর যা ইচ্ছা হয়,
তাই তিনি পারেন করিতে।
পাণিনির স্থলী নদী, জাহ্নবী যমুনা কিন্তু,
গণনীয়া নহিল নদীতে॥ †

[৯৫]

ন ব্যাপ্তিরেষা গুণিনো গুণবান্ জায়তে ধ্রুবম্।
চন্দনেঽনলসংদগ্ধে ন ভস্ম সুরভি ক্বচিৎ॥

গুণী হৈতে জন্মিলেই গুণবান্ নাহি হয়।
অগ্নিদগ্ধ চন্দনের ভস্ম কি সৌরভময়?॥

[৯৬]

ন ভাতি বাগ্মী বৈজাত্যে ন বাচৌ ভান্তি বাদিনি।
অঞ্জনং দূষণং বক্ত্রে ভূষণং কিল লোচনে॥

বৈজাত্যে না শোভে বাগ্মী, বাদীতে বচন।
অঞ্জন দূষণ মুখে, লোচনে ভূষণ॥

* জরী—জরাগ্রস্ত ব্যক্তি। বিষয়-মধু—বিষয়রূপ মধু বা মিষ্টস্বাদ। বসনভূষণমাল্যচন্দনবনিতাদি উপভোগ্য বিষয়।

† পাণিনি—সুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণকার মুনি। স্থলী শব্দে জলপ্রবাহের সম্পর্কও নাই, পাণিনি কিন্তু সেই স্থলী শব্দের নদী সংজ্ঞা করিয়াছেন, অথচ গঙ্গা ও যমুনার নদী সংজ্ঞা করেন নাই।

[৯৭]

নরাঃ সংস্কারার্হা জগতি কিল কেচিৎ সুকৃতিনঃ,
সমানায়াং জাত্যামপি বয়সি সত্যাং কৃতধিয়ঃ।
অয়ং দৃষ্টান্তোঽত্র স্ফুটিকরণতোঽপ্যভ্যাসনতঃ,
শুকঃ শ্লোকান্ বক্তুং প্রভবতি ন কাকঃ কচিদপি॥

জগতে সকল লোক হলেও সমান।
সকলেই নহে কিন্তু সম গুণবান্॥
সুস্পষ্ট ইন্দ্রিয় আর অভ্যাসের গুণে।
সুকৃতি সংস্কারযুত হয় কোন জনে॥
ইহার দৃষ্টান্ত দেখ, শুক বিহঙ্গম।
ইন্দ্রিয়-অভ্যাসে পড়ে শ্লোক মনোরম॥
কিন্তু দেখ কাকপক্ষী হাজার যতনে।
কিছুতে সক্ষম নহে শ্লোক উচ্চারণে॥

[৯৮]

ধনমিহ পরদত্তং দুঃখমৌচিত্যভাজাং,
ভবতি হৃদি তদেবানন্দকারীতরেষাম্।
মলয়জরসবিন্দুর্বাধতে নেত্রযুগ্মং,
সুখয়তি মরুতা তৎঘ্রাণমাগত্য কিন্তু॥

পরদত্ত ধন, দুখের কারণ,
খাঁটির নিকটে হয়।*
কিন্তু অন্য জনে, পরদত্ত ধনে
ভাবে হৃদিসুখাশয়॥
নয়নের পীড়াকর চন্দনের রস।
সেই চন্দনের ঘ্রাণে নাসা হয় বশ॥

[৯৯]

কালক্রমেণ পরিণামবশাদনব্যা,
ভাবা ভবন্তি খলু পূর্ব্বমতীব তুচ্ছাঃ।
মুক্তামণির্জ্জলদতোয়কণোঽপ্যনীয়ান্,
সংপদ্যতে হি চির কীচকরন্ধ্রমধ্যে॥

যে সকল বস্তু পূর্ব্বে অতি তুচ্ছ রয়।
কালক্রমে পরিণামে উত্তম তা হয়॥
কীচকরন্ধ্রের মাঝে জলদের জল।*
কালক্রমে পরিণামে হয় মুক্তাফল॥

[১০০]

ইয়ং কুসুমদেবেন কবিনৈকেন নির্ম্মিতা।
দৃষ্টান্তকলিকা নাম জৃম্ভতাং কবিমানসে॥

দৃষ্টান্তকলিকা এই কুসুমদেব রচিত।
কবির কবিতা হোক কবিমনে প্রকাশিত॥

কুসুমদেবকবিপ্রণীত সংস্কৃত দৃষ্টান্তকলিকা
(দৃষ্টান্তকলিকাশতক) ও শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়
কর্তৃক তদ্বঙ্গপদ্যানুবাদ
সমাপ্ত।

* খাঁটির—খাঁটি লোকের অর্থাৎ যথার্থ পথবর্ত্তি ব্যক্তির।

* কীচক—বেউড় বাঁশ। রন্ধ্র—ছিদ্র।

হীরে মালিনী।

কৌতুক-নাট্যগীতি।

[A COMIC OPERA.]

নাট্যোক্ত ব্যক্তি।

পুরুষ।

সুন্দর—কাঞ্চীপুরের রাজা গুণসিন্ধুর পুত্র।
ফুকন্ সিং—কোটাল।
ভুখন্ সিং—কোটাল।
বোম্-পাগলা—জনৈক পাগল।

স্ত্রী।

হীরে মালিনী—রাজকন্যা বিদ্যার মালিনী।
যুবতীগণ ও নারীগণ।

প্রথম দৃশ্য।

বর্দ্ধমান—নগরতোরণ।

ফুকন্ সিং ও ভুখন্ সিং।

ফুকন্ সিং। ভেইয়া ভুখন্!

ভুখন্ সিং। ক্যা ভেইয়া ফুকন্?

ফুকন্ সিং। রহো হুসিয়ার্।

ভুখন্ সিং। ডরুয়া কাহার?

ফুকন্ সিং। উআ দেখ্তে হো এক আওইয়া?

ভুখন্ সিং। (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) হাঁ হাঁ, ভাইয়া! হাত মে হাতিয়ার—কোই লড়েইয়া?

ফুকন্ সিং। বিনা সমঝ্ শড়ক ন ছোড়ো।

ভুখন্ সিং। সাধ হোয় তো ছোড়ো, দুষমন্ হোয় তো ভাগ্‌বার সে কাড়ো।

সুন্দরের প্রবেশ।

ফুকন্ সিং। কাঁহা সে আতে হো রাহী?

সুন্দর। অনেক দূর।

ফুকন্ সিং। কেৎনা দূর?

সুন্দর। কাঞ্চীপুর।

ফুকন্ সিং। হিন্দুস্থান কা দক্ষিন মে যো কাঞ্চীপুর?

সুন্দর। হাঁ, সেই কাঞ্চীপুর।

ফুকন্ সিং। কাঁহা যাও গে?

সুন্দর। যেখানে যাবার, এসেছি সেথা।

ফুকন্ সিং। কুছ্ নেহি সমঝ্তা।

সুন্দর। এই বর্দ্ধমান্ শহরে।

ফুকন্ সিং। ইহাঁ ক্যা দরকার?

সুন্দর। বিদ্যালাভ।

ফুকন্ সিং। তব্ তুম্ পড়ুয়া?

সুন্দর। হাঁ কোটাল, ভাই!

ফুকন্ সিং। ঝুট্‌ বাৎ।

সুন্দর। না না, আমি মিথ্যা কথা বলিনি।

ফুকন্ সিং। হাঁ, তুম্ ঝুখা কাথা বোলিয়েসে।

সুন্দর। না, ভাই!

ভুখন্ সিং। (সরোষে) ফের বোল্‌তা—না ভোঁই?

সুন্দর। রাগ কর কেন, ভাই?

ভুখন্ সিং। রোগ কোর্‌বে না কিসো? তুমি যো বিদ্যালাভ কর্‌তে আইয়েসো, সো কাঁথা হাম

কিমোন করিয়ে বুঝবে? পড়ুয়া কা ক্যভি এয়সন পোশাক হোতা হ্যায়?

সুন্দর। বিদ্যালাভার্থী পোড়োর [illegible] পোশাক হয়?

ভুখন্ সিং। খালি পাঁও—ই-আ চট্টী জুতী—চদ্দর ধোতী—শির পর চয়ত্তন্-চুট্‌কী—হাতমেঁ পোথী।

সুন্দর। আমারও পুথী আছে।

ভুখন্ সিং। দেখ্‌লাও হামার কাছে।

সুন্দর। (পরিচ্ছদমধ্য হইতে খুঙ্গী পুথী বাহির করিয়া) এই দেখ পুথী—বিশ্বাস হয়েছে?

ভুখন্ সিং ও ফুকন্ সিং। হাঁ থোড়া থোড়া হইয়েসে।

সুন্দর। পুরোপুরি হয় নি?

ভুখন্ সিং। পড়ুয়াকা এয়সন্ পাগড়ী—এয়সন্ পায়জামা—এয়সন্ জামাযোড়া—এয়সন্ বঢ়িয়া জুতী—এয়সন্ বীরবৌলী—এয়সন্ মোতিকা মালা ক্যভি হোতা হ্যায়?

ফুকন্ সিং। ঔর্ কোমরবন্দমেঁ হাতিয়ার ঝুল্‌তা হ্যায়।

ভুখন্ সিং। এ তোম্ কয়সন্ পড়ুয়া?

ফুকন্ সিং। চোট্টা ভেড়ুয়া।

সুন্দর। কেন, ভাই কোটাল, আমায় বৃথা গালাগালি দিচ্চো? আমি নই চোর ভেড়ো—বাস্তবিক বিদ্যালাভের পোড়ো। তোমাদের বর্দ্ধমানের বিদ্যালাভকোত্তে এলে, এরূপ পোশাক না হোলে কার্য্যসিদ্ধি হবে কেন?

ফুকন্ সিং। আচ্ছা ওহি হুহি, লেকেন্ তাল্‌বারমেঁ পড়ুয়া, না লড়ুয়া হোতা?

সুন্দর। হাঁ বোল্‌তে পার এ কথা। তোমরা আমার তরবার নেও—শহরে যেতে দেও।

(তরবারিপ্রদান)।

ফুকন্ সিং। (তরবারি লইয়া) বাহবা! বড়া বঢ়িয়া হাতিয়ার। তোম্‌হারে কাশীপুরকা তালবার খুব্ খুব্‌সুরৎ।

ভুখন্ সিং। পড়ুয়া ভাই! তোম্ বরধ্‌মান্ শহরমেঁ ক্যওন্ পণ্ডিতজী কা টোল্‌মেঁ ক্যওনসা শাস্তর্ প্যাড়োগে?

সুন্দর। আমি বর্দ্ধমানের বিদ্যালাভের আশায় মদনপণ্ডিতজীর টোলে রতিশাস্ত্র পড়্‌বো।

ভুকন্ সিং। (ভাবিয়া ফুকন্ সিংএর প্রতি) এ ভাই ফুকন্ সিং! বরধ্‌মানমেঁ মদনপণ্ডিতজী কোন্ হ্যায় হো?

ফুকন্ সিং। (ভাবিয়া) বদনপণ্ডিতজী কা ভাই হোগা।

ভুকন্ সিং। আউর র‍্যতিশাস্তর ক্যয়সন্ চীজ্?

ফুকন্। ভগবদ্গীতা উতা হোগা।

ভুখন্ সিং। যো হোগা সো হোগা। পড়ুয়া কো শহরকো অন্দর জানে দেও।

ফুকন্ সিং। এ ভাই পড়ুয়া! এই ফাটককা অন্দর সে বরাবর শহরমেঁ চলা যাও। এই ছাড় ফরমান্ লেও। কোই রোখ্‌নে সে দেখাও—ছোড় দেগা। (ছাড়-ফরমান্ দিয়া) তোম্‌হারা নাম?

সুন্দর। সুকবি সুন্দর।

ফুকন্। যাও অভি অন্দর।

[সুন্দরের তোরণমধ্য দিয়া প্রস্থান।

ভুখন্ সিং। এ ফুকন্! ইয়ে হাতিয়ার তোহার কি মোহার?

ফুকন্ সিং। হামরা হাতমেঁ দিয়া—হামার।

ভুখন্ সিং। ই কয়সন্ বিচার?

ফুকন্ সিং। তব্ তু লে থাপ্, হাম্ লেই তাল্‌বার।

ভুখন্ সিং। (সপরিহাসে) বা জী বা! তু বড়া হুসিয়ার! তু লেগা চিড়িয়া, হাম্ লেগা পিঁজরা! বা ইয়ার!

ফুকন্ সিং। তব্?

ভুখন্ সিং। বাজারমেঁ বেচ্‌কে যো হোগা দাম; আধা তেরা, আধা মেরা—ইয়ে দোনো কো ইনাম।

ফুকন্ সিং। আচ্ছা, সোহি হোগা।

ফুলডালা-কক্ষে হীরে মালিনীর প্রবেশ।

ভুখন্ সিং। (হীরে মালিনীকে রাগাইবার জন্ত ব্যঙ্গরঙ্গে) এ কেয়্ কোন্ হ্যায় ?

হীরে। (কর্কশবাক্যে সরোষে) তোর বাবা হ্যায় !

ভুখন্ সিং। (ব্যঙ্গরঙ্গে) তু হামার বাবা ?

হীরে। (সরোষে) তোর বাবা—তোর বাবার বাবা—তোর বাবার বাবার বাবা—তোর বাবার বাবার বাবার বাবা।

ফুকন্ সিং। আরে বাপ্! তব্ তু ভগবান্ বরম্মা !

ভুখন্ সিংহ। বরম্মা না বরম্মী ?

হীরে। চোকের চোক খেয়েচিস্ কি রে আহাম্মী ?

ভুখন্ সিং। তু মাদী, না মরদ ?

হীরে। আমি মাদী মরদ্ দুই-ই।

ভুখন্ সিং। (যেন চিনিতে পারিয়া সপরিহাসে) ও! হীরামণি মালিনী! পাঁও ল্যগে, পাঁও ল্যগে।

ফুকন্ সিং। দণ্ডবৎ দণ্ডবৎ, বাবাজী !

হীরে। (সরোষে) কি, আমার ঠাট্রা ? ওরে ও ড্যাকরা! জানিস্ বদ্দমানে বীরসিংহি রাজা; দেখাবো মজা, ওহে শূল সোজা! জানিস্, ব্যাটারা, আমি রাজকন্তে বিদ্যের আয়ী !

ভুখন্ সিং। এ ভাই ফুকন্! আয়ী কিস্‌কো বোলে।

ফুকন্ সিং। দাদী—দাদী।

ভুখন্ সিং। দাদী ?—তব্ হীরামণ বাদশা-জাদী।

হীরে। কি, মেড়া! পোড়ামুখো। আমি হারামজাদী ?

ভুখন্ সিং। হারামজাদী নেহি—বাদশাজাদী দাদী।

হীরে। মুখ-পোড়া ছাতুখোর খোট্টা! আমার ঠাট্টা ! আচ্ছা রোসো—

(গীত)

আনচি ডেকে ধূমকেতুকে,
ধুমধুমিয়ে ধুনবে তুলো।
যেমন কুকুর তেমনি মুগুর,
এবার হারামজাদী বোলো ॥
ফটক রাখা ঘুচিয়ে দেবো,
ফাটক-ঢোকা দেখিয়ে দেবো,
গাল্ দেওয়ার দাদ্ তুলে নেবো,
শালার ব্যাটা ট্যাটা হুলো ! ॥

ফুকন্ সিং ও ভুকন্ সিং। (গীত)

মৌগী বোলে শোনার বিটা খাট্টামিঠা চাট্‌নী।
আও তু তু—আও তু তু কড়িয়া রাঁড়ী কুট্‌নী ॥

হীরে। (গীত)

কুট্‌নী আমি ? ও আঁটকুড়ো,
কোট্‌না-কোটা ভেড়োর ভেড়ো,

ফুকন্ সিং ও ভুখন্ সিং। (গীত)

না, দাদী, তুই কুট্‌নী নেহি,
রসের হাঁড়ীর ঘুট্‌নী ॥

হীরে। (সরোষাভিমানে ভূতলে বসিয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) ও মা! কি ঘেন্না! আমি চাট্‌নী—কুট্‌নী—ঘুট্‌নী ! আমায় মেয়ে মানুষ পেয়ে, কুচ্ছো গেয়ে, কাঁদিয়ে দিলে! অমন যে আমার ভাতার—যেন জলা কবুতার—তারও মরণকালে আমার কান্না পায় নি, কিন্তু আজ যে আর চোখে জলধারা ধরে না। ও মা! কি হবে! চোক দুটো যে উঠ্‌লো গেবে। উঃ! অনেক কেলে জমাট জল, আজ যেন নাম্‌লো ঢল্। চোকের ভুরুতে ছানী পোড়্‌বে নাকি।

ভুকন্ সিং। হাঁ হাঁ,— ওইঠো বাকি।

হীরে। (সরোষে ভূতলে আঙুল মট্‌কাইতে মট্‌কাইতে) মর্ মর্ পাদি মর্—পাদির পাচন যেন খেতে না হয়। তোদের বাপ্ আঁটকুড়ো হোক্—বা হারামজাদ কাফ্—মাগ সীঁতের সিঁদুর

মুচুক। আমি আজি ওলাইচণ্ডীকে ছানার মুণ্ডী মান্‌সিক দেবো, আর যেন তোদের ভোজপুরে ফির্‌তে না হয়—না হয়—না হয়। এই আমি চন্নুম্ বড় কোটালজী ধূমকেতুকা পাশ, আজ দেখ্‌বেঙ্গা—দেখ্‌বেঙ্গা—দেখ্‌বেঙ্গা।

[ফুলের ডালী ফেলিয়া বেগে প্রস্থান।

ভুখন্ সিং। আরে বাদী জী, শুনো শুনো।

নেপথ্যে হীরে। দেখ্‌বেঙ্গা—দেখ্‌বেঙ্গা—দেখ্‌বেঙ্গা।

ভুখন সিং। বাদী সাহাব! ফুল্ কা ডালী ইহাঁ।

বেগে হীরে মালিনীর পুনঃপ্রবেশ।

হীরে। ও মা! আমার কি অব্‌ভেরম! ডালী ভুলে গেচি। ভাগ্যে ভোজপুরে ব্যাটারা চুরি করে নি। (ডালী লইয়া) আজ দেখ্‌বেঙ্গা—দেখবেঙ্গা—দেখ্‌বেঙ্গা।

[বেগে প্রস্থান।

ভুখন্ সিং ও ঝুকন্ সিং। আরে হীরামণ! বড়ে কোটালকা কাছি যাইও না—শুনো শুনো।

[উভয়ের বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বৰ্দ্ধমান—উদ্যানপার্শ্বস্থ পথ।

গাহিতে গাহিতে সুন্দরের প্রবেশ।

সুন্দর। (গীত)

এই তো এলেম্, এই তো পেলেম্
সাধের নগরী।
সাধের সাধ মিট্‌বে, পেলে বিদ্যে নাগরী॥
খবর পেয়ে ভাটের মুখে,
সাহস এঁটে আশার বুকে,
নবীন প্রেমের নেসার ঝোঁকে
ট'ল্‌চি আমি ভারি॥
বিদ্যে আমার আশার আশা,
বিদ্যে আমার ভালবাসা,
বিদ্যেলাভের আশায় আসা,
বিদ্যে আমারি;—
বিদ্যে বিনে তিন্ ভুবনে সবই আঁধারি॥

মস্ত শহর, বেশ মনোহর, কিন্তু সবাই পর। এখন কোথায় যাই, বাসা পাই? এই যে, এ দিকে, আমায় দেখে, কারা আস্‌চে। ওদেরি জিজ্ঞাসা করি। না, হলো না, ওরা যে যুবতী নারী। মরি মরি, এ নগরের নাগরীরা খুব মনোহরা, যেন পরীর পারা। তবে না জানি, এদের রাজার মেয়ে বিদ্যে, আরও কত সুন্দরী। সুন্দর! তোমার ভাগ্যে কি এই রূপসীকুলের রূপদর্পহারিণী সেই বিদ্যেসুন্দরী লাভ হবে? ভাটের মুখে শুনেচি, যে জন, বিদ্যের বিদ্যে পণ কোর্‌বে সম্পূরণ, সেই পাবে সেই অমূল্য ধন। ভাল, দেখি কি করেন মা কালী,—চিনি পাই, কি পাই বালি।

কলসীকক্ষে যুবতীগণের প্রবেশ।

যুবতীগণ। (গীত)

দেখ লো, দেখ লো, "দেখ লো সই।
মরমজ্বালায়, সরম পালায়,
মন যে মজায়, কে লো অই?॥"

১ম যুবতী। (গীত)

"আহা, ম'রে যাই, লইয়া বালাই,
কুলে দিয়া ছাই, ভজি ইহারে।"

২য় যুবতী। (গীত)

"যোগিনী হইয়া, ইহারে লইয়া,
যাই পলাইয়া, সাগর-পারে॥"

৩য় যুবতী। (গীত)

শুন লো বচন, "লয় মোর মন,
এ নব রতন, ভুবনমাঝে।

বিরহে জ্বালিয়া, সোহাগে গালিয়া,
হারে মিলাইয়া, পরিলে সাজে ॥"

৪র্থ যুবতী। (গীত)

মোর মনে লয়, "এই মহাশয়,
চাঁপাফুলময়, খোঁপায় রাখি।
হলদী জিনিয়া, তনু চিকণিয়া,
স্নেহেতে ছানিয়া, হৃদয়ে মাখি ॥"

১ম যুবতী। (গীত)

"ধিক বিধাতায়, হেন যুবরায়,
না দিল আমায়, দিবেক কারে ? ।"

২য় যুবতী। (গীত)

"এই চিত্তগামী, হবে যার স্বামী,
দাসী হয়ে আমি, সেবিব তারে ॥"

সকলে একত্রে। (গীত)

"ঘরে গিয়া আর, দেখিব কি ছার,
মিছার সংসার, ভাতার জরা।
সতিনী বাঘিনী, শাশুড়ী রাগিনী,
ননদী নাগিনী, বিষের ভরা ॥"

১ম যুবতী। (গীত)

"সেই ভাগ্যবতী, এই যার পতি,
সুখে ভুঞ্জে রতি, মন আবেশে ॥"

সকলে একত্রে। (গীত)

"এ মুখ চুম্বন, করয়ে যখন,
না জানি তখন, কি হয় শেষে ॥"

[যুবতীগণের প্রস্থান।

সুন্দর। আমিও গিয়ে, ওই রাজবাগানের সরসীতীরে বকুলতলায় বোসে থাকি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বর্দ্ধমান—রাজোদ্যানমধ্যস্থ-সরোবরতটে
বকুলবৃক্ষ।

বকুলবৃক্ষতলে সুন্দর উপবিষ্ট।

ফুলডালীকক্ষে গাহিতে গাহিতে দূরে
হীরে মালিনীর প্রবেশ।

হীরে। (গীত)

চোক্ থাক্‌তে যে জন কাণা,
সে জন আমায় কুরূপ বলে।
আমার মতন্ রূপ অপরূপ
নাই কো কারো ভূমণ্ডলে ॥
ফুল্‌বাগানের ফুলকুমারী,
হীরেমণির রূপ-ভিখারী,
আমার রূপের ছটা পেলে,
তবেই ফুলের রূপটি খোলে ;—
বর্দ্ধমানের শোভার ঘটা
গাছ-ফুলে নয়, হীরে-ফুলে ॥

গাছের নাকে ফুলকলি—আমার নাকে রসকলি। গাছের ফুল-কলি দেখে ভ্রমর ভোঁ ভোঁ করে—আমার রসকলি দেখে নাগর গোঁ গোঁ করে। ফুলগাছে, আমার অনেক মিল আছে। তাতে আবার আমি মালিনী, ফুলগাছ ছাড়া থাকিনি। গাছের ফুল, মানুষ-ফুল দুই-ই ভালবাসি, কিন্তু কপালদোষে এ ছার দেশে, মনের মতন, তেমন মন্মোহন মানুষ-ফুল মেলে না। হায় রে পোড়া কপাল, মানুষ-ফুল খুঁজে খুঁজে হোলুম নাকাল! তবু মেলে কই সাধের মানুষ-ফুল! কেবল আকুল ব্যাকুল! যদি মনের মত মানুষ-ফুল পাই আজ, পূজি তবে মদনরাজ, দিয়ে আমার প্রেমের সাজ। (বকুলবৃক্ষমূলে সুন্দরকে দেখিয়া সানন্দে) ও মা, এই যে, মেঘ না চাইতে জল!

বা রে বা, মদন ঠাকুরের কি কল! ফুল তো ফুল, একেবারে ফল!

(সভঙ্গী গীত)

(ই-হি-হি!) আর যে আমি রইতে নারি,
মন যে ভারি চম্‌কে ওঠে।
(উ-হু-হু!) রূপের ছটা, মিষ্টি কাঁটা,
পুটুস্ পুটুস্ চোক্ষে ফোটে॥
হীরেমণির মন মোহিতে,
চাঁদ এলো কি এই মহীতে,
মিলন হোলে ওর সহিতে,
তবেই মনের ইচ্ছে মেটে॥

এই চাঁদের সঙ্গে মিষ্টি আলাপ কোর্‌বো কি? না—লজ্জা করে, মুখে বাক্ না সরে। কিন্তু ঠোঁট রাখ্‌লে বেঁধে, প্রাণ যে ওঠে কেঁদে। মুখ ফোটাই, বাক্ ছোটাই; না হয়, এ যুবরাজ আমায় বোল্‌বে নিলাজী, আমি তাতেও রাজী।

(গীত)

(বলি) ওহে ও বিদেশী, কিসের অভিলাষী,
আমি তোমার দাসী, খুলে বল।
স্বর্গে গেছে স্বামী, মর্ত্ত্যে আছি আমি,
ফাঁকে কেন তুমি, ঘরে চল॥

বুকের মাঝে তোমায় রাখ্‌বো আমি,
সদাই হব তোমার অনুগামী,
বঁধু! তোমার আমি, নাগর আমার তুমি,
ওঠ—চল, বঁধু, বেলা গেল॥

সুন্দর। (স্বগত) আ মোলো, এ কি হোলো! মাসী বলে কি! ছি ছি ছি! আমি বিদেশী পুরুষ, আমার সঙ্গে, রসরঙ্গে কথা কয়; এ কথা তো ভাল নয়। যদি ফের দেখি এর রঙ্গ বেয়াড়া, উল্টো কথায় মুখের মত এম্নি দেবো সাড়া, মাগী ছুট্‌বে পেয়ে তাড়া।

হীরে। (গীত)

ওহে নাগর, রসের সাগর,
মুখ নামিয়ে কেন বোসে।
প্রাণ দিয়ে, প্রাণ, কোর্‌বো সোহাগ,
হৃদ্‌পিঞ্জরে রাখ্‌বো পুষে॥

সুন্দর। (গীত)

নাগর বোলে আদর কেন,
ছি ছি, আর বোলো না হেন,

হীরে। (গীত)

নাগর বিনে কি বল্‌বো, ভাই,
ঐ কথাই যে মনে আসে॥

সুন্দর। (গীত)

না না, মাসি! আমি তোমার
বোন্‌পো যে গো এই বিদেশে॥

হীরে। (সদুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বগত) হা কপাল, বিনি মেঘে বজ্রাঘাত! কোথায় নাগর, না কোথায় বোন্‌পো! কোথায় কথা কব হেঁসে, না ব্যথা পেলুম শেষে! পোড়া কবিরে বলে,—চাঁদের বদনে সুধা ঝরে, সুধা না বিষ ঝরে! নৈলে এমন সোণার চাঁদমুখে অমন মর্ম্মভেদী ধর্ম্মবাদী ঘর্ম্মনদী কথা শুন্‌বো কেন? উঃ রে উঃ! ভারি কষ্ট, সব নষ্ট! মিলনের আগেই বিচ্ছেদ! এমন কারুই হয় না! আর সয় না—সয় না—সয় না! প্রাণ ধর না—রয় না—রয় না! শরীর বয় না—বয় না—বয় না! হা হতোহস্মি! (ভূতলে পতন)

সুন্দর। (শশব্যস্তে নিকটে গিয়া) আহা, আহা, এ কি হলো! মাসি! মাসি! ও মাসি!

কলসীকক্ষে যুবতীগণের প্রবেশ।

যুবতীগণ। (গীত)

মাসী বোলে ডাক্‌ছে তোকে বোন্‌পো তোর।
উঠে বোস্ ও মালিনি, কাট্‌লো ঘোর॥

জানিনি আগে মোরা,
চাঁদের পারা গুণমণি
বোন্‌পো তোর ও মালিনি!
ধন্যি তুই হীরেমণি,
ভারি তোর কপাল-জোর ॥

হীরে। (উঠিয়া বসিয়া স্বগত) যেখেনে মধু, সেখেনেই মাছী। এ হতভাগী উটকপালী, চিরোণদাঁতী, বেরালচোখী, প্যাঁচামুখী বেটীরে কোত্থেকে মোত্তে এলো! যদিও ঘোরফের কোরে, হাতে পায়ে ধোরে, ছোঁড়াটার সঙ্গে মাসীবোন্‌পো সম্পর্কিটে রদ্ কোত্তুম, তা হলো না; এ বেটীরে আমার হরিষে বিষেদ; এ খেদ মলেও যাবে না। এখন কোন্ দিক রাখি? নাগর, না বোন্‌পো? গঞ্জনার ডরে, নজ্জার খাতিরে, বোন্‌পোই বলি; কিন্তু, মুখে বোন্‌পো—মনে মানপো!

সুন্দর। মাসি! ওগো মাসি!

হীরে। (বিরক্তভাবে স্বগত) তোর বাবাকালে মাসী! উঁঃ! ছোড়া বড় বেয়াড়া! খালি মাসী!—মাসী!—মাসী!—আঃ, কাণে যেন বাব্‌লা কাঁটা ফুট্‌চে—প্রাণে যেন বাব্‌না-আটা চট্‌চটাচ্চে!

১ম যুবতী। ও হীরেমণি! তোর হীরের পারা নয়ন-তারা বোন্‌পোটি মাসি মাসি কোরে আকুল, তবু তোর মুখ ভারি!

হীরে। (সরোষে) তা তো বেটীদের কি লো হতচ্ছাড়ী! বেটীরে যেন আমার বিয়ের ঘট্‌কী!

সুন্দর। (স্বগত) দূর হোক্‌গে ছাই, কাজ নাই, অন্য ঠাঁই চোলে যাই। একে আমি বিদেশী, তাতে এখানে মেয়ের পাল, শেষে হব কি নাজেহাল? অন্য জায়গায় বাসা নিগে।

[প্রস্থান।

যুবতীগণ। (গীত)

বোন্‌পো এলো, চ'লে গেলো,
তবুও মাসীর রাগ গেলো না।
হীরেমণি, ছোট্ লো ধনি,
ধোর্ গে তেড়ে চাঁদের কোণা ॥
ছুটে যা—যা ছুটে যা,—
নৈলে পাবি না—পাবি না,
কপাল-দোষে, কেঁসে কেঁসে,
কেঁদে শেষে হবি কাণা ॥

হীরে। (বিষাদে) অঁ্যা বাছান্ কি লো ছুঁড়ীরে! চোলে গেলো! ওলো বল্ লো বল্, কোন্ দিকে গেলো?

১ম যুবতী। ঐ ও দিকে।

হীরে। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া) ও বোন্‌পো! বোন্‌পো! রাগ কোরে যেও না! আমি তোমায় ছাড়্‌বো না। মাসীর পক্ষে বোন্‌পো বিচ্ছেদ শক্ত বিচ্ছেদ! (সরোদনে) বোন্‌পো! ও বোন্‌পো! বোন্‌পো রে!

[বেগে প্রস্থান।

যুবতীগণ। (গীত)

দ্যাখ্ দ্যাখ্ দ্যাখ্, দ্যাখ্ লো চেয়ে,
হীরেমণির কাণ্ডখানা।
হোন্‌নে কুকুর ছুট্‌চে যেন,
মাগী বোলে যায় না জানা ॥
ঢং দেখে সই হয় সন্দ,
কোড়ে রাঁড়ীর মন মন্দ,
মনের মাঝে প্রেম-গন্ধ,
কথায় কেবল মাসীপণা ॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বৰ্দ্ধমান—উদ্যান পার্শ্বস্থ পথ।

বোম্-পাগলার প্রবেশ।

বোম্। বোম্ বোম্ ভোলানাথ! (গাঁজার কলিকায় দম্ দিয়া) বা বাবা গাঁজা! তুই মিঠে ধোঁয়ার পাজা! (নাচিতে নাচিতে গীত)

বোম্ বোম্ বোম্, বা রে বোমা।
ধুম্ ধুম্ ধুম্, ধুমা ধুমা ॥
গাঁজার ধোঁয়া, কাঁটাল-কোয়া,
ঐ আস্‌চে পাগড়ী জামা ॥

সুন্দরের প্রবেশ।

সুন্দর। ওহে ভাই! আমি বিদেশী, এখানে কেউ নাই। বোল্‌তে পার, কোথায় বাসা পাই?

বোম্। তুমি বিদেশী ভাই?

সুন্দর। হুঁ।

বোম্। উঁ। আচ্ছা একটা বিদেশী গান শোনাও, বাসার খবর বোলে দেবো।

সুন্দর। বিদেশী গান তুমি বুঝবে কি?

বোম্। তবে কালীকেত্তন কর; নৈলে বাসা মিল্‌বে না।

সুন্দর। আচ্ছা, গাচ্চি।

(গীত)

পথহারা হয়ে, তারা,
কাতরে ডাকি তোমারে।
আকুলে অকূলে কূল দিয়ে
মোরে তার তারে ॥
বিদ্যালাভ-আশে এসে,
ফাঁকে ঘুরি এই বিদেশে,
মনবাসনা, ওমা শ্যামা,
পূর্ণ কর্ মা দয়া কোরে ॥

বোম্। বা ভাই বিদেশী বন্ধু! তোমার গলা যেন রসসিন্ধু। তুমি 'বিদ্যেলাভের আশায় বৰ্দ্ধমানে হাজির?

সুন্দর। হাঁ ভাই।

বোম্। কোন্ বিদ্যে, দাদা ভাই? লেখা-পড়া বিদ্যে, না কলাপোড়া বিদ্যে? গুরুমারা বিদ্যে, না দারুমারা বিদ্যে? চুরিবিদ্যে, না হরিবিদ্যে?

সুন্দর। না, ভাই, এ সব বিদ্যে নয়, সকলের চেয়ে, যে বিদ্যে ভাল, সেই বিদ্যে।

বোম্। (ভাবিয়া) বৰ্দ্ধমানে আমার বাস, সব বিদ্যের ভাল বিদ্যে এখেনে কোন্‌টা হে?

সুন্দর। ভেবে দেখ না?

বোম্। রাজকন্যে বিদ্যে?

সুন্দর। সে আমার পক্ষে দুরাশা।

বোম্। সাধ্‌লেই সিদ্ধি; বুঝ্‌লে ভাই ভাল-বাসা?

সুন্দর। বোল্‌তে পার কোথা বাসা মেলে?

বোম্। বোল্‌তে পারি পাগড়ী দিলে।

সুন্দর। আচ্ছা, এই নেও। (পাগড়িপ্রদান)

বোম্। বা ইয়ার! দেও দেও। (পাগড়ী লইয়া) জামাজোড়া আর পাজামা দাও।

সুন্দর। খালি গা হব, সেটা কি ভাল?

বোম্। আচ্ছা, জামা জোড়া নেহি মাঙ্‌তা, পায়জামা দেও।

সুন্দর। ন্যাঙ্‌টো হয়ে দাঁড়ালে লোকে পাগল বোল্‌বে যে।

বোম্। বেশ তো, আমার জুড়ীদার হবে। আমি দিনে বিশ বার ন্যাঙ্‌টো হয়ে রাস্তাময় ছুটি।

সুন্দর। তুমি কি পাগল?

বোম্। শুধু পাগল নই, চাঁদ! বোম্-পাগল।

সুন্দর। (স্বগত) কি বিপদ! একে বিদেশ, তায় পাগলের পাল্লা। (প্রকাশে) বোম্ ভাই, আমি যাই।

বোম্। জামা, পাজামা?

সুন্দর। নগদ টাকা দিচ্চি।

বোম্। টাকার বাপের মুখে হাগি। জামা পাজামা আভি খোলো, নৈলে তোমার গাল কাম্‌ড়াবেঙ্গা।

সুন্দর। (স্বগত) কি বিভ্রাট! বলে কি! (প্রকাশে) মোহর নেও।

বোম্। ছেলের হাতে মোয়া না কি? জামা পাজামা দাও, নৈলে কামড়ালুম গাল। (সচীৎ-কারে তদ্রূপ করণোদ্যোগ)

সুন্দর। (অত্যন্ত ভয়ে) কোটাল! কোটাল!

[বেগে প্রস্থান।

বোম্। (সহাস্যে) খা কাঁঠাল, খা কাঁঠাল! হাঃ হাঃ। বেড়ে হয়েচে বাবা! আশার অদ্ধেক ফল! অদ্ধেক রাজা সাজি—মাথায় পগ্‌গোড় গাঁজি। জামা পাজামা হোলে, ভরপুর ভরাট রাজা হতুম, কিন্তু আর জন্মে ভরপুর তপিস্যে করিনি বোধ হয়। এই বার দরবার চাই। এই গাছতলাটা রাজসিংহাসন, আর গাছের ডালপাতা রাজছত্র। (তথায় বসিয়া) ওদিকে রাজা বীরসিংহি—এদিকে রাজা বোম্‌বাঘ! (চক্ষু নিমীলন করিয়া অবস্থিতি)

দূরে বোম্-পাগলার পশ্চাদ্ভাগে হীরে মালিনীর প্রবেশ।

হীরে। হায় হায়, প্রাণের প্রাণ বোন্‌পো আমার কোন্ পথে গেলো! দেক্কে দেক্কে পগারপার; কোথায় দেখা পাব তার; দাঁড়িয়ে রৈতে নারি আর; ভারি ভারি বিচ্ছেদ-ভার! (পশ্চাৎ হইতে বোম্-পাগলকে দেখিয়া) আহা, এই যে আমার বোন্‌পো!

(গীত)

যাদু আমার, চাঁদটি সোণার,
কেন তোমার এমন ধাঁচা।
কই সে দামী জামা-জোড়া,
কাপড় ছেঁড়া ক্যান্ রে বাছা॥
পাগ্‌ড়ী কেবল মাথাটিতে,
বোসে কেন কাঠ মাটিতে,
মাসীর ওপর গুস্‌সো কেন,
ফুট্‌চে আমার বুকে খোঁচা॥

বোম্। তফাৎ যাও মালিনি মাসি!

হীরে। না, যাদু!

বোম্। আমি যাদু নই, সই! বঁধু।

হীরে। (সানন্দে স্বগত) আ মরি-মরি! এবি মধ্যে বাছার ভাবান্তর! আমিও তো ওই চাই। (প্রকাশে) এস, বঁধু ভাই, ঘরে যাই।

বোম্। (স্বগত) আ-মলো, মাগী তাতেও রাজী! বেটী ভারি পাজী।

হীরে। এস, বঁধু, উঠে এস।

বোম্। আমি নই তোর বঁধু।

হীরে। তবে কি মধু?

বোম্। না, বোন্‌পো।

হীরে। আচ্ছা, বাবা, তাই সই।

বোম্। (স্বগত) শালীর বেটী শালী ছিনে জোঁক। কিছুতেই পেছ-পাও নয়। (প্রকাশে) ও প্রিয়ে মাসি! আমি তোমার বোন্‌পো বঁধু।

হীরে। (স্বগত) বাহবা বা! এরি নাম প্রেমপরীক্ষে! এমন মধুমাখা রসভরা ডগমগে ঠাণ্ডা সম্ভাষণ বিদেশী না হোলে কে করে? (প্রকাশে) উঠে এস, বোন্‌পো-বঁধু!

বোম্। জ্বালা জ্বালা! শালী দেখ্‌চি তাড়ালে আমায়। এখেনে থাকে আর কোন্ শালা।

হীরে। (গীত)

ওহে ও বোনপো-বঁধু, ওহে ও প্রাণের মধু,
ওহে ও রসের্ সাগর, ওহে ও প্রেমের্ নাগর,
এস আমার সাথে,—
বঁধু, হাতটি দিয়ে হাতে।
তোমারে নিয়ে গিয়ে, তুষিব বাসা দিয়ে,
বঁধু হে দেখ চেয়ে, শরম লাজ খেয়ে,
দাঁড়িয়ে আছি পথে,—
তবু চাও না কেন যেতে?॥

বোম্। বা রোঁসকে মাসি! বেড়ে রঙ্গিলা গান। মাইরি বোল্‌চি কেড়ে নিলে প্রাণ। বোন্‌পো-বঁধুর হাত ধোরে, সোহাগ কোরে, নিয়ে চল তোমার ঘরে।

হীরে। তবে এস, বঁধু বোন্‌পো-রতন, মনের মতন, কোরে যতন, ঘরে নিয়ে যাই। (বোম্ পাগলার পশ্চাতে আসিয়া হস্তধারণ)

বোম্। (বিকৃত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া বিকৃত স্বরে) বলি, ওহে ও মালিনি মাসি! পাগড়ী বক্‌সিস্ নেও হে।

হীরে। (পাগড়ী লইয়া, চিনিতে পারিয়া হাত ছাড়িয়া দিয়া ঘৃণা সহকারে) আ-মর্! এ কে! সেই বোম্-পাগলা যে! দূর হতভাগা আঁটকুড়ীর ব্যাটা!

বোম্। দূর শালীর বেটি শালী! তোর পোড়া চোখ দুটোই মালিকুলের কালি! আয়, তোর চোখ খুলে খাই। (আক্রমণ-চেষ্টা)

হীরে। (অত্যন্ত ভয়ে) ওগো! মা গো! খেলে গো!

[পাগড়ী লইয়া বেগে প্রস্থান।

বোম্। যা শালী কম্‌বক্তী! আমিও ঠাকুর-বাড়ী যাই—পেসাদ পাই—ভারি খিদে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

বর্দ্ধমান—দেবালয়-সম্মুখ।

গাহিতে গাহিতে নারীগণের প্রবেশ।

নারীগণ। (গীত)

আয় আয় ভাই, মন্দিরে যাই, পূজি মহামাই,
ফুলের ভারে।
যে যুবরতনে, হেরিনু নয়নে, পরজন্মে যেন
পতি পাই তারে॥
প্রথম নারী।—অপরূপ রূপ দেখেছি লো,
দ্বিতীয় নারী।—হৃদিমাঝে তারে এঁকেছি লো,
সকলে।——হেরে তারে তারি হোয়েছি লো,
চিত যে তারে ভুলিতে নারে॥
প্রথম নারী।—কে সে বিদেশী আসিল লো,
দ্বিতীয় নারী।—মরম-শরম নাশিল লো,
সকলে।——প্রাণ মন হরি লইল লো,
ডুবাইল ঘোর আশা-পাথারে॥

বেগে হীরে মালিনীর প্রবেশ।

হীরে। ওলো, আমার বোন্‌পো কোন্ পথে গেল, দেখেছিস্? আমি যে তার তরে, শোকসাগরে ডুবেচি। ওলো, ছুঁড়ীরে, বল্ লো বল্ কোথায় আমার বিদেশী বোন্‌পো?

প্রথম নারী। আমরা কি জানি?

হীরে। তোরাই তাকে চুরি কোরে লুকিয়ে রেখেচিস্।

প্রথম নারী। বটে! আমাদেরো কি তোর মত পেয়েচিস্?

হীরে। (বিনয়ে) রাগ করিস্ কেন মা! লক্ষী মা আমার, বোলে দে বোন্‌পোটি কোথা?

প্রথম নারী। সত্যি আমরা জানিনি, মালিনি!

হীরে। (ভূতলে বসিয়া সরোদনে গীত)

হায় গো, আমার কি হোলো।
বোন্‌পো আমার কোথা গেলো॥
না দেখ্‌লে সে চাঁদ-বদন,
বাঁচ্‌বো না আর প্রাণে;
উঃ! মা গো, বুকে যেন শেল হানে;—
মালিনী মোলো—মোলো—মোলো॥

সুন্দরের প্রবেশ।

নারীগণ। (গীত)

ওলো হীরে, নয়ন-নীরে ভাসিস্‌নি লো আর।
দেখ্ লো ফিরে, ধীরে ধীরে, রূপটি চমৎকার॥

হীরে। (সুন্দরকে দেখিয়া সানন্দে গীত)

(আহা) এই যে আমার হারানিধি,
মিলিয়ে দিলে আবার বিধি;

সুন্দর। (গীত)

কাঁদ্‌চো কেন, ওগো মাসি, মোছো নয়নধার॥

হীরে। (স্বগত) উঁঃ! আবার মাসী! দূর হোকগে ছাই, আর কাজ নাই, মাসীই হই। নৈলে আবার পালিয়ে যাবে।

প্রথম নারী। ও লো মালিনি! তোর বোন্‌পো তোকে মাসী বোল্‌চে; তুই কেন মুখ ভার কোচ্ছিস্‌?

হীরে। (আত্মভাব গোপন করিয়া) ও মা, সে কি কথা! মুখ ভার কোর্‌বো কেন?
এই বিদেশী যুবোর আমি মাসী, তোরা বোন্‌।

নারীগণ। দূর দূর মাগী গেলের বোঝা!

হীরে। হুঁহুঁ, আঁতে ঘার কেমন মজা! ওলো ছুঁড়ীরে! বিদেশীর সঙ্গে মাসী—বোন্‌পো, ভাই—বোন্‌ পাতানই ভাল, নৈলে চিত্তিবিকের ঘটে।

সুন্দর। তাই বটে—তাই বটে।

হীরে। বাছা বোন্‌পো!

সুন্দর। কি মাসি?

হীরে (স্বগত) উঁঃ—ফের কথার ফের! ঘোর জেবার জের! উন্মত্ত চিত্ত, থেমে যা; যা ভাবচিস্‌, তা হবে না। উল্টো পথেই চল্‌; যে ক দিন যায়, তাই ভাল।

সুন্দর। মাসি!

হীরে। আচ্ছা, বাছা, তাই।

সুন্দর। মাসি! তুমি এ পাগ্‌ড়ীটি কোথা পেলে?

হীরে। বাছা রে! ইটি তোমার পাগ না?

সুন্দর। হ্যাঁ মাসি! একটা পাগলার পাল্লায় পোড়ে ইটি হারিয়েছিলুম।

হীরে। আমি পাল্লার ওপোর পাল্লা দিয়ে কেড়ে নিলুম। এই নেও, যাদুধন, মাথায় পর। (পাগ্‌ড়ী দিয়া) বাছা রে, সাধ কোরে কি বলি, এ বিদেশ বিভুঁয়ে বিপদ থাপি। শহরে পা দিতে না দিতেই পাগ্‌ড়ী চুরি, না জানি শেষে তুমিও যাও চুরি। তাই বোল্‌চি, চল আমার বাড়ী, ভাল বাসা দেবো।

সুন্দর। হ্যাঁ গা মাসি! তুমি কি কর?

হীরে। রাজবাড়ীতে দিন দুবেলা, ফুলের মালা যোগাই। রাজকন্যে বিদ্যে, দেখে আমার মালা-গাঁথার বিদ্যে, বড়ই ভালবাসে, আই আই বোলে কতই আদর করে। বিদ্যের গুণে আমি ভারি সুখে আছি।

সুন্দর। (স্বগত) তবে তো ভালই হোলো। এরি ঘরে বাসা নেওয়াই উচিত। যার আশায় আমার আসা, পূরবে আমার সেই আশা, হীরের ঘরে নিলে বাসা। হীরে কিন্তু কেমন কেমন, তা হোক্‌, আমি যদি থাকি শক্ত, তা হলে আমার সব দিক্‌ মুক্ত।

হীরে। বাছা, চুপ্‌ কোরে কি ভাব্‌চো?

সুন্দর। (গীত)

ভাব্‌চি মনে, তোমার সনে,
যাব আমি তোমার ঘরে।
বিদ্যেলাভের উপায় হবে,
তোমার ঘরে থাক্‌লে পরে॥

হীরে। (গীত)

বোন্‌পো তুমি, আমি মাসী,
তোমার সুখের অভিলাষী,
বিদ্যেলাভের পথ দেখাবো,
টোলে তোমায় ভর্ত্তি কোরে॥

[সুন্দর ও হীরে মালিনীর প্রস্থান।

নারীগণ। (গীত)

রূপের ফাঁদ, চলন্ত চাঁদ,
চোলে গেলো, সই, হীরের সনে।
পিছে পিছে গিয়ে, আশা মিটাইয়ে,
যাই চল্‌, সই, হেরি নয়নে॥
ওই সেই, সই, যায় লো যায়,
ছাড়িতে ওরে মন না চায়,
চল্‌ ছুটে যাই, যতটুকু পাই,
ততটুকু দেখি ও যুবরতনে॥

[সকলের প্রস্থান।

সম্পূর্ণ

পঞ্চরত্ন

[১]

নাগো ভাতি মদেন কং জলরুহৈঃ
পূর্ণেন্দুনা শর্ব্বরী,
শীলেন প্রমদা জবেন তুরগো নিত্যোৎ-
সবৈর্মন্দিরম্।
বাণী ব্যাকরণেন হংসমিথুনৈর্নদ্যঃ
সভা পণ্ডিতৈঃ,
সৎপুত্রেণ কুলং নৃপেণ বসুধা লোকত্রয়ং
বিষ্ণুনা ॥

করী শোভে মদজলে, জল জলরুহদলে,
নিশা শোভে পূর্ণেন্দু-শোভায়।
প্রমদা শীলেতে শোভে, তুরঙ্গম শোভে জবে,
নিত্যোৎসবে গৃহ শোভা পায় ॥
ব্যাকরণে শোভে বাণী, হংসযুগ্মে নদীপানী,
পণ্ডিতে সভার শোভা হয়।
ভাল পুত্রে শোভে কুল, রাজা ভূশোভার মূল,
বিষ্ণুতে শোভয়ে লোকত্রয় ॥

[২]

পোতো দুস্তরবারিরাশিতরণে
দীপোঽন্ধকারাগমে,
নির্বাতে ব্যজনং মদান্ধকরিণাং
দর্পোপশান্ত্যৈ শৃণিঃ।
ইত্থং তদ্ভুবি নাস্তি যস্য বিধিনা
নোপায়চিন্তা কৃতা,
মন্যে দুর্জ্জনচিত্তবৃত্তিহরণে ধাতাপি
ভগ্নোদ্যমঃ ॥

সুদুস্তর বারিরাশি তরিবার তরে
নৌকার সৃজন;
অন্ধকারাগমে তার নিবারণ তরে
দীপ সুশোভন।
নির্ব্বাত সময়ে বায়ু বহাবার তরে
হয়েছে ব্যজন;
মদান্ধ করীর দর্প উপশান্তি তরে
অঙ্কুশ সৃজন।
এরূপে ভূতলে হেন কোন বস্তু নাই
বিধাতা যাহার
উপায় না করেছেন, অভাব না পাই
কিছুই কাহার।
কিন্তু বুঝি দুর্জ্জনের চিত্ত বদলিতে
বিধাতাও ভগ্নোদ্যম হয়েছিলা চিতে।

[ ]

বৈদ্যং পানরতং নটং কুপঠিতং
স্বাধ্যায়হীনং দ্বিজং;
যুদ্ধে কাপুরুষং হয়ং গতরয়ং
মূর্খং পরিব্রাজকম্।
রাজানঞ্চ কুমন্ত্রিভিঃ পরিবৃতং
দেশঞ্চ সোপদ্রবং,
ভার্য্যাং যৌবনগর্ব্বিতাং পররতাং
মুঞ্চন্তু শীঘ্রং বুধাঃ ॥

বৈদ্য সুরাপায়ী, কুশিক্ষিত নট,
ব্রাহ্মণ স্বাধ্যায়হীন।
যুদ্ধে কাপুরুষ, অশ্ব বেগহীন,
সন্ন্যাসী মূর্খতাধীন ॥

যেই নরপতি, কুমন্ত্রী বেষ্টিত,
দেশ উপদ্রবে ভরা।
যৌবন-গর্ব্বিতা পররতা জায়া,
বুধেরা ত্যজুন ত্বরা॥

[৪]

ক্ষান্তিশ্চেৎ কবচেন কিং কিমরিভিঃ
ক্রোধোঽস্তি চেদ্দেহিনাং,
জ্ঞাতিশ্চেদনলেন কিং যদি সুহৃদ্
দিব্যৌষধৈঃ কিং ফলম্।
কিং সর্পৈর্যদি দুর্জ্জনাঃ কিমু ধনৈ-
র্বিদ্যানবদ্যা যদি,
ব্রীড়া চেৎ কিমু ভূষণেন কবিতা
যদ্যস্তি রাজ্যেন কিম্॥

কবচে কি কাজ আর ক্ষমা যদি রয়?।
অন্তরে রহিলে ক্রোধ অরিতে কি হয়?॥
জ্ঞাতি যদি রয় তবে কি করে অনল?।
সুহৃৎ থাকিলে দিব্য ঔষধে কি ফল?॥
সর্পের কি প্রয়োজন থাকিলে দুর্জ্জন?।
থাকিলে উত্তমা বিদ্যা কি করিবে ধন?॥
ভূষণে কি প্রয়োজন থাকে যদি লাজ?।
কবিতা যদ্যপি রয় রাজ্যে কিবা কাজ?॥

[৫]

শক্যং বারয়িতুং জলেন হুতভুক্ ছত্রেণ
সূর্য্যাতপো,
নাগেন্দ্রো নিশিতাঙ্কুশেন চপলৌ
দণ্ডেন গোগর্দ্দভৌ।
ব্যাধির্বৈদ্যকভেষজৈরমুদিনং
মন্ত্রপ্রভাবাদ্বিষং,
সর্ব্বস্যৌষধমস্তি শাস্ত্রবিহিতং মূর্খস্য
নাস্ত্যৌষধম্॥

সলিলে অনল নিভে, ছত্রে দিবাকর-কর,
নিশিত অঙ্কুশে মত্ত মাতঙ্গ দমন।
দণ্ডে অশ্ব গরু গাধা, ঔষধে ব্যাধির বাধা,
মণিমন্ত্র প্রভাবেতে বিষের নিধন॥
সবারি ঔষধ আছে শাস্ত্রের বিহিত।
কেবল ঔষধ নাই মূর্খের নিশ্চিত॥

ইতি সংস্কৃত "পঞ্চরত্নম্" ও শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক তদ্বঙ্গপদ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ষড়রত্ন।

[১]

শাস্ত্রং সুচিন্তিতমপি
মারাধিতোঽপি নৃপতিঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ।
অঙ্কে স্থিতাপি যুবতী পরিরক্ষণীয়া,
শাস্ত্রে নৃপে চ যুবতৌ চ কুতঃ বশিত্বম্ ॥

পড়া হইলেও শাস্ত্র আবার পড়িবে।
পূজিত হলেও রাজা তবুও ডরিবে॥
কোলেও যুবতী রৈলে রক্ষিবে তাহায়।
শাস্ত্র রাজা যুবতীতে বশিত্ব কোথায় ?॥

[২]

কোঽর্থান্ প্রাপ্য ন গর্ব্বিতো বিষয়িণঃ
কস্যাপদো নাগতাঃ,
স্ত্রীভিঃ কস্য ন খণ্ডিতং ভুবি মনঃ
কো নাম রাজ্ঞাং প্রিয়ঃ।
কঃ কালস্য ন গোচরান্তরগতঃ কোঽর্থী
গতো গৌরবং,
কো বা দুর্জ্জনবাগুরাসু পতিতঃ ক্ষেমেণ
যাতঃ পুমান্ ॥

কোন্ জন পেয়ে ধন গর্ব্বিত না হয় ?।
কোন্ বিষয়ীর নাহি বিপদ ঘটয় ?॥
কার মন নারী নাহি ভাঙে ভূমাঝারে ?।
ভূপতির প্রিয় হয়ে কে থাকিতে পারে ?॥
কালের কবল-মাঝে কেবা নাহি যায় ?।
যাচক হইয়া কোথা গৌরব কে পায় ?॥
দুর্জ্জনের জালে পড়ি কেবা হেন জন।
মঙ্গলে করেছে কোথা সময় যাপন ?॥

[৩]

মূর্খো দ্বিজাতিঃ স্থবিরো গৃহস্থঃ,
কামী দরিদ্রো ধনবান্ তপস্বী।
বেশ্যা কুরূপা নৃপতিঃ কদর্য্যো,
লোকে ষড়েতানি বিড়ম্বিতানি ॥

ব্রাহ্মণ হইয়া মূঢ়,
গৃহস্থ হইয়া বুড়,
দরিদ্র হইয়া কামী।
তপী হয়ে ধনস্বামী॥
কুরূপা কুলটা নারী।
মহীপতি অত্যাচারী॥
এ সংসারে এই ছয়।
বিড়ম্বনা সুনিশ্চয়॥

[৪]

দানং দরিদ্রস্য প্রভোশ্চ ক্ষান্তি র্যূনাং
তপো জ্ঞানবতাঞ্চ মৌনম্।
ইচ্ছানিবৃত্তিশ্চ সুখাসিতানাং দয়া চ
ভূতেষু দিবং নয়ন্তি ॥

দরিদ্র জনের দান, ক্ষমতাবানের ক্ষমা,
যুবকের তপস্যাচরণ।
জ্ঞানী সবাকার মৌন, সুখভোগী সবাকার,
সুখভোগ-ইচ্ছা-বিসর্জ্জন ॥
সর্ব্বজীবে দয়ার সঞ্চার।
ইথে খুলে স্বর্গের দুয়ার॥

[৫]

দুর্মন্ত্রিণং কমুপযান্তি ন নীতিদোষাঃ,
সন্তাপয়ন্তি কমপথ্যভুজং ন রোগাঃ।
কং শ্রীর্ন দর্পয়তি কং ন নিহন্তি মৃত্যুঃ,
কং স্ত্রীকৃতাশ্চ বিষয়া ন হি তাপয়ন্তি॥

কোন্ কুমন্ত্রীরে নাহি নীতিদোষে পায় ?।
কে অপথ্যভোজী রোগযাতনা এড়ায় ?॥
কমলা কাহারে বল না করে দর্পিত ?।
মৃত্যু নাহি করে কারে জীবনে বঞ্চিত ?॥
স্ত্রীকৃত বিষয়ে বল কেবা হেন জন।
সন্তপ্ত হইয়া নাহি যাপয়ে জীবন ?॥

[৬]

চেল্লোভোঽস্তি কিমংহসা পিশুনতা
যদ্যস্তি কিং পাতকৈঃ
সৌজন্যং যদি কিং স্তবৈঃ সুমহিমা
যদ্যস্তি কিং মণ্ডনৈঃ।
সত্যং চেৎ তপসা চ কিং শুচি মনো
যদ্যস্তি তীর্থেন কিং;
সদ্বিদ্যা যদি কিং ধনৈরপযশো যদ্যস্তি
কিং মৃত্যুনা॥

লোভ যদি থাকে পাপে কি ?
খলতা থাকিলে পাপে কি ?
সৌজন্য থাকিলে স্তবে কি ?
মহিমা থাকিলে সাজে কি ?
সত্য যদি থাকে তপে কি ?
মন শুচি যদি তীর্থে কি ?
সদ্বিদ্যা থাকিলে ধনে কি ?
অযশ থাকিলে যমে কি ? *

* যমে—মৃত্যুতে।

ইতি সংস্কৃত "পঞ্চরত্নম্" ও শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক তদ্বঙ্গপদ্যানুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তরত্ন।

[১]

বাঞ্ছা সজ্জনসঙ্গমে পরগুণে প্রীতিগুর্রৌ নম্রতা,
বিদ্যায়াং ব্যসনং স্বযোষিতি রতির্লোকাপবাদাদ্ভয়ম্।
ভক্তিশ্চক্রিণি শক্তিরাত্মদমনে সংসর্গমুক্তিঃ খলে,
এতে যত্র বসন্তি নির্ম্মলগুণাস্তেভ্যো নরেভ্যো নমঃ॥

সজ্জন মিলনে বাঞ্ছা, পরগুণে অনুরাগ,
নম্রভাব গুরুর গোচর।
আসক্তি বিদ্যার প্রতি, নিজ রমণীতে রতি,
লোক-অপবাদে সদা ডর॥
ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, আত্মদমনেতে শক্তি,
খলের সংসর্গ পরিহার।
এ সব নির্ম্মল গুণ, যে সব মানুষে আছে,
সে সব মানুষে নমস্কার॥

[২]

ছেদশ্চন্দনচূতচম্পকবনে রক্ষাস্তি সাকোটকে,
হিংসা হংসময়ূরকোকিলকুলে কাকেষু নিত্যাদরঃ।
মাতঙ্গেন খরক্রয়ঃ সমতুলা কর্পূরকার্পাসয়োঃ,
এষা যত্র বিচারণা গুণিগণে দেশায় তস্মৈ নমঃ॥

চন্দন চম্পক চূত তরুর ছেদন করি,
সেওড়া গাছের সুরক্ষণ।
হংস শিখী কোকিলের করিয়া দারুণ হিংসা,
বায়সের আদর যতন॥
বহুমূল্য করী দিয়া, সামান্য গর্দ্দভ ক্রয়,
কর্পূর কার্পাসে ভাবে সম।
যেথা গুণিগণ প্রতি এরূপ বিচার হয়,
তস্মৈ দেশায় নমোনমঃ॥

[৩]

বৃক্ষং ক্ষীণফলং ত্যজন্তি বিহগাঃ শুষ্কং সরঃ সারসাঃ,
পুষ্পং পর্য্যুষিতং ত্যজন্তি মধুপা দগ্ধং বনান্তং মৃগাঃ।
নির্দ্রব্যং পুরুষং ত্যজন্তি গণিকা ভ্রষ্টশ্রিয়ং মন্ত্রিণঃ,
সর্ব্বে কার্য্যবশাজ্জনোঽভিরমতে কস্যাস্তি কো বল্লভঃ॥

ফলশূন্য বৃক্ষ ত্যজে বিহঙ্গনিকর।
সারসেরা পরিহরে শুষ্ক সরোবর॥
মধুহীন বাসি ফুল ত্যজে মধুপেরা।
তৃণহীন দগ্ধ বন ত্যজে হরিণেরা॥
নির্ধন পুরুষে ত্যজে গণিকানিচয়।
ভ্রষ্টরাজ্য মহীপালে মন্ত্রিরা ত্যজয়॥
সবাই স্বার্থের তরে অনুরক্ত হয়।
আসলে কেহই কার প্রিয় কভু নয়॥

[৪]

বিত্তেন কিং বিতরণং যদি নাস্তি দীনে,
কিং সেবয়া যদি পরোপকৃতৌ ন যত্নঃ।
কিং সঙ্গমেন তনয়ো যদি নেক্ষণীয়ঃ,
কিং যৌবনেন বিরহো যদি বল্লভায়াঃ॥

দীনে ধনদান নাহি করে যদি,
হেন ধনে তবে কি ?
পর-উপকারে যত্ন নাই যদি,
ধনীর সেবায় কি ?
সন্তানের মুখ নাহি দেখে যদি,
সে নারীসঙ্গমে কি ?
প্রিয়ার সহিত বিরহই যদি,
সে যৌবনে তবে কি ?

[ ]

স্বর্গঃ কিং যদি বল্লভা নিজবধূঃ
কিংবা বিভূষা বিধি,
লাবণ্যং যদি কিং সুধাকরকরৈঃ
শৃঙ্গারগর্ভা গিরঃ।
মৃত্যুঃ কিং যদি দুর্জ্জনেষ্বনতিঃ
কিং ধিক্ যদি প্রার্থনা,
প্রাপ্তেষ্টোঽর্থনয়া বিনা যদি ভবেৎ
কিং কল্পভূমীরুহৈঃ॥

নিজবধূ যদি প্রিয়তমা হয়,
স্বরগে কি লাভ তবে ?।
শরীরে লাবণ্য যদি থাকে তবে
অলঙ্কারে কিবা হবে ?॥
আদিরসযুত বাক্য থাকে যদি,
কি করে চাঁদের করে ?
দুর্জ্জনের কাছে নম্রতা যদ্যপি,
কি ভয় মরণ-ডরে ?
যাচিঞা করিতে যদি হয় তবে,
ধিক্কারে কি আসে যায় ?।
বিনা যাচিঞায় ইষ্ট লাভ হলে,
কল্পতরু কেবা চায় ?

[৬]

ধনেন কিং যো ন দদাতি যাচকে,
বলেন কিং যশ্চ রিপূন্ ন বাধতে।
শ্রুতেন কিং যো ন চ ধর্ম্মমাচরেৎ,
কিমাত্মনা যো ন জিতেন্দ্রিয়ো ভবেৎ॥

যে নাহি যাচকে দেয়, ধনে কিবা ফল ?।
যে নারে বাধিতে রিপু, কিবা তার বল ?॥
যে নাহি আচরে ধর্ম্ম, বেদে কিবা তার ?।
যে নহে ইন্দ্রিয়জেতা, আত্মায় কি আর ?॥

[৭]

রাজাঽধর্ম্মহতো দ্বিজোঽশুচিহতো
জ্ঞানৈর্হতা যোগিনঃ,
কান্তাঽসত্যহতা হয়ো হতগতির্ভূষা
হতা জ্যোতিষা।
যোদ্ধাঽশৌর্য্যহতো তপোঽব্রতহতং
গীতং তথাঽচ্ছন্দসা,
ভ্রাতাঽস্নেহহতো নরোঽহরিহতো
মুঞ্চন্ত্যমূন্ পণ্ডিতাঃ॥

অধর্ম্মেতে হত রাজা, দ্বিজ হত অশুচিতে,
অজ্ঞানেতে হত যোগিজন।
কান্তা হতা মিথ্যাভাষে, হয় হত গতিনাশে,
জ্যোতিস্তেজে হত বিভূষণ॥
অশূরত্বে যোদ্ধা হত, অব্রতে তপস্যা হত,
ছন্দ বিনা গীত হত হয়।
অস্নেহেতে ভ্রাতা হত, হরিসেবাহীন হত,
এ সবে ত্যজিবে বুধচয়॥

ইতি সংস্কৃত "সপ্তরত্নম্" ও শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক তদ্বঙ্গপদ্যানুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টরত্ন।

[১]

অর্থাগমো নিত্যমরোগিতা চ,
প্রিয়া চ ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী চ।
বশ্যশ্চ পুত্রোঽর্থকরী চ বিদ্যা,
ষড়্ জীবলোকেষু সুখানি রাজন্॥

সদা ধনাগম, সদা অরোগিতা,
জায়া প্রিয়া আর সুকথা কয়।
বশীভূত সুত, বিদ্যা ধনকরী,
জীবলোকে এই সুখের ছয়॥

[২]

ব্যোমৈকান্তবিহারিণোঽপি বিহগাঃ
সংপ্রাপ্নুবন্ত্যাপদম্,
বধ্যন্তে নিপুণৈরগাধসলিলান্মৎস্যাঃ
সমুদ্রাদপি।
দুর্নীতে হি বিধৌ কুতঃ সুচরিতং
কঃ স্থানলাভে গুণঃ,
কালো হি ব্যসনপ্রসারিতকরো
গৃহ্ণাতি দূরাদপি॥

সুদূর আকাশে যে পাখিরা ওড়ে,
তারাও বিপদে পড়ে।
অগাধসলিল সাগর হ'তেও
মীনেরে জেলেরা ধরে॥
বিধি বাম হ'লে সুচরিতে কিবা,
স্থানলাভে কিবা ফলে?।
দূর হ'তে কাল হাত বাড়াইয়া,
টানে জীবে ছলে বলে॥

[৩]

নিত্যং ছেদস্তৃণানাং ক্ষিতিনখলিখনং
পাদয়োরল্পপূজা,
দন্তানামল্পশৌচং বসনমলিনতা
রুক্ষতা মূর্দ্ধজানাম্।
দ্বে সন্ধ্যে চাপি নিদ্রা বিবসনশয়নং
গ্রাসহাসাতিরেকঃ,
স্বাঙ্গে পীঠে চ বাদ্যং হরতি ধনপতেঃ
কেশবস্যাপি লক্ষ্মীম্॥

নিতি নিতি নখ দিয়া তৃণের ছেদন।
নিতি নিতি নখ দিয়া মাটিতে লিখন॥
নিতি নিতি পা না ধোয়া, দাঁত নাহি মাজা।
নিতি নিতি মলিন বসন প'রে সাজা॥
নিতি নিতি সকালে সন্ধ্যায় খালি ঘুম।
নিতি নিতি নগ্ন হয়ে শয়নের ধুম॥
নিতি নিতি ভোজনেতে অতিবড় গ্রাস।
নিতি নিতি উচ্চরবে অতিশয় হাস॥
নিতি নিতি নিজ অঙ্গ আসনবাদন।
ধনেশ বিষ্ণুরো করে লক্ষ্মীরে হরণ॥

[৪]

ব্রহ্মা যেন কুলালবন্নিয়মিতো
ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে,
বিষ্ণুর্যেন দশাবতারগহনে
ন্যস্তো মহাসঙ্কটে।

রুদ্রো যেন কপালপাণিরটনং
ভিক্ষাটনং কারিতঃ,
সূর্য্যো ভ্রাম্যতি নিত্যমেব গগনে
তস্মৈ নমঃ কর্ম্মণে ॥

যে এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ ভাণ্ডের উদরে।
ব্রহ্মারে রেখেছে কুম্ভকার সম করে॥
যে ফেলিল আপনার প্রচণ্ড দাপটে।
বিষ্ণুরে দশাবতার গহন সঙ্কটে॥
যাহার প্রতাপে রুদ্র খর্পর ধরিয়া।
ভিক্ষার আশায় সদা বেড়ান ঘুরিয়া॥
নিত্য রবি সমুদিত গগন মাঝার।
সে কর্ম্মেরে করি আমি শত নমস্কার॥

[৫]

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং
বৃত্তে নৃপালাদ্ভয়ং,
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং
রূপে তরুণ্যা ভয়ম্।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং
কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ম্,
সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং
বৈরাগ্যমেবাভয়ম্॥

ভোগে রোগভয়, কুলে চ্যুতিভয়,
ধনে ভয় ভূপতির।
মানে দৈন্যভয়, বলে রিপুভয়,
রূপে ভয় যুবতীর॥
শাস্ত্রে বাদিভয়, গুণে খলভয়,
শরীরে যমের ভয়।
ভূতলে নরের সবি ভয়ময়,
(শুধু) বৈরাগ্য ভয়ের নয়॥

[৬]

শশিনি খলু কলঙ্কঃ কণ্টকং পদ্মনালে,
যুবতিকুচনিপাতঃ পক্বতা কেশজালে।
জলধিজলমপেয়ং পণ্ডিতে নির্ধনত্বং,
বয়সি ধনবিবেকো নির্ব্বিবেকো বিধাতা

শশাঙ্কে কলঙ্ক বিধি করিল স্থাপন।
পদ্মের মৃণালে কৈল কণ্টক সৃজন॥
বিধিবশে যুবতীর স্তন পড়ে ঝুলে।
বিধিবশে পাক ধরে কালো কাঁচা চুলে॥
জলধির জল লোণা, তাই পেয় নয়।
পণ্ডিত জনের ভাগ্যে ধন নাহি হয়॥
ধনেতে বিবেক ঘটে হইলে প্রাচীন।
কেন হেন ? বিধি নিজে বিবেকবিহীন॥

[৭]

শশী দিবসধূসরো
গলিতযৌবনা কামিনী,
সরো বিগতবারিজং
মুখমনক্ষরং স্বাকৃতেঃ।
প্রভুর্ধনপরায়ণঃ
সততদুর্গতিঃ সজ্জনো,
নৃপাঙ্গনগতঃ খলো
মনসি সপ্ত শল্যানি মে॥

দিনে শশী ধূসর বরণ।
কামিনীর গলিত যৌবন॥
কমলবিহীন তাল সর।
ভাল মুখে না ফুটে অক্ষর॥
প্রভু শুধু ধনপরায়ণ।
কষ্ট পায় সদা সাধুজন॥
খল রহে রাজার অঙ্গনে।
এই সাত শল্য মোর মনে॥

[৮]

নিঃস্বো বষ্টিশতং শতী দশশতং
লক্ষং সহস্রাধিপো,
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং
ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশতাং বাঞ্ছতি।
চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং
সুরপতির্ব্রাহ্মং পদং যাচতে,
ব্রহ্মা শৈবপদং শিবো হরিপদং
আশাবধিং কো গতঃ॥

ধনহীন যেই জন, সে ভাবে আপন মনে
শতমুদ্রা হ'লে ঢের হয়।
শতপতি যেই জন, সে আবার ভাবে মনে
দশ শতে মোর শুভোদয়॥
দশ শত আছে যার, অন্তরে ভাবনা তার,
লক্ষপতি না হলে বিভ্রাট।
লক্ষটাকা আছে যার, রাজা হতে আশা তার,
রাজা চায় হইতে সম্রাট॥
সম্রাট ইন্দ্রত্ব চায়, ইন্দ্র সে ব্রহ্মত্ব চায়,
ব্রহ্মা পুন শিবত্বটি চায়।
শিব চায় বিষ্ণুপদ, দেখে শুনে বলি তাই,
আশার অবধি কেবা পায়?॥

ইতি সংস্কৃত "অষ্টরত্নম্" ও শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক তদ্বঙ্গপদ্যানুবাদ সমাপ্ত

নবরত্ন।

[১]

মিত্রং স্বচ্ছতয়া রিপুং নয়বলৈর্লুব্ধং
ধনৈরীশ্বরম্,
কার্য্যেণ দ্বিজমাদরেণ যুবতীং প্রেম্ণা
সমৈর্বান্ধবান্।
অত্যুগ্রং স্তুতিভির্গুরুং প্রণতিভির্মূর্খং
কথাভির্বুধং,
বিদ্যাভী রসিকং রসেন সকলং
শীলেন কুর্য্যাদ্বশম্॥

মিত্রে ভাল আচরণে,
নীতিবলে রিপুজনে,
লুব্ধেরে ধনের ছলে,
প্রভুরে কার্য্যের ফলে,
ব্রাহ্মণেরে সমাদরে,
যুবতীরে প্রেমভরে,
সমতায় সুবান্ধবে,
কোপন জনেরে স্তবে,
গুরুরে নমিয়া মাথা,
মূর্খেরে কহিয়া কথা,
বিদ্যায় পণ্ডিত জনে,
রসিকে রসের সনে,
সকলেরে শীলতায়,
বশীভূত করা যায়।

[২]

অর্থী লাঘবমুচ্ছ্রিতো নিপতনং
কামাতুরো লাঞ্ছনং,
লুব্ধোঽকীর্ত্তিমসঙ্গরঃ পরিভবং
দুষ্টোঽন্যদোষে রতিং।
নিঃস্বো বঞ্চনমুন্মনা বিকলতাং
শোকাকুলঃ সংশয়ং,
দুর্বাগপ্রিয়তাং দুরোদরবশঃ
প্রাপ্নোতি কষ্টং মুহুঃ॥

যাচক হইলে তার লঘুতা ঘটয়।
উচ্চ হইলেই তার পতন নিশ্চয়॥
কামাতুর হইলেই ঘটয়ে লাঞ্ছনা।
লুব্ধ হইলেই ঘটে অযশঃ-গঞ্জনা॥
অযোদ্ধা হলেই তার পরাভব ঘটে।
দুষ্ট হইলেই অন্যদোষে রতি বটে॥
ধনহীন হইলেই ঘটয়ে বঞ্চনা।
বিকলতা সংঘটন হইলে উন্মনা[*]॥
শোকাকুল হইলেই ঘটয় সংশয়।
দুর্ভাষী হইলে অপ্রিয়তা সংঘটয়॥
হইলে জুয়ার বশ নিশ্চয় সে জন।
বারম্বার কষ্ট পায়, না হয় লঙ্ঘন।

[৩]

নীতির্ভূমিভুজাং নতির্গুণবতাং
হ্রীরঙ্গনানাং ধৃতিঃ,
দম্পত্যোঃ শিশবো গৃহস্য কবিতা
বুদ্ধেঃ প্রসাদো গিরাম্।
লাবণ্যং বপুষঃ স্মৃতিঃ সুমনসাং
শান্তির্দ্বিজস্য ক্ষমা,
শক্তস্য দ্রবিণং গৃহাশ্রমবতঃ স্বাস্থ্যং
সতাং মণ্ডনম্॥

* উন্মনা—অন্যমনস্ক।

রাজাদের নীতিই মণ্ডন।
গুণীদের নম্রতা ভূষণ ॥
নারীদের লজ্জা অলঙ্কার।
দম্পতির ধৈর্য্য ভূষাসার ॥
ভবনের শিশুই মণ্ডন।
কবিতাই বুদ্ধির ভূষণ ॥
প্রসাদ ভূষণ বচনের। *
লাবণ্য ভূষণ শরীরের ॥
স্মৃতিই ভূষণ সুমনার।
শান্তিই দ্বিজের অলঙ্কার ॥
সমর্থের ক্ষমাই ভূষণ।
গৃহস্থের অলঙ্কার ধন ॥
সাধুদের স্বাস্থ্যই মণ্ডন।
শুন এই সন্নীতি-বচন ॥

[৪]

ধর্ম্মঃ প্রাগেব চিন্ত্যঃ সচিবমতিগতি-
র্ভাবনীয়া সদৈব,
জ্ঞেয়ং লোকানুবৃত্তং বরচরনয়নৈ-
র্মণ্ডলং বীক্ষণীয়ম্।
প্রচ্ছাদ্যৌ রাগরোষৌ মৃদুপরুষগুণৌ
যোজনীয়ৌ চ কালে,
আত্মা যত্নেন রক্ষ্যো রণশিরসি পুনঃ
সোঽপি নাপেক্ষণীয়ঃ ॥

প্রথমেই ধর্ম্মচিন্তা উচিত বুঝিবে।
সচিবের মতিগতি সদাই ভাবিবে ॥
লোকের চরিতবৃত্তি জানা সমুচিত।
চরচক্ষে মণ্ডলেরে দেখিবে নিশ্চিত ॥
রাগ আর রোষ গুপ্ত করিয়া রাখিবে।
মৃদু ও কঠিন গুণ সময়ে যোজিবে ॥
আত্মারে যতনে রক্ষা নিশ্চয় করিবে।
কিন্তু রণভূমে তারে নাহি অপেক্ষিবে ॥

[৫]

কার্পণ্যেন যশঃ ক্রুধা গুণচয়ো
দম্ভেন সত্যং ক্ষুধা,
মর্য্যাদা ব্যসনৈর্ধনানি বিপদা স্থৈর্য্যং
প্রমাদৈর্দ্বিজঃ।
পৈশুন্যেন কুলং মদেন বিনয়ো
দুশ্চেষ্টয়া পৌরুষং,
দারিদ্র্যেণ জনাদরো মমতয়া
চাত্মপ্রকাশো হতঃ ॥

কার্পণ্যে যশের ক্ষয়, ক্রোধে নষ্ট গুণচয়,
দম্ভে সত্য, মর্য্যাদা ক্ষুধায়।
ব্যসনে ধনের নাশ, বিপদে স্থিরতা হ্রাস,
প্রমাদে ব্রাহ্মণ নাশ পায় ॥
কুল নষ্ট খলতায়, বিনয় সে মত্ততায়,
দুশ্চেষ্টায় পৌরুষ বিনাশ।
দারিদ্র্যে আদর যায়, আর দেখ মমতায়,
নষ্ট হয় আত্মার প্রকাশ ॥

[৬]

মূর্খোঽশান্তস্তপস্বী ক্ষিতিপতিরলসো
মৎসরো ধর্ম্মশীলো,
দুঃস্থো মানী গৃহস্থঃ প্রভুরতিকৃপণঃ
শাস্ত্রবিদ্ধর্ম্মহীনঃ।
আজ্ঞাহীনো নরেন্দ্রঃ শুচিরপি সততং
যঃ পরান্নোপভোগী,
বৃদ্ধো রোগী দরিদ্রঃ স চ যুবতিপতি-
র্ধিগ্ধিড়ম্বপ্রকারম্ ॥

তপস্বী অশান্ত মূর্খ, ভূপতি অলস,
ধার্ম্মিক মৎসর, মানী গৃহস্থ নির্ধন;

* প্রসাদ—প্রসাদ গুণ।

অতীব কৃপণ প্রভু, শাস্ত্রী ধর্ম্মহীন,
আজ্ঞাহীন রাজা, পর-অন্নে শুচি জন ;
বৃদ্ধ পতি রোগী দীন যুবতীর পতি,
এ সকল বিড়ম্বনা, ধিক্ থাক্ অতি।

[৭]

স্ত্রীণাং যৌবনমর্থিনামনুগমো রাজ্ঞাং
প্রতাপঃ সতাং,
সত্যং স্বল্পধনস্য সঞ্চিতিরসদ্বৃত্তস্য
বাগাড়ম্বরঃ।
সাচারস্য মনোদমঃ পরিণতেবির্দ্যা
কুলস্যৈকতা,
সেবায়া ধনমুন্নতেগুর্ণচয়ঃ শান্তে-
বির্বেকো বলম্ ॥

নারীর যৌবন বল, আনুগত্য যাচকের বল ;
রাজার প্রতাপ বল, সত্য বল সাধুর কেবল।
স্বল্প ধনবান্ যেই, তার বল ধনের সঞ্চয় ;
অসৎ চরিত্র যেই, বাক্যঘটা বল তার হয়।
সেই জন সদাচার, মনোদম বল তার,
বিদ্যা বল সুপরিণতির ;
কুলের ঐক্যই বল, সেবার ধনই বল,
উন্নতির গুণ বল, বিবেক শান্তির।

[৮]

বিদ্বান্ সংসদি পাক্ষিকঃ পরবশো
মানী দরিদ্রো গৃহী,
বিত্তাঢ্যঃ কৃপণঃ সুখী পরবশো
বৃদ্ধো ন তীর্থাশ্রিতঃ।
রাজা দুঃসচিবপ্রিয়ঃ কুলভবো মূর্খঃ
পুমান্ স্ত্রীজিতো,
বেদান্তী হতসৎক্রিয়ঃ কিমপরং
হাস্যাস্পদং ভূতলে ॥

বিদ্যাবান্ পক্ষপাতী সভার ভিতরে।
পরবশ মানী বলি অভিমান করে ॥
ধনহীন আপনারে গৃহস্থ বলায়।
ধনবান্ আপনারে কৃপণ সাজায় ॥
সুখী বলে আপনারে পরাধীন নরে।
বৃদ্ধ হয়ে তীর্থবাস যে জন না করে ॥
দুষ্ট সচিবেরে ভাল বাসে নরপতি।
সংকুল-সম্ভূত জন মূর্খ হয় অতি ॥
পুরুষ হইয়া যেই হয় নারীজিত।
বেদান্তী লোকেরা হয় সৎক্রিয়া বর্জ্জিত ॥
এ সকল অপেক্ষায়
হাস্যাস্পদ কি ধরায় ?

[৯]

উৎখাতান্ প্রতি রোপয়ন্ কুসুমিতাং
শ্চিন্বন্ শিশূন্ বর্দ্ধয়ন্,
প্রোত্তুঙ্গান্ নময়ন্ নতান্ সমুদয়ন্
বিশ্লেষয়ন্ সংগতান্।
তীব্রান্ কণ্টকিনো বহির্নিয়ময়ন্
ম্লানান্ মুহুঃ সেচয়ন্,
মালাকার ইব প্রয়োগনিপুণো
রাজা চিরং নন্দতু ॥

যে রাজা মালীর তুল্য প্রয়োগনিপুণ হয়,
উৎখাতেরে করিয়া রোপণ। *
তুলি কুসুমিত গণে, বাড়াইয়া শিশুগণে,
উচ্চগণে করিয়া নমন ॥
উন্নত করিয়া নতে, বিশ্লেষিয়া সুসঙ্গতে, †
কণ্টকীরে বাঁধিয়া বাহিরে।
শুষ্কেরে সেচন করি, পালন করেন প্রজা,
চিরানন্দ সেই ভূপতিরে ॥

* উৎখাতেরে—গোড়া তোলাকে, উপড়ানো বা উপ্‌ড়ানোকে।
† বিশ্লেষিয়া—বিশ্লেষ করিয়া, আলাহিদা করিয়া সুসঙ্গতে—মিলিতকে।

ইতি সংস্কৃত "নবরত্নম্" ও শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক তদ্বঙ্গপদ্যানুবাদ সমাপ্ত।

লক্ষহীরা।

(নাটক)

নাট্যোক্ত ব্যক্তি।

পুরুষ।

ব্রহ্মা ... ... সৃষ্টিকর্ত্তা।
যম ... ... ধর্ম্মরাজ।
চিত্রগুপ্ত ... ... যমের মন্ত্রী।
অণীমাণ্ডব্য ... ... ব্রহ্মর্ষি।
কৌশিক ... ... ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ।
রাজা ... ... প্রতিষ্ঠানপতি।

এতদ্ব্যতীত চোরগণ, প্রহরিগণ, রাজমন্ত্রী, অমাত্যগণ, ঋষিগণ, ব্রাহ্মণগণ, বৈষ্ণবগণ, ভিক্ষুকগণ, ভারবাহকগণ, দ্বারবান্‌গণ, ভৃত্যগণ, ব্রহ্মদূতদ্বয় ও নাগরিক নরগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

নির্ম্মলা ... ... কৌশিকের পত্নী।
লক্ষহীরা ... ... বেশ্যা।

এতদ্ব্যতীত নগরবাসিনী নারীগণ, দাসীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—প্রতিষ্ঠান নগর—রাজপথ।

[সময়—মধ্যরাত্রি।]

চোরগণের বেগে প্রবেশ।

চোরগণ। (শশব্যস্তে) ধোল্লে রে—পালা রে! ঐ এল—ধোল্লে—ধোল্লে!

[সকলের বেগে প্রস্থান।

বেগে প্রহরিগণের প্রবেশ।

প্রহরিগণ। ধর্—ধর্! ঐ যায়—ধর্ ধর্!

[সকলের বেগে প্রস্থান।

পুনর্ব্বার বেগে চোরগণের প্রবেশ।

১ম চোর। (হাঁফাইতে হাঁফাইতে) ওরে, আর যে ছুটতে পারিনি। ঐ ঐ, কোটালগুলো আবার এল্লো; এক্ষুণি ধোর্‌বে। এক কাজ করি আয়, এই চুরিকরা জিনিষগুলো এইখেনে ফেলে পালাই চল্। ওদের এ গুলো কুড়ুতে বিলম্ব হবে, ততক্ষণ আমরা শহর ছাড়িয়ে, জঙ্গলে ঢুকে পোড়্‌বো।

২য় চোর। ভ্যালা মোর মাস্‌তো ভাই! বলিহারি তোর বুদ্ধি—মাইরি!

১ম চোর। এখনো বলিহারি বুদ্ধির দেরি আছে। "চোর বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা"—তবেই বলিহারি বুদ্ধি!

২য় চোর। তা ঠিক্, দাদা! ওরে ফেল্ মাল্—ফেল্ মাল্।

(সকলের ইতস্তত অপহৃত দ্রব্যাদি নিক্ষেপ)

[সকলের বেগে প্রস্থান।

পুনর্ব্বার বেগে প্রহরিগণের প্রবেশ।

প্রহরিগণ। ধর্—ধর্!

১ম প্রহরী। চোর শালারা কোন্ দিকে গেল রে ভাই। যে অন্ধকার! কাণা হোলুম যে? (ধাবনকালে পদে চৌরনিক্ষিপ্ত সামগ্রীস্পর্শ) ওরে, পায়ে ঠেক্‌লো কি!

২য় প্রহরী। এক শালা চোর ছুটতে না পেরে, হোঁচোট খেয়ে, মাটিতে ঠিক্‌রে পোড়েচে

বুঝি। দে শালার পেটে পা চেপে। (একটা বোচ্‌কার উপর পা চাপিয়া সবিস্ময়ে) আ মোলো! চোরা নয়—চোরাই!

১ম প্রহরী। আশার অদ্ধেক লাভ। মালগুলো কুড়ো শীগ্‌গির। (সকলের তদ্রূপ করণ)

২য় প্রহরী। ও ভাই! মাল কুড়ুতে দেরি হোলো বড়। চোর শালারা আর কি ধরা দেবে! অন্ধকারে পগার পার!

১ম প্রহরী। ঐ যা! তাও তো বটে! দৌড়ো দৌড়ো—জঙ্গলের পথে শালারা গেচে। রাজ-ভাণ্ডারে চুরি—ভারি মুস্কিল। চোর না ধোত্তে পাল্লে, মহারাজ আমাদেরি শূলে দেবে রে শালা! ছোট্ ছোট্।

[অপহৃত দ্রব্য লইয়া সকলের বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—নিবিড় অরণ্য।

[সময়—মধ্যরাত্রি।]

বাহ্যজ্ঞানশূন্য মহর্ষি অণীমাণ্ডব্য ধ্যানোপবিষ্ট।

বেগে চোরগণের প্রবেশ।

১ম চোর। এই জঙ্গলেই মঙ্গল। কোটাল শালারা এই বার ভাঁটাল! এখেনে জোয়ারের জোর চোল্‌বে না—হুঁ হুঁ!

২য় চোর। তা তো হোলো, কিন্তু মাল পয়মাল! ফাঁকা ব্যাপার!

১ম চোর। প্রাণ আগে, না মাল আগে?

(নেপথ্যে কোলাহল)

২য় চোর। শেয়াল চেঁচায় না কি?

১ম চোর। শেয়াল নয় রে—ময়াল!

অপর চোরগণ। (ভয়ে) তবেই দফা রফা!

নেপথ্যে ১ম প্রহরী। জঙ্গল ঘিরে ফ্যাল্। এই জঙ্গলেই চোর শালারা ঢুকেচে।

১ম চোর। এইবার প্রাণ নিয়ে টানাটানি। শীগ্‌গির বাঁ কোরে একটা কাজ করি আয়। ঐ একজন মনি-ঠাকুর ধ্যান কোচ্চে। আমরাও ওর এ পাশে ও পাশে বোসে পোড়ে ধ্যান করি আয়। কোটাল শালারা জঙ্গলে ঢুকে ঠোকে যাবে।

২য় চোর। (সানন্দে) আবার বলি, ভালো মোর মাস্তুতো ভাই!

১ম চোর। (বিরক্তভাবে) বার বার মাস্তুতো ভাই বোলে চেঁচাস্ নি। মাস্তুতো ভাই বোল্লেই চোর বুঝোয়। ধরা পোড়ে মারা হব। দেরি করিস্ নি, চোক্ বুজে, মাথা গুঁজে, বোসে পড়্।

(সকলের তদ্রূপে উপবেশন)

২য় চোর। ওরে, চোক যে বোজে না।

১ম চোর। আমার মনও যে বোঝে না।

(নেপথ্যে পুনর্ব্বার কোলাহল)

২য় চোর। এল যে রে! দূরের গোল কাছে যে! চেঁচানিখোঁচানি আর সাম্‌লাতে পারি নি।

১ম চোর। যা হয় হবে, কি হবে ভেবে? এখন্ তফিস্তে কর্।

(সকলের চক্ষু নিমীলন করিয়া নীরবে অবস্থিতি)

বেগে প্রহরিগণের প্রবেশ।

১ম প্রহরী। ওরে, এ যে সারবন্দী ঋষি ঠাকুর। চোর শালারা কোথা?

২য় প্রহরী। তবেই তো!

২য় চোর। (স্বগত) আমার মাস্তুতো ভেয়ের কি বুদ্ধি বাবা! কোটাল ঠেক্‌লো!

১ম প্রহরী। (দ্বিতীয় প্রহরীর প্রতি) এক জন ঋষিকে জিজ্ঞেস করি, চোরগুলো কোথা গেলো। (ধ্যানস্থ ১ম চোরের প্রতি) ঠাকুর, পেন্নাম করি। দয়া কোরে বোলে দাও, চোর ব্যাটারা গেলো কোথা?

১ম চোর। (নীরব)

১ম প্রহরী। ঠাকুর! চরণে ধরি, বিনয় করি, চোরের সন্ধান বল গো!

১ম চোর। (চক্ষু বুজিয়া সরোষে) সাবধান, ফের যদি চোর চোর কোর্‌বি, তবে এক্ষুণি ভস্‌ভস্ কোরে ফেল্‌বো!

১ম প্রহরী। (সবিস্ময়ে ২য় প্রহরীর প্রতি) ওহে, মনিঠাকুর বলে কি! ভস্‌ভস্ কোরে ফেল্‌বে! ভস্‌ভস্ কি, ভাই?

২য় প্রহরী। (ভাবিয়া) ভস্‌ভস্ বোধ হয় ভস্ম।

১ম প্রহরী। (সবিস্ময়ে) অ্যাঁ, বলিস্ কি রে? মনির মুখে ভস্ম না হয়ে ভস্‌ভস্! মনি কি এমন মুরুক্ষু হয়? আমার সন্দ হোচ্চে।

২য় চোর। (স্বগত) এই সেরেচে! আমার মাস্‌তো ভাই ভস্‌ভস্ কোরে সব ভস্মালে! ওরে শালার ব্যাটা শালা, ফস্ কোরে ভস্‌ভস্ কোল্লি কেন? চুপ কোরে মুখ চেপে থাকলে তো, সব দিক্ রক্ষে হোতো। আমি সটান পিট্‌টান দি। ও শালা অগ্নি অগ্নি শালাদের সঙ্গে ভস্‌ভসানির মজাটা দেখুক্। (পলায়নোদ্যোগ)

২য় প্রহরী। ও ঠাকুর! পালাও কোথা?

২য় চোর। চোর খোঁজ্তে।

২য় প্রহরী। দাঁড়াও।

২য় চোর। কেন?

২য় প্রহরী। ও ভস্‌ভোসে ঠাকুরটি কে?

২য় চোর। জানি নি।

২য় প্রহরী। খুব জান। বল, নৈলে—

২য় চোর। নৈলে কি?

২য় প্রহরী। দেখেচো! (যষ্টিপ্রদর্শন)

২য় চোর। (ভয়ে) ও ভস্‌ভোসে ঠাকুর আমাদের মাস্‌তো ভাই।

১ম প্রহরী। পেয়েচি পেয়েচি, ধর্ ধর্! তাইতো বলি, মনির মুখে ভস্‌ভস্! সবশালা চোর। ফাঁকি দেবার তরে মনি গোঁসাই সেজেচে। ধর্ শালাদের—বাঁধ্ শালাদের।

(চোরগণের কোলাহল ও প্রহরিগণকর্ত্তৃক ধৃত হওন)

২য় প্রহরী। (অণীমাণ্ডব্যকে দেখিয়া) ওরে, এই ব্যাটা পাকা চোর; চোরের সর্দ্দার। এখনও চুপ কোরে বোসে আছে; যেন কত সাধু। ব্যাটা বেরাল-তপিস্বী—বকা ধাম্মিক। বাঁধ্ ব্যাটাকে। (বন্ধনকরণ)

১ম প্রহরী। ওরে, তবুও যে এ ব্যাটা হুঁ হুঁ কিছুই করে না।

২য় প্রহরী। দাগী চোরের দস্তুরই ঐ।

১ম চোর। উনি চোর নয়, ঋষি।

২য় প্রহরী। তোর বাবার পিসী!

১ম প্রহরী। (১ম চোরকে লক্ষ্য করিয়া) এই ব্যাটার কাঁধে ও ব্যাটাকে তুলে দাও।

১ম চোর। আমি পেট-রোগা। (২য় চোরকে দেখাইয়া) এ খুব মজ্‌বুত; এর কাঁধ খুব শক্ত।

২য় চোর। (বিরক্ত হইয়া সরোষে) হাত্তোর মাস্‌তো ভস্‌ভোসের বাপের মুখে হাগি।

১ম প্রহরী। (এখন মুখে হাগচিস্, এই বার শূলের হুলে কাজেও হাগিয়ে ছাড়্‌বো। এটাকে কাঁধে তোল্, নৈলে মাথা ফাটাবো।

২য় চোর। (শশব্যস্তে) তুলে দাও। (সকাতরে) কি সব্বনেশে ভস্‌ভস্ রে বাবা। (উপবেশন)

১ম প্রহরী। (অণীমাণ্ডব্যকে তুলিতে তুলিতে) ও বাবা! ব্যাটা যেন বিশ-মোণী জাঁতা! শক্ত কাঠ! (২য় প্রহরীর প্রতি তুমিও ধর, ভাই। (উভয়ে মিলিয়া অণীমাণ্ডব্যকে তুলিয়া ২য় চোরের স্কন্ধে রক্ষা করণ)

২য় প্রহরী। এই! তোল্ বোঝা।

২য় চোর। হোতে নারি সোজা।

১ম প্রহরী। তবে দ্যাখ্ মজা। (প্রহার)

২য় চোর। (সরোদনে) এবার যদি শূলের শূলুনি এড়াতে পারি, তবে কোন্ শালা আর মাস্‌তো ভাই পাতাবে। (অণীমাণ্ডব্যস্কন্ধে দণ্ডায়মান হওন)

১ম প্রহরী। সব ব্যাটাকে নিয়ে মহারাজের কাছে চল।

(চোরগণের ভয়-কোলাহল)

২য় প্রহরী। আর গোল কোরে কি হবে? খোল খাবি চল্।

[অণীমাণ্ডব্য ও চোরগণকে লইয়া প্রহরিগণের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—প্রতিষ্ঠান নগর—রাজসভা।

[সময়—শেষ রাত্রি।]

মন্ত্রী ও অমাত্যগণের সহিত রাজার প্রবেশ।

রাজা। (সরোষে) ছি ছি, কি লজ্জার কথা!
বড়ই অযোগ্য মোর প্রহরী সকল;
রাজকোষে চোরে চুরি করে,
ধরিতে নারিল সে সবারে!
শুন, মন্ত্রী! অমাত্যনিচয়!
জানিও নিশ্চয়,
যদি এই রজনী সময়
চোর ধরা নাহি পড়ে,
দিব শূলে প্রহরিনিকরে
বাঁধিয়া নিগড়ে।

অণীমাণ্ডব্য ও চোরগণকে লইয়া প্রহরিগণের প্রবেশ।

১ম প্রহরী। (সাভিবাদনে) জয় হোক্, মহারাজ!

রাজা। চোর কই?

১ম প্রহরী। মহারাজের আশীর্ব্বাদে পাপিষ্ঠ চোরদের জঙ্গলের মধ্যে ধোরেচি। এই দেখুন, মহারাজ!

রাজা। অপহৃত সামগ্রী কই?

১ম প্রহরী। মহারাজ! সমস্তই পাওয়া গেচে। এই গ্রহণ করুন্।

রাজা। উত্তম। দুরাত্মা তস্করগণের পরমায়ু তোদের বিনষ্টপ্রায় পরমায়ুকে বৃদ্ধি কোরেচে। আজই চোর ধোত্তে না পারে, তোদিগেই শূলে দিতেম। যা, সমস্ত তস্করগণকে মশানে নিয়ে গিয়ে, তীক্ষ্ণধার সূক্ষ্মমুখ লৌহশূলে আরোপণ কোরে বধ কর্।

১ম প্রহরী। যে আজ্ঞে, মহারাজ! (চোরগণের সভয়রোদন)

রাজা। মন্ত্রিন্! সমস্ত অপহৃত ধনরত্ন পাওয়া গেচে। প্রহরিগণকে যথোচিত পুরস্কার দিয়ে, অবশিষ্ট বস্তু রাজকোষে রক্ষা কর।

মন্ত্রী। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য। (প্রহরিগণের প্রতি) তোমরা কল্য প্রাতে তস্করধারণের পুরস্কার পাবে।

প্রহরিগণ। (সানন্দে) যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে।

রাজা। (২য় চোরের স্কন্ধোপরি অণীমাণ্ডব্যকে দেখিয়া) ও কে?

১ম প্রহরী। চোরের সর্দ্দার। দারুণ প্রহারেও কথা কয় না, কষ্ট বোধ করে না। বড়ই সহিষ্ণুণ।

রাজা। এইবার শূলে সহিষ্ণুগুণ পরীক্ষিত হবে। ওটা অতিশয় ভণ্ড, তাই ঋষি সেজে আমাকে প্রতারণা। অগ্রে ওকেই শূলে আরোপণ কর্। নরবাহন পাপিষ্ঠ তস্করকে শূলবাহন কোরে, পাপকর্ম্মের উচিত শাস্তি দে।

১ম চোর। (সরোদনে) মহারাজ! ইনি চোর নয়, মনিঠাকুর।

রাজা। (সরোষে) ধিক্ পাপিষ্ঠ কুক্কুর!

[রাজা, মন্ত্রী ও অমাত্যগণের প্রস্থান।

১ম চোর। (স্বগত) যা, চোরের দোষে সাধুও প্রাণটা খোয়ালে! দুষীর দোষের বাতাস লাগ্‌লে নির্দ্দোষীও মারা পড়ে।

১ম প্রহরী। চল্, এইবার চুরি করার চরম সুখটা ভোগ কোর্‌বি।

২য় চোর। কোটাল ভাই! আমার ভোগ শেষ হয়েচে! এটাকে কাঁধে কোরে শূলের সুখ

খুব পেয়েচি। আমায় আর শূলে দিও না। দিতে হয় তো আমার ভনভোসে মাস্তুতো ভাইটেকে আগে দাও। ওইটেই আমাদের শূলের মূল!

১ম চোর। ভাই বড় কোটাল! তুমি আমার ধম্মবাপ্! আর এ জন্মে ভসভস্ কোর্‌বো না।

১ম প্রহরী। তাইতো শূলে চড়াবো। (চোরগণের রোদন)

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—প্রতিষ্ঠান নগরের শেষ সীমা—কুটীর।

[সময়—বেলা দ্বিতীয় প্রহর।]

কৌশিক উপবিষ্ট।

কৌশিক। আজ এত বিলম্ব হোচ্চে কেন? বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হয়েচে। অত্যন্ত ক্ষুধাতৃষ্ণা।

ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য লইয়া নির্ম্মলার প্রবেশ।

(দেখিয়া বিরক্তভাবে) বলি, নির্ম্মলে! এ তোর কিরূপ বিচার? সূর্য্যেদেবতো ডুবুডুবু; আমার পিত্তও জোলে পুড়ে থাক্।

নির্ম্মলা। (অধোবদনে) না, স্বামিন্! এখনও তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হয় নি। আজ সকাল সকাল কোথাও ভিক্ষে পাইনি, তাই বেলা বেড়ে গেচে।

কৌশিক। (রোষে) বেড়ে গেচে, না পোড়ে গেচে?

নির্ম্মলা। (নিরুত্তরা)

কৌশিক। (শান্ত হইয়া) যাক্, যা হবার হয়েচে, আর বিলম্ব কোরো না। শীঘ্র রন্ধনশালায় যাও। আমি আর তিষ্ঠুতে পারি না।

নির্ম্মলা। আমি এখনি তাড়াতাড়ি রেঁধে বেড়ে দিচ্চি। চাল, ডাল, নুন, তেল, তরকারি সমস্তই ভিক্ষা পেয়েচি।

কৌশিক। তা বেশ, কিন্তু আলাদা আলাদা রাঁধ্‌লে ভারি দেরি হবে। এক হাঁড়ীতে এক সঙ্গেই সবগুলো চড়িয়ে দাও।

নির্ম্মলা। হ্যা দেখ গা, আজ ভিক্ষে কর্‌বার সময়, অন্য অন্য ভিখিরীদের মুখে শুনে এলেম, কাল অমাবস্তেয় না কি সূয্যিগ্রহণ হবে।

কৌশিক। অ্যাঁ, বল কি, ব্রাহ্মণি! তবেতো কাল ধর্ম্মার্থমোক্ষ তিন বর্গই লাভ হবে। আমি মহাপাতকী কুষ্ঠী; সূর্য্যগ্রহণস্নানে বর্ত্তমানে ধর্ম্ম এবং চরমে পরম মোক্ষলাভ কোর্‌বো; তার উপর আমি ভিক্ষুক; কাল অনেক নর নারী গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে স্নানদান কোত্তে আস্‌বে, অনেক অর্থাদি ভিক্ষা পাবো। আজ তুমি বিলম্বে এসে ভালই কোরেচো। শীঘ্র আস্‌লে হয়তো এই শুভসংবাদটা সংগ্রহ কোত্তে পাত্তে না। নীতিশাস্ত্রের বচন মিথ্যা নয়—"বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধিঃ।"

নির্ম্মলা। তবে আমি স্নান কোরে রান্না চড়াইগে।

কৌশিক। স্নান কোত্তে গেলে আমার পিত্ত পোড়ে যাবে। গঙ্গাজল স্পর্শ কোরে হস্তিকাস্পর্শ কর।

নির্ম্মলা। আচ্ছা, তাই হবে। যাই। (গমনোদ্যোগ)

কৌশিক। ভাল কথা মনে হোলো, কাল কোন্ সময় সূর্য্যগ্রহণ হবে?

নির্ম্মলা। বেলা দুপুরের সময়।

কৌশিক। আচ্ছা যাও।

[নির্ম্মলার প্রস্থান।

আমিও রসুই-ঘরে যাই। ভগবান কুষ্ঠরোগে পঙ্গু কোরেচেন, দাঁড়িয়ে চলা ভার, হাতে পায়ে ভর দিয়ে, বোসে বোসেই চোল্‌তে হয়। ভগবন্! আর কষ্ট সইতে পারিনি। কৃপা কোরে দীন-হীনকে কঠিন মহাব্যাধি হোতে নির্ব্যাধি কর।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—প্রতিষ্ঠান নগর—লক্ষহীরার কক্ষ।

[সময়—সন্ধ্যার পর।]

লক্ষহীরা ও সঙ্গিনীগণের প্রবেশ।

সঙ্গিনীগণ। (গীত)

সাধের সাধে, কবরী বেঁধে, দিব লো সজনি।
সাজা'ব তায়, যতন কোরে, ফুল-সাজনি ॥
কমল-লোচনে দিব কাজল,
নাগর মোহিবে তায় ;
গলে দোলাইব ফুলের মালা,
অগুরু মাখা'ব গায় ;—
একে তুমি রূপবতী,
আরো ফুটিবে জ্যোতি ;
মোহন-ভূষণ-সাজে,
শোভন-ভবন-মাঝে,
কাটা'বে সুখে, সুহাসমুখে, সুখ-রজনী ॥

লক্ষহীরা। (বিষণ্ণচিত্তে) সঙ্গিনীগণ! এই অল্প বয়সে আমি অনেকের সর্ব্বনাশ কোরেচি। আমার রূপের মোহে শত শত ধনী যুবক, এমন কি বৃদ্ধ পর্য্যন্তও সর্ব্বস্বান্ত হয়ে, পথের ভিখিরী হয়েচে। অনেকের মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র আমারই জন্যে মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাচ্চে। ধিক্ আমাকে, ধিক্ আমার পাপ বেশ্যাবৃত্তিকে!—আমি পিশাচী, রাক্ষসী! আমি পৃথিবীমণ্ডলে সাক্ষাৎ নরক! আমার নাম লক্ষহীরা! প্রতি বারে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দর্শনী না দিলে, কোন ধনীই আমার দর্শন পায় না—আমার গৃহে প্রবেশ কোরে, আমার সঙ্গে প্রেমালাপ কোত্তে সক্ষম হয় না। আমি কত শত ধনীর সর্ব্বনাশ কোরে, এই অল্প সময়েই, কত শত লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা লাভ কোরেচি। কোথায় আমি সেই সকল রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা দেখে সুখী হব, না উৎকট পাপ ও বিকট নরকের ভয়ে আকুল হয়ে উঠ্চি।

১ম সঙ্গিনী। সই! আমরা বেশ্যা, আমাদের পাপের ভয় কোরে চোল্‌বে কেন? আমরাই তো সাক্ষাৎ পাপ—সাক্ষাৎ নরক। আমাদেরি দেখে লোকে ভয় কোর্‌বে,—আমাদের কিসের ভয়?

লক্ষহীরা। (গীত)

নরকের, সই, নরক আছে,
বিষম নরক সে যে অতি।
আমার মত পিশাচিনীর
সেই নরকে হবে গতি ॥
আকুল আমি নরক-ভয়ে,
পাপ-আগুনে জ্বোল্‌চে হিয়ে,
আর যে নারি থাক্‌তে স'য়ে,
হয়েছি যে অধীর-মতি ॥

(নেপথ্যে বৃহদ্ঘণ্টাধ্বনি)

(শুনিয়া) ঐ শোন ঘণ্টাধ্বনি। কোন ধনী দরিদ্র হবার ইচ্ছায় আমার কাছে আসতে চাচ্চে।

১ম সঙ্গিনী। বেশতো, এখনি এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা লাভ হবে।

লক্ষ। প্রয়োজন নাই। ওকে ফিরে যেতে বল।

১ম সঙ্গিনী। ফিরে যেতে বোল্‌তে হবে না; এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা তোমার পাদপদ্মে দিয়ে, আপনিই ফিরে যাবে।

লক্ষ। না না, ফিরে যেতে বল। লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার প্রয়োজন নাই।

১ম সঙ্গিনী। (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) ঐ এসে পড়্‌লো। ওকে হতাশ করা উচিত নয়!

একজন ধনী যুবকের প্রবেশ।

ধনী যুবক। (গীত)

রূপসি! এসেছি আমি তোমার
প্রেমের আশে।
এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা আছে লো
আমার পাশে॥
যা ছিল আমার, প্রিয়ে,
যাব আজ তোমারে দিয়ে,
একবার দেখ চেয়ে,
কথা কও মিষ্ট ভাষে॥

লক্ষহীরা। (অধোমুখে নিরুত্তরা)

সঙ্গিনীগণ। (গীত)

মাথা খাও, ফিরে চাও, কথা কও, চাঁদবদনি।
কিসের দুখে, অধোমুখে, মুদিত চোখে
আছ, ধনি॥
আড়-নয়নে চাও,
হাসি বিলাও,
নাগরে ভুলাও,
ওলো বিনোদিনী;—
নাথে পেয়ে, তবুও কেন,হয়ে আছ অনাথিনী॥

লক্ষহীরা। (অধোমুখে নিরুত্তরা)

ধনী যুবক। সুন্দরি! বড় আশা কোরে, সর্ব্বস্ব নিয়ে, ঊর্দ্ধশ্বাসে এসেচি, একটুখানি ভালবাসা দাও। তোমার সিংদরোজার বৃহৎ ঘণ্টায় একবার ঘা দিলে, এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা; দুবার দিলে দুলক্ষ; তিনবার দিলে তিন লক্ষ; এইরূপ যত ঘা, তত লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দর্শনী। কিন্তু, রূপসি, আমার যে আর নাই, যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে, অনেক কষ্টে তোমার ঘণ্টায় একটি ঘা দিয়েচি; তাই কি এ দাসের উপর দুর্জ্জয় মান? আর যে আমার একটিও কাণা কড়ি নেই। প্রেমময়ি, ভুল মান, কর প্রেমদান। বিনয় করি, চরণে ধরি, একবার কটাক্ষ-শরে এই জন্তুটোকে জর জর কোরে, লক্ষ-স্বর্ণমুদ্রা "শ্রীচরণকমলেষু" কর।

লক্ষ। (গীত)

অভিমান মান, নাহি জানি,
লক্ষ হেম-মুদ্রা নাহি চাই।
লক্ষ মুদ্রা নিয়ে, যাও হে ফিরিয়ে,

ধনী যুবক। (গীত)

সে কি প্রিয়ে,

লক্ষ। (গীত)

তবে আমিই যাই॥

[বেগে প্রস্থান।

ধনী যুবক। (সখেদে) হা ভাগ্য! আজ কোন দুর্মুখের মুখ দেখে রজনী প্রভাত হয়েছিল, তাই এ চাঁদ-মুখ দেখতে পেলেম না। ওহে সখীগণ! তোমরা একবার আমার সুকণ্ঠাকে ধোরে এনে, আমার আকণ্ঠা উৎকণ্ঠা দূর কর না? মিছিমিছি ঘণ্টায় ঘা দিলুম রে!

১ম সঙ্গিনী। কি কোর্‌বেন্ বলুন্? আজ ঘরে ফিরে গিয়ে, যা হোক্ কোরে, রাত কাটান গে। কাল সন্ধ্যের পর এসে ঘণ্টায় ঘা দেবেন।

ধনী যুবক। (সদুঃখে) আজ সন্ধ্যে আর কাল সন্ধ্যে—ইস্, পাক্কা আট প্রহর! অত দেরি সহ্য হবে না।

১ম সঙ্গিনী। তবে কাল সকাল বেলাই এসে ঘণ্টা বাজাবেন।

ধনী যুবক। অ্যাঁ! সকাল বেলায় লক্ষহীরের বাড়ী।

১ম সঙ্গিনী। তাতে দোষ কি?

ধনী যুবক। সে যে বারবেলা।

১ম সঙ্গিনী। এ বাড়ীতে অষ্ট প্রহরই বারবেলা!

ধনী যুবক। হাঁ, তা ঠিক্! নৈলে আজ হাসিমুখে এসে, কাঁদোমুখে ফির্‌বো কেন? হা

কই! লক্ষহীরা আমার লক্ষ্যহারা হোলো! চিনির বলদের মত লক্ষস্বর্ণমুদ্রা বোয়ে আনা, বোয়ে নে যাওয়াই সার হোলো রে!

[প্রস্থান।

লক্ষহীরার পুনঃপ্রবেশ।

১ম সঙ্গিনী। সই! ডাক্‌বো কি? এখনো লোকটা বাড়ীর বাইরে যায় নি।

লক্ষ। (সরোষে) তোমরা কি তামাসা পেয়েচো? ফের যদি ওরূপ বল, তবে আবার চোলে যাবো; এ জন্মে তোমাদের সঙ্গে আর কথা কব না।

১ম সঙ্গিনী। (সভয়ে) আচ্ছা, আর কিছু বোল্‌বো না।

লক্ষ। দেখ, সখি, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বার উপায় পেয়েচি! কাল সূর্য্যগ্রহণ। আমি ত্রিবেণী তীর্থে গিয়ে, গঙ্গাযমুনাসরস্বতীসঙ্গমে স্নান কোরে, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও দীনদুঃখিগণকে রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা, বসন ভূষণ, তণ্ডুল দান দিয়ে, আমার মহাপাপ ধ্বংস কোর্‌বো।

১ম সঙ্গিনী। সখি! একটা কথা জিজ্ঞেসা কোত্তে পারি কি?

লক্ষ। কি কথা?

১ম সঙ্গিনী। সহসা তোমার এমন মন পরিবর্ত্তনের কারণ কে?

লক্ষ। ঈশ্বর।

১ম সঙ্গিনী। (ভাবিয়া) আমাদের মন তা বুঝ্‌তে পাচ্চে না।

লক্ষ। তোমাদের মন এখনো পাপপঙ্কে ডুবে আছে।

১ম সঙ্গিনী। (ক্ষণেক কাল ভাবিয়া) আমরা যাই।

লক্ষ। সচ্ছন্দে।

[সঙ্গিনীগণের প্রস্থান।

(গীত)

এরা যেমন চোলে গেলো,
তেম্নি কোরে করে, হরি।
পাপরাশি মোর চোলে যাবে,
দাও হে বোলে দয়া করি॥
মনের মলা, পাপের জ্বালা,
কোচ্চে আমায় ঝালাপালা,
ভীষণ নরক আস্‌চে ছুটে,
ঘোর আগুনে পুড়ে মরি;—
শঙ্কা ঘুচাও, বাঁচাও বাঁচাও,
ভরসা তোমার চরণ তরী॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—প্রতিষ্ঠাননগরান্তর্ব্বর্ত্তী
ত্রিবেণী তীর্থ।

[সময়—মধ্যাহ্ন]

সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে নর, নারী, যোগী ঋষি, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব প্রভৃতি নানাবিধ লোকগণের জনতা।

(সঙ্গীত, সঙ্কীর্ত্তন ও কোলাহল।)

বস্ত্রখণ্ড পাতিয়া ভিক্ষুকগণের ভিক্ষা করণ।

একপার্শ্বে কৌশিক ও নির্ম্মলা ভিক্ষার্থ উপবিষ্ট।

কৌশিক ও নির্ম্মলা। (গীত)

দীনকে দয়া কোল্লে পরে,
সুদিন দেবেন দীনের হরি।

ভিক্ষাদানে মোক্ষ হবে,
অন্তে যাবে স্বর্গপুরী ॥
হোক্ গো দাতার জয়জয়কার,
পাপের রাশি হোক্ ছারখার,
যার যে আশা, পূরুক্ সবার,
প্রাণ খুলে আজ আশীষ করি ॥

(ভিক্ষুকগণকে সকলের ভিক্ষাদান)

(আকাশে সূর্য্যগ্রহণ আরম্ভ, ঈশান কোণে স্পর্শ ও ক্রমে ক্রমে পূর্ণগ্রাস)

সকলে। গ্রহণ লেগেচে—ঐ দেখ—পূর্ণগ্রাস। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল! জয় মা গঙ্গা! জয় মা যমুনা! জয় মা সরস্বতী! জয় মা দুর্গে! জয় সূর্য্যদেব!

(ইত্যাদি কোলাহল ও বাদ্য)

কিয়ৎক্ষণ পরে ভৃত্যগণের সহিত নানাবিধ ভিক্ষাদ্রব্য লইয়া লক্ষহীরার প্রবেশ।

লক্ষ। ভৃত্যগণ! আজ আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোর্‌বো। ভিক্ষুকগণকে রাশি রাশি স্বর্ণ, রৌপ্য, রত্ন, অলঙ্কার, ফলমূল, তণ্ডুল, বসন দান কর। দাও, আমিও স্বহস্তে সকলকে দান করি।
(সকলের তদ্রূপ করণ)

১ম ভিক্ষুক। জয় হোক্ মা! ধন্য তুমি! তোমার মত মুক্তহস্তা দেখিনি! অক্ষয় পুণ্যলাভ কর।

২য় ভিক্ষুক। মা! নিশ্চয় তুমি অন্তে শ্রীহরির পাদপদ্মে শান্তি পাবে।

লক্ষ। (কৌশিক ও নির্ম্মলার নিকট গিয়া নানাবিধ ভিক্ষা দান)

কৌশিক। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্। জয় হোক্— মঙ্গল হোক্।

লক্ষ। (নির্ম্মলার প্রতি) হ্যাঁ গা, তুমি কে?

নির্ম্মলা। আমি দীনহীনা দরিদ্রা ব্রাহ্মণী।

লক্ষ। (কৌশিককে দেখাইয়া) ইনি তোমার কে?

নির্ম্মলা। স্বামী।

লক্ষ। (সখেদে) আহা, তবে তো তুমি অতিমাত্র কষ্টভাগিনী! তোমার স্বামী যদি কুষ্ঠরোগী না হোতেন, তা হোলে আজ তুমি কি সুখীই হোতে। (ক্ষণকাল ভাবিয়া) আচ্ছা, আজ আমি তোমার স্বামীকে আর তোমাকে যথেষ্ট স্বর্ণ রজত মণিরত্ন দান কোচ্চি। আর এ জন্মে ভিক্ষা কোত্তে হবে না। (তদ্রূপ করণ)

কৌশিক ও নির্ম্মলা। (সানন্দে) যা দান কোল্লে, তার কোটীগুণ পাবে। জয় হোক্।

লক্ষ। (নির্ম্মলার প্রতি) তুমি পতিব্রতা সতী, আহা, তোমার অঙ্গে অলঙ্কার নাই! এই নেও আমার মুক্তোর মালা, হীরের বালা, আর আমার নামাঙ্কিত বহুমূল্য অঙ্গুরী। (নিজাঙ্গ হইতে অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া নির্ম্মলাকে পরাইয়া দেওন)

নির্ম্মলা। হ্যাঁ গা, তুমি কে?

লক্ষ। মহাপাপিনী।

নির্ম্মলা। তুমি যদি মহাপাপিনী, তবে মহাপুণ্যবতী কে?

লক্ষ। আমার পাপের সীমা পরিসীমা নাই।

নির্ম্মলা। এখন তোমার পুণ্যের সীমা পরিসীমা নাই। তোমার অভীষ্ট সফল হোক্।

লক্ষ। যাই, আমি এখন ঐ ঘাটে গিয়ে স্নান করি।

নির্ম্মলা। সূর্য্যগ্রহণস্নানে অক্ষয় পুণ্য লাভ কর।

লক্ষ। (স্বগত) এমন ভিখারিণী তো কখনো দেখিনি। ইনি মানবী না দেবী? আহা, কি এক অলোকিক দিব্য জ্যোতি এই ভিখারিণীর মুখমণ্ডলে বিস্ফুরিত হোচ্চে! খতলে রাহুগ্রাসে রবি—ভূতলে দৈন্য-জলদ-গ্রাসে বিজলী-ছবি! এমন ভিখারিণী হোতে আমার বড় সাধ হয়।

[ভৃত্যগণের সহিত লক্ষহীরার প্রস্থান

অন্যান্য ভিক্ষুকগণ। চল চল, আমরা সঙ্গে যাই—আরো ভিক্ষে পাব।

[কৌশিক ও নির্ম্মলা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কৌশিক। নির্ম্মলে! আমরা আশাতীত ভিক্ষা লাভ কোরেচি। চল এই বার কুটীরে যাই।

নির্ম্মলা। আচ্ছা, চল, কিন্তু—

কৌশিক। (ব্যস্ত হইয়া) কিন্তু কি? কুটিরে ফিরতে তোমার মন সরে না? এখনো লোভের ক্ষোভ মেটে নি কি?

নির্ম্মলা। (সলজ্জে) সে কি! অমন কথা কি বোল্তে আছে? আমার লোভ মিটেচে, কিন্তু অন্যের লোভ বেড়েচে। আমরা গরীব মানুষ, এই সকল সোণা, রূপো, জড়োয়া গহনা কোথায় রাখ্‌বো? চোর ডাকাতের ভয়—জুয়াচোরের চাতুরী। এখন্ উপায়?

কৌশিক। (সহাস্যে) তার জন্য ভয় চিন্তা কি? কুটীরে নয়, অন্যত্র মাটির মধ্যে পুতে রাখ্‌বো। আমি এ গুলো কাপড়ে বেশ কোরে বাঁধি। মুক্তোর মালা, হীরের বালা, আংটী টাংটী খুলে দাও—এক সঙ্গে বাঁধি। (তদ্রূপ করিয়া) এইবার আমায় কোলে নেও। (নির্ম্মলার ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া) চল এইবার।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—প্রতিষ্ঠান নগরের একটি পথ।

[সময়—মধ্যাহ্নের পর।]

কৌশিককে ক্রোড়ে লইয়া নির্ম্মলার প্রবেশ।

কৌশিক। নির্ম্মলে! একটা কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌বো কি?

নির্ম্মলা। কি বোল্‌বে?

কৌশিক। যে স্ত্রীলোকটি, আমাকে তোমাকে আশাতীত ভিক্ষা দিয়ে গেল, তার বাড়ীতে আমাকে নিয়ে যাবে কি?

নির্ম্মলা। (বিস্ময়ে) আশাতীত ভিক্ষে দিয়ে গেলো বোল্‌চো, অথচ আবার তার বাড়ী যাওয়া কেন? সে কি বোল্‌বে?

কৌশিক। স্বর্ণ রৌপ্য বা অলঙ্কার ভিক্ষার জন্য, তার বাড়ী যাব না।

নির্ম্মলা। তবে কি ভিক্ষে?

কৌশিক। এই—এই—এই,—না—যাক্— কিছু না,—চল কুটীরে যাই।

নির্ম্মলা। তুমি অমন কোচ্চো কেন? কি ভিক্ষে বলই না?

কৌশিক। তোমাকে ভয় করে।

নির্ম্মলা। সে কি! আমাকে ভয়!

কৌশিক। তবে বলি শোনো,—রূপভিক্ষা।

নির্ম্মলা। (সবিস্ময়ে স্বগত) স্বামী এ কি বলেন! রূপভিক্ষা! ইনি কি পাগল হলেন! অথবা পুরুষের মন বোঝা ভার। একে ইনি বৃদ্ধ, দরিদ্র, তাতে আবার কুষ্ঠরোগী; এঁর কি এমন আশা করা সাজে? আমি এখন কি বলি? বিষম সমস্যা!

কৌশিক। তুমি কি সেই যুবতীর বাটীতে আমাকে নিয়ে যেতে পার্‌বে না?

নির্ম্মলা। তার বাড়ী কোথা, জানিনি। না হয় খুজে যেতে পারি, কিন্তু তুমি যেরূপ অসঙ্গত ইচ্ছা কোচ্চো, আমার বড় শঙ্কা হোচ্চে।

কৌশিক। তা হোক্, তবু আমি যাব।

নির্ম্মলা। সে কি মনে কোর্‌বে?

কৌশিক। কিছু না।

নির্ম্মলা। তুমি ও কথা বোল্‌তে পার, আমি পারি না। সে রুষ্ট হ'য়ে গাল দেবে—অপমান কোর্‌বে; আমি তা সইতে পার্‌বো না।

কৌশিক। না না; সে বড় ভাল লোক। যে অত দান কোত্তে পারে, সে গালাগালি, অপমান করা জানে না।

নির্ম্মলা। বিষয় বিশেষে লোকে ভাল মানুষ মন্দ মানুষ হয়। তুমি বুঝে সুঝে এরূপ ইচ্ছা কর, এই আমার অনুরোধ।

কৌশিক। বুঝে সুঝেই ইচ্ছা কোরেচি। তার বাড়ী তাকে দেক্তে যাব, এতে আর বিষয় বিশেষই বা কি, ভাল মানুষ, মন্দ মানুষই বা কি?

নির্ম্মলা। (নিরুত্তরা)

কৌশিক। (বিরক্তভাবে) বলি, কোন উত্তর দিতেছ না কেন? এই কি পতিব্রতা নারীর পতিভক্তি?

নির্ম্মলা। (সদুঃখে) কেন, স্বামিন্, আমাকে এমন মর্ম্মভেদী বাক্য-বাণে বিদ্ধ কোচ্চো? তোমার ধর্ম্মপত্নী পতিব্রতা নয়? তার পতিভক্তি নাই?

কৌশিক। তবে আমাকে তার বাড়ী নিয়ে চল।

নির্ম্মলা। (ভাবিয়া) আচ্ছা, নিয়ে যাব; কিন্তু এখন না। এ অবস্থায় হঠাৎ সেখানে যাওয়া ভাল নয়। আগে তার মন বুঝি, তাকে সন্তুষ্ট করি, সম্মত করি; তার পর তোমাকে নিয়ে যাব।

কৌশিক। (সানন্দে) বেশ বেশ, তাই হবে। কিন্তু দু তিন দিনের বেশী বিলম্ব যেন না হয় কেমন?

নির্ম্মলা। আচ্ছা।

কৌশিক। বেশ, নির্ম্মলে, বেশ! চল এই বার কুটীরে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—লক্ষহীরার অট্টালিকার সিংহদ্বার।

[সময়—তৃতীয় প্রহর রাত্রি]

(সিংহদ্বারে বৃহৎ ঘণ্টা দোদুল্যমান)

লক্ষহীরা।

লক্ষ। (গীত)

মরমে জ্বলিছে কি এক জ্বালা,
না পারি সহিতে আর।
পলকে পলকে আকুল হই যে,
দারুণ বেদনা-ভার॥
প্রাণ যে কেমন করে।
না আসে নিদ্রা, শান্তি নাহি,
থাকিতে না পারি ঘরে॥

জনৈক দ্বারবানের প্রবেশ।

দ্বার। (কৃতাঞ্জলিপুটে) ঠাকুরাণি! আপনি হঠাৎ রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় এখানে কেন এলেন?

লক্ষ। (প্রবুদ্ধ হইয়া) অ্যাঁ, রাত্রি তৃতীয় প্রহর! নিদারুণ চিন্তায় কিছুই বুঝ্তে পারিনি।

দ্বার। (সবিস্ময়ে) কি বোল্লেন, নিদারুণ চিন্তা।

লক্ষ। এই কি আমার বাড়ীর বহির্দ্বার?

দ্বার। এই বহির্দ্বার।

লক্ষ। তবে আমি কক্ষে নাই?

দ্বার। আপনি কেন এমন বোল্‌চেন?

লক্ষ। বহির্দ্বারে বৃহৎ ঘণ্টা কই?

দ্বার। ঐ ঝুল্‌চে; ঐ দেখুন।

লক্ষ। (দেখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ঐ সেই ঘণ্টা! ঐ আমার সেই পাপের পর্ব্বত! ঐ ঘণ্টাই ধনিগণের সর্ব্বনাশের মূল—আমার যন্ত্রণাময় শূল। আর ওর দিকে চাইতে পাচ্ছিনি।

দৌবারিক, অবিলম্বে ঐ পাপ ঘণ্টা খুলে ফেলে, গঙ্গাজলে ডুবিয়ে দিয়ে এস। (ভাবিয়া) না, পবিত্র গঙ্গাজলে ও অপবিত্র ঘণ্টা ডুবিও না—আমার পাপের মাত্রা বেড়ে উঠ্‌বে। ওটাকে চূর্ণ বিচূর্ণ কোরে, বিষ্ঠাকুণ্ডে নিক্ষেপ কর, তা হোলে লোকের আর অর্থ নষ্ট হবে না—আমারও পাপের কষ্ট বাড়্‌বে না। সাবধান, কেউ যেন ঘণ্টায় আর ঘা না দেয়।

[বেগে বাটীমধ্যে প্রস্থান

দ্বার। (সবিস্ময়ে) কি আশ্চর্য্য! এ কি দেখ্‌লেম! অসম্ভব পরিবর্ত্তন। যাই অন্য দ্বার-পালদের এ কথা জানাই।

[প্রস্থান।

দূরে নির্ম্মলার প্রবেশ।

নির্ম্মলা। বিকেল বেলায় লোকের মুখে লক্ষ-হীরার নাম ধামের সন্ধান পেয়েচি। এখন এই নিস্তব্ধ রাত্রে একাকিনী এ পথ সে পথ ঘুরে ঘুরে, অনেক দূরে এসে পোড়্‌লেম। আরো কত দূরে লক্ষহীরার বাড়ী? (কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া) এই যে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা। এই কি লক্ষহীরার বাটী? শুনেচি সিংহদ্বারে একটা বৃহৎ ঘণ্টা আছে। দেখি দিকি। (বহির্দ্বারসম্মুখে গিয়া) ঠিক হয়েচে—এই যে বৃহৎ ঘণ্টা ঝুল্‌চে। শুনেচি, ধনীরা এই ঘণ্টায় আঘাত কোরে, বাটীর মধ্যে গিয়ে, লক্ষহীরাকে লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দর্শনী দেয়। কি ভয়ানক ঘণ্টা! আমি এই ঘণ্টায় ঘা দি, তা হোলেই, এখানে যে আছে, বাইরে আসবে। (ক্ষণেক ভাবিয়া) তাইতো, আজ আমি কি জঘন্য কার্য্য কোত্তে উদ্যত হোয়েচি! একে এই তৃতীয় প্রহর রজনী, তাতে আমি পতিপ্রাণা রমণী। এমন সময়ে কি কোরে, পরপুরুষাভিলাষিণী বারাঙ্গনা লক্ষহীরার গৃহে প্রবেশ কোর্‌বো? এ তো সাক্ষাৎ নরকপুরী! এই অট্টালিকার আকার পাপের পর্ব্বত—দ্বার নরকের দ্বার! নির্ম্মলা আজ এই জ্বলন্ত নরকে ঝাঁপ দেবে? তাইতো, কি করি? (ভাবিয়া) ও নির্ম্মলে! কিসের ভয়? কিসের ভাবনা? কিসের লজ্জা? কিসের ঘৃণা? তুমি কি নিজের স্বার্থসাধনের জন্য এই নরককুণ্ডে ঝাঁপ দিচ্চো?—না। কার জন্য তবে? যাঁর জন্য আমি, এ তো একটা সামান্য নরক, কোটি কোটি মহানরকেও ঝাঁপ দিতে পারি। কে তিনি? আমার স্বামী। (চমকিয়া) ও, আমি এতক্ষণ আত্মহারা হোয়ে পোড়েছিলেম। আর না, আর বিলম্ব কোর্‌বো না—ঘণ্টায় ঘা দি। (ঘণ্টায় ঘন ঘন আঘাত)

বেগে জনৈক দ্বারবানের প্রবেশ।

দ্বার। আরে রে, কে ঘণ্টায় ঘা দাও? এক আধ ঘা নয়, একেবারে ঢং ঢং ঢং ঢং। কত লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা এনেচো? থামো থামো, ঘা দিও না। কর্ত্রী ঠাকুরাণীর নিষেধ। থামো থামো। (নির্ম্ম-লাকে দেখিয়া সবিস্ময়ে স্বগত) আরে যা এ কি কাণ্ড! একটা মেয়ে মানুষ যে! অ্যাঁ, মেয়ে মানুষের ঘণ্টায় ঘা! মৎলবটা কি! (প্রকাশে) ওগো, তুমি মেয়ে মানুষ না?

নির্ম্মলা। হাঁ।

দ্বার। তুমিই ঘণ্টায় ঘা দিয়েচো?

নির্ম্মলা। হাঁ।

দ্বার। তুমি কি জান না, এই ঘণ্টায় ধনী পুরুষ ভিন্ন, অন্য কারো ঘা দেবার অধিকার নেই?

নির্ম্মলা। জানি, কিন্তু আমার একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে, তাই ঘণ্টায় ঘা দিলেম।

দ্বার। (সবিস্ময়ে) এত রাত্তিরে মেয়ে মানু-ষের কাছে মেয়ে মানুষের প্রয়োজন।

নির্ম্মলা। তুমি যদি দয়া কোরে, আমার এই অঙ্গুরীটি তোমার কর্ত্রী ঠাক্‌রোণকে দাও, তবে আমি বড় বাধিত হই।

দ্বার। (বিস্ময়ে) কি! আংটী! আচ্ছা, দাও। (অঙ্গুরী লইয়া) তুমি দরোজার ভিতর এসে খানিক অপেক্ষা কর।

উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—লক্ষহীরার শয়ন-কক্ষ।

[সময়—রাত্রি তৃতীয় প্রহর]

পর্য্যঙ্কোপরি লক্ষহীরা উপবিষ্টা।

লক্ষ। (সবিস্ময়ে) কে এত রাত্রে ঘণ্টায় বারংবার আঘাত কোচ্চে !

অঙ্গুরী লইয়া দ্বারবানের প্রবেশ।

দ্বারবান্! কেন আমার আদেশ পালন কর নি? কেন ঘণ্টা চূর্ণ বিচূর্ণ কর নি? কে ঘণ্টায় ঘা দিলে?

দ্বার। একটি স্ত্রীলোক।

লক্ষ। (সবিস্ময়ে) কি! স্ত্রীলোক! কে সে?

দ্বার। অন্ধকারে চিন্তে পারি নি। সে একটি অঙ্গুরী দিয়েচে; এই নিন্।

লক্ষ। (অঙ্গুরী লইয়া) ভাল কোরে দেক্তে হবে। একটা বাতি আন।

[দ্বারবানের প্রস্থান।

(স্বগত) কে স্ত্রীলোক! কিসের অঙ্গুরী! এত রাত্রে স্ত্রীলোক! ব্যাপার কি!

প্রজ্বলিত বাতি লইয়া দ্বারবানের পুনঃপ্রবেশ।

নিকটে বাতির আলো ধর। (দ্বারবানের তদ্রূপ করণ) তাই তো, এটি যে আমারই অঙ্গুরী—এই যে, এতে আমারি নাম লেখা। দ্বারবান্, শীঘ্র সেই স্ত্রীলোকটিকে আমার নিকট আন।

[দ্বারবানের প্রস্থান।

আমি আজ মধ্যাহ্ন সময়ে, সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে, ত্রিবেণীতীর্থে একজন কুষ্ঠি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের পত্নীকে এই অঙ্গুরী দান কোরেছিলেম। সেই ভিক্ষুক-পত্নীই কি এত রাত্রে আমার নিকট এসেচে? অথবা অন্য কোন নারী? যাই হোক, এলেই বুঝ্‌তে পার্‌বো।

নির্ম্মলাকে লইয়া দ্বারবানের পুনঃপ্রবেশ।

(স্বগত) ইনি তিনিই তো বটেন। (প্রকাশে) এস, সতি, এস; প্রণাম করি, পায়ের ধূলো দাও, আমার পাপদেহ পবিত্র হোক্! (প্রণাম)

নির্ম্মলা। আপনার মঙ্গল হোক্।

লক্ষ। (একটি স্বতন্ত্র আসন দেখাইয়া) এই আসনে বোসো।

নির্ম্মলা। থাক্, আমি দাঁড়িয়ে থাকি।

লক্ষ। অপবিত্রার অপবিত্র গৃহ, অপবিত্র আসন বোলে কি ঘৃণা কোচ্চো?

নির্ম্মলা। (সলজ্জে) না না, আসনে বোস্‌চি। (উপবেশন)

লক্ষ। যে ব্রাহ্মণীকে আমি সূর্য্যগ্রহণ কালে এই আংটাটি দিয়েছিলেম, তুমিই কি তিনি?

নির্ম্মলা। হাঁ, আমিই।

লক্ষ। আমি তোমাকে দেখেই চিন্তে পেরেচি, তবু একবার জিজ্ঞাসা কোল্লেম। (ক্ষণকাল পরে) হাঁগা, তোমার নাম কি?

নির্ম্মলা। নির্ম্মলা।

লক্ষ। নির্ম্মলাই বটে। অতি মনোহর নাম। আচ্ছা, তুমি এত রাত্রে এখানে এসে মদ্দত্ত অঙ্গুরীটি আমার নিকট কি নিমিত্ত পাঠালে?

নির্ম্মলা। (নিরুত্তরা)

লক্ষ। চুপ কোরে রইলে কেন? যদি বল্‌বার বাধা না থাকে, নিঃসন্দেহে বল। আমি তোমার অভীষ্ট পূরণ অবশ্যই কোর্‌বো।

নির্ম্মলা। আমি আপনার আশ্বাস বচনে সাহস পেলেম। তবে শুনুন,—আমার স্বামী আপনাকে দেখ্‌বার জন্য আপনার নিকট আস্‌তে অত্যন্ত ইচ্ছুক হয়েচেন। কিন্তু তিনি অতি দীনহীন দরিদ্র, তাতে আবার কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত। আমি বড়ই ভাবিত হয়েচি। দরিদ্রের মনে কেন এমন দুরাশা জাগে!

লক্ষ। তার জন্য চিন্তা কি? তুমি কল্য সন্ধ্যার সময় তোমার স্বামীকে আমার নিকট আস্‌তে বোলো।

নির্ম্মলা। (সানন্দে) আজ আমি আকাশের চাঁদ হাতে পেলেম। আমাকে আপনি যেরূপ সুখী কোল্লেন, আমি সেইরূপ আমার স্বামীর পাদপদ্ম সাক্ষী কোরে, আশীর্ব্বাদ কোচ্চি, আপনি পরজন্মে সতী সাবিত্রী হবেন।

লক্ষ। (সানন্দে) সতি নির্ম্মলে! তোমার অটল আশীর্ব্বাদ অবশ্যই এই হতভাগিনীর কামনা পূর্ণ কোর্‌বে। আমার এই প্রকাণ্ড অট্টালিকা, আমার এই অতুল ঐশ্বর্য্যের মূল্য, তোমার অমূল্য আশীর্ব্বাদের কাছে অতি তুচ্ছ। তুমি মানবী আকারে দেবী—আমি মানবী আকারে পিশাচী। তুমি অরণ্যে তুলসী বৃক্ষ—আমি উদ্যানে বিষ-লতিকা। তুমি আকরগর্ভে মহামূল্য মণি—আমি অট্টালিকা মধ্যে অসার কাচখণ্ড। তোমার আশীর্ব্বাদে, অবশ্যই আমি পরজন্মে তোমার ন্যায় পতিপদসেবায় জন্ম সার্থক কোত্তে সক্ষম হব। কুণ্ঠিত হয়ো না। কল্য সন্ধ্যার সময় তোমার পরমপূজনীয় স্বামী আমার এই নরকসদৃশ অপবিত্র গৃহে আগমন কোল্লে, তাঁর পরমপবিত্র পদধূলি নিয়ে, আমি পবিত্র হব।

নির্ম্মলা। তিনি একাকী আস্‌তে পার্‌বেন না। আমি তাঁকে সঙ্গে কোরে আন্‌বো।

লক্ষ। অতি উত্তম। (ক্ষণপরে) এখনও অনেক রাত্রি আছে। আজ এখানে অবস্থান কোরে, কাল প্রাতে বাড়ী যেও। আমার বাটীতে আর কোন পর পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই।

নির্ম্মলা। আমি আপনার বাক্যে যারপর-নাই আনন্দিত ও বাধিত হলেম; তবে কি না, আমার পতি উৎকণ্ঠিতচিত্তে কুটীরে অবস্থান কোচ্চেন। আমি এই রাত্রেই তাঁর নিকট ফিরে যাব, বোলে এসেচি।

লক্ষ। (ভাবিয়া) আচ্ছা, তবে এস। এই নেও তোমার অঙ্গুরী। (অঙ্গুরী দিয়া) সঙ্গে চার জন দারবান্—চার জন দাসী দি, নৈলে একাকিনী অন্ধকারে কি কোরে যাবে?

নির্ম্মলা। আপনার অপার করুণা।

লক্ষ। (গীত)

পুড়ে মরি পাপের তাপে,
কেঁদে মরি অনুতাপে,
ভয়ে মরি মনস্তাপে,
নরক-যাতনায়।
হৃদয় মাঝে শান্তি নাই,
ব্যাকুল আমি সর্ব্বদাই,
স্থান নাই কো, কোথায় যাই,
রেখো তোমার পায়।—
সতীর চরণ, পাপীর শরণ,
প্রাণ যে তোমায় চায়॥

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—কৌশিকের কুটীর-সম্মুখ।

[সময়—শেষ রাত্রি]

কৌশিক উপবিষ্ট।

কৌশিক। আহা সুন্দরী কি সুন্দরী! যুবতী কি যুবতী! রূপসী কি রূপসী! এমন অপরূপ দেখিনি, দেখ্‌বও না। চাঁদ দেখেচি—কলঙ্ক আছে; ফুল দেখেচি—রেণু আছে; কেউই নিখুঁত নয়; নিখুঁত কেবল সেই ষোড়শী রূপসী! সে মনভোলা রূপ একবার দেখ্‌লে কি সাধ মেটে? অষ্ট প্রহর স্পষ্ট চক্ষে চেয়ে থাক্‌লেও, সে অপরূপ রূপ দেখার আশা মেটে না। (ভাবিয়া) দেখি, নির্ম্মলা কি কোরে আসে। রাত যে যায় যায়, তবু নির্ম্মলার দেখা নাই। তারি দেরি। তা হোক্, বিলম্বেই কার্য্যসিদ্ধি। একটা

শক্ত কাজ কোত্তে গেলে, কথাবার্ত্তায় দু দশ দণ্ড দেরিই হয়। আমিও ততক্ষণ একটা গান গেয়ে, দেরির কষ্ট নষ্ট করি।

(গীত)

চোখ না হোলে, রূপ না মেলে,
চোখে রূপে পীরিত ভারি।
চোখ বোঝে রূপ, রূপ বোঝে চোখ,
মাঝখানে কাম, বলিহারি!॥
ভবের হাটে, সদাই খাটে, নরনারী;—
কেন খাটে, রূপের ঠাটে দোকানদারী॥

নির্ম্মলার প্রবেশ।

নির্ম্মলা। (সহাস্যে) ও কি হোচ্চে?

কৌশিক। (সহাস্যে) ধারে রূপ কিনচি। তুমি নগদ কারবারের হিসাবটা দাও।

নির্ম্মলা। (সহাস্যে) ও কি বোল্‌চো?

কৌশিক। বোল্‌চি কি, সংবাদ শুভ না অশুভ?

নির্ম্মলা। বোল্‌চি; আগে দীপ জ্বালি।

কৌশিক। দীপ জ্বাল্‌তে যত দেরি, মুখের কথাটা বোলে ফেল্‌তে তো তত দেরি হয় না। কথাটা বোলে সোল্‌তেটা জ্বাল না কেন?

নির্ম্মলা। (ঈষৎ শব্দযুক্ত হাস্যকরণ)

কৌশিক। (হাস্যদর্শনে হাস্যমুখে) নির্ম্মলে! তুমি সুখে থাক, আমি সুখী হয়েচি।

নির্ম্মলা। (সহাস্যে) আমাকে দেখে সুখী হোলে না কি?

কৌশিক। (সহাস্যে) তুমি বিষাদ নিয়ে গিয়েছিলে, আহ্লাদ নিয়ে ফিরে এলে; তবে তোমাকে দেখে সুখী হব না তো কি?

নির্ম্মলা। (সহাস্যে) বিষাদ নিয়ে গিয়েছিলেম বটে, কিন্তু আহ্লাদ নিয়ে ফিরে এলেম কি কোরে?

কৌশিক। (সহাস্যে) তোমার হাসিকেই সেই কথা জিজ্ঞাসা কর। নির্ম্মলে! আমি জানি, কান্নার নাম বিষাদ—হাসির নাম আহ্লাদ!

নির্ম্মলা। তবে তাই।

কৌশিক। বাহবা! বেশ বেশ! সুখে থাক—দীর্ঘজীবিনী হও। (ক্ষণকাল ভাবিয়া) বলি, নির্ম্মলে! অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রে যেতে আস্‌তে পথে কোনরূপ কষ্ট হয় নি তো?

নির্ম্মলা। তোমার চরণধূলি আঁচলে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিলেম; ভগবান্ সহায় হয়েছিলেন।

কৌশিক। বেশ বেশ। তুমি নির্ব্বিঘ্নে ফিরে এলে, আমিও নিরুদ্বিগ্ন হলেম; আরও নিরুদ্বিগ্ন হব, যে জন্য এত কষ্ট কোরে যাওয়া আসা কোল্লে, সেই বিষয়ের সুফল জান্‌তে পার্‌লে।

নির্ম্মলা। লক্ষহীরা কাল সন্ধ্যের পর তার কাছে তোমায় নিয়ে যেতে বোলেচে।

কৌশিক। (অত্যন্ত আহ্লাদে) অ্যাঁ, অ্যাঁ! বল কি! আমায় নিয়ে যেতে বোলেচে! হুঁ, তাই তো বলি, যে অত স্বর্ণরত্ন দান কোত্তে পারে, সে কি কখনও রূপরত্ন দান কোত্তে কাতর হয়? ব্রাহ্মণি! তুমি আজ আমার দূতী হোয়ে, আমাকে জন্মের মত বিনি-মূলে কিনে রাখ্‌লে। আশীর্ব্বাদ করি, এম্নি কোরে জন্ম জন্ম আমাকে কেনো।

নির্ম্মলা। (হাস্যকরণ)

কৌশিক। হ্যাঁ নির্ম্মলে! সেই সুন্দরী যুবতীর নামটি কি বোল্লে?

নির্ম্মলা। লক্ষহীরা।

কৌশিক। লক্ষহীরা! লক্ষহীরাই বটে! লক্ষহীরা না হোলে অত সোণা হীরা কে ভিক্ষা দিতে পারে? সোণা হীরার পর রূপ-হীরা! আমার মত ভাগ্যবান্ ভিক্ষুক আর দ্বিতীয় নাই। (ভাবিয়া) দেখ, ব্রাহ্মণি! কাল সন্ধ্যার পর একটা বড়লোকের নিকট নিমন্ত্রণ রাখ্‌তে যেতে হবে, সুতরাং আমার বেশভূষাটাও বড় গোচের হওয়া চাই। রূপসী লক্ষহীরা অনেক স্বর্ণমুদ্রা দান কোরেচে। তারি মধ্যে দু চারটে নিয়ে, কল্য প্রাতে তুমি হাট থেকে, উত্তম বস্ত্র, উত্তম

পাগড়ী, অগুরু চন্দন, সুগন্ধ পুষ্পমাল্য ইত্যাদি ক্রয় কোরে এনো ;—কেমন ?

নির্ম্মলা। আন্‌বো। যাই এখন মুখ হাত পা ধুইগে।

[প্রস্থান।

কৌশিক। (গীত)

কাল্‌কে সাঁজে, মোহন সাজে,
লক্ষহীরের কাছে যাব।
আশ মিটিয়ে, চেয়ে চেয়ে,
চোখু চেয়ে রূপ-সুধা খাব ॥
কইবে কথা হাস্যমুখে,
নাচ্‌বে আমার মনটা সুখে,
রাত পোহালে অপ্সরীকে,
প্রাণটা ভোরে দেক্তে পাব ॥

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—লক্ষহীরার কক্ষ।

[সময়—সন্ধ্যার পর]

সিংহাসনে কৌশিক আসীন।

সিংহাসনের একপার্শ্বে নির্ম্মলা অপর পার্শ্বে চামর-হস্তে লক্ষহীরা দণ্ডায়মানা।

লক্ষ। অনেক দূর এসে আপনার বড় কষ্ট হয়েচে, আমি চামরবীজনে আপনাকে সুশীতল করি।

কৌশিক। না, লক্ষহীরে, আস্‌তে তত কষ্ট হয় নি, যত কষ্ট তোমায় না দেখে হয়েছিল।

লক্ষ। আমি সামান্যা বেশ্যা—পাপের নরক! আমাকে না দেখে আপনার কষ্ট হয়েছিল; এতে আমি অত্যন্ত কষ্ট পেলেম। কিন্তু, ঠাকুর! আপনার শ্রীচরণ দর্শনে আমার সমস্ত কষ্ট বিনষ্ট হোলো।

কৌশিক। (স্বগত) রূপসী বড় মিষ্টভাষিণী। আরে, এমন না হোলে কি লক্ষহীরা এত বড় অট্টালিকা—এত অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হয়? এর অপ্সরানিন্দিত রূপযৌবনশোভিতা মুখ-চ্ছটাদর্শনে এবং এই বীণাধ্বনিবিনিন্দিত মধুর বচন শ্রবণেই তো ধনীরা পথের ভিখারী হোয়েচে। আমি যে এমন জন্ম-ভিখারী, আমার তো কিছুই তাই, তবু একে প্রাণ, মন, দেহ, নয়ন, জীবাত্মা, পরমাত্মা সমস্তই দর্শনী দিয়েচি। উঃ, সুন্দরীর কি মহাস্মারী রূপের কারবার! ধনী ভিখারী এক সমান! (ভাবিয়া) আচ্ছা, রূপ কি পদার্থ ?—জ্বলন্ত অনল। ধনী, ভিখারী কি পদার্থ ?—পতঙ্গ। ইস্! লক্ষহীরার রূপ যতই আমার চক্ষে ঘনীভূত হোচ্চে, ততই জ্বলন্ত অনল আরও জোরে উঠ্‌চে। আমি কৌশিক-পতঙ্গ ততই ঐ রূপাগ্নি-জ্বালায় ঝলসিত হোচ্চি। উঃ, বিষম উত্তাপ! অসহ্য—বড়ই অসহ্য! উত্তাপে আমার কাম পিপাসা জল-পিপাসায় পরিণত হোলো যে! উৎকণ্ঠায় কণ্ঠ শুষ্ক! জল—জল! (প্রকাশ্যে) লক্ষহীরে! অত্যন্ত পিপাসা—শীঘ্র সুশীতল জল দাও।

লক্ষ। যে আজ্ঞে; এখুনি আন্‌চি।

[বেগে প্রস্থান।

কৌশিক। উঃ, দারুণ পিপাসা! নির্ম্মলে, বড় বিলম্ব হোচ্চে, তুমিও দৌড়ে যাও। কণ্ঠতালু মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক! অত্যন্ত কষ্ট! জল! জল! যাও, যাও।

নির্ম্মলা। (শশব্যস্তে) স্বামিন্, এমন পিপাসা তো তোমার কখন দেখিনি।

কৌশিক। সপ্তসমুদ্রপানেও এ তৃষ্ণা মিট্‌বে কি না সন্দেহ। আর কথা কইতে পারি না। যাও—যাও।

নির্ম্মলা। যাই। (কিয়দ্দূর গিয়া) না, যেতে হোলো না। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) এস এস, শীগ্‌গির এস।

নেপথ্যে লক্ষহীরা। এই যে এসেচি। চল চল।

একটি স্বর্ণথালীতে একটি হিরণ্ময় ও একটি মৃণ্ময় জলপূর্ণ পাত্র লইয়া বেগে লক্ষহীরার প্রবেশ।

লক্ষ। (কৌশিকের সমক্ষে উক্ত থালী রক্ষা করিয়া) ঠাকুর! এই জলপান করুন্।

কৌশিক। (সবিস্ময়ে) লক্ষহীরে! এ কি?

লক্ষ। কি, বলুন?

কৌশিক। একটি সোণার ঘটী, অপরটি মাটির ঘটী, অথচ দুটিতেই জল দেখ্‌চি। এক প্রকার পাত্রে জল না এনে, পাত্র পার্থক্য কেন কোর্‌লে? অগ্রে বুঝিয়ে দাও, তবে জলপান কোর্‌বো।

লক্ষ। ঠাকুর! সোণার ঘটীতে কূওর জল— মাটির ঘটীতে গঙ্গাজল।

কৌশিক। (কৌতূহল-বিস্ময়ে) এখনো বুঝ্‌তে পাল্লেম না। শীঘ্র এর চরমার্থ বুঝাও।

লক্ষ। সোণার ঘটীতে কূওর জল কি না আমি লক্ষহীরা—মাটির ঘটীতে গঙ্গাজল কি না আপনার পতিব্রতা পত্নী নির্ম্মলা। এখন বলুন, কোন্ জলপাত্র আপনি ইচ্ছা করেন?

কৌশিক। (নিরুত্তরে চিন্তামগ্ন)

লক্ষ। বলুন, ঠাকুর, কোন্ জলপাত্র আপনি ইচ্ছা করেন?

কৌশিক। (প্রবুদ্ধ হইয়া) লক্ষহীরে! আমার অভেদ্য মোহব্যূহ ভেদ হয়েচে। (নির্ম্মলার প্রতি) নির্ম্মলে! পত্নি! সতি! আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি মনুষ্যনামধারী পশু, নৈলে তোমা হেন সতী সাবিত্রীকে ভুলে বেশ্যার রূপে উন্মত্ত হব কেন? এতক্ষণে আমার পূর্ণ চৈতন্য হোলো (লক্ষহীরার প্রতি) লক্ষহীরে! তুমি বেশ্যা বট কিন্তু যে সে বেশ্যা নও। বেশ বুঝেচি, আমার ন্যায় নির্ব্বোধ কামান্ধ পশুবৎ নরাধমকে অলৌকিক জ্ঞান শিক্ষা দেবার নিমিত্ত, ভগবান্ তোমাকে বেশ্যারূপে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। লক্ষহীরে! তুমি বাহিরে বেশ্যা, কিন্তু অন্তরে পরমারাধ্যা দেবী। আমি দীনহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার অপর সম্বল কিছুই নাই—আছে কেবল অমোঘ আশীর্ব্বাদ। আমি পবিত্র যজ্ঞোপবীত স্পর্শ কোরে আশীর্ব্বাদ কোচ্চি, পরজন্মে তুমি, আমার পত্নীর ন্যায় সতী সাবিত্রী হয়ে, নিশ্চয় জন্মগ্রহণ কোর্‌বে।

নির্ম্মলা। লক্ষহীরে! আমি স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী, আমারও ঐ আশীর্ব্বাদ।

লক্ষ। (অত্যানন্দে) আমি আজ কৃতকৃতার্থা হলেম। উভয়ে আমার ভক্তিময় প্রণাম গ্রহণ করুন্! ঠাকুর! জলপান করুন্।

কৌশিক। লক্ষহীরে! তোমার জলপাত্র-পরীক্ষায়, পরম শিক্ষা লাভ কোরেচি—নিদারুণ তৃষ্ণাও বিস্মৃত হয়েচি। জ্ঞানামৃতে যার তৃষ্ণাশান্তি হয়, সে কি আর সামান্য জলপান কোত্তে চায়? লক্ষহীরে! জলতৃষ্ণা তো অতি তুচ্ছ, আজ তোমার দত্ত জ্ঞানামৃতে আমার রূপতৃষ্ণা, কামতৃষ্ণা, মোহ-তৃষ্ণা বিনষ্ট হয়েচে। আজ আমি ধন্য, লক্ষহীরা আমার জ্ঞানগুরু।

লক্ষ। আমি সামান্যা নারী।

কৌশিক। তুমি অসামান্যা দেবী। যাই, আমি কুটীরে গিয়ে, তোমার এই দেবীমূর্ত্তি ধ্যান করি। নির্ম্মলে! আমায় নিয়ে চল। লক্ষহীরে! দেবি! আমরা বিদায় হই।

লক্ষ। আমি প্রত্যহ কুটীরে গিয়ে, আপনাদের চরণ দর্শন কোরে আস্‌বো। আসুন তবে, প্রণাম করি। (প্রণাম)

কৌশিক। জয়োঽস্তু।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—বনপথ।

[সময়—প্রথম প্রহর রাত্রি]

সহসা মেঘোদয়, ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত ও বিদ্যুৎপ্রকাশ।

কিয়ৎক্ষণ পরে কৌশিককে ক্রোড়ে লইয়া নির্ম্মলার প্রবেশ।

কৌশিক। নির্ম্মলে! বিপথে এসে বিপদে ফেল্‌লে দেখ্‌চি।

নির্ম্মলা। লোকের পথে গেলে, দুষ্ট লোকে পাছে তোমায় ঘৃণা করে, গাল দেয়, তাই বিপথ দিয়ে কুটীরে যাচ্চি।

কৌশিক। তা বটে, কিন্তু বিপদ যে ক্রমেই বৃদ্ধি। একে ঘোর অন্ধকার, তায় ভয়ঙ্কর ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত, বিদ্যুৎপ্রকাশ। ভিজে মোলেম! ঝড়ের ঝট্‌কায় দম্ আট্‌কায়! বজ্রনাদে কানে তালা! বিদ্যুতের বিষম ঝলা! ঐ দেখ!—ঐ শোন! উঃ, কি হবে!

নির্ম্মলা। ভগবান্‌কে স্মরণ কর।

কৌশিক। উঃ, বড় বিপদ! নির্ম্মলে, তোমা হেন সতী লক্ষ্মীকে নিদারুণ কষ্ট দিয়ে, বেশ্যার রূপে উন্মত্ত হয়েছিলেম বোলেই কি প্রকৃতি আজ আমার প্রতি উন্মত্তা! পাপের শাস্তি হাতে হাতে!

নির্ম্মলা। না, স্বামিন্, অমন কথা বোল্‌তে নাই। আমি শীগ্‌গির শীগ্‌গির পথ হাঁট্‌চি।

কৌশিক। এখনও অনেক দূর। তুমি এক কাজ কর। ঐ দিক্ দিয়ে দ্রুত চল।

নির্ম্মলা। ও দিকে যে ভীষণ মশান! চোরেরা শূলে ম'রে আছে! মাংস খোসে খোসে, বিচ্ছিরী হাড় গোড় ঝুল্‌চে! মাটিতে হাড় ছড়াছড়ি; ও দিক্ দিয়ে যেতে ভয় হয়।

কৌশিক। আমি সঙ্গে আছি, কিসের ভয়? ব্রাহ্মণের কাছে ভূত প্রেত?

নির্ম্মলা। সে ভয় নয়, মনের ভিতর যেন আর একটা কি ভয়ানক ভয় জেগে উঠ্‌চে। মশান দিয়ে যাব না, স্বামিন্!

কৌশিক। সাধে কি ঈশ্বর মেয়ে পুরুষে আকাশ পাতাল তফাৎ কোরেচেন? এই জন্যেই। কোথায় কি, তার ঠিক নেই, ওঁর মনের ভিতর ভয়ানক ভয়। ভয় আবার কি? ভয় কোল্লেই ভয়, নয় কিছুই নয়।

নির্ম্মলা। না, মশান দিয়ে যাব না; সত্য সত্য আমার মনে কি একটা খট্‌কা লাগ্‌চে। (পুনর্ব্বার বৃষ্টি, বজ্রপাত ইত্যাদি)

কৌশিক। (বিরক্ত হইয়া) দূর হোক্‌গে ছাই! তোমার খট্‌কায় আমার মট্‌কা ফাটে যে। শুন্‌চো বাজের কড়্‌কড়ানি! (পুনর্ব্বার বজ্রধ্বনি) ঐ শোনো, গেলেম যে! জেনে শুনে পতিহত্যা কোল্লে!

নির্ম্মলা। ছি ছি, স্বামিন্, দাসীকে অমন্ কথা বোল্‌তে নেই। যা করেন ভগবান্। চল তবে।

কৌশিক। চল চল।

নির্ম্মলা। বিপত্তির মধুসূদন ভগবানের নাম স্মরণ কোত্তে কোত্তে যাই চল।

উভয়ে। (গীত)

ঘোর বিপাকে, ডাকি তোমাকে,
বিপদহারী মধুসূদন।
(তোমার) অভয়চরণ, ভীতের শরণ,
জীবনকারণ মরণবারণ॥
কর হে করুণা দীনে,
কে তারে তোমা বিনে,
বাঁচাও ঘোর কুদিনে,
দয়াময় নারায়ণ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—মশান।

[সময়—মধ্যরাত্রি]

ইতস্ততঃ লৌহশূলোপরি মৃত তস্কর-গণের কঙ্কালসমূহ লম্বমান।

ভূতলে ইতস্ততঃ অস্থিরাশি নিক্ষিপ্ত।

একটি শূলোপরি সমাধিমগ্ন মহর্ষি অণীমাণ্ডব্য আরোপিত অবস্থায় অবস্থিত।

দূরে কৌশিককে ক্রোড়ে লইয়া নির্ম্মলার প্রবেশ।

(ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্রপাত ইত্যাদি ঘটনা)

নির্ম্মলা। হায় হায়, কি হবে উপায়!
হের, নাথ ভীষণ মশান,
ভীষণে ভীষণে একাকার,
না দেখি নিস্তার বুঝি আর!
হের ওই মৃতের কঙ্কাল,
রাশি রাশি অস্থি ছড়াছড়ি।
শৃগাল কুকুরদল গিলিছে কবলে
শবের গলিত মাংসরাশি,
ক্ষুধাতুরা মহা-উন্মাদিনী
প্রকৃতিও গিলে বা কবলে
আমা দোঁহে এ ভীম মশানে!

কৌশিক। নির্ম্মলে! কি হেতু ভয়?
চল ত্বরা এই দিক্ দিয়া,
সাহসে বাঁধিয়া হিয়া।
গভীর নিবিড় অন্ধকার,
সাবধানে হও আগুসার।
আহা, একে তুমি দুর্ব্বলা অবলা,
তাহে মোর দেহভারে শ্রান্ত হইয়াছ
দরিদ্রের শান্তিময়ি!
তব কষ্টে কষ্ট পাই অতি।
কি করিবে, সতি,
হতভাগ্য কুষ্ঠী পতি তব।
বড়ই পাপিষ্ঠ স্বামী আমি,
আমা হ'তে পত্নীর যন্ত্রণা।

নির্ম্মলা। না, নাথ! যন্ত্রণা কিবা মোর?
সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যবতী আমি;
তেঁই সদা সেবা করি স্বামী;
স্বামি-অনুগামী দিবাযামী।

কৌশিক। যা হবার হোলো আজি,
আর নাহি কষ্ট কভু দিব হে তোমায়।
এই কষ্ট শেষ কষ্ট,
স্পষ্ট আমি কহি যে তোমারে।
চল এবে লয়ে মোরে।

(কৌশিক-ক্রোড়ে নির্ম্মলার কিয়দ্দূর গমন ও শূলারূঢ় মহর্ষি অণীমাণ্ডব্যের মস্তকে কৌশিকের পদস্পর্শ হওন)

অণী। (কুষ্ঠরোগীর পদস্পর্শে ভগ্নধ্যান হইয়া সবিস্ময়ে)—
এ কি হোলো! ধ্যান ভগ্ন হোলো!
শত শত বর্ষের সমাধি;
যাহে নিরবধি মহাধ্যান সাধি,
যাহে মহাব্রহ্ম-আরাধনা করি
মহাব্রহ্মানন্দ লভিতেছি প্রাণে,
কোন্ মূঢ় ভাঙিল সে ধ্যান?
পদস্পর্শ হইল কাহার
মস্তকে আমার?
ধ্যানে দেখি রহস্য ইহার।
(ধ্যানস্থ হইয়া সরোষে)—
কি! এই মহাকুষ্ঠরোগী পাপী
তাপিত করিল মোরে!
পাপীর চরণস্পর্শে ব্রহ্মে হারাইনু,
শত শত বর্ষের রতন

নষ্ট কৈল এই মহাপাপী।
কর্ম্মের মতন শাস্তি দিব,
দেখি, কে নিবারে মোরে ?
আরে আরে কুষ্ঠী পাপী,
রজনী প্রভাত হ'লে,—
মরিবি মরিবি সুনিশ্চয়।
অন্যথা হবার নয় মোর অভিশাপ।

কৌশিক। (অত্যন্ত ভয়ে) হা নির্ম্মলে !
মুনিশাপে মরিলাম আমি !
বিধবা হইলে তুমি অকালে অভাগী !

নির্ম্মলা। (সরোষগর্ব্বে) স্বামিন্ ! কিসের ভয় ?
কার সাধ্য বিধবা করিবে মোরে ?
ব্রহ্মধ্যানে ঋষি দিল শাপ,
পতিধ্যানে আমি দিব শাপ,
পতিই আমার ব্রহ্ম।
হের, পতি, সতীর শকতি,
হের নিশি, হের দশ দিশি,
হের হের উন্মত্তা প্রকৃতি,
হের মেঘ, হের বৃষ্টি, হের সৌদামিনি,
হের বন, হের অন্ধকার,
হের রে মশান,
হের হের ভীম বজ্র,
কোটি-বজ্র-পতন সমান
অভিশাপ করি দান,—
যদি সতী হই আমি,
যদি পতি বিনা নাহি জানি,
তা হোলে নিশ্চয়
রজনী প্রভাত নাহি হবে,
সূর্য্য নাহি দেখা দিবে উদয় অচলে ;
বৈধব্যযন্ত্রণা নাহি ঘটিবে আমার।
এই আমি স্বামী সনে বসিনু মশানে,
দেখি,
কে করে বিধবা মোরে।

(কৌশিক ও নির্ম্মলার ভূতলে উপবেশন)

অণী। (সবিস্ময়ে স্বগত) এ কি ! কোথা আমি !
কোথা মোর তপোবন !
এ যে ঘোর ভীষণ মশান,
দুষ্টজনমৃত্যুদণ্ডভোগস্থান !
কিরূপে আইনু আমি হেথা ?
শূলবাথা হয় অনুভব।
কি আশ্চর্য্য ! শূলেই তো আমি।
এ ঘটনা কেন ভাগ্যে মোর ?
কোন্ অপরাধে,
কোন্ পাপে শূলে আমি ?
দেখি ধ্যানযোগে।
(ধ্যানে বুঝিতে পারিয়া)
ও, বুঝিলাম এতক্ষণে,
চৌরগণ সনে মোরে তপোবন হ'তে
আনিল প্রহরিগণ চৌর ভাবি মোরে।
প্রতিষ্ঠানপতি
আজ্ঞা দিল শূলে চড়াইতে।
সঙ্গ-দোষে শূলভোগ ভাগ্যেতে আমার।
দূর হৌক্, যোগবলে লৌহ শূল ছাড়ি
শূন্যে উঠি শূন্যপথে তপোবনে যাই।

(বেগে ব্রহ্মার প্রবেশ ।)

ব্রহ্মা। (শশব্যস্তে) ক্ষণকাল তিষ্ঠ, তপোধন !
তারপর তপোবনে করিও গমন।
মুনি ! তুমি শাপ দিয়া
এ কি কৈলে আজি !—
ঘটাইলে সৃষ্টিবিপর্য্যয়,
মরিবে নিশ্চয় জীবকুল।
বহুক্ষণ রজনী হয়েছে শেষ,
তবু নাহি ঘুচে অন্ধকার,
নাহি উঠে দিনমণি।
অবিনাশী অন্ধকারে—
নিদারুণ হাহাকারে
অধীর হয়েছে লোকচয় ;
অভিশাপ কর প্রত্যাহার,
জীবগণে করহ নিস্তার।

অণী। প্রণিপাত, পদ্মযোনি !
ক্ষমা কর মোরে, ক্ষমাময় !

মহাপাপী-কুষ্ঠপদ ছুঁয়ে,
ব্রহ্মভ্রষ্ট হয়ে কষ্ট পাইয়াছি অতি,
তেঁই দিনু মোর অভিশাপ।
নারিব লঙ্ঘিতে কভু, প্রভু!

ব্রহ্মা। বিষম বিভ্রাট!
মুনি না শুনিল কথা।
অণীমাণ্ডব্যের শাপে
সৃষ্টি মোর নষ্ট জীব সনে।
নির্ম্মলারে বুঝাইয়া দেখি।
সতি! জীবের দুর্গতি হয়,
অভিশাপ প্রত্যাহার কর।
হউক রজনী ভোর,
কাটুক সঙ্কট ঘোর,
উদয় হউক দিবাকর,
বাঁচুক হেরিয়া রৌদ্র জীবজন্তুগণ।

নির্ম্মলা। (সরোদনে গীত)

এ কি নিদারুণ বাণী কহ, বিধি দয়াময়।
বিধবা হইব আমি হইলে তপনোদয়॥
বিনা দোষে ঋষিশাপ,
মনে পাই পরিতাপ,
মরিবে আমার পতি,
সতীপ্রাণে কভু সয়;—
সতীর বচন কভু অন্যথা হবার নয়॥

ব্রহ্মা। ভাল, সতি, শুন মোর বাণী,—
মঙ্গল হইবে তব,
জগতের মঙ্গল যদ্যপি সাধ তুমি।
দুই দিক রক্ষা হয় যায়,
তাই করা সুসঙ্গত অতি।
মুনিশাপ—সতীশাপ দুই পূর্ণ হোক্,
অথচ হউক্ নিশি শেষ,
উঠুন্ দীনেশ নভস্তলে।
বাঁচুক জগতজীব,
সৃষ্টি মোর চলুক্ নিয়মে।

নির্ম্মলা। কি কহ, বিধাতা, কিছু বুঝিতে না পারি।

ব্রহ্মা। অল্পক্ষণ তরে
দুঃসহ বৈধব্য-কষ্ট ভুঞ্জহ জীবনে
আজ্ঞা দিয়া রজনীরে প্রভাত হইতে।
প্রভাত হইলে নিশি,
ঋষিশাপে স্বামী তব ত্যজিবে জীবন।
আমি জীয়াইব পুন স্বামীরে তোমার,
অন্যথা না হবে অঙ্গীকার।
ক্ষণকাল বিধবা হইবে,
সধবা থাকিবে চিরকাল।

নির্ম্মলা। দয়াময়!
আজ্ঞা তব পালিবারে পারি,
যদি তুমি ভানূদয়ে
বাঁচাও স্বামীরে মোর নীরোগ শরীরে।
কষ্টকর মহাব্যাধি ঘুচিয়া স্বামীর
দিব্য কান্তি সুস্থ দেহ যদি হয়, বিধি!
তা হ'লে নিশ্চয়
পালিব আদেশ তব, প্রভু পদ্মযোনি!

ব্রহ্মা। ভাল, সতি, তাই হবে,
বিধিবাক্য না হবে অন্যথা,
ব্যাধিব্যথা, ব্যাধিপাপ, ব্যাধিমনস্তাপ,
ঘুচাইব স্বামীর তোমার
নবজীবনের সনে প্রভাত সময়।

নির্ম্মলা। (অতিকষ্টে) যাও, নিশা!
জাগ, দিবাকর!
(সহসা নৈশান্ধকার নাশ ও সূর্য্যোদয়)

কৌশিক। (অত্যন্ত যন্ত্রণায়) নির্ম্মলে! নির্ম্মলে!
নিদারুণ অসহ্য যন্ত্রণা!
হৃৎপিণ্ডে নির্ঘাত বেদনা!
শ্বাসরুদ্ধ—যাই—মরি—উঃ—হরি।
(ভূতলে পতন ও মৃত্যু)

নির্ম্মলা। (অত্যার্ত্ত রোদনে) হা ভাগ্য!
বিধবা আমি!
(মূর্চ্ছা)

ব্রহ্মা। (শশব্যস্তে) সৃষ্টি স্থিতি হইল আবার।
কিন্তু, পতি মৃত—সতী মূর্চ্ছাগতা!

নির্ম্মলার বৈধব্য-যন্ত্রণা
এখনি করিব বিমোচন।
ডাকি ব্রহ্মদূতগণে।
আমার স্মরণে মানসগমনে।
আইস এখানে দূতগণ!

সহসা ব্রহ্মদূতদ্বয়ের প্রবেশ।

ব্রহ্মদূতদ্বয়। (প্রণামকরণ)
১ম ব্রহ্মদূত। (কৃতাঞ্জলিপুটে)
কি আদেশ পালিব, বিধাতা!
ব্রহ্মা। অবিলম্বে কৌশিকের মৃত কলেবর
ধৌত কর নিয়া গিয়া অমৃতকুণ্ডেতে।
কুষ্ঠমুক্ত প্রাণযুক্ত হইবে ব্রাহ্মণ;
তুষ্টা হবে মূর্চ্ছাগতা সতী;
আমারো বচন, দূত, হইবে সফল।
১ম ব্রহ্মদূত। যথা আজ্ঞা, সৃষ্টিকারী!

[মৃত কৌশিককে স্কন্ধে লইয়া
ব্রহ্মদূতদ্বয়ের প্রস্থান।

ব্রহ্মা। (স্বগত) প্রাণ পেয়ে সুস্থদেহে
কৌশিক আসিবে হেথা ত্বরা!
অদ্ভুত ঘটনা হেরি
নানা লোক আসিবে হেথায়।
দেখিবে আমায়,
উচিত না হয় হেথা থাকিতে আমার।
(প্রকাশ্যে) হে অণীমাণ্ডব্য মুনি!
চলিলাম ব্রহ্মলোকে আমি।
মূর্চ্ছাগতা নির্ম্মলারে রক্ষা কর তুমি।
অণী। প্রণিপাত, পিতামহ!
আজ্ঞা তব করিব পালন।
বিধি!
মোর ক্রোধ-অভিশাপে হইয়া অধীর
পাইয়াছ কষ্ট অতিশয়,
রুষ্ট না হইয়া,
তুষ্ট হও মোর প্রতি,
ক্ষম মোর যত অপরাধ।

ব্রহ্মা। দুঃখ কেন কর, মুনিবর?
আজিকার ঘটনার মূল
নিজে সে ঘটনাময় জগদীশ হরি।
তাঁরি ইচ্ছাবলে
হৈল আজ এ ঘটনা-খেলা;
আমি, তুমি, কৌশিক, নির্ম্মলা,
শ্রীহরির খেলার পুতুল।
ব্যাকুল না হয়ো তুমি,
ব্রহ্মলোকে চলিলাম আমি।

[প্রস্থান।

নবজীবনলব্ধ কুষ্ঠমুক্ত কৌশিকের
পুনঃপ্রবেশ।

কৌশিক। (সানন্দে) নির্ম্মলে! নির্ম্মলে!
কর গাত্রোত্থান,
কর দৃষ্টিদান,
হের নব প্রাণ,
হের কুষ্ঠরোগমুক্ত শরীর আমার।
নির্ম্মলা। (চৈতন্য লাভ করিয়া সরোদনে)
হায় হায়, অভাগী বিধবা আমি!
কৌশিক। না না, পত্নি!
ভাগ্যবতী সধবা যে তুমি।
তব স্বামী কৌশিক যে আমি।
দেখ চেয়ে মুছি অক্ষিবারি।
নির্ম্মলা। (দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দে)
ধন্য ধন্য দয়াময় বিধি!
হারানিধি পাইনু আবার।
স্বামিন্! স্বামিন্!
নবদেহে নবপ্রাণ হেরিয়া তোমার,
কত যে আনন্দ মোর,
জানেন বিধাতা শুধু তাহা,
যাঁর কৃপাগুণে
রোগমুক্ত প্রাণযুক্ত তুমি।
(অণীমাণ্ডব্যের প্রতি)
প্রণিপাত করি, মুনি!
ক্ষমা কর দুঃখিনীর সর্ব্ব অপরাধ।

অত্রী। সতি!

তুমি নহ অপরাধী—অপরাধী আমি।
বিনাদোষে দিছি মনস্তাপ
দিয়া, ছি ছি, ভয়ঙ্কর অভিশাপ।

নির্ম্মলা। কিন্তু, মুনি, শাপে বর মোর।
তোমার কৃপায়
রোগমুক্ত প্রাণযুক্ত পতিরে পাইনু।

কৌশিক। মুনিবর! ধন্য তব শাপবাণী,
তেঁই আমি নবপ্রাণী,
তেঁই আমি সুস্থ দেহ, মুক্ত কুষ্ঠরোগে।
নমস্কার করি আপনারে।

অত্রী। সতীপতি বিপ্রবর!
তোমারেও করি নমস্কার।
ধন্য তব নির্ম্মলা বনিতা,
নারীকুলে পবিত্রা নির্ম্মলা সতী।
যাও এবে গৃহে দুই জনে,
আমি যাই যমের ভবনে।
কোন্ পাপে শূলদণ্ড হইল আমায়,
জানিব যমের কাছে।

[যোগবলে শূল হইতে উত্থিত হইয়া শূন্যে প্রস্থান।

নরনারীগণের প্রবেশ।

নরনারীগণ। (গীত)

বাঁচিল মৃতপতি সতীর সতীত্ব-গুণে,
গাও গাও সতীর জয়।
অঘটন সংঘটন, কুষ্ঠ বিমোচন,
সতীগুণে পতিপাপক্ষয়॥
জয় নির্ম্মলে!—জয় নির্ম্মলে!
পতি সনে থাক মঙ্গলে;—
যশ তব রবে ধরাময়॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—যমপুরী—বিচারমন্দির।

সিংহাসনে রক্তপরিচ্ছদপরিধানে ও দণ্ডধারণে যমরাজ উপবিষ্ট, এবং পার্শ্বে অপর আসনে চিত্রগুপ্ত উপবিষ্ট।

যম। চিত্রগুপ্ত!

চিত্র। আজ্ঞা করুন, ধর্ম্মরাজ!

যম। অদ্যকার মত সমাগত পাপী ও পাপিনীগণের যথোচিত বিচার কোরে, উপযুক্ত নরকভোগও প্রদান কল্লেম। আজ অত্যন্ত পরিশ্রম হয়েচে।

চিত্র। আজ্ঞে, তা তো হবেই। দিন দিন পৃথিবীতে পাপীর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়ে উঠ্‌চে। আকাশের তারা, সমুদ্রতটের বালি গণনা করা সহজ, তবু পৃথিবীর পাপী গণনা করা যায় না। এই দেখুন না, ধার্ম্মিকের খাতায় প্রায় কালির আঁচড় পর্য্যন্তও পড়ে নি, কিন্তু পাপীর খাতা পর্ব্বতপ্রমাণ! আমিও পাপীর খাতা লিখ্‌তে লিখ্‌তে অত্যন্ত ক্লান্ত হোয়ে পড়ি। পাপীপাপিনী ব্যাটাবেটীদের খাতার খোক্তেন খতানো আর মাথা ঘোরানো সমান হোয়েচে।

যম। পৃথিবীতে এত পাপী পাপিনী কেন বাড়্‌চে?

চিত্র। আপনাকে, আমাকে জ্বালাতন পোড়াতন কর্‌বার জন্যে।

যম। নরকে যে আর স্থান কুলোয় না।

চিত্র। দক্ষিণ দিক্‌টের নরকনির্ম্মাণের জন্য আরো জায়গা বাড়িয়ে দিন।

যম। তাই হবে। এখন্ একটু বিশ্রাম করিগে।

চিত্র। যে আজ্ঞে। আমিও এই অবকাশে মানসচক্ষে পৃথিবীর পাপী পাপিনীদের পাপকর্ম্ম-গুলো দেখে দেখে, খাতায় লিখে রাখি।

(নেপথ্যে পদশব্দ)

যম। (শুনিয়া) ওহে চিত্রগুপ্ত! কে আস্‌চে এ দিকে।

চিত্র। (খাতা লিখিতে লিখিতে) ওটা একটা পাপী—আপনার বিশ্রামের কণ্টক।

যম। না না, তা নয়।

চিত্র। তবে কে ?

যম। একজন ঋষি।

চিত্র। (বিস্ময়ে) ঋষি! যমের বাড়ী ঋষি! মহারাজ, ঋষি জীবিত না মৃত ?

যম। জীবিত।

চিত্র। (শশব্যস্তে খাতা ফেলিয়া) অ্যাঁ, বলেন কি! জ্যান্তো ঋষি! তবে তো বড় বিভ্রাট! যমের বাড়ী জ্যান্তো মানুষ! ব্যাপার কি! এখানে জ্যান্তো মানুষের বিচার কি কোরে হবে!

বেগে অণীমাণ্ডব্যের প্রবেশ।

অণী। (সরোষে চিত্রগুপ্তের প্রতি) ওহে বাপু, তুমিই যম ?

চিত্র। (শশব্যস্তে) আজ্ঞে না। (যমকে দেখাইয়া) ইনি যম।

অণী। (সরোষে) এই তোমার যম।

চিত্র। আজ্ঞে, কেবল আমার নয়, উনি সকলেরই যম ?

অণী। (সরোষে যমের প্রতি) ওহে বাপু, তুমিই যম ?

যম। আজ্ঞে হাঁ। প্রণাম করি। এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

অণী। (সরোষে) রেখে দাও তোমার ভণ্ডামি। অগ্রে বল, তুমি কি কর ?

যম। পৃথিবীর সমস্ত পাপী পাপিনীর পাপের বিচার করি।

অণী। (চিত্রগুপ্তকে দেখাইয়া) এটা কি করে ?

যম। পাপীদের পাপের হিসাব লেখে। নাম চিত্রগুপ্ত।

অণী। ওহে চিত্রগুপ্ত! আমার কি পাপ লিখেচো ?

চিত্র। আজ্ঞে, আপনি ধার্ম্মিক ঋষি, আপনার আবার পাপ কি ?

অণী। তবে শাস্তি হোলো কেন ? ওহে বাপু যম! কেন আমায় শাস্তি দিলে ?

যম। আপনার শাস্তি!

অণী। আরে পাষণ্ড! তবে কি আমি মিথ্যা কথা বোল্‌চি।

যম। ও চিত্রগুপ্ত, এঁর কি শাস্তি হলো!

চিত্র। তাই তো, মহারাজ, কিছুই যে বুঝতে পাচ্চিনি। সাধে কি বোল্‌ছিলেম, যমের বাড়ী জ্যান্তো মানুষ! কি একটা বিভ্রাট বা ঘটে!

অণী। বিভ্রাট এখনো ঘটে নি, এইবার ঘোট্‌বে। দুটোকেই ভস্ম কোর্‌বো।

যম। ও চিত্রগুপ্ত! শীগ্‌গির খাতা হাঁট্‌কাও।

চিত্র। আজ্ঞে, হাঁট্‌কাচ্চি, কিন্তু ভয়ে হাত আট্‌কাচ্চে।

অণী। এইবার দম আট্‌কাবে।

যম। কেন দেরি কোচ্চো, দুড়মুড় কোরে খাতার পাতা ওল্টাও।

চিত্র। মুনিবর! আপনার শাস্তিটা কিরূপ, অগ্রে অনুগ্রহ কোরে বলুন দিকি!

অণী। গুহ্যে শূল!

চিত্র। (সবিস্ময়ে) অ্যাঁ! বলেন কি! আপনার গুহ্যে শূল! তাই তো, এ কি আমার খাতার ভুল! কি মুস্কিল, কার শূল কার গুহ্যে গেলো!

অণী। দাঁড়াও ভুল ধোচ্চি। আমিও যমের আর তোমার গুহ্যে শূল দিচ্চি।

চিত্র। (সভয়ে স্বগত) সার্‌লে রে!

যম। (সভয়ে) দু হাতে খাতা ওল্টাও।

চিত্র। (তদ্রূপ করিতে করিতে) মহর্ষি, আপনার নাম?

অণী। অণীমাণ্ডব্য।

চিত্র। (খাতার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে) অণীমাণ্ডব্য—অণীমাণ্ডব্য—তাইতো—অণীমাণ্ডব্য—অণীমাণ্ডব্য—আগেলো—অণীমাণ্ডব্য—কোথায় পাই—কি হবে—অণী—মাণ্ডব্য— মা—এই না?—অ—ণী—মা—ণ্ড—ব্য! এই পেয়েচি। মহর্ষি, এই আপনার নাম পেয়েচি।

অণী। (সরোষে) শুধু নাম পেলে কি হবে? শূল পেয়েচো কি?

চিত্র। (লেখা দেখিতে দেখিতে শূল—শূল—মহর্ষি, কিসের শূল?

অণী। বুকশূল নয়, চক্ষুঃশূল নয়, শিরঃশূল নয়, লোহার শূল!

চিত্র। (সবিস্ময়ে) লোহার শূল!

অণী। বার কর এখনি।

চিত্র। শূল তো বেরিয়ে গেছে, ঠাকুর!

অণী। তোমার খাতায় বেরিয়েচে কি?

চিত্র। বার কোচ্চি। শূল—লোহার শূল—অণীমাণ্ডব্য মুনির গুহে লোহার শূল—বেরো বেরো শূল—এই বেরিয়েচে।

যম। (শশব্যস্তে) বেরিয়েচে—বেরিয়েচে?

চিত্র। বেরুবে না তো কি, মহারাজ! আপনার চিত্রগুপ্তের খাতায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্তই গুপ্তভাবে আছে। যা নাই খাতায়, তা নাই কোথায়।

অণী। ওহে বাপু যম! শূল বেরিয়েচে?

যম। আজ্ঞে, বেরিয়েচে।

অণী। কোন্ পাপে আমার গুহে শূল দিলে?

যম। ও চিত্রগুপ্ত, বল না?

চিত্র। শুনুন, ঠাকুর!

অণী। কি শুন্‌বো?

চিত্র। পাপ না হোলে শাস্তি হয় না। আপনি জ্ঞানী মুনি, জানেন তো,—যেখানে পাপ, সেখানেই তাপ। পাপ কোল্লেই ভুগ্‌তে হয়।

অণী। তোমার বাগাড়ম্বর রাখ। কি পাপে আমার গুহে লৌহশূল ব্রহ্মতালু পর্য্যন্ত সঞ্চালিত হোলো, অগ্রে বল।

চিত্র। তবে শুনুন, আপনার পাপটা কি, আপনি যখন পঞ্চম বর্ষের বালক ছিলেন, তখন একটা পতঙ্গ কি না ফড়িঙের গুহ্যদেশে একটা ইষিকা কি না খোড়্‌কে কাঠী গুঁজে, উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ক্ষুদ্র পতঙ্গ তাতে অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছিলো। জীবকে কোন প্রকারে কষ্ট দেওয়ার নাম পাপ। পাপ কোল্লেই দণ্ডভোগ। তাই আপনার গুহে লৌহশূল।

অণী। (সরোষে) কি, এত বড় স্পর্দ্ধা। আমি যখন পঞ্চম বর্ষের অজ্ঞান বালক, তখন একটা ফড়িঙের গুহে একটা সরু খোড়্‌কে দিয়েছিলেম বোলে, আমার গুহে অত বড় একটা মোটা শূল?

যম। আজ্ঞে, যেমন পাপ, তেমনি দণ্ড।

অণী। (সরোষে) তা কই হোলো? আমি ফড়িঙের গুহে একটা খোড়্‌কে গুঁজেছিলেম, তুমি না হয় আমার গুহে দুটো খোড়্‌কে গুঁজলে না কেন? দুটোতে না আশা মিট্‌তো, দশটা গুঁজ্‌লে না কেন? দশটার বদলে এক গোছা খোড়্‌কে গুঁজ্‌লে না কেন? না হয় এক গোছা আস্তো কোস্তা গুঁজ্‌লে না কেন? একবারে একটা মোটা লৌহ শূল! এ তোমার, যম, অত্যন্ত অবিচার।

যম। আজ্ঞে, পাপের শাস্তি কোটিগুণে হয়।

অণী। (সরোষে) আরে রাখ্ তোর কোটি গুণ! একবারে খুন! শোনো, বোল্‌চি, আজ থেকে পাঁচ বৎসর তো যৎসামান্য, বারো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যদি কেউ কোন পাপ করে, তার কোনরূপ দণ্ড তুমি দিতে পার্‌বে না। আমি এই আদেশ ও নিয়ম প্রচার কোল্লেম।

চিত্র। (স্বগত) আ, শাপে বর! আমি বাঁচ্‌লেম! খাতা লেখার অনেকটা কষ্ট ঘুচ্‌লো।

অণী। শোনো, যম! আমার আদেশ,

আমার নিয়ম তোমাকে শিরোধার্য্য কোরে অতঃপর চোল্‌তে হবে।

যম। যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে।

অণী। ওহে ও চিত্রগুপ্ত! তোমাকেও বলি, খুব সাবধান, তুমিও তোমার খাতায় বারো বৎসর বয়সের বালক বালিকার পাপ লিখ্‌তে পাবে না।

চিত্র। আজ্ঞে, শুধু বারো বৎসর কেন? নর নারীর যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত সময়ের পাপ না লিখ্‌তে আদেশ কোল্লে, আমার হাড়ে বাতাস লাগে। কম খাটুনী নয়, প্রভু, দম্ ফেল্‌তে সময় পাইনি।

অণী। না, তা হবে না। আমি যা আদেশ কোল্লেম, তাই অবশ্য তোমাকে কোত্তে হবে।

চিত্র। যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে।

অণী। শোনো, যম! তুমি আমাকে বৃথা অত্যন্ত কষ্ট দিয়েচো, সুতরাং তোমাকেও সেইরূপ কষ্ট পেতে হবে। তুমি আমার অভিশাপে পৃথিবীতে গিয়ে, বিদুর নামে দাসীপুত্র হয়ে, কিছুকাল এই অত্যাচারের দণ্ড ভোগ কোর্‌বে।

যম। (সদুঃখে) মুনিবর! ক্ষমা করুন্। পৃথিবী অতি ভয়ঙ্কর স্থান। আমার নরকের প্রতিরূপ!

অণী। তোমাকেও সেই নরকভোগ কোত্তে হবে। পাপের ভোগ কেবল মনুষ্যের ভাগ্যে নয়—তোমারও ভাগ্যে।

চিত্র। (কৃতাঞ্জলিপুটে) মুনিরাজ! দয়া কোরে যমরাজকে ক্ষমা ভিক্ষা দান করুন্।

অণী। (সরোষে) আবার যদি কোন কথা কও, তোমাকেও যমের দোসোর করবো।

চিত্র। (সভয়ে) আজ্ঞে—আজ্ঞে—আমি খাতা বন্ধ কোরে ঘরে যাই।

যম। মহর্ষে! শরণাগত যমকে ক্ষমা করুন্।

অণী। কখনই না। তবে শোনো, নরলোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেয়ে শীঘ্রই মুক্তিলাভ কোর্‌বে।

[বেগে প্রস্থান।

যম। (সদুঃখে) চিত্রগুপ্ত! এ যে বিনামেঘে মস্তকে নিদারুণ বজ্রপাত! নরলোকের নরককুণ্ডে যেতে হলো!

চিত্র। (সদুঃখে) কি কোর্‌বেন, ধর্ম্মরাজ! ঋষিবাক্যে নরলোক গিয়ে, যেমন কষ্ট পাবেন, তেমনই ভগবান্ শ্রীহরির চরণ দর্শন কোরে, অবিলম্বে আবার আপনার রাজ্যে এসে, রাজসিংহাসনে বোসে, রাজদণ্ড ধারণ কোরে, পাপীদের বিচার কোর্‌বেন। এক্ষণে আর অন্য উপায় নাই, কেবল জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের এক মাত্র মুক্তিমূল শ্রীপাদপদ্ম ভরসা।

উভয়ে। জয় শ্রীহরির জয়! জয় শ্রীকৃষ্ণের জয়!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—লক্ষহীরার বৃহদ্ঘণ্টাহীন সিংহদ্বার।

[সময়—দিবা প্রথম প্রহর]

লক্ষহীরার প্রবেশ।

লক্ষ। জীবনের প্রধান ঘটনা
ঘটিয়াছে বিগত সন্ধ্যায়।
স্বর্ণপাত্রে মৃৎপাত্রে মোর
মিটিয়াছে মনের বাসনা।
অসতী সতীরে কালি
চিনিলেন কৌশিক ব্রাহ্মণ।
মোর সার্থক জীবন।
পাঠায়েছি ভৃত্যগণে কৌশিক-কুটীরে
আনিতে অচিরে সুসংবাদ।
পাঠায়েছি নানা রত্নধন—
বসন ভূষণ সিধা রাশি।
তিলমাত্র কষ্ট যাহে
নাহি ঘটে বিপ্র দম্পতীর,
তাই মম মনের বাসনা।

ভৃত্যগণের প্রবেশ।

বল ত্বরা,

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী এবে আছেন কেমন?

১ম ভৃত্য। ঠাকুরাণি, আশ্চর্য্য ঘটনা! অমন যে কুষ্ঠী কৌশিক ব্রাহ্মণ, শক্তিহীন, স্ফূর্ত্তিহীন, মূর্ত্তিহীন, তিনি আজ কুষ্ঠমুক্ত, অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যযুক্ত।

লক্ষ। (সবিস্ময়ে) বল কি, কিঙ্কর?

১ম ভৃত্য। কৌশিক ঠাকুরের পত্নী নির্ম্মলা ঠাকুরাণী বোল্লেন, কাল রাত্রিকালে এখান থেকে, তাঁর পতিকে কোলে কোরে, মশান দিয়ে কুটীরে ফিরে যাচ্ছিলেন। সে সময় অকস্মাৎ ভয়ঙ্কর মেঘ, ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত প্রভৃতি দুর্য্যোগ ঘটে। তিনি তাড়াতাড়ি যেমন যাবেন, অন্ধকারে জান্‌তে না পেরে শূলারোপিত ধ্যানস্থ অণীমাণ্ডব্য মুনির নিকট গিয়ে পড়েন। হঠাৎ তাঁর ক্রোড়ারূঢ় কুষ্ঠী স্বামীর পা অণীমাণ্ডব্য মুনির মাথায় ঠেকে। মুনি তৎক্ষণাৎ ধ্যানচ্যুত হোয়ে, শাপ দিলেন, "যে পাপাত্মা আমার ব্রহ্মধ্যান নষ্ট কোল্লে, সে অদ্য রাত্রি প্রভাত হোলেই প্রাণত্যাগ কোর্‌বে।" নির্ম্মলা দেবী, এই মর্ম্মান্তিক অভিশাপ বাক্য শুনে, প্রত্যাভিশাপ দিলেন, "আমি যদি যথার্থ সতী হই, পতিই যদি আমার একমাত্র দেবতা হন্, তা হোলে আজকের রাত্রি কখনই প্রভাত হবে না—আমারও বৈধব্য-যন্ত্রণা ঘোট্‌বে না।"

লক্ষ। (সবিস্ময়ে) আশ্চর্য্য ঘটনা! তার পর, তার পর?

১ম ভৃত্য। তার পর, ভগবান্ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, সৃষ্টি রক্ষার জন্য মশানে এসে, নির্ম্মলা দেবীকে বোল্লেন, "সতি, রাত্রি প্রভাত হোতে বল, নহিলে অনন্ত অন্ধকারে আমার সৃষ্ট জীববংশ ধ্বংস হবে।"

লক্ষ। (ভাবিয়া বিস্ময়ে) ও, তাই কাল রাত্রি অত দীর্ঘ বোধ হোয়েছিল! এখন তার নিগূঢ় কারণ বুঝ্‌লেম। আচ্ছা, তার পর কি হোলো?

১ম ভৃত্য। সতী নির্ম্মলা দেবী বোল্লেন, "রাত্রি প্রভাত হোলে, আমি নিদারুণ বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ কোর্‌বো, সুতরাং রাত্রি প্রভাত হবে না।"

লক্ষ। ভগবান্ ব্রহ্মা কি বোল্লেন?

১ম ভৃত্য। তিনি বোল্লেন, নির্ম্মলে! সূর্য্যোদয় হোলে, অল্পক্ষণ মাত্র তুমি বৈধব্য-যন্ত্রণা সহ্য কোর্‌বে। অবিলম্বে আমি তোমার স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত কোর্‌বো।"

লক্ষ। নির্ম্মলা কি বোল্লেন?

১ম ভৃত্য। তিনি বোল্লেন, "যদি আপনি আমার স্বামীকে কুষ্ঠরোগ আরোগ্যের সহিত পুনর্জ্জীবিত করেন, তবে আমি রাত্রি প্রভাত হোতে বোল্লে, অল্পক্ষণ বৈধব্য কষ্ট সইতে পারি, নতুবা এই রাত্রি অক্ষয়া রাত্রি।"

লক্ষ। (ভাবিয়া স্বগত) সতীর অপূর্ব্ব শক্তি! দেবতার দেবতা ব্রহ্মাও অস্থির! আশ্চর্য্য ব্যাপার!—অলৌকিক ঘটনা! (প্রকাশে) ব্রহ্মা কি বোল্লেন?

১ম ভৃত্য। সতীর বাক্য অকাট্য, সুতরাং ব্রহ্মা সম্মত হোলেন। তখন নির্ম্মলা দেবীর আদেশে রাত্রি প্রভাত হোলো, কৌশিক ঠাকুর দেহত্যাগ কোল্লেন, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই কুষ্ঠরোগ-শূন্য নবদেহে সতী পত্নীর ক্ষণস্থায়ী বৈধব্য-কষ্ট বিনষ্ট কোরে, যারপরনাই আনন্দ প্রদান কোল্লেন। কুটীরে গিয়ে আমরা অবাক্ হোয়েচি। ঠাকুরাণি! আমরা এখন একটু বিশ্রাম করিগে।

[ভৃত্যগণের প্রস্থান।

লক্ষ। (স্বগত) ধন্য আমি, তাই মানবী সতীরূপিণী সাক্ষাৎ ভগবতী সতীর দর্শন পেয়েছিলেম। এতক্ষণে আমার পাপজন্ম পবিত্র হোলো। ভাগ্যে সূর্য্যগ্রহণ হয়েছিল, নৈলে সেই ভিক্ষুকরূপিণী ছদ্মবেশধারিণী ভগবতী সতীর সাক্ষাৎ পেতেম না। নির্ম্মলে! পতিব্রতে সতি! ধন্য তোমার সতীত্ব-মহিমা! আমি পাপিষ্ঠা,

নরকের কীট! আমার মত দুশ্চারিণী পাপিয়সীকে অমুচ্য নরককুণ্ড হোতে উদ্ধার কর্‌বার নিমিত্তই, তোমা হেন তেজস্বিনী সতীর ধরণীধামে আবির্ভাব। (ভাবিয়া) আশ্চর্য্য, অপূর্ব্ব, বিচিত্র, অদ্ভুত, অলৌকিকের অপেক্ষা অচিন্ত্যনীয় ঘটনা। সতীর সতীত্ব-বলে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাণ্ড পরাভূত! আজ বুঝ্‌লেম, দেবশক্তি অপেক্ষা সতীশক্তিই গরীয়সী!

(গীত)

আর কেন ছাই এ ছার গেহে
এ পাপ দেহের বোঝা ব'ব?।
আসল ছেড়ে, নকল নিয়ে,
নরক-জ্বালা কেন স'ব?॥
ফেল্‌বো ছিঁড়ে মোহের ফাঁসি,
ফেল্‌বো ছুঁড়ে বিভব রাশি,
কাঁদ্‌বো খালি, ভুল্‌বো হাসি,
সতীর দাসী হয়ে র'ব॥
সেই তো আমার, আমি তা'রি,
সেই তো আমার শান্তিবারি,
তোর্‌বো ধোরে চরণ-তরী,
সকল ভুলে তা'রি হব;—
আর কা'রেও নয়, তা'রেই শুধু
মনের কথা খুলে ক'ব॥

[বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—কৌশিকের কুটীর-সম্মুখ।

[সময়—দিবার প্রথম প্রহরের শেষ]

কৌশিক ও নির্ম্মলা।

কৌশিক। নির্ম্মলে! কষ্ট না হলে ইষ্টযোগ হয় না। যেমন প্রাণের মায়া পরিত্যাগ কোরে, গভীর সমুদ্রজলে নিমগ্ন না হোলে, বহুমূল্য মুক্তা এবং নিবিড় খনিগর্ভে প্রবেশ না কোর্‌লে, মণিলাভ হয় না, সেইরূপ পূর্ব্বজন্মে অতি কঠিন তপস্যা না কোর্‌লে, পরজন্মে তোমা হেন সতী সাবিত্রী পত্নীও পাওয়া অসম্ভব। আজ তোমারই অলৌকিক সতীত্ব-গুণে আমি নরক-যন্ত্রণাপেক্ষা দুশ্চিকিৎস্য কুষ্ঠব্যাধি হোতে মুক্তিলাভ কোরেচি—ভয়ঙ্কর মৃত্যু-মুখ হোতে পুনর্জ্জীবন পেয়েচি। পত্নি! আজ আমার আনন্দের অবধি নাই—শেষ নাই—পূর্ণানন্দ। বল, নির্ম্মলে! তোমার এই চিরকৃতজ্ঞ স্বামীর নিকট কিরূপ আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা কর?

নির্ম্মলা। স্বামিন্, আমার কি ক্ষমতা? আমি সামান্যা নারী। তুমি নিজেই নিজের ভগবদ্ভক্তিবলে আরোগ্য লাভ কোরেচো—নবজীবন পেয়েচো।

কৌশিক। পতিব্রতা সতী ও কথা বোল্‌তে পারে, কিন্তু আমার ন্যায় পতি ও কথা মুখে উচ্চারণ কোর্‌লে, জগদ্ ব্রহ্মাণ্ড আমাকে কৃতঘ্ন, পিশাচ, পত্নীদ্রোহী, নরাধম, নারকী বোল্‌বে।

নির্ম্মলা। না, স্বামিন্, অমন কথা মুখে আন্‌তে নেই।

কৌশিক। না, নির্ম্মলে, আমি সত্যই বোল্‌চি—তুমিই আমার স্বাস্থ্য—তুমিই আমার জীবন। বল, কি আশীর্ব্বাদ কোর্‌বো?

নির্ম্মলা। ভাল, স্বামিন্, তোমার সন্তোষে বাধা দেবো না। চিরানুগতা দাসীকে তবে এই

আশীর্ব্বাদ কর, যে লক্ষহীরা আমাদের এই সর্ব্ব-সৌভাগ্যের মূল—যে লক্ষহীরা হোতে তুমি অপর্য্যাপ্ত ধন রত্ন পেয়েচো—আমি ততোঽধিক তোমা হেন পতিরত্নকে কুষ্ঠমুক্ত, নবপ্রাণযুক্ত পেয়েচি, সেই লক্ষহীরা যেন পরজন্মে তোমার এই কিঙ্করীর ন্যায় সতী হয়।

কৌশিক। (সহাস্যে) তুমি নিজেই তো তাকে সে আশীর্ব্বাদ কোরেচো! পতি অপেক্ষা সতীর মুখে সতী হওয়ার আশীর্ব্বাদ অকাট্য। যে লক্ষহীরা তোমা হেন সতীর স্নেহপাত্রী, সে তো পরজন্মে সতী সাবিত্রী নিশ্চয়ই হবে। পত্নি, আর কি আশীর্ব্বাদ চাও?

নির্ম্মলা। জন্ম জন্ম যেন তোমারই অনুগতা সহধর্ম্মিণী হোয়ে, জন্মগ্রহণ করি।

কৌশিক। (সদুঃখে) জেনে শুনে আবার নিদারুণ কষ্টভাগিনী হোতে ইচ্ছা কোচ্চো?

নির্ম্মলা। এ নিদারুণ কষ্টের শেষে অশেষ স্বর্গীয় আনন্দ। স্বামিন্! আজ যে তুমি আমার চক্ষের সৌন্দর্য্য, হৃদয়ের ঐশ্বর্য্য; অঙ্গের ভূষণ, সঙ্গের সুখ; মনের কান্তি, প্রাণের শান্তি; দুঃখের শমতা, সুখের মমতা, স্বর্গের দেবতা। তোমা হেন স্বামী যে নারীর ভাগ্যে ঘটে না, সেই নারীই অভাগিনী কষ্টভাগিনী।

কৌশিক। কিন্তু, নির্ম্মলে! এই নরকসদৃশ যন্ত্রণাপূর্ণ ভূমণ্ডলে, তোমা হেন শান্তিময়ী, মঙ্গলময়ী, পরম পতিব্রতা সতীসাবিত্রী পত্নী, যে পতির ভাগ্যে লাভ হয় না, সে পতির দুঃখদুর্গতির অন্ত নাই। আমি জগৎপতি লক্ষ্মীপতি ভগবান্ নারায়ণের পাদপদ্মে ঐকান্তিক চিত্তে প্রার্থনা করি, যদি পুনর্ব্বার ভবরূপ নরকসমুদ্রে আমায় পতিত হোতে হয়, তবে যেন তোমাকেই পরিত্রাণের কাণ্ডারিণী পাই। আশীর্ব্বাদ করি, আমি স্বর্গ চাই না, চাই জন্ম জন্ম তোমা হেন সহধর্ম্মিণী নির্ম্মলা।

নির্ম্মলা। তোমার আশীর্ব্বাদ বেদবাক্য।

(নেপথ্যে লক্ষহীরার গীত)

চিনি চিনি করি, চিনিতে পারিনি,
লুকানো ছায়ায় অচেনা ছিলে।
ছায়া ঘুচে গেছে, আলোক ফুটেছে,
আলোকে পুলকে চেনা দিলে॥

কৌশিক। নির্ম্মলে! শোনো শোনো, কার সুমধুর কণ্ঠমুরলী। লক্ষহীরার না?

নির্ম্মলা। লক্ষ লক্ষ ধনরত্নের অধিকারিণী লক্ষহীরা, আমাদের মত দীন দুঃখীর কুটীরে আস্‌বে কেন?

কৌশিক। সুগন্ধ মলয় সমীরণ কেবল চন্দন-বনেই কি প্রবাহিত হয়? মরুভূমির দিকে কি ধাবিত হয় না? (নেপথ্যে দেখিয়া) নির্ম্মলে! আমার অনুমান প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ঐ দেখ, লক্ষহীরাই আস্‌চে।

গাহিতে গাহিতে লক্ষহীরার প্রবেশ।

লক্ষ। (গীত)

চিনি চিনি করি, চিনিতে পারিনি,
লুকানো ছায়ায় অচেনা ছিলে।
ছায়া ঘুচে গেছে, আলোক ফুটেছে,
আলোকে পুলকে চেনা দিলে॥
চিনেছি যখন, আর কি তখন,
ছেড়ে দেবো এই অমূল রতন,
অকূলের কূল, পাপিমুক্তি-মূল,
তারিতে আমারে ধরাতে এলে॥

নির্ম্মলা। হিতৈষিণি লক্ষহীরে! আচম্বিতে দরিদ্রের কুটীরে কষ্ট পেয়ে কেন এলে?

লক্ষ। এই কুটীর-খনিতে আমার পরশ-মণি লুকুনো আছে।

নির্ম্মলা। কে পরশ-মণি?

লক্ষ। তুমি।

নির্ম্মলা। আমি পরশ-মণি!

লক্ষ। (গদ্গদবচনে) তুমিই পরশ-মণি। তোমাকে পর্শ কোরে, ঐ দেখ, আজ তোমার কুষ্ঠী স্বামী, মৃত স্বামী স্বর্গের দেবতা। আমি এই পরশ-মণি পর্শ কোরে, হর্ষভরে নরক-যন্ত্রণা হোতে পরিত্রাণ পাবো। দাও তোমার পরমপবিত্র চরণধূলি—পাপের শৃঙ্খল ছিঁড়ে যাক্—নরক-জ্বালা নিবে যাক্। (প্রণাম ও পদধূলিগ্রহণ)

কৌশিক। (সানন্দে) লক্ষহীরে! লক্ষহীরে! সত্যই বোলেচো, আমার এই ভগ্ন-কুটীরে নির্ম্মলা সমুজ্জল পরশ-মণিই বটে। আজ এই পরশ-মণি-স্পর্শে আমি স্বর্গের দেবতা।

লক্ষ। ঠাকুর, এমন সতী রমণী পরশ-মণি আপনি অনেক তপস্যাবলে লাভ কোরেচেন, কিন্তু আমি হেন ভ্রষ্টা নষ্টা দুষ্টা নারী বিনা তপস্যাতেই পেয়েচি। ভগীরথ অনেক তপস্যা কোরে ভূতলে গঙ্গাকে এনেছিলেন, কিন্তু মহাপাতকীরা বিনা তপে সেই গঙ্গাজল স্পর্শ কোরে, মুক্তিলাভ করে।

কৌশিক। লক্ষহীরে, তুমি প্রদীপ্তপ্রতিভাবময়ী; সকল বিষয়েই তোমার তেজস্বিনী যুক্তি। কূপোদক ও গঙ্গোদকপাত্রপার্থক্যে, তুমি আমাকে পরম জ্ঞানামৃত দান কোরে, আমার অসৎ পিপাসা বিনাশ কোরেছিলে। যখন তোমার কৃপায় আমি, আমার সতী পত্নীকে চিন্‌তে পেরেচি, তখন তুমি নিজে যে আমার অপেক্ষা ওঁকে পূর্ণরূপে চিন্‌তে পার্‌বে, তার আশ্চর্য্য কি? লক্ষহীরে! তুমি পরমদানশীলা, আমাকে অপর্য্যাপ্ত ধনরত্ন—তদপেক্ষা মহামূল্য জ্ঞানরত্ন ভিক্ষাদান কোরেচো, কিন্তু এখনও আমার অভাব মোচন হয় নি। তাই আজ আর একটি ভিক্ষা প্রার্থনা কোচ্চি।

লক্ষ। কি ভিক্ষা আজ্ঞা করুন্।

কৌশিক। ক্ষমা ভিক্ষা।

লক্ষ। (সাশ্চর্য্যে) ঠাকুর, এ কি বলেন! ক্ষমা ভিক্ষা কেন? যেখানে অপরাধ, সেইখানেই ক্ষমা। আপনি আমার নিকট কিসে অপরাধী?

কৌশিক। পাপ কাম-লালসায় অপরাধী। তখন আমি যে কৌশিক ছিলেম, এখন সে কৌশিক নই। তখন আমার মন পাপপূর্ণ, এখন পুণ্যপূর্ণ। তখন আমার চক্ষু নরক-বিষ্ঠায় গঠিত, এখন স্বর্গের অমৃতে সঞ্চিত। তখন তোমাকে কামের চক্ষে দেখেছিলেম, এখন স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ কোচ্চি। লক্ষহীরে! এখন তুমিও পরিবর্ত্তিত, আমিও পরিবর্ত্তিত। অলৌকিক পরিবর্ত্তন; এই পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধও নূতন।

লক্ষ। কি বলুন?

কৌশিক। এখন তুমি আমার কন্যাস্থানীয়া।

লক্ষ। (সানন্দে প্রণাম করিয়া) ঠাকুর, আমার কথা বোল্‌তে পারিনি, কিন্তু আপনার প্রতি আমার মনের ভাব তখনও যেমন, এখনও তেমন, নৈলে কূপোদক গঙ্গোদকের পাত্রপরীক্ষা কোর্‌বো কেন? আমি মনে মনে তখনও আপনাকে আমার পিতা, আপনার সতী সহধর্ম্মিণীকে মাতা জ্ঞান কোত্তেম, এখনও কোচ্চি; কেবল আপনার মনোভাব বুঝ্‌তে না পেরে, আমার মনোভাব গোপন কোরে রেখেচি। আজ কিন্তু, আপনার অস্ফুট মনোভাব প্রস্ফুট, আমিও যারপর-নাই পরিতুষ্ট। (কৌশিকের পদতলে পতিত হইয়া সকাতরে) পিতা! পিতা! তোমার পাপিষ্ঠা কন্যা লক্ষহীরা যে ধর্ম্মহারা! এর গতিমুক্তির উপায় কি হবে!

কৌশিক। বৎসে! পিতার অপেক্ষা মাতারই অপত্যস্নেহ অধিক। তোমার মাতা নির্ম্মলাকে ভক্তিডোরে বন্ধন কর, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

লক্ষ। (সরোদনে কীর্ত্তনের সুরে)

মা গো, আমায় কোলে নে মা,
ঐ শীতল কোলে, নে মা তুলে,
তাপিত হৃদয় জুড়ায়ে দে মা।
(ও মা) মা বই মেয়ের কে আছে,
কাঁদে মেয়ে মায়ের কাছে;

নরক-ভয়ে, এয়েছি ধেয়ে,
আকুল হয়েছে প্রাণ যে মা ॥

নির্ম্মলা। (লক্ষহীরাকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা সহকারে কীর্ত্তনের সুরে)—

কিসের ভয়, আয় মা আয়,
মায়ের কোলে তাপিত মেয়ে।
কেঁদ না কেঁদ না, ভেব না ভেব না,
মা যে আমি দেখ্ মা চেয়ে ॥
কি চাস্ তুই, বল মা মাকে ?
মায়াময়ী মা দেবে মা তোকে,
ছেলে মেয়ে নাই, কাঁদি যে সদাই,
মেয়ে হোলি তুই আজ্‌কে থেকে ;—
কি চাস্ তুই, বল্ মা, বল্ মা,
বল্ মা, মাকে ?

লক্ষ। মা! তোর মত মায়ের মেয়ে কি চায়, তা কি তুই বুঝ্‌তে পাল্লি নি ?

নির্ম্মলা। বুঝেচি, মা! যা চাস্, তাও তো দিয়েচি, মা! আমার ইচ্ছা পূর্ণা, তোর ইচ্ছা অপূর্ণা ; কিন্তু পরজন্মে তোমারও ইচ্ছা পূর্ণা হবে—জগন্মণ্ডলে দুটি নির্ম্মলা হবে।

লক্ষ। (সদুঃখে) পরজন্মে! উঃ, অনেক দূর! এ জন্মের নরক-যন্ত্রণা কিসে যাবে মা ?

নির্ম্মলা। সত্যভক্তিতে ভগবান্ শ্রীহরির পাদপদ্ম পূজা কর—সতীর সতী মা দুর্গার ব্রত কর।

লক্ষ। তবে যাই মা। কিন্তু একটি প্রার্থনা।

নির্ম্মলা। কি বল্ মা ?

লক্ষ। আমি গিয়ে দুটি সোণার দোলা পাঠিয়ে দেবো। আমার পিতা আর তুমি সেই দুটি দোলায় আরোহণ কোরে, কাল প্রাতে আমার বাড়ী যেও। দয়া কোরে যেতেই হবে। বিশেষ প্রয়োজন আছে।

নির্ম্মলা। (কৌশিকের প্রতি) স্বামিন্! মেয়ের অনুরোধ রক্ষা করা উচিত।

কৌশিক। (লক্ষহীরার প্রতি) অবশ্য, মা, আমরা যাব।

নির্ম্মলা। মা লক্ষহীরে! অত্যন্ত বেলা হয়েচে। এ বেলা তোর দুঃখিনী মা, তোকে কিছু না খাইয়ে, যেতে দেবে না। তোর ভৃত্যেরা আজ প্রভাতে রাশি রাশি সিধে দিয়ে গেচে।

লক্ষ। আজ আমি ধন্যা! মায়ের প্রসাদ খাবো।

জনৈকা দাসীর প্রবেশ।

দাসী। (লক্ষহীরার প্রতি) ঠাক্‌রোণ! আপনি এখেনে এসেচেন। চাদ্দিকে দাস দাসীরা আপনার খোঁজ কোরে ছুটোছুটি কোচ্চে।

লক্ষ। দাসি! এসেচিস্, ভালই হোলো। তুই শীগ্‌গির গিয়ে অন্য সকলকে বল্,—মেয়ে বাপের বাড়ী গেচে। মা বাপের প্রসাদ পেয়ে তবে যাবে। আর একটা কথা, দুখানি সোণার দোলা পাঠিয়ে দে গিয়ে ; আমার মা বাবা কাল সকালে মেয়ের বাড়ী যাবেন।

দাসী। আপনি কিসে বাড়ী ফিরে যাবেন ?

লক্ষ। যাতে এসেচি, তাতেই যাব।

দাসী। সে কি! আপনার কি হেঁটে আসা যাওয়া সাজে ?

লক্ষ। তুই যা। বেশী কথার প্রয়োজন নাই।

নির্ম্মলা। না না, দাসী ঠিক্ বোল্‌চে। যাও, দাসি, তুমি এক্ষুণি একখানি স্বর্ণদোলা নিয়ে এস।

[দাসীর প্রস্থান।

লক্ষ। (গীত)

মায়ের প্রসাদ মহাপ্রসাদ
আত্মা শরীর পবিত্ত হবে।
ধুয়ে যাবে পাপের মলা,
নরক-জ্বালা নিভে যাবে ॥
শান্তি পাব, শান্ত হব,
সুখে রব এবার আমি,
এ জন্মে মা পেয়েছি,
আর জন্মে পাব স্বামী ;—
ও সতি মা, বোলে দে মা,
আর জন্ম হবে কবে ॥
এ পাপ শরীর, এ পাপ জীবন
ঘুচ্‌বে কবে মোর,
আর পারিনে, বল্‌ ক'দিনে
কাট্‌বে পাপের ঘোর,
দীনের গতি, লক্ষ্মীপতি
এই দীনাকে সুদিন দেবে ॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—লক্ষহীরার অট্টালিকার সিংহদ্বার।

[সময়—প্রভাত]

সিংহদ্বারসম্মুখে একখানি সিংহাসনে
বহুমূল্য পরিচ্ছদে শোভিত হইয়া
কৌশিক ও নির্ম্মলা উপবিষ্ট।

দুই পার্শ্বে দ্বারবান্ ও দাসদাসীগণ চামর
ইত্যাদি হস্তে দণ্ডায়মান।

সম্মুখে নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কার, ধন-
রত্নাদি উপহার দ্রব্য ও পুষ্প-
পূর্ণ পাত্র সজ্জিত।

দাসদাসীগণ (গীত)

(ও রে) আয় রে ধেয়ে, দেখ্‌রে চেয়ে,
পতির বামে সতীর শোভা।
যেথায় যত আছিস্‌ মেয়ে,
দেখ্‌ গো চেয়ে সতীর প্রভা ॥
ভারত বিনে এমন সতী,
আর কোথা পায় বসুমতী,
আয় সতীরে করি নতি,
ধর্ম্মজ্যোতি এই সধবা ॥

(সকলের প্রণাম)

কৌশিক। নির্ম্মলে! লক্ষহীরার এরূপ নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য কি? লক্ষহীরা তোমাকে আমাকে আজ বহুমূল্য অলঙ্কার পরিচ্ছদে কেমন সাজিয়েচে—সিংহাসনে বসিয়েচে।

নির্ম্মলা। স্বামিন! আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি।

কৌশিক। (দাসদাসীগণের প্রতি) তোমরা বোল্‌তে পার?

১ম ভৃত্য। আজ্ঞে, তেমন কিছু বোল্‌তে পারিনি, তবে এই পর্য্যন্ত জানি, আজ আমাদের ঠাকুরাণী ধর্ম্মপিতা ধর্ম্মমাতার চরণপূজা কোর্‌বেন। তাই এই সমস্ত উপহার, ফুলভার—পূজার আয়োজন।

কৌশিক। (সানন্দে) হাঁ! বেশ বেশ! আমাদের ধর্ম্মকন্যা লক্ষহীরা উত্তরোত্তর যেরূপ অচলা ভক্তি প্রকাশ কোচ্চে, অবশ্যই সে অবিলম্বে ভীষণ নরক-সমুদ্র হোতে মুক্তি পাবে।

নির্ম্মলা। স্বামিন্, আমার স্নেহের কন্যা লক্ষ-হীরা, আমাদের সাজিয়ে গুজিয়ে, সিংহাসনে বসিয়ে, এখুনি আস্‌চে বোলে, বাড়ীর ভিতর চোলে গেলো, কিন্তু এখনও আস্‌চে না কেন?

কৌশিক। পিতৃমাতৃপূজার বিরাট্ আয়োজনে ব্যস্ত, তাই বিলম্ব হোচ্চে।

অলঙ্কারহীনা, গৈরিকবসনা উদাসিনী-
বেশে লক্ষহীরার গাহিতে
গাহিতে প্রবেশ।

লক্ষ। (গীত—কীর্ত্তনের সুরে)

পৃথিবীর মায়া কাটিব বোলে,
উদাসিনী আজ সেজেছি মা।
এই যে এসেছি বাহিরে আমি,
আর তো ঘরে যাব না॥
নরকের জ্বালা নিভাবো বোলে,
শরীরে ভস্ম মেখেছি মা।
পাপের কষ্ট করিতে নষ্ট,
তীখন ত্রিশূল ধোরেছি মা॥
আমায় বিদায় দে মা হাসিমুখে,
আমি যাই মা চোলে মনের সুখে;—
তোর মহামন্ত্র জপিগে বনে,
নরক-ভবনে রহিব না॥

নির্ম্মলা। (গীত—কীর্ত্তনের সুরে)

(আহা!) এ কি এ কি দেখি,
ও মা পদ্মমুখি,
পূর্ণিমার চাঁদ রাহুর গ্রাসে।
কমললোচন কেন অধোমুখন,
হতাশ-বিষাদ-সলিলে ভাসে?॥
উদাসিনী-বেশ ফেলে দে মা!
এলায়িত কেশ বেঁধে নে মা!—
মোহন বেশে আবার সেজে,
আয় গো মেয়েটি মায়ের পাশে॥

লক্ষ। মা গো! আর মন-ভুলানো কথায় ভুলুস্‌নি। এই উদাসিনী-বেশই তোর মেয়ের মোহন-বেশ। তুই যাকে মোহন বেশ বোল্‌চিস্—সে বেশ বেশ্যার! সে বেশে আর নরকে তফাৎ নেই। এ জন্মে আর সে মহাপাপপূর্ণ নরককুণ্ডে ডুব্‌বো না। মা গো! তোর আশীর্ব্বাদে আমি এত দিনে চৈতন্য লাভ কোরেচি—নির্ম্মল আনন্দ-পূর্ণ পুণ্যপূর্ণ স্বর্গের বেশ পোরেচি। আহা, মা গো, এই পবিত্র উদাসিনী-যোগিনী-বেশে কি এক অলৌকিক শান্তি পাচ্চি, তা বর্ণনা কোরে বল্‌বার কথা জানি নি।

কৌশিক। বৎসে লক্ষহীরে! তুমি বালিকা, তোমার কি এরূপ ভয়ঙ্কর কষ্টকে ইষ্ট ভাবনা করা উচিত?

লক্ষ। পিতা! যে পিশাচী ভ্রষ্টা রমণী ঈশ্বরের সৃষ্টিকে কষ্ট দেয়, তার কষ্টভোগ করাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

নির্ম্মলা। মা লক্ষহীরে! তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোয়েচে, আর কষ্টভোগে প্রয়োজন নাই।

লক্ষ। মা, মা, প্রয়োজন মৃত্যু পর্য্যন্ত। মৃত্যুর

পর তোর এই মহাপাপিনী মেয়ে নব জন্ম পেয়ে, তোর আশীর্ব্বাদে "সতী সাবিত্রী" হবার ফল-ভাগিনী হবে।

নির্ম্মলা। (স্বগত) ও, সেই জন্য এই যোগিনী বেশ! সেই জন্য এই কষ্টময়ী অগ্নিপরীক্ষা! এ লক্ষহীরা, সে লক্ষহীরা নয়। এ লক্ষহীরার লক্ষ্য বড়ই নিগূঢ়—বড়ই গভীর! আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! বিচিত্র চরিত্র! অদ্ভুত চিত্তবিকার! অপূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা! অলৌকিক লক্ষ্য! আমিও আমার পতিপদ সাক্ষী কোরে বোল্‌চি, লক্ষহীরে! তোর পবিত্র ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হবে।

লক্ষ। মা! নীরবে কি ভাব্‌চো?

নির্ম্মলা। সতী সাবিত্রী।

লক্ষ। (সানন্দে) তুই যথার্থই আমার মা বটে। পায়ের ধূলো দে মা। (পদধূলি গ্রহণ করিয়া) তবে যাই মা!

নির্ম্মলা। কোথা যাবি মা?

লক্ষ। নির্জ্জন বনে।

নির্ম্মলা। কখনই যেতে দেবো না।

লক্ষ। কখনই ধোরে রাখ্‌তে পারবি না।

নির্ম্মলা। তবে আমিও আমার স্বামীকে নিয়ে, তোর সঙ্গে নির্জ্জন বনে যাব।

লক্ষ। তোমাদের তো পূর্ব্বজন্মে বনভোগ হয়েচে, আবার কেন, মা? এ জন্মে আমার বনবাস, আমিই যাই। যাবার সময়, আমার পিতামাতাকে শেষ দক্ষিণা দিয়ে যাই। মা! আমার এই অতুল ঐশ্বর্য্য, দাসদাসী, অট্টালিকা সমস্তই তোমাকে আর পিতাকে, ধর্ম্ম সাক্ষী কোরে দক্ষিণা দান কোল্লেম। আর কুটীরে যেও না, তোমাদের এই স্নেহের মেয়ের অট্টালিকাতেই যাবজ্জীবন বাস কর।

(কৌশিক ও নির্ম্মলার ভূতলে অবতরণ)

কৌশিক। না, বৎসে! তুমি অনেক ধনরত্ন দান কোরেচো, তাতেই আমরা পতিপত্নী পরম সুখে থাকবো। তোমার এ অতুল সম্পত্তি তুমিই লও।

লক্ষ। পিতা, একে আমি পাপিনী, আবার দত্তবস্তু পুনর্গ্রহণপাপের মাত্রা বাড়াবো কি? আমি পরম ধন পেয়েচি, আর এ অসার ধনের অভিলাষিণী নই। পিতা! মাতা! দুজনে একবার দাঁড়াও, আমি জন্মের মত তোমাদের পাদপদ্ম পূজা করি—পাপ দেহ মন পবিত্র করি। (পুষ্পরাশি গ্রহণ পূর্ব্বক ভক্তিভরে কৌশিক ও নির্ম্মলার চরণে প্রদান ও প্রণাম করিয়া)। মা বিদায়—শেষ বিদায়—জন্মের মত বিদায়।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

১ম ভৃত্য। (শশব্যস্তে) ঠাকুরাণি!—ঠাকুরাণি!

লক্ষ। আমি আর তোমাদের ঠাকুরাণী নই। আজ থেকে ওঁরাই তোমাদের প্রভু। আমাকে যেমন যত্ন কোত্তে, তার চেয়ে শত গুণে এঁদের সেবা শুশ্রূষা কোরবে। উতলা হয়ো না—আমায় বাধা দিয়ো না। তোমাদেরো নিকট বিদায়। (গমনোদ্যোগ)

নির্ম্মলা। (বাধা দিয়া) মা গো, একটু দাঁড়া—যাস নি—শোন্ মা, একটা কথা শোন্।

লক্ষ। মায়ের বাধা মায়ার বাধা! আর না—বিদায়—মা, চিরবিদায়।

[বেগে প্রস্থান।

[পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—প্রতিষ্ঠান নগর—রাজপথ।

[সময়—প্রভাতের শেষাংশ]

কৌশিক ও নির্ম্মলার প্রবেশ।

কৌশিক। নির্ম্মলে! লক্ষহীরা তো কিছুতেই ফির্‌লো না।

নির্ম্মলা। বন-বিহঙ্গী সোণার খাঁচার তার কেটে উড়েচে, আর ধরা দেবে না।

এক জন ভৃত্যের প্রবেশ।

কৌশিক। তুমি একলা এলে যে! লক্ষহীরাকে ফিরাতে পাল্লে না?

ভৃত্য। তিনি আর ফিরেও তাকালেন না। উন্মাদিনীর ন্যায় আপন মনে কি বোল্‌তে বোল্‌তে, নগর ছেড়ে, চোলে গেলেন।

কৌশিক। নদী একবার পর্ব্বত ভেদ কোত্তে পাল্লে আর কি ফেরে?

নির্ম্মলা। আর উপায় নাই। অসহায়ের ভগবান্ শ্রীমধুসূদন তার সহায় হোন্। (ভাবিয়া) স্বামিন্! এখন এক কাজ কর। লক্ষহীরার মঙ্গলোদ্দেশে, তার প্রদত্ত এই অতুল ঐশ্বর্য্য, দীন-দরিদ্র অসহায় বিপন্ন নরনারীদের দান কর। আমাদের এত ঐশ্বর্য্য নিয়ে কি হবে? যার ধন, তারই মঙ্গলে ব্যয় হোক্।

কৌশিক। উত্তম পরামর্শ। দীনহীন দরিদ্র-গণের অর্থাভাবে কিরূপ মর্ম্মান্তিক কষ্ট ঘটে, তুমি আমি বিলক্ষণ জানি; ধনীরা তা জানে না; জান্‌লে জগতে দীন দুঃখী ভিক্ষুক কেউ থাক্‌তো না। দরিদ্র দুঃখীই দরিদ্র দুঃখীর কষ্ট বোঝে। (ভাবিয়া) কোন্ কোন্ দরিদ্রকে লক্ষহীরার অতুল ঐশ্বর্য্য দান কোর্‌বো?

নির্ম্মলা। লক্ষহীরাকে লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দর্শনী দিয়ে, যারা সর্ব্বস্বান্ত হয়েচে; ঋণগ্রস্ত হয়ে কারাগারে গিয়েচে; যাদের সর্ব্বস্বান্তঘটনায় স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয় স্বজন পথের ভিখারী হয়ে, হাহাকারে রোদন কোচ্চে, তাদের লক্ষ লক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রা অগ্রে তাদেরি ফিরে দাও। তার পর, সাধারণ দীনদুঃখীদের অর্থদানে সুখী কর; তবে লক্ষহীরার বনবাসেও সুখ হবে।

কৌশিক। উত্তম উত্তম। নারী না হলে নারীর কষ্ট বোঝে না! অদ্যই তোমার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত কোর্ব্বো। (ভৃত্যের প্রতি) যে সকল ধনী লক্ষহীরার নিকট সর্ব্বস্বান্ত হয়েচে, তুমি তাদের বাড়ী ঘর পুত্র পরিবারদের চেনো?

ভৃত্য। আজ্ঞে, বিদেশী ধনীদের কিছুই জানি না, তবে এই প্রতিষ্ঠান নগরের সর্ব্বস্বান্ত ধনীদের সব জানি।

কৌশিক। কিরূপ সব জান?

ভৃত্য। কোন ধনী ঋণী হয়ে, কারাগারে প্রাণত্যাগ কোরেচেন, তাঁর পুত্র কন্যা পত্নী পথে পথে ভিক্ষা কোচ্চে—কোন ধনী কারাগারে আজিও কষ্ট ভোগ কোচ্চেন—কোন ধনী আত্ম-হত্যা কোরেচেন, তাঁর পুত্র পরিবার পরের গল-গ্রহ হোয়ে যন্ত্রণা পাচ্চে। এইরূপ অনেক প্রকার বিপদ!

নির্ম্মলা। (সদুঃখে) আহা! আহা! মর্ম্মা-ন্তিক কষ্ট! চল, স্বামিন্, আমরা পতি-পত্নী উভয়ে গিয়ে, সেই সকল সর্ব্বস্বান্ত ধনীদের উদ্ধার করি, তাদের স্ত্রীপুত্রকন্যাদের রক্ষা করি। তারা হারা-নিধি পেয়ে, প্রাণ ভোরে আশীর্ব্বাদ কোর্‌বে, লক্ষহীরার পাপের শান্তি হবে।

কৌশিক। চল, নির্ম্মলে! (ভৃত্যের প্রতি) তুমিও এস। দেখ, অগ্রে এই প্রতিষ্ঠাননগরের নষ্টসর্ব্বস্ব ধনী ও ধনিপরিবারদের লক্ষ লক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রা প্রত্যর্পণ করি, তার পর অনুসন্ধান কোরে, বিদেশীয় সর্ব্বস্বান্ত ধনীদের দত্তধন প্রত্যর্পণ কোর্‌বো।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—নিবিড় অরণ্য।

[সময়—অপরাহ্ণ]

উদাসিনীবেশে লক্ষহীরার প্রবেশ।

লক্ষ। প্রভাতে কোথায় ছিনু?—জ্বলন্ত নরকে।
এখন কোথায় এনু?—পবিত্র স্বরগে।
যাতনা, বেদনা, জ্বালা, অশান্তি, বিষাদ
কিছুই নাহিকো হেথা।
নরকের ঘোর কোলাহল,
মানবের ঘোর অমঙ্গল
এখানে নিবিয়া যায়।
প্রাণারাম, সুখশান্তি, মর্ম্মশীতলতা
অবিরাম গাঁথা হেথা।
এই সে কারণ, মুনিঋষিগণ
ধ্যানে নিমগন হেথা হয়,
নাহি চাহে লোকালয়।
লোকালয় আর কিছু নয়—
সাক্ষাৎ জীবন্ত যমালয়।
বড়ই সৌভাগ্য মোর,
লোকালয় যমালয় এসেছি ছাড়িয়া
দূর দূর বহু দূরে আজি শুভক্ষণে।
এই পুণ্যময় আনন্দ-আলয় মহাবন
এ জীবনে ছাড়িব না আর।
এ বনের পবিত্র মাটিতে
মিশাইব পাপদেহ মোর;
এ বনের পবিত্র বায়ুতে
মিশাইব প্রাণ-বায়ু মোর।
অরণ্যবাসিনী লক্ষহীরা
রাখিয়া অচল লক্ষ্য সতী মা'র পায়,
হরিপূজা, দুর্গাব্রত করিবে হেথায়।
যথাকালে ত্যজি পাপ কায়,
নির্ম্মলা মায়ের আশীর্ব্বাদে
পরজন্মে সতী হয়ে সেবিবে সদাই
স্বামীর পবিত্র পদ দুটি।
স্বামী পাব—সতী হব—
আহা, এর চেয়ে নারীর জীবনে
কিবা সুখ অনন্ত ভুবনে?
এই সে কারণে এ নিবিড় বনে
এ অসতী লক্ষহীরা।

(গীত)

মায়ের সেই দয়ার কথা
মর্ম্মে আমার গাঁথা আছে।
সতী মায়ের সতীত্ব-গান
হোচ্চে আমার কানের কাছে॥
এ পাপ জন্ম এই যে ভাগে,
আর জন্ম ওই যে জাগে,
সতীর জ্যোতি ত্বরিত গতি
ছুট্‌ছে আমার পাছে পাছে;—
মরণ হোলেই জন্ম হবে,
মিশ্‌বো ওই জ্যোতির ছাঁচে॥

সম্পূর্ণ।

মোহমুদ্গর।

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং
কুরু তনুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাং।
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং,
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তং ॥ ১

মূঢ়! ছাড়হ ধনাগম তৃষ্ণা।
অন্তঃকরণে ধরহ বিতৃষ্ণা ॥
বিত্ত যা লভ আপন কাজে।
চিত্তবিনোদ তাহে সাজে ॥ * ১ ॥

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং,
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যং।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ,
সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ ॥ ২ ॥

অর্থ অনর্থই ভাবহ নিত্য।
নাহিক তাহে সুখটুকু সত্য ॥
পুত্র হ'তেও ধনধর ভীতি।
সর্ব্বস্থানে এমনই নীতি ॥ ২ ॥

কা তব কান্তা কাস্তে পুত্রঃ,
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াত,
স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥ ৩ ॥

কে তব কান্তা? সুত বা কে তব?।
নিশ্চয় অতিশয় অদ্ভুত এ ভব ॥
কোথা এলে, তুমি বা কার?।
চিন্তহ ভ্রাতা তা অনিবার ॥ ৩ ॥

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং,
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা,
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥ ৪ ॥

না কর ধনজন যৌবনগর্ব্ব।
কাল নিমেষে হরয়ে সর্ব্ব ॥
ভুলি মায়াময় ইহ সংসারে।
ব্রহ্মপদে পশ আশু বিচারে ॥ ৪ ॥

নলিনীদলগতজলমতিতরলং,
তদ্বদ্‌জীবনমতিশয়চপলং।
বিদ্ধি ব্যাধিব্যালগ্রস্তং,
লোকং শোকহতং সমস্তং ॥ ৫ ॥

জল অতি ঢল ঢল নলিনী পাতে।
তেমতি টলমল জীবন গাতে ॥ *
শোকে বিনিহত রোগগ্রস্ত।
নিশ্চয় জানহ লোক সমস্ত ॥ ৫ ॥

* পরমহংস শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বিরচিত এই সুপ্রসিদ্ধ "মোহমুদ্গর" নীতিপুস্তিকাখানির সমস্ত শ্লোকগুলিই পজ্‌ঝটিকা ছন্দে গ্রথিত। আমিও ইহার বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ ঐ পজ্‌ঝটিকা ছন্দেই করিলাম, সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রের মতে পজ্‌ঝটিকাছন্দঃ মাত্রাবৃত্তির অন্তর্গত। অক্ষরের লঘু গুরু মাত্রানুসারে এই ছন্দঃ পড়িতে হয়।

* পাতে—গাত্রে, শরীরে বা দেহমধ্যে

তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে,
পরিহর চিন্তাং নশ্বর বিত্তে।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা,
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥ ৬ ॥

তত্ত্ব নিরন্তর চিন্তহ চিত্তে।
পরিহর চিন্তা নশ্বর বিত্তে॥
সাধুসমাগম ইহ সংসারে।
নৌকা সম লয় ভবজলপারে ॥ ৬ ॥

অষ্টকুলাচলসপ্তসমুদ্রা,
ব্রহ্মপুরন্দরদিনকররুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোক,
স্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ॥৭॥

অষ্ট কুলাচল, সপ্ত সমুদ্র।
ব্রহ্মা ইন্দ্র দিনকর রুদ্র ॥
আমি কিবা তুমি বা তিনলোক।
না রহিবে কিছু, না কর শোক ॥ ৭ ॥

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্ত,
স্তাবন্নিজপরিবারো রক্ত।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জরদেহে,
বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে॥৮॥

যত দিন তুমি ধন অর্জ্জন-শক্ত।
তত দিন তব পরিজন অনুরক্ত ॥
শেষে যব তব জর্জ্জর অঙ্গ।
কেবা করিবে ভাষপ্রসঙ্গ ? ॥ ৮ ॥

কামং ক্রোধং লোভং মোহং,
ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্যতি কোঽহং।
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়া,
স্তে পচ্যন্তে নরকে নিগূঢ়াঃ ॥ ৯ ॥

জ্ঞানী ষড়রিপু দূরে রেখে। *
"কোহম্" † ভাবি নিজকে দেখে ॥
আত্মজ্ঞানবিবর্জ্জিত মূঢ়।
পচয়ে হইয়ে নরকারূঢ় ॥ ৯ ॥

সুরমন্দিরতরুমূলনিবাসঃ,
শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ,
কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ ॥১০॥

সুরমন্দির তরুমূল নিবাস।
শয্যা ভূতল অজিনই বাস ॥
সকল পরিগ্রহ ভোগত্যাগ।
এ সব সুখদাতা বিরাগ ॥ ১০ ॥

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত,
স্তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ,
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ ॥১১॥

বালককালে কেবল খেলা।
যৌবনকালে যুবতী লীলা ॥
বৃদ্ধাবস্থে চিন্তামগ্ন।
না হয় কেহই ব্রহ্মে লগ্ন ॥ ১১ ॥

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ,
মা কুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং,
বাঞ্ছস্যচিরাৎ যদি বিষ্ণুত্বং ॥ ১২ ॥

বাদে ভাবে বান্ধব পুত্রে।
না কর ইচ্ছা মিত্রামিত্রে ॥
রহ সমচেতা সর্ব্বস্থানে।
হরিপদ যদি তব আশা প্রাণে ॥ ১২ ॥

* ষড়রিপু—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য।
† কোহম্—কে আমি।

যাবজ্জননং তাবন্মরণং,
তাবজ্জননীজঠরে শয়নং।
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ,
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥ ১৩ ॥

জনম যখন হ'ল মরণ ত হইবে।
পুনরপি জননী জঠরে শুইবে ॥
ইহ সংসারে এ সব দোষ।
তবু তুমি মানব খুঁজ সন্তোষ ? ॥ ১৩ ॥

দিনযামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ,
শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু,
স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥ ১৪ ॥

নিতি নিতি দিন নিশি সায়ং প্রাতঃ।
ঋতু হিম-মাধব-যাতায়াত ॥
কাল ত খেলত ভাগত আয়ু।
তবু না ছোড়ত আশা-বায়ু ॥ ১৪ ॥

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং,
দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডং।
করধৃতকম্পিতশোভিতদণ্ডং,
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডং ॥ ১৫ ॥

তনু হ'ল থল থল, চুল হ'ল পাকা।
দন্ত পতিত হ'ল কটি হোল বাঁকা ॥
থর থর কম্পে করধৃত দণ্ড।
তবু না ছাড়ে আশাভাণ্ড ॥ ১৫ ॥

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণু,
র্ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বং পশ্যাত্মন্যাত্মানং,
সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানং ॥১৬॥

তুংমৎসবপ্রতি একই বিষ্ণু।
মৎপ্রতি কোপিছ তুমি অসহিষ্ণু ॥
শুভ যদি চাহ সব সম জান।
পরিহর রে নর ভেদজ্ঞান ॥ ১৬ ॥

ষোড়শপজ্ঝটিকাভিশেষঃ,
শিষ্যাণাং কথিতোঽভ্যুপদেশঃ।
যেষাং নৈষ করোতি বিবেকং,
তেষাং কঃ কুরুতামতিরেকং ॥১৭॥

ষোড়শ পজ্ঝটিকা কম ছন্দে।
শিষ্যকথিত উপদেশ প্রবন্ধে ॥
এতে নহিবে বার বিবেক।
তৎপক্ষে নহি কিছু অতিরেক ॥ ১৭ ॥

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

প্রতিফল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একদিন দুইদিন করিয়া পাঁচ দিনের সন্ধ্যার সময়ে প্রমথনাথের নৌকাখানি হরিষপুরের ঘাটে পঁহুছিল। নৌকা, প্রথমে কপিলা নদী, তার পর জলা নদী, সর্ব্বশেষে অমলা নদীর বুক বাহিয়া, হরিষপুরের মুখ দেখিতে পাইল।

হরিষপুরের ঘাটে নৌকা লাগিল, কিন্তু প্রমথনাথের মনে হরিষের তেমন উদ্রেক হইল না। না হইবার কারণ, একে বিদেশ-বিভূঁই কোন আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুবান্ধব নাই, তাহাতে আবার দিবার শেষ—সন্ধ্যা। কোথায় একটি ভাল বাসা পাইবেন, সে সন্ধান এই অসময়ে হইবার কোন সুবিধা নাই। কিয়ৎক্ষণ নানারূপ চিন্তা করিয়াও কোনরূপ সদুপায় পাইলেন না, সুতরাং সেই রাত্রে নৌকাতেই অবস্থিতি করা উপযুক্ত ভাবিলেন।

তার পর সকলে কিছু কিছু জলযোগ করিয়া, নিদ্রাযোগ ভোগ করিতে লাগিলেন।

যথাকালে যামিনীকামিনী বিষাদিনী হইয়া, অঙ্গের কাল ওড়নাখানি খুলিয়া ফেলিল। পূর্ব্বদিকে উষাসুন্দরী ঘুমাইতেছিল, যামিনীর ওড়না ফেলিবার হাওয়া লাগিয়া, আচম্‌কা জাগিয়া উঠিল। নিমীলিত নয়নযুগল উন্মীলিত হইল। সেই আধঘুম-ঘোর চক্ষু ফুটিয়া কেমন একটি ছায়া-শোভা-মাখা বিভা ছুটিল। বিভাবরীর চক্ষে উষার সে নয়নবিভা আর সহিল না; বেগে বরাবর পশ্চিম দিকে ছুটিতে লাগিল। উষা যেন লজ্জিতা হইয়া, "কোথা যাও বোন্, কোথা যাও" বলিয়া রজনীকে ধরিতে ছুটিল। রজনী কিন্তু একটিবারও মুখটি ফিরাইয়া, উষার পানে তাকাইল না।

কোমলাঙ্গী উষাকে নিশার পশ্চাতে ছুটিতে দেখিয়া, সূর্য্যদেব কাতর হইলেন। যেন কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তাই রাঙা চোখে, "আরে কি কর, কোথা যাও উষে, ও কেলে মাগীটার পশ্চাতে কেন ছুটীতেছ, ফিরিয়া আইস, দাঁড়াও, আর যেও না" বলিতে বলিতে, উষার পশ্চাতে ছুটিতে লাগিলেন। পশ্চিমে নিশা, মধ্যে উষা, পূর্ব্বে পূষা, সাঁ সাঁ করিয়া চলিতেছে। তাই দেখিয়া, ভয়েই হউক, বা ভরসাতেই হউক, গাছের পাখী চিচিকুচি করিয়া সাড়া দিল। হরিষপুরের নরনারীরা বুঝিল, ভোর হইয়াছে, দোর খোলো।

প্রভাতে সূর্য্য উঠিলেন। সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে নৌকাস্থ সকলে উঠিল। প্রমথনাথ, অক্ষয়কুমারকে লইয়া, একটি বাসা ঠিক করিবার জন্য, প্রস্তুত হইলেন। এমন সময়ে প্রমথনাথের নৌকার নিকটে একখানি ছোট জেলে-ডিঙ্গি আসিয়া পঁহুছিল। সেই ডিঙ্গির উপর দুইটি লোক; একজনের নাম মধু, বয়স আন্দাজ ৫০, দ্বিতীয়ের নাম নিধু বয়স ৩৫, উভয়েই জাতিতে চণ্ডাল। উহারা শেষ রাত্রে মৎস্য ধরিতে বাহির হইয়াছিল। উহারা মৎস্য ধরিয়া নৌকায় নৌকায় বিক্রয় করিত। অদ্য প্রমথনাথকে নূতন লোক দেখিয়া, 'বহুনির' বড় সুবিধা ভাবিল। সেই সময় প্রমথনাথ তটে নাবিবার জন্য নৌকার উপর দাঁড়াইয়াছিলেন। খরিদ্দার চলিয়া যাইবে বুঝিতে পারিয়া, মধু তাড়াতাড়ি নিজের ডিঙ্গি হইতে চীৎকার করিয়া বলিল,—"বাবু মহাশয়, বাবু

মহাশয়! এইমাত্র জাল ফেলিয়া মাছ ধরিয়াছি! খুব টাটকা, ধরে নেন জলেই আছে। পয়সা আপনার হাতেই বহনি করিব।" এই বলিতে বলিতে মধু ডিঙ্গি লইয়া, আরও অগ্রসর হইল।

প্রমথনাথ নিজের নৌকা হইতে বলিলেন,—"এখন মাছ লইয়া কি করিব? অগ্রে বাসার ঠিক করিয়া আসি; পরে লইব।"

মধু জিজ্ঞাসা করিল,—"আপুনি কোন্ গাঁ থেকে আস্‌চো?"

"অনেক দূর!"

"তবু?"

"গোবর্দ্ধনপুর।"

"এখানে কি দরকার?"

"আমার স্ত্রীর চক্ষুঃপীড়া হইয়াছে—তারই চিকিৎসার জন্য।"

"এখান থেকে কি ডাক্তার নিয়ে যাবেন।"

"না, আমার স্ত্রীকে আনিয়াছি। এই স্থানে বাসা করিয়া, চিকিৎসা করাইব।"

"কোন্ ডাক্তারের কাছে?"

"ডাক্তার মহেন্দ্রনারায়ণ বটব্যালের কাছে।"

"ব্যাট্‌বল ম'শায়ের কাছে? তিনি তো এখানে এখন নাই!"

এই কথা শুনিয়া, প্রমথনাথ চমকাইয়া উঠিলেন। ক্ষণকাল কি ভাবিয়া বলিলেন,—"তিনি কোথায় গিয়াছেন?"

"এখান থেকে তিন দিনের পথ—হরিহরপুরে গোলগোবিন্দ রায় জমীদারের বাড়ী।"

"কবে আসিবেন?"

"আজ প্রায় দশ-বারো দিন গিয়েছেন; আর পাঁচ-ছ' দিনের মধ্যেই আস'বেন।"

"তবেই তো মুস্কিল! এখন কি উপায় করি?"

"তার জন্ম ভাবনা কি? আপনার নাম কি বাবু?"

"প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"পেরণাম হই, ঠাকুর। কোন ভাব্‌না-চিন্তে নেই; আমিই আপনার বাসা ঠিক ক'রে দেব সঙ্গে আর কে কে আছে?"

"আমার কনিষ্ঠ সহোদর অক্ষয়কুমার, আর একটি ঝি।"

এই বলিয়া, আবার বলিলেন,—কোথায় বাসা ঠিক করবে?"

"আমার নিজের বাড়ীতে।"

"তোমরা কি লোক?"

"এজ্ঞে, নমঃশূদ্দুর।"

"তবে তোমার বাড়ীতে কিরূপে থাকিব?"

"বিদেশ-বিভূঁয়ে দোষ নেই, বাবু। আলাদা ঘরে পরিবার নিয়ে থাক্‌বে; আমাদের সঙ্গে লেপ্‌চো কি? বিশেষ, এ দেশে, আপনার লোক-জন না থাক্‌লে, বিদেশী লোকের থাক্‌বার সুবিধে নেই। আর এক কথা, আমার বাড়ীতে অনেক সময় বামুন-কায়েতরাই বাসা ক'রে থাকে।"

প্রমথনাথ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। শাস্ত্রে লেখা আছে—আপদ্-কালে নিয়ম-ভঙ্গ করিলে দোষ নাই; সেই কথা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। তিনি মধু মাঝির বাড়ীতেই বাসা করিয়া থাকিতে সম্মত হইলেন। একবার নৌকার 'ছৈয়ের' ভিতরে গিয়া, স্ত্রীর অভিপ্রায় জানিলেন। সরোজিনীও স্বামীর মতেই মত দিলেন।

তার পর সমস্ত ঠিক হইল। মধু, নিধুকে নৌকায় রাখিয়া, প্রমথনাথ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া, আপনার গৃহে গমন করিল। দুই জন দাঁড়ী, প্রমথনাথের সমস্ত জিনিষপত্র লইয়া, সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

মধু মাঝির বাড়ী, হরিষপুরের প্রান্তভাগে, অমলা নদীর অতি সন্নিকটে অবস্থিত। সর্ব্বসমেত তিনখানি খ'ড়ো-ঘর। এক খানিতে মধুমাঝি সস্ত্রীক বাস করে। সেই ঘরখানির পার্শ্বে, ছোট একখানি রসুই-ঘর। ঐ দুইখানি ঘরের প্রায় ২০।২৫ হাত দূরে আর একখানি ঘর। সেই ঘরে প্রমথনাথের বাসা হইল। প্রমথনাথ দাঁড়ী দুই-জনের হস্তে নৌকাভাড়া দিয়া বিদায় দিলেন, এবং

বলিয়া দিলেন,—"বাড়ী ফিরিয়া যাইবার সময়, সুবিধা হইলে, এইখান হইতেই নৌকা করিয়া যাইব ; নতুবা তোমাদের পত্র দিব।" দাঁড়ী দুই-জন, ভাড়া লইয়া, প্রমথনাথকে প্রণাম করিয়া, নৌকায় ফিরিয়া গেল।

দেশের নৌকা দেশে ফিরিয়া গেল ; কেবল হরিষপুরে প্রমথনাথেরা চারিজন বিদেশী হইয়া রহিলেন। দেশের লোক বিদেশে গেলে, যে কি কষ্ট ভোগ করিতে হয়, যাঁহারা ভুক্তভোগী, তাঁহা-রাই জানেন। প্রমথনাথকেও সেই ভোগ ভুগিতে হইল। তাহার উপর আবার সঙ্গে—রুগ্না সহ-ধর্ম্মিণী। যাই হোক, তথাপি সস্ত্রীক মধু, যত দূর তাহার পক্ষে সঙ্গত, প্রমথনাথের সেইরূপ সাহায্য করিতে লাগিল। অক্ষয়কুমার রন্ধনকার্য্যের ভার লইল, বৃদ্ধা তারামণি রন্ধনের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল।

এইরূপে দুই দিন কাটিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বরেচ্ছায়, স্থানপরিবর্ত্তনের গুণেই হউক বা ভাগ্যবিবর্ত্তনের গুণেই হউক, সরোজিনীর চক্ষুঃ-পীড়া প্রায় অর্দ্ধেক সারিয়া উঠিল। সরোজিনী পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অনেকটা সুস্থ। প্রমথনাথের বিষণ্ণমনে আনন্দের প্রসন্নভাব দেখা দিল। বৃদ্ধা তারামণি, সরলবিশ্বাসের আশ্বাসে, হরির-লুট, কালী-গঙ্গা-শিবের পূজা মানত করিল। সরো-জিনীও অর্দ্ধস্বাস্থ্যলাভে পূর্ণ-আশ্বস্ত হইয়া, তারা-মণির মানত-মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন। বাস্তবিক, আস্তিকদের রোগযন্ত্রণা বা মানসিক অন্য যন্ত্রণার অবসানের পন্থা দেখা দিলে, দেবতার প্রতি অচলা ভক্তির উদ্রেক হয়। আবার অনেক স্থলে এমনও দেখা যায়, লৌকিক ঔষধে রোগের কোনরূপ প্রতীকার না হইলে, একমাত্র দৈবের কৃপায় অসাধ্য-সাধনও হইয়া থাকে। দৈবের প্রতি দৃঢ়-বিশ্বাসই ইহার মূলকারণ।

অদ্য তৃতীয় দিবস। অপরাহ্ণ সময়ে, মধুর স্ত্রী, নিজের কাজ-কর্ম্ম সারিয়া, প্রমথনাথের গৃহের সম্মুখস্থ উঠানে বসিয়া, বৃদ্ধা তারামণির সহিত নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। সরোজিনী, গৃহদ্বারের আগড়ে ঠেস দিয়া, পীড়িত চক্ষুর উপর একখানি হরিদ্রাসিক্ত বস্ত্রখণ্ড ঢাকিয়া, তারামণি-মধুপত্নী-সংবাদ শুনিতে লাগিলেন ; মধ্যে মধ্যে দুই একটি প্রশ্নোত্তরও করিতে লাগিলেন।

এই মহাসংবাদের সকল সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। কেবল পাঠক-পাঠিকার বুঝিবার ও সুবিধার জন্য কিয়দংশ গ্রহণ করিলাম।

মধুর স্ত্রী তারামণিকে প্রশ্ন করিল,—"তোমার নামটি আবার ভুলে গেলুম।"

তারামণি হাসিয়া উত্তর করিল,—"আমি তোমার চেয়ে অনেক বড়, তোমার বয়স দশগণ্ডা বছর, আমার সাড়ে তেরো গণ্ডা, তবু আমি একবার যা শুনি, জন্মেও ভুলিনি। তুমি পরশুদিন আমায় যা যা বলেছিলে, আমার মনে সব জেগে আছে।"

মধুর স্ত্রী বলিল,—"আচ্ছা, কৈ, বলতো শুনি ?"

তারাবুড়ী তৎক্ষণাৎ, পাঠশালার স্মৃতিমান্ বালকের শতকিয়া—কড়ানিয়া আওড়াইবার ন্যায়, টপ্‌টপ্ করিয়া বলিল—"তোমার নাম পরাণী, তোমার সোয়ামীর নাম মধু, তোমার বড়-বোনের নাম কুড়ুনী, ছোট-বোনের নাম সোহাগী।"

মধুপত্নী ওরফে পরাণী, হি হি করিয়া হাসিয়া ফেলিল। মিশিমাজন-ঘসা খাসাখাসা কালো দাঁত-গুলা, অপরূপ রূপ দেখাইয়া আবার ওষ্ঠাধর-রূপ সাংসপেটিকার মধ্যে গা-ঢাকা দিল। পরাণী ক্ষণ-কাল ভাবিল। ভাবিয়া বলিল,—"তবু ছাই তোমার নামটি আমার পোড়া মনে আসে না। ইচ্ছে হয়, আমার এ নোড়ে-ভোলা মন-মুখ-পোড়াকে অমলা-নদীর জলে ডুবিয়ে মারি।"

এইবার সরোজিনী হাসিলেন। অতি মৃদুমধুর হাস্য। সে সুন্দর হাস্যদর্শনে, পরাণীর বত্রিশ পাটী দন্ত আর কোনমতেই, অনেকক্ষণের জন্য পরাণীর মোটা মোটা ঠোঁট দুখানা ফাঁক করিয়া, চেহারা বাহির করিতে পারিল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে, পরাণী বলিল,—"আর যাও কোথা দিদি, তোমার নাম মনে হয়েছে।"

তারামণি।—কি, বল দেখি।

পরাণী।—তরুণী।

তারামণি।—অনেক তফাৎ এখনো, ফের ভেবে বল।

পরাণী।—তারিণী।

তারামণি।—কাছাকাছি, খুব ভেবে বল।

পরাণী।—নিস্তারিণী।

তারামণি।—আ আমার পোড়া কপাল রে! তরুণী, তারিণী, নিস্তারিণী নয়, আমার নাম তারামণি। আমি গোয়ালার মেয়ে, কুড়ে আজ পাঁচ বছর বিধবা হয়েছি। দুঃখের কপাল, কি করি, পেব্‌মোথো বাবুর আর আমার এই সরোজিনী মা-ঠাকরুণের ধনেপুত্তুরে লক্ষ্মীলাভ হোক, জয় জয়কার হোক, দুবেলা পেটভোরে খেতে পাচ্চি, পর্‌তে পাচ্চি। ভগমানকে ডাক্‌ছি, আমার মা-ঠাক্‌রুণ, শীগ্‌গির শীগ্‌গির চোখের ব্যামো থেকে আরুগ্যির মুখ দেখুক।

পরাণী।—তোমার মা-ঠাক্‌রুণ ঠিক্ ঠাক্‌রুণই বটে। আমি ঢের ঢের ভরযুবতী সুন্দরী মেয়ে দেখেছি, কিন্তু এমন লক্ষ্মী পিতিমে কোথাও কখনও দেখিনি।

তারামণি।—তবু বোন্ পোড়া চোখের ব্যামোতে, মায়ের আমার সে ছিরি-ছাঁদ অদ্দেক নেই। এই সবে সতেরো বছরে পড়েছে, কিন্তু হতচ্ছাড়া রোগে যেন এই ক'মাসে মাকে আধ-বুড়ী ক'রে ফেলেছে।

পরাণী।—না না ঠাক্‌রোণ আধবুড়ী হবে কেন, বেশ সোমোত্তো। আহা, রূপ তো নয়, যেন সাক্ষেৎ তিলোত্তমা অপ্সরী। পাঁচ দেবতার পাঁচপীরের দয়ায় মা-ঠাক্‌রুণ চট্‌ক'রে আরুগ্যি হবে, ভয় কি?

এমন সময়ে প্রথমনাথ ও অক্ষয়কুমার বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। সরোজিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরাণী নিজ গৃহে চলিয়া গেল।

তারামণি জিজ্ঞাসা করিল,—"ডাক্তোর বাবুর খবর কি?"

প্রথমনাথ উত্তর করিলেন'—"আজ আবার তাঁর বাড়ীর লোকেরা বলিল, আরও এক হপ্তা দেরী হইবে। ডাক্তার বাবু এইরূপ পত্র লিখিয়া ডাকে পাঠাইয়াছেন।"

তারামণি, গৃহপ্রবিষ্টা সরোজিনীর দিকে চাহিয়া, সদুঃখে বলিল,—"মা, এখনও তোমার কপালে কষ্টভোগ আছে। ডাক্তোর আসে আসে ক'রেও আসে না। ডাক্তোর মিন্সেগুলোর দশাই ঐ—দয়া নেই, মায়া নেই, কেবল টাকা টাকা টাকা। এক-একটা ডাক্তোর আবার সাক্ষেৎ যমদূত; ওষুদ গিলিয়ে রুগীকে মেরে ফেলে, কিন্তু ভাজা-ইট আদায় ক'ত্তে ছাড়ে না।"

তারামণির "ভাজা-ইট" শব্দটা, প্রমথনাথ ও অক্ষয়কুমারকে হাসাইল। গৃহমধ্যে সরোজিনীও নীরবে হাসিলেন। সে হাসি তারামণির চক্ষে পড়িল না; পড়িল কেবল—প্রমথনাথ ও অক্ষয়কুমারের মর্দ্দানা-হাসি। তারামণি বিরক্ত হইয়া বলিল,—"তা তোমরা হাস্‌বে বই কি! যার কষ্ট, সেই বোঝে, ডাক্তোরেও বোঝে না, ডাক্তোরের রূপোর পিণ্ডী ভাজা-ইটও বোঝে না, আর তোমরাও বোঝো না।"

প্রমথনাথ হাস্যমুখে বলিলেন,—"বুঝি বাছা সব, কেবল বুঝি না তোমার ভাজা-ইট।"

তারামণি যেন একটু চটিয়া উঠিয়া বলিল,—"ডাক্তোরের ডাইনে-বাঁয়ের বেহ্মাণ্ডীগেলা চলচলে বগ্লীতে কত ভাজা-ইট গোঁজো, অথচ বোঝো না।"

প্রমথনাথ বলিলেন,—"ভাজা-ইট নয়,—ভিজিট।"

তারামণি।—আচ্ছা, ভিজিট—ভিজিট! তা ভিজুট খুব দেবো, শীগ্‌গির এসে রোগ্‌টা ভাল ক'রে দিক না।

প্রমথনাথ।—ভোগের শেষ না হ'লে, শুভ-যোগ হয় না। তা ঈশ্বরেচ্ছায়, আপনা-আপনি যখন কিছু কিছু সুরাহা দেখা যাচ্চে, তখন আরও দিন-কয়েক একটু স্থির হয়ে থাকা উচিত। আমিও আজ, আমাদের কথা পাড়িয়া, ডাক্তার বাবুর লোকদের একখানা পত্র লিখ্‌তে বলেছি।"

"তা বেশ করেছো বাবা, কিন্তু ভাক্তা-ইটথেকো—আ মর্—ভিজুটথেকো ডাক্তোররা পাগুরে মন্দ।" এই বলিতে বলিতে, বৃদ্ধা তারামণি, হাঁটুতে হাতের ভর দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল।

দেখিতে দেখিতে, অপরাহ্ণ, সন্ধ্যায় পরিণত হইল। সূর্য্যদেব, যেন পশ্চিম-দিকের শেষ-সীমায় গিয়া, আর পা বাড়াইবার স্থান না পাইয়া, দেহ-চক্রে মাটি কাটিয়া, পাতালে প্রবিষ্ট হইলেন। সূর্য্যদেব, কয়েকটা জীব ব্যতীত, সমস্ত জীবের সর্ব্বস্বধন—বিশেষতঃ দিবাচর পক্ষিকুলের। পক্ষি-কুল, সূর্য্যধন হারাইয়া, অতি আকুলস্বরে বিলাপ করিয়া, ঝাঁকে ঝাঁকে বৃক্ষশাখে আশ্রয় গ্রহণ করিল। হরিষপুরের গৃহে গৃহে অমলানদীর নৌকায় নৌকায়, প্রদীপ জ্বলিল। প্রমথনাথের বাসাঘরেও, তারামণি প্রদীপ জ্বালিল। সকলের সন্ধ্যাহ্নিক জপ সমাপ্ত হইল।

অনন্তর, অক্ষয়কুমার রসুই চড়াইয়া দিল। তারামণি যোগাড় করিয়া দিতে লাগিল। প্রমথ-নাথ গৃহাভ্যন্তরে, সরোজিনীর কিছু দূরে, উপবিষ্ট হইয়া, কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

ক্রমে, সকলের ভোজন, শয়ন ও নিদ্রা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হরিষপুরের প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে বৈকলা গ্রাম। সেই গ্রামে যামিনীকান্ত দত্ত নামে এক-জন জমীদারের বাস। যামিনী বড়-দরের জমীদার নয়, কিন্তু বড়াই দেখাইতে বেশ মজবুৎ। বিশে-ষতঃ ষড়রিপুর অন্তর্গত একটা বিষম রিপুর বশে পড়িয়া, অধম প্রকৃতির জমীদারশ্রেণীর first-class deplomaholder।

বৈকলা গ্রামও অমলা নদীর তটে অবস্থিত। মধু মাঝিকে অদ্য সকালে প্রায় সাতটার সময় দেখা গেল। মধু মধ্যে মধ্যে যামিনীকান্তকে বড় বড় আণ্ডাওয়ালা তোপ্‌সে ও ইলিশ মৎস্য বিক্রয় করিয়া থাকে; কিন্তু অদ্য সে মাছের ঝোড়া আনে নাই, একাকী আসিয়াছে, সঙ্গে নিধু নাই, আছে কেবল একগাছা বেঁশো লাঠি।

অমলা নদীর ধারেই যামিনীকান্তের বাস্তভিটা ও একটা মধ্যমগোছের বাগান। বাগানে একটা ঘাট আছে। সেই ঘাটের সিঁড়ির উপর বসিয়া, মধুমাঝি যেন কাহারও অপেক্ষা করিতেছে। তাহার মুখভঙ্গীর সঙ্গে কি যেন একটা সঙ্গীন চিন্তা জাগিয়া আছে।

এমন সময়ে বাগানের মধ্যে মানুষের সাড়া পাওয়া গেল। বেহুঁস্ মধুর হুঁস্ হইল। সে তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া, বাগানের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, তিনটা মূর্ত্তি ফূর্ত্তি করিতে করিতে ঘাটের দিকেই আসিতেছে। মধু আরও দুই ধাপ উপরে উঠিল। এখন মধুর হাতের লাঠি বগলে, আর হাত দুইটা একটা হইয়াছে—যাহাকে বলে কৃতাঞ্জলিপুট।

ত্রিমূর্ত্তি—অবশ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব নহেন—যামিনীকান্ত, কুঞ্জলাল ও গোঁসাইদাস। যামিনী-কান্তের একান্ত শান্তদান্ত জল-উঁচু-নিচু-কারী। যামিনীকান্তের বত্রিশপাটী তীক্ষ্ণদন্তমণ্ডিত মুখরূপ নরককুণ্ড হইতে দিনান্তে বিশত্রিশ-দফা প্রাণান্ত-

কর বাপার শুনিয়া, তবে দুইবেলা দুইমুঠা মোটা চাউলের অন্ন জঠরানলে দগ্ধ করে।

মধু তাড়াতাড়ি অস্খলিত করপুটে যামিনীকান্তকে নমস্কার করিল। হঠাৎ বাম-বাহু-চাপিত বংশযষ্টি, ফাঁক পাইয়া, ঠক শব্দে ভূতলে পড়িয়া গেল। যামিনীকান্ত বিকট হাস্যে হাস্য বিস্তার করিয়া বলিল,—"ও মধু, তোমার নমস্কারের ধটায় লাঠিগাছটা মাটিতে পড়্‌লো যে।"

মধুর উত্তর দিবার পূর্ব্বেই—মধু ঠিক্ উত্তর দিতে পারিত কি না, জানি না—কুঞ্জলাল বাবুজীকে মনের মত উত্তর দান করিল,—"হুজুর, মধো ব্যাটা নেহাৎ অসভ্য, কিরূপে আপনার ন্যায় মহাপুরুষকে দণ্ডবৎ ক'র্ত্তে হয়, জানে না; তাই ওর লাঠিগাছটা সটান ভূমিতলে প'ড়ে সাষ্টাঙ্গে আপনাকে দণ্ডবৎ ক'রে, মধো ব্যাটাকে দণ্ডবৎ শিখিয়ে দিলে।"

যামিনীকান্ত আহ্লাদে হাসির তুফান ছুটাইল। গাছের পাখীগুলা, তাহার হাস্যহুঙ্কারে, আপনাদের মধুর ঝঙ্কার ভুলিয়া, ভ্যাবা-চ্যাকা খাইয়া, কিচি-মিচি করিয়া, উড়িয়া পলাইল।

কুকণ্ঠ শিক্ষানবিশের বদ্‌সুরো সা-ঋ-গ-ম-সাধার ন্যায়, তারাগ্রাম হইতে উদারার পর্দ্দায় সুর নামিবার মত, যামিনীকান্তের অট্টহাস্য, কমিয়া কমিয়া, থামিয়া গেল। একটু দম লইয়া বলিল—"মধু, কি মাছ এনেছ আজ?"

মধু।—আজ আর বাজে মাছ এনে, আপনকার জিব খারাপ কর্‌বার ইচ্ছেটা হয় না।

যামিনী।—তবে খুব আচ্ছা মাছ এনে, আমার জীবকে রস-মুগ্ধ কর।

মধু। খুব আচ্ছা মাছই জালে ফেলেছি; তেমন মাছ আপনি একদিনও জিবে দাওনি হুজুর। ঠিক দাম পেলে, ঠিক মাছ দিই।

যামিনী।—কি মাছ?

মধু।—বেহদ্দ সুন্দরী।

যামিনী।—সুন্দরী! বেহদ্দ সুন্দরী! ব্যাপারখানা কি?

মধু।—একটু আড়ালে আস্‌তে আজ্ঞে হ'লে বড় ভাল হয়!

যামিনী।—কুঞ্জ-গোঁসাইএর সন্দেহ ক'চ্ছো?

অমনি তৎক্ষণাৎ গোঁসাইদাস জবাব দিল,—"আরে ছ্যা, আমাদেরও আবার সন্দেহ করে? আমরা হুজুরের পেটের ছেলে-পিলের মধ্যে ধর্ত্তব্য; বুঝ্‌লে হে মধু?"

মধু।—আজ্ঞে, তা খুব বুঝি বই কি বাবু। হুজুর, আপনাদের পুষ্যি-পুত্তুরের চেয়েও বিশ্বেস করেন।

গোঁসাইদাস।—পুষ্যিপুত্তুরের চেয়েও মানে কি?

মধু জুৎসই জবাব দিতে পারিল না দেখিয়া যামিনীকান্ত তৎক্ষণাৎ অপূর্ব্বপ্রত্যুৎপন্নমতিত্ববলে জলন্ত প্রতিভা-প্রভায় জবাব দিল,—"পুষ্যিপুত্তুরের চেয়ে মানে—পুষ্যিশালা।

কুঞ্জলাল, গোঁসাইদাস দেঁতো-হাসি হাসিল; নইলে এখনি বাপান্তের চূড়ান্ত হইবে! মধুও অধোমুখে ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিল।

আবার যামিনীকান্ত বলিল,—"কেমন কুঞ্জ, কেমন গোঁসাই, পুষ্যিপুত্তুরও যা, আর পুষ্যিশালাও তাই নয়?

কুঞ্জ হাসিতে হাসিতে বলিল,—"হাঁ হুজুর, চুলমাত্রও তফাৎ নেই। তবে কি না উভয়তঃ।"

যামিনী।—উভয়তঃ আবার কি?

কুঞ্জলাল।—পুষ্যিপুত্তুরগুলোর পক্ষেও পুষ্যিবাবা আর পুষ্যিশালা অতফাৎ।

যামিনী।—বড় বাড় বাড়্‌ছো যে?

কুঞ্জলাল —(ভয়ে) দোহাই ধর্ম্মাবতার, বাড়ের মাথায় বিশ জুতো লাগান। এখনকার কথা নয়, আমাদের গ্রামের জিতু দালালের পুষ্যিপুত্তুর সীতু, তার পুষ্যিবাবা জিতুকে, ভাতু করবার জন্যে, মাঝে মাঝে "শালা" বল্‌তো।

যামিনী।—আর জিতু?

কুঞ্জলাল।—জিতু জুতিয়ে দিতো।

যামিনী।—তবে আমিও জুতুই?

কুঞ্জলাল ও গোঁসাইদাস।—(শশব্যস্তে) আজ্ঞে, হুজুর, আমরা আপনার শালার শালা তস্য শালা— পাঠশালা পশুশালা, গোশালা। আমাদের জুতিয়ে কেন নেতিয়ে পড়বেন? আপনার হাতে এখনি খিল্ ধ'রবে হুজুর।

অমনি খিল্ খিল্ করিয়া, যামিনীকান্ত হাস্যচ্ছটার, ঘোর ঘটা দেখাইল। কৃত্রিম রাগটা যেন জল হইয়া, অমলা নদীর জলে মিশিয়া গেল।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ বাবু-মোসাহেব-সংবাদ চলিয়া বন্ধ হইল। এইবার যামিনীকান্ত আবার মধুকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এখন তোমার মৎস্য-সুন্দরীর বেওরাখানা কি খুলে বল।"

মধু মাঝি একে একে তাহার বাটীর বিদেশী নূতন ভাড়াটিয়া প্রমথনাথের পত্নী সরোজিনীর বয়স ও রূপের বর্ণনা করিল।

যামিনীকান্ত আর যায় কোথা? একেবারে দুর্দ্দান্ত রিপুর পদাঘাতে, নিতান্ত অশান্ত হইয়া উঠিল। আর নিমেষটুকুও তার সয় না, সর্ব্বাঙ্গ জরজর, অন্তরাত্মা থরথর, প্রাণ-মন হৃদয় গরগর। সৎকার্য্যে এক কড়া কাণাকড়ি ব্যয় করিতেও যে যামিনীকান্তের যুক্তহস্ত মুক্ত হয় না, সেই নর-পিশাচ যামিনীকান্ত মুক্তকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল,—"মধু, মধু, আজই রাত্রে তাকে চাই। যত টাকা লাগে, কুছ্ পরওয়া নেই। কিন্তু আজি চাই, নিশ্চয় চাই।"

কুঞ্জলাল সময় বুঝিয়া, মুখ খুলিল,—"মধু হে, আজ মহেন্দ্রক্ষণে ঘাটে পা ঠেকিয়েছিলে। ফাঁদে চাঁদ ধ'রে, এক হাত বেশ দাঁও মারলে। আমরা শালারা, এক বেটীকেও পাইনি যে, এনে হুজুরের নজরে হাজির করি।"

গোঁসাইদাস একটা সাতগজী দীর্ঘনিশ্বাস বাহির করিয়া, মনের ভাব জাহির করিয়া বলিল,—"কপালং কপালং মূলং।"

"এ সময়ে কেন বাজে কথা ক'চ্ছো, চুপ দাও না।" গোঁসাইদাসকে এই কথা বলিয়া, যামিনী-কান্ত, মধুকে আবার বলিল,—"বুঝলে হে মধু, আজকের রেতেই চাই নিশ্চয়।"

মধু।—হুজুর, তার চিন্তে কি? আজকেই নিশ্চয়। তবে একটা নিবেদন, আমার মজুরিটে কি ওজনে দিতে হুকুম হয়?

যামিনী।—দশ টাকা।

মধু।—আজ্ঞে, বল কি হুজুর? অমন পরী, কুল্লে দশ টাকা!

যামিনী।—আরে পাগ্‌লা, পরী এখন কত টাকায় রাজী হয়, তা তো ঠিক নেই, তাই তোমার মজুরী দশ টাকা।

মধু।—আজ্ঞে, না হুজুর, ধর্ম্মপথে কলিকালে শস্তায় হয় বটে, কিন্তু অধর্ম্মের পথে খুব আক্রায় দর চড়ে। সে কথা, আপনি সমজদার লোক' আপনাকে বেশী বল্‌তে হবে কি?

যামিনী।—আচ্ছা, পনের টাকা।

মধু।—আজ্ঞে, না হুজুর।

যামিনী।—আঃ, হুজুর হুজুর ক'রে, তুমি তো ভাল গুজুর গুজুর সুরু ক'রে দেখ্‌ছি।

মধু।—এর পর রেতের বেলায় আকাশের কোলে পুরোণো চাঁদ, আর নিজের কোলে নতুন চাঁদ দেখ্‌বেন; নতুন পুরোণোয় মিলিয়ে নেবেন, কোন্ চাঁদ সরেস। আরও কিছু বাড়ুন, হুজুর।

যামিনীকান্ত নীরব। কুঞ্জলাল বলিল,— "হুজুর, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেল্‌বেন না। তোমেরি অন্ন ছড়িয়ে ফেল্‌বেন না। মধুকে না হয় আর একটা টাকা বাড়িয়ে দিন, বস্, কর্‌কোরে ষোল টাকা।"

মধু তবুও অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল,—"বাবুজী, এ তো আর জলের আঁসটেগন্ধ মাছ নয়, থলের পদ্মগন্ধ অপ্সরী। আর কথা-কাটাকাটিতে দরকার নেই, হুকুম হয় তো বাড়ী ফিরি, হুজুর।"

যামিনীকান্ত দেখিল, সাধের মধুই আবার বিষ হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং মজুরীর ভাও বাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইয়া বলিল,—"আচ্ছা, পুরোপুরি কুড়ি।"

তবুও মধ্যে ব্যাটার মন ওঠে না। কিন্তু ওদিকে আবার ভয়, পাছে যামিনীকান্ত চটিয়া "না তবে দরকার নেই" বলিয়া ফেলে। সুতরাং কুড়ি টাকাতেই 'বিট্‌গিরি' করিতে ব্যাটা সম্মত হইল।

যামিনীকান্তও, শান্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে পাঁচটা টাকা বাহির করিয়া মধুর হস্তে দিয়া, বায়না করিল।

তার পর মধুর সহিত যামিনীকান্তের, সরোজিনী-হরণের বিধি-ব্যবস্থা চলিতে লাগিল। নরাধম, নরকের কীট, যামিনীকান্ত যেমন রাবণ; তেমনি বিজাতীয় ঘৃণার প্রতিমূর্ত্তি মধ্যে চণ্ডাল ব্যাটা, মারীচ। আর মলভুক্ নরপশু কুঞ্জলাল, গোঁসাইদাস, ছুটো তো উপযুক্ত মন্ত্রী শুক-সারণ আছেই।

প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া পরামর্শ আঁটা হইল। বেলা নয়টার সময়, মধু-মাঝি, ঘাটে নামিয়া নিজের জেলে-ডিঙ্গী চড়িয়া, বাড়ী ফিরিল।

যামিনীকান্তের সে দিবস মধ্যাহ্নে আর ভাল করিয়া অন্ন রুচিল না। কিন্তু কুঞ্জলাল আর গোঁসাইদাস, বেশ করিয়া গোগ্রাসে পুরা গ্রাস তুলিযা সেয়ানার কাজ সারিয়া লইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মধু মাঝি আর ডাক্তার মহেন্দ্রনারায়ণ বটব্যালের বাটীর কয়েকজন লোক ব্যতীত, প্রমথনাথের আর কেহ পরিচিত ব্যক্তি হরিষপুরে ছিল না। প্রমথনাথ, যেমন প্রত্যহ এক-একবার উক্ত ডাক্তার বাবুর বাটী যান, অদ্যও সন্ধ্যার সময় তেমনি গিয়াছিলেন, অধিকন্তু অদ্য তাঁহার সঙ্গে ছিলেন অক্ষয়কুমার। ঘটনাক্রমে, অদ্য সকাল-সকাল বাড়ী ফিরিতে পারেন নাই। ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে, বৈঠকী গাওনা হইতেছিল বলিয়া, ডাক্তার বাবুর পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের অনুরোধে, প্রমথনাথ ও অক্ষয়কুমারকে, অনুরুদ্ধ হইয়া, গান শুনিতে হইয়াছিল। সুতরাং বাসায় ফিরিতে বিলম্ব হইল। মধু-মাঝির বাড়ী, অর্থাৎ প্রমথনাথের বাসা হইতে ডাক্তার বাবুর বাড়ী, প্রায় এক পোয়া পথ দূরে।

প্রমথনাথ, গান শুনিতে শুনিতে, দেওয়ালের ব্র্যাকেটস্থিত ক্লকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, প্রায় নয়টা বাজে। বেশী রাত্রি হইল বলিয়া, প্রমথনাথ, বাসায় ফিরিবার নিমিত্ত আবার বিদায় চাহিলেন। বাস্তবিক রাত্রি বেশি দেখিয়া, ডাক্তার বাবুর পুত্রেরা তাঁহাদের চারিজনের উপযুক্ত উত্তমোত্তম এক চাঙারি লুচি-কচুরি ও মিষ্টান্ন দিলেন। প্রমথনাথ, চাঙারি লইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ডাক্তার বাবুর পুত্রাদি বুঝাইয়া দিলেন, রাত্রি অনেক হইয়াছে, এখন বাসায় ফিরিয়া গিয়া রসুই-বাসের সুবিধা হইবে না। প্রমথনাথ, অগত্যা, ভোজ্যপাত্র গ্রহণ করিয়া, কনিষ্ঠের হস্তে দিলেন। অনন্তর উভয় সহোদরে বাসায় ফিরিতে প্রস্তুত হইলেন।

এমন সময়ে, হঠাৎ ডাক্তার বাবুর বাটীর বহির্দ্বারে একটি স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। ওদিকে, ভিতরের বৈঠকখানায়, বৈঠকী-সঙ্গীতের মনোহর সুধার-ধার; আর এদিকে, বাহিরের দ্বারদেশে, নারীকণ্ঠে হাহাকার। সুতরাং, শ্রোতাদের যেন, সুস্বপ্ন, অকস্মাৎ দুঃস্বপ্নে পরিণত হইল।

তৎক্ষণাৎ সঙ্গীত বন্ধ করিয়া, বৈঠকখানা ছাড়িয়া, দ্রুতবেগে সকলে বহির্দ্বারে দৌড়িয়া আসিলেন। সঙ্গে প্রমনাথ ও অক্ষয়কুমার। ভোজ্যপাত্র, বৈঠকখানার এক পার্শ্বেই পড়িয়া রহিল।

বহির্দ্বারে কে উন্মত্ত আর্ত্তনাদে, স্বহৃদয় বিদীর্ণ করিয়া, পরহৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে? প্রমথনাথের মাতৃস্বরূপিণী সেই বৃদ্ধা দাসী—তারামণি।

উন্মাদের জীবন্তমূর্ত্তি তারামণিকে দেখিবামাত্র, প্রমথনাথ এবং অক্ষয়কুমার যেন, স্বচ্ছ আকাশ হইতে ভূতলে পড়িয়া গেলেন, হৃৎপিণ্ডে ঘনঘন

ঘাতপ্রতিঘাত হইতে লাগিল, আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল, স্বর বন্ধ হইল।

প্রমথনাথ, আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া, কম্পায়মান কলেবরে, ভগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঝি, ঝি, ব্যাপার কি? হয়েছে কি? সরোজ কেমন আছে?"

"বাবা রে! সর্ব্বনাশ হয়েছে! তোর সরোজকে হারিয়েছি রে!" বৃদ্ধা, বক্ষে নিদারুণ করাঘাত করিতে করিতে, আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল।

প্রমথনাথ ও অক্ষয়কুমার চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন, দশদিক যেন শূন্য হইয়া গেল। সহসা দুই সহোদরের চক্ষে হুহু করিয়া অশ্রু ছুটিল। তদ্দর্শনে, অপর সকলেও, ব্যাকুল ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, চিত্রপটবৎ দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্ষণবিলম্ব না করিয়া, প্রমথনাথ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সরোজকে হারিয়েছি কি? বল্‌ছো কি? কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে যে শীগ্‌গির সব খুলে বল।"

এই কথা বলিতে বলিতে, প্রমথনাথ, তারামণিকে উঠাইয়া বসাইল।

তারামণি অশ্রুচ্ছ্বাসে মর্ম্মোচ্ছ্বাস মিশাইয়া, ঘনঘন নিশ্বাসপাতে বলিতে লাগিলেন,—"বাবা! আমার সরোজ ঘুমুচ্ছিলো, আমি কাছে ব'সে বাতাস ক'চ্ছিলুম। তখন সন্ধ্যে উৎরে গেছে। মধু আর তার বৌ পরাণী, তাদের ঘরের দাওয়ায় ব'সে গল্প ক'চ্ছিলো। এমন সময়, নিধে দাঁড়ী এসে ব'ল্লে, পরাণীর বড়-বোনের বড় ব্যামো হয়েছে, শীগ্‌গির ডাকছে। পরাণী, মধুকে ব'লে, নিধের সঙ্গে তার বড়-বোনের বাড়ী চ'লে গেল। তারপর মধু একবার বাইরে গেল। খানিক পরে ফিরে এসে, নিজের ঘরে গিয়ে শুলো।

"এমন সময়, হঠাৎ কতকগুলো জোয়ান জোয়ান মানুষ, হুড়্‌মুড়িয়ে বাড়ীর ভেতোর ঢুকে পড়্‌লো। মধু বোধ হয়, সদর-দোর বন্ধ করেনি। লোকগুলোকে দেখে, আমার ভয় হলো, মধু মধু ক'রে চেঁচাতে লাগলুম, মধুর সাড়া পেলুম না।

"ওগো, তারপর বিষম সর্ব্বনাশ! সেই ডাকাতের মত লোকগুলো হুড়বড়িয়ে আমাদের ঘরে ঢুকে পড়্‌লো। মায়ের আমার তখন গোলমালে ঘুম ভেঙেছে। মা আমার একে ভয়কাতুরে, তার ওপর সেই দুষমন্‌গুলোকে দেখে, দারুণ ভয়ে কেঁদে উঠ্‌লো; ঘরের আর দোর নেই, মা আমার ভয়ে জড়সড় হ'য়ে, একটা কোণে লুকুলো। হা, আমার পোড়া কপাল! কোথায় লুকুবে! রাক্ষসরা মাকে আমার ধ'ত্তে গেলো, মা মুচ্ছো গিয়ে প'ড়ে গেলো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে, দস্যিরে আমার মাকে কোলপাঁজা ক'রে তুলে নিয়ে, সাঁ ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলো। আমি বাধা দিলুম, বুড়ো হাবড়া মেয়ে-মানুষ, মাকে কেড়ে নিতে পার্‌বো কেন? দস্যিরে আমায় মেরে আধমরা ক'রে ফেলে রেখে গেলো।"

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া, সকলে স্তম্ভিত হইল। প্রথমনাথ অস্থিরচিত্তে বলিলেন,—"মধু তবুও ঘর থেকে বেরুলো না?"

তারামণি।—না। তারপর যখন তারা আমার মাকে নিয়ে পালিয়ে গেলো, কোথায় গেলো তা জান্‌তে পারিনি, ওঠ্‌বার শক্তি ছিল না, তাই জান্‌তে পারিনি, তখন মধু ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, আমার মুখে চোকে জল দিলে। আমি কেঁদে কেঁদে বল্লুম, "মধু, তোমার বাড়ীতে, তুমি থাক্‌তে, এমন সর্ব্বনাশ হলো, আমার সরোজিনীকে লুটে নিয়ে গেলো। শীগ্‌গির এর উপায় কর, ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে খবর দাও।"

প্রমথ।—তার পর, তার পর?

তারামণি।—মধু বোল্লে "এ যে দেখ্‌চি, ডাকাতির চেয়েও ডাকাতি। কারা যে প্রমথনাথ বাবুর ইস্তিরীকে এমন ক'রে নে গেলো, কি ক'রে জান্‌বো? আমি বাড়ী ছেড়েই বা কি ক'রে যাই? তুমি ডাক্তার বাবুর বাড়ী গে, তোমার মনিব্‌কে খবর দাও।" আমি বোল্লেম,

তুমি থানায় যাও, দারোগা-চৌকিদারেরা খোঁজ করুক্। মধু ব'লে, ওগো তুমি বোঝো না, থানা-ফানায় হিতে বিপরীত হবে; থানার লোক চোরকে সাধ, সাধকে চোর বানায়; তুমি এদেশের থানার লোক্‌কে চেনো না।" আমি বল্লুম, থানা-পুলিষ বই এ সর্ব্বনাশের বিহিত হবে না। তুমি না যাও, আমিই যাই। এখান থেকে কোন্‌দিকে থানা? কত দূরে?

প্রমথনাথ।—তার পর?

তারামণি।—মধু একটুখানি কি ভাবলে; ভেবে বল্লে, আচ্ছা, আমিই থানায় যাচ্ছি। তুমি ঐ পুব্‌দিকের পথ দে, লোকজনকে জিজ্ঞাসা ক'রে, ডাক্তার বাবুর বাড়ী যাও। পথে গোলমাল ক'রো না। এ গাঁয়ের লোক সব বদ্‌মায়েস্।" মধুর কথায়, আমি খুঁজে খুঁজে দৌড়ে এসেছি। এখন শীগ্‌গির উপায় কর।

অনন্তর প্রমথনাথ, ডাক্তার বাবুর পুত্রাদির সহিত কি পরামর্শ করিয়া, প্রথমতঃ থানায় না গিয়া, সকলে মিলিয়া, তাঁহাদের সহিত তাড়াতাড়ি বাসার দিকে ছুটিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। কোথাও জনমানবের সাড়াশব্দ নাই। দিবসের সেই কোলাহল নিশীথিনীর গভীর গর্ভে বিলীন হইয়া, নৈরবের স্পষ্ট প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণা।

এমন সময়ে অমলা নদীর নীরব গর্ভে ক্ষেপণী নিক্ষেপের ঘনঘন শব্দ উত্থিত হইল। অমলার উভয় তটে নিবিড় শ্যামল জঙ্গল। একে অন্ধকার নিশা, তায় আবার সেই জঙ্গলস্থ পাদপশ্রেণী, অনন্ত শাখাপত্রপুঞ্জে অন্ধকারকে অধিকতর সাহায্য করিতেছে। অমলার অমল জলনিপতিত অন্ধকারাপেক্ষা, অমলার তটশোভিনী বনভূমি দ্বিগুণ তমোময়ী।

দেখিতে দেখিতে একখানা নৌকা ঝাঁ ঝাঁ করিয়া দক্ষিণদিক হইতে উত্তরদিকে ছুটিতে লাগিল। এক্ষণে বুঝা গেল, পূর্ব্বের ক্ষেপণী-নিক্ষেপের শব্দ এই নৌকার।

নৌকায় আলোকের নামগন্ধও নাই। নৌকার ছৈয়ের ভিতর চারিটি লোক; তন্মধ্যে একটি যুবতী রমণী। রমণী কিন্তু মূর্চ্ছিতা। নৌকার বাহিরে পাটাতনের উপর তিনজন পাইক, তিনজন হিন্দুস্থানী দরওয়ান, চারিজন দাঁড়ী, আর পশ্চাতে মাঝি তো আছেই।

নৌকার মধ্যস্থিত তিনজন পুরুষ, মূর্চ্ছিতা যুবতীর চৈতন্যসম্পাদনার্থ, ধীরে ধীরে মুখ-মস্তকে জলসেক ও তালবৃন্ত ব্যজন করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে, যুবতীর হৃতসংজ্ঞা আহৃত হইল। যুবতী, ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিয়া, কষ্টব্যঞ্জক ও ভগ্নস্বরে বলিল,—"আমি কোথা? আমার স্বামী কোথা? আমার ঠাকুর-পো কোথা? তারামণি কোথা? এ কি মধুর বাড়ী? না, তা তো নয়—এ যে নৌকা!"

এক্ষণে বুঝা গেল, এই যুবতী রমণী—সেই প্রমথনাথপত্নী সরোজিনী। কিন্তু এখনও যে বুঝিতে অনেক বাকি।

সরোজিনী, উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়াই, মনে মনে কি ভাবিলেন। ভাবনার সঙ্গে নিদারুণ আশঙ্কা আসিয়া, তাঁহার দুর্ব্বল হৃদয়কে যার-পর-নাই আকুল করিয়া তুলিল। আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অবলার দুইটি বল—একটি জীবনসর্ব্বস্ব স্বামী, অপরটি রোদন। প্রথম বল হারাইয়া, পতিপ্রাণা সরোজিনী, প্রাণপণে বিপত্তারণ ভগবান মধুসূদন বলিয়া, সচীৎকার আকুলপ্রাণে, অজস্রধারায় চক্ষের জল ফেলিয়া, কাঁদিতে লাগিলেন।

নৌকামধ্যস্থ তিনজন পুরুষের মধ্য হইতে একজন নানাবিধ মিষ্টবচনে সরোজিনীকে যতই সান্ত্বনা করিতে লাগিল, সরোজিনী ততই অশান্ত হইয়া উঠিলেন; সে যত অভয় দিতে লাগিল, সরোজিনী ততই ভয় পাইতে লাগিলেন।

কেন এমন ঘাতপ্রতিঘাত হইতে লাগিল? এ লোকগুলা কাহারা? বেশ বুঝা যাইতেছে, এই তিনটা পুরুষের মধ্যে যে লোকটা সরোজিনীকে সান্ত্বনা করিতেছে, অভয় দিতেছে, সেটা সেই বৈকলা-গ্রামের দুর্দ্দান্ত শয়তান যামিনীকান্ত দত্ত; আর পার্শ্বে বসিয়া যে লোক-দুইটা সরোজিনীর সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত, সে দুইটার একটা শয়তানের পুষিবাপালা কুঞ্জলাল, অপরটা গোঁসাইদাস। যখন গভীর রজনী সেই রজনীর অতি গাঢ় অন্ধকারে অমলা নদীর জলে নৌকা, সেই নৌকায় পতিহারা সরোজিনী, তখন এ অনুমান নয়, প্রত্যক্ষ জ্ঞান। পাপিষ্ঠ চণ্ডাল মধো ব্যাটাই এই ভয়ঙ্কর শোচনীয় ঘটনার মূল। কিন্তু সে ব্যাটা নৌকায় নাই। নৌকায় আর যে কয়েকটা লোক আছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি।

অবৈধকামলালসাবিমুগ্ধ যামিনীকান্ত, প্রাণপণ যতনে, নানাবিধ সান্ত্বনা, অভয়, সাহস, অবশেষে প্রলোভন, এমন কি জগদব্রহ্মাণ্ড দানেও, সরোজিনীর মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিতে লাগিল। সরোজিনীর পায়ে ধরিয়া, নিজের যাবজ্জীবনের গোলামী পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া, রকম রকম শপথ করিতে লাগিল। নরাধম পাষণ্ডের দুই-চারিটা শপথের মুখবন্ধ, বিষ্ঠার অপেক্ষাও অপবিত্র। দুরাত্মা যামিনীকান্ত সরোজিনীর পদস্পর্শ করিয়া, (সরোজিনী কিন্তু পা গুটাইয়া লইলেন, অপবিত্র নরশূকরকে পা ছুঁইতে দিলেন না) এই এই শপথ করিল,—'সত্য সত্য বল্‌ছি, তোমার উপর যদি আমার কোন কুমৎলব থাকে, তবে আমার বাপের মুখে কুত্তার বিষ্ঠা পড়ুক, আমার বাহান্ন পুরুষ নরকস্থ হ'য়ে নরকবিষ্ঠা ভক্ষণ করুক্‌।"

ধিক্ তোকে নরবরাহ! তুই কেবল একা নহিস্, এই ভূমণ্ডলে তোর মত শত শত পরনারীহারী মহানারকী, এইরূপ এবং অন্যরূপ অতি ঘৃণ্য শপথ করিয়া থাকে; শেষে কিন্তু বাস্তবিক তো হেন মহাপাপিষ্ঠ কুলাঙ্গারদের পাপে ভগবতী বসুমতী অসহ্য পাপভারে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। সুতরাং সেইজন্য স্বয়ং ভগবানকে—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

বলিতে বলিতে, সুভীষণ সুদর্শন চক্র ধরিয়া, পৃথিবীতে আসিতে হয়। আজিও তো সেই নিদারুণ দুর্দ্দিন উপস্থিত—সাধু-সাধ্বীর পরিত্রাণ চাই, দুষ্কৃতের বিনাশ চাই, ধর্ম্মসংস্থাপন করা চাই! অনাথা সাধ্বী সরোজিনী যে, ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত—দুষ্কৃতের বিনাশাশায়, 'হে বিপত্তির মধুসূদন' বলিয়া, কৃষ্ণ হে, হরি হে, তোমায় বারম্বার ডাকিতেছে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইতেছে! এই তো, অনাথ-অনাথার নাথ দীনবন্ধু হরি, তোমার আবির্ভাবের প্রকৃত সময় উপস্থিত।

রোরুদ্যমানা যন্ত্রণাময়ী সরোজিনীকে লইয়া, নৌকাখানা আরও বেগে চলিতে লাগিল। নদীর দুই তটে কেবল জঙ্গলের পর জঙ্গল, লোকালয় নাই। সুতরাং অনাথার নিদারুণ রোদননিনাদ কেবল সেই কয়েকটা পাপিষ্ঠের পাপ কর্ণ এবং নিস্তব্ধ নৈশ-আকাশ স্পর্শ করিতে লাগিল। সরোজিনীর বর্ত্তমান মনের ভাব ও অবস্থার তুলনা—সরোজিনীই। তুলনা দিবার অন্য বস্তু নাই, বর্ণনা করিবারও আমার শক্তি নাই।

নৌকাখান একটিবারও কোথাও থামিল না, অবিরাম গতি চলিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এই ভয়ঙ্করী নিশায়, অমলা নদীর বক্ষে ভয়ঙ্কর ঘটনার প্রবল স্রোত, অমলার জল-স্রোতে[illegible] ন্যায় বহিতেছে। ওদিকে আবার এই সময়[illegible] বৈকলা-গ্রামে আর একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা [illegible] ঘটিয়া গেল।

একদল প্রবল ডা[illegible] হইবে, প্রায় পঞ্চাশজন হইবে, সহসা বৈ[illegible]কলা-গ্রামের দুর্দ্দান্ত জমীদার যামিনীকা[illegible] দত্তের বাটী আক্রমণ করিয়া, ধনরত্ন ও অলঙ্কার লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। 'বড় বিপদ

কথা—অমন একটা জমীদারের বাড়ীতে ডাকাতি! কিন্তু বিষম কথা নয়—ঠিক সমুচিত ব্যবস্থা।

যামিনীকান্তের ভৃত্যগণের মধ্যে একটি লোক, প্রতিহিংসাসাধনের জন্য অনেক দিন ধরিয়া চেষ্টায় ছিল; কিন্তু সুযোগ পায় নাই। যামিনীকান্ত এক সময়ে সেই ভৃত্যটির কোন আত্মীয়-কন্যার প্রতি অবৈধ ব্যবহারের চেষ্টা পায়। ভৃত্য কোনরূপে তাহা জানিতে পারিয়া কন্যার পিতাকে গোপনে সংবাদ দেয়। কন্যার পিতা অতি দরিদ্র; দরিদ্রের বিপদ পদে পদে, সুতরাং বর্ণনা করা বাহুল্য। তাহার কন্যাটি আবার বিধবা, বয়স পঞ্চদশ বৎসর, শ্বশুরবাড়ী গিয়া থাকিবার সুবিধা ছিল না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, পিতা-মাতা ও নিজের মান-রক্ষার অন্য উপায় না পাইয়া, কন্যাটি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

উক্ত ভৃত্যের, সেই জন্যই যামিনীকান্তের উপর মর্ম্মান্তিক প্রতিহিংসাবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল। প্রতিহিংসা-সাধনের নিমিত্তই সে আজ পর্য্যন্ত মহাপাতকী যামিনীকান্তের পাপান্ন গ্রহণ করিয়া আসিতেছে, নতুবা কোন্ দিন চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া চলিয়া যাইত।

অদ্য সন্ধ্যার পর যামিনীকান্ত, তিনজন পাইক ও তিনজন পশ্চিমে দরওয়ান প্রভৃতির সহিত বাটী ত্যাগ করিলে, সেই ভৃত্য, গোপনে গ্রামান্তরে গিয়া, তাহার অনেকগুলি বিশ্বস্ত স্বজাতীয় ও অন্য জাতীয় লোককে এই সংবাদ প্রদান করে। ঐ সকল লোকের মধ্যে ডাকাতি-ব্যবসায়-নিপুণ ও বলিষ্ঠ লোকেরা, প্রায় পঞ্চাশজন মিলিয়া, ঠিক অবসর বুঝিয়া, যামিনীকালে যামিনীকান্তের বাড়ী লুঠ করিল। যে কয়েকটা অকর্ম্মা লোক সকর্ম্মার ন্যায় আপতিত ডাকাইতদিগকে বাধা দিতে গেল, নিজেরাই চোচাপটে বাধা পাইল—বিষম আঘাতও পাইতে বঞ্চিত হইল না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ডাকাইতেরা, যামিনীকান্তের প্রায় কুড়ি-পঁচিশ হাজার টাকার মাল লুঠতরাজ করিয়া, নিরুদ্দেশ হইল।

এখন, অন্দরমহলে স্ত্রীলোকদের কেবল হাহাকার ও ক্রন্দনধ্বনি। নারকী যামিনীকান্ত, আজ একটি সতী-সাধ্বী রমণীকে কাঁদাইয়া, নিজের বাড়ীশুদ্ধ রমণীগুলিকে কাঁদাইল। দেখা যাউক, আরও কি হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অমলা নদীর দক্ষিণ তটের জঙ্গলে কোথা হইতে দুইটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র আসিয়া, বড় উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল। দিন কয়েকের মধ্যে তজ্জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল হইতে অনেকগুলি গরু-বাছুর ও নরনারীর প্রাণ সংহার করিয়া, জঠর-জ্বালা নিবারণ করিয়াছে। পাছে আরও জীব-হত্যা ঘটে, সেই ভয়ে, তত্রত্য লোকেরা মাজিষ্টরের নিকট দরখাস্ত করে। হাকিম সাহেব হুকুম দিলেন, কেঁদুয়া বাঘ দুইটাকে শিকারীরা বধ করিলে, সরকার হইতে ১০০৲ টাকা পুরস্কার পাইবে।

লম্বা বক্‌শিশের লোভে শিকারীরা ইতস্ততঃ কেঁদুয়া বাঘ দুইটার সন্ধানে ঘুরিতে লাগিল। অনুসন্ধান চলিতেছে—তিন চারি দিন।

অদ্য রাত্রে একদল শিকারী, (দলে প্রায় পনের জন লোক) দুইখানা নৌকা করিয়া, অমলা নদীর দক্ষিণ-তটের দিকে উপস্থিত। তাহারা, নৌকা বাহিয়া কতক দূর যায়, তটে নামিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করে, এদিক-ওদিক খুঁজিয়া দেখে, নিষ্ফল হইয়া আবার নৌকায় চড়ে, চড়িয়া কতক দূর গিয়া আবার ঐরূপ করে। ঐরূপে, অদ্য রাত্রে অমলার উল্লিখিত স্থানে উপস্থিত।

শিকারীরা এখনও তটে অবতরণ করে নাই। নৌকায় বসিয়া, গুড়ুক ফুঁকিতেছে—মৎলব আঁটিতেছে। দুইখানি নৌকায় দুইটা চৌপলিয়া হাতলণ্ঠন জ্বলিতেছে।

যাউক, তার পরের ঘটনা বলি। রোরুদ্যমানা সরোজিনী, জালবদ্ধা অনাথা হরিণীর ন্যায় যামিনী-

কান্তের নৌকায় পতিত হইয়া, কেবল ভগবানকে ডাকিতেছেন। যামিনীকান্তের নৌকা নদীর মধ্যস্থল দিয়া ছুটিয়াছে। যামিনীকান্ত, প্রাণমন এক করিয়া, পূর্ব্ববৎ সরোজিনীর সাধ্যসাধনা বা আরাধনা করিতেছে। ভক্তবিটেলের বাহ্যজ্ঞান নাই বলিলেই হয়।

এমন সময়ে, নৌকার বহিঃপট্ট হইতে একটা পাইক, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—হুজুর নদীর দখিণ-পারে লোকো আছে, নোক আছে, ঐ আলো দেখা যাচ্চে। আমাদের লোকো, এপারের দিকে খুব শীগ্‌গির ভিড়িয়ে, পাড়ি দেওয়া কত্তবিা।"

যামিনীকান্ত, এই নির্ঘাত কথা শুনিবামাত্র, চমকিয়া চাহিল। চাহিয়া দেখিল—বাস্তবিক! তৎক্ষণাৎ দাঁড়ী-মাঝির উপর হুকুম-জারি হইল। দেখিতে দেখিতে নৌকা মুখ ফিরাইল।

পূর্ব্বোক্ত পাইক আবার বলিল,—"মা-ঠাক্‌রোণকে চেঁচিয়ে কাঁদ্‌তে মানা কর, হুজুর।"

হুজুর যামিনীকান্তও, ভ্যাবা-চাকা খাইয়া, পাইককে উত্তর দিল,—"আরে আমি তো মা-ঠাক্‌রোণকে একদম্ কাঁদ্‌তে মানা ক'চ্ছি—আমারও যে অরণ্যে কাঁদা সার হ'চ্ছে।"

পাইকের কথা শুনিয়া, বিপন্মগ্না সরোজিনী যেন মৃত দেহে দ্বিগুণ জীবৎশক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন, যেন অকূলে কূল পাইলেন। তৎক্ষণাৎ বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া বসিয়া, অবগুণ্ঠনমধ্য দিয়া নদীর দক্ষিণ-তটে দৃষ্টিপাত করিলেন, আলোক দেখিতে পাইলেন; সেই আলোকের সঙ্গে যেন নিজের ভয়ঙ্কর বিপদোদ্ধারেরও আলোক দেখিলেন। যতদূর শক্তি, ততদূর উচ্চৈঃস্বরে—"ওগো, আমার রক্ষে কর, আমার জাতকুল যায়, বাঁচাও, বাঁচাও, আমার স্বামীর হাত থেকে আমায় কেড়ে নিয়ে পালাচ্চে, ডাকাতের হাতে সতীর সতীধর্ম্ম যায় যায়, কে আছ দৌড়ে এস, অবলাকে বাঁচাও—বাঁচাও।"

দুর্ব্বলার কণ্ঠবল যেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খনিনাদে নদীগর্ভ ও অনন্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিল। বাতাসে সেই মর্ম্মোচ্ছ্বাস শিকারীদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। সরোজিনী কিন্তু আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এবারের মূর্চ্ছা আরও ভয়ঙ্করী।

আচম্বিতে এই লোমহর্ষণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া, শিকারীরা চমকিয়া উঠিল। আর বিচার-বিবেচনা, ভাবা-চিন্তায় অবসর নাই! উচ্চকণ্ঠী দুইজন শিকারী তৎক্ষণাৎ "ভয় নেই—ভয় নেই—মাঝি নৌকো থামা" বলিয়া চীৎকার করিল। চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে, শিকারীদের দুইখানি নৌকা তৎক্ষণাৎ তীরবেগে অপর তীরের দিকে ছুটিল।

তদ্দর্শনে যামিনীকান্তের নৌকাও বেগে ছুটিল। কিন্তু দাঁড়ীরা অনবরত বেগে দাঁড় টানিয়া কাবু হইয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর আবার আকস্মিক আসন্ন বিপদ! সুতরাং ভয়ে কতকটা শিথিল হইয়া পড়িল। তবু যতদূর বাহুবল, ততদূর নৌকা ছুটাইল। মাঝি মরি-বাঁচি করিয়া ধুঁকে ধুঁকে হালে ঝিঁকে মারিতে লাগিল।

এদিকে শিকারীরা, জোর তেজে নৌকা চালাইয়া, অনেকদূর অগ্রসর হইল। এমন সময়ে হঠাৎ দুইজন শিকারী, বন্দুকের আওয়াজ করিল।

বন্দুকের আওয়াজে, যামিনীকান্তের আত্মাপুরুষ, নিদারুণ ভয়ে চমকিয়া উঠিল। কুঞ্জলাল, গোঁসাইদাসও তথৈবচ। দাঁড়ী-মাঝিরা হাল-দাঁড় টানাটানির সঙ্গে দেহ-প্রাণের টানাটানিতে পড়িল। পাইক-দ্বারবানেরা হাতিয়ারে মজবুৎ বটে; কিন্তু নিজেদের সঙ্গে বন্দুক নাই ভাবিয়া, ভয়ে-সাহসে জড়াইয়া পড়িল। হাতে ঢাল-সড়্‌কি লাঠি সোটা আছে, তাই সাহস; কিন্তু শত্রুনৌকায় বন্দুকের আওয়াজ, তাই ভয়।

আবার শিকারীরা বন্দুক ছুড়িল—এক দুই তিন আওয়াজ! তিনটা আওয়াজ যামিনীকান্তের কর্ণে যেন তিনটা বজ্রনিনাদ। এতক্ষণ একটি অসহায়া কুলকামিনীকে লইয়া, যামিনীকান্ত যেরূপ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ন্যায় বীরদর্প প্রকাশ

করিতেছিল, এখন আর সেরূপ নাই। মহাবীর এখন পূরা-মাত্রায় অধীর, ততোঽধিক অস্থির।

যামিনীকান্তের অন্তরে কৃতান্তের ভয় তাণ্ডব-নর্ত্তন করিতেছে। যামিনীকান্ত "ভগবান হা ভগবান" করিয়া, আঁকুপাকু করিতেছে। রে নর-বরাহ, ভগবান যে এখন তোরও নয়, তোর বাবারও নয়! সাক্ষাৎ লক্ষ্মীকে মর্ম্মন্তুদ কষ্ট দিয়া, এখন নারায়ণকে ডাকিতেছিস্! পাষণ্ড, জানিস্ না কি লক্ষ্মীনারায়ণে ভেদাভেদ নাই।

মূর্চ্ছিতা সরোজিনীর আর এখন সেবা-শুশ্রূষা করিবার কেহই নাই। না থাকাই মঙ্গল। মূর্চ্ছাই এখন সতীলক্ষ্মীর একমাত্র দৃঢ় আবরণ—চেতনাই ভয়ঙ্কর মর্ম্মনিষ্পীড়ন।

শিকারীদের নৌকা প্রায় কাছাকাছি হইল। সঙ্গে সঙ্গে আবার পূর্ব্ববৎ বন্দুক-গর্জ্জন। যামিনী-কান্ত ভাবিল,—"এখনি গুলি ফুটিয়া হৃদ্‌পিণ্ড ফাটিয়া যাইবে বা মাথার চাঁটি চটিয়া যাইবে, বেখোড়ে পড়িয়া মরিতে হইবে। বড় অশুভক্ষণে বাড়ী ছাড়িয়া, পা বাড়াইয়াছি। এই মেয়ে-মানুষটো নেহাত অপয়া, ইহারই নিমিত্ত বন্দুকের গুলি চলিতেছে। কাজ নাই আর এটাকে নৌকায় রাখিয়া। ইহারই চীৎকারে, কি জানি কাহারা, আচম্বিতে বন্দুক দাগিয়া নৌকা ছুটাইয়াছে।"

এই ভাবিয়া, সকলকে ডাকিয়া বলিল,—"এ ছুঁড়ীকে জলে ফেলে দাও, ভার কমাও, জোরে নৌকা চালাও। এ অলক্ষ্মী—পিশাচী—সাক্ষাৎ মৃত্যু। একে মৃত্যুর গ্রাসে নিক্ষেপ ক'রে, আমায় মৃত্যুগ্রাস হ'তে বাঁচাও।"

একজন পাইক বলিল,—"ভয় কি হুজুর? যার জন্যে এত, তাকে জলে ফেলবেন কেন?"

যামিনীকান্ত শশব্যস্তে বলিল,—"আরে তোমরা আপৎকালে কিরূপে উদ্ধার পেতে হয়, জান না। চোর যখন পশ্চাদ্ধাবমান লোকদের হাত থেকে পালাবার আর পথ পায় না, তখন নিরুপায় হ'য়ে উপায় করে—হাতের বামাল পশ্চাতে ছুড়ে ফেলে দেয়। লোকগুলা তাড়াতাড়ি মাল কুড়ায়, চোর ভোঁ-দৌড়ে পগার পার।"

চোরে চোরে-মাস্তুত-ভাই কুঞ্জলাল-গোঁসাই-দাস বলিয়া ফেলিল,—"ঠিক্ হুজুর, ঠিক্ কথা। হুকুম দেন তো আমরাই এ কাজ সারি।"

"ক'বার হুকুম? শীগ্‌গির শীগ্‌গির টেনে জলে ফেল। আমি বাইরে যা'ব না, গুলি ছুট্‌ছে।"

"আপনি কায়া, আমরা ছায়া; আপনি না বেরুলে, আমরা বেরুই কি ক'রে? বন্দুকের গুলি তো আর চাকর-মনিব বাছে না, ধর্ম্ম-অবতার।"

এই কথা শুনিয়া, যামিনীকান্ত চটিল। সপ্তমে উঠিয়া, গর্জ্জন-পরাক্রমে বলিল,—'তবে রে পাজী নিমক্‌হারাম বেটারা, সম্পদের ভাগী, বিপদের কেউ নও? মনিবের অপমান! মনিবের হুকুম রদ! বদমায়েস বেটারা, বেরো আমার নৌকো থেকে।"

কুঞ্জলাল হাত-দুটি যোড় করিয়া বলিল,—'আজ্ঞে, তাই তো বল্‌ছি, এ বিপদে কি আপনাকে ছেড়ে বেরুতে পারি? আপনিই আমাদের বিপত্তারণ মধুসূদন—আপনাকে ছাড়্‌লেই আমা-দের বিপদ! কিছুতেই ছাড়্‌বো না হুজুর।''

"হাঃ শালারা ছিনে-জোঁক।"

এই বলিয়া, যামিনীকান্ত পাইকদিগকে হুকুম দিল। তাহারা, অনিচ্ছা সত্বেও নির্দ্দয় মনিবের হুকুম বাহাল করিল—মূর্চ্ছিতা ব্রাহ্মণপত্নী সরো-জিনীকে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিল। অমলার জলে নির্ম্মলা স্বর্ণপ্রতিমা জীবন্ত বিসর্জ্জিত হইল।

সরোজিনী নদীজলে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র, তৎক্ষণাৎ একটা উচ্চ শব্দ হইল। অমলা নদী যেন, নির্দ্দয়-হৃদয় যামিনীকান্তকে অভিসম্পাত করিল, ভগবানকে ডাকিল, শিকারীদিগকে প্রবুদ্ধ করিল।

শিকারীদের নৌকাযুগলও প্রায় কাছা-কাছি। শিকারীরা দেখিল ও বুঝিল, একটি স্ত্রীলোককে শত্রুগণ নদীজলে ফেলিয়া দিল। শিকারীরা আরও সন্দিগ্ধ হইল।

তৎক্ষণাৎ শিকারীদের দুইখানি নৌকা, যেখানে শত্রুরা সরোজিনীকে জলে ফেলিয়াছে, সেইখানে বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া পড়িল। পাঁচ ছয় জন শিকারী নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়িল। পাঁচ সাত ডুবে, ঈশ্বরেচ্ছায় মগ্নায়মানা সরোজিনীকে পাওয়া গেল। সকলে ধরা-ধরি করিয়া, অচেতনা দেবীপ্রতিমাকে আপনাদের একখানি নৌকায় তুলিয়া শোয়াইল। চারিজনকে সরোজিনীর জীবন-রক্ষার ভার দিয়া, অপর নৌকায় অবশিষ্ট শিকারীরা আরোহণ করিয়া, যামিনীকান্তের নৌকার পশ্চাতে প্রবলবেগে ধাবমান হইল।

এখানে শিকারী-চতুষ্টয়, সেই গভীর নিশীথে, তাড়া-তাড়ি নদীর বাম-তটে নৌকা ভিড়াইয়া, তীরে নামিল। আপনাদের বস্ত্রাদি বিছাইয়া, তদুপরি হতচেতনা সরোজিনীকে আস্তে আস্তে শায়িত করিল। ভগবানের কৃপায় সরোজিনীকে বহুক্ষণ জলমধ্যে ডুবিয়া থাকিতে হয় নাই এবং মূর্চ্ছিত-দশায় জলমগ্ন হওয়ায় উদরে বেশী জল-প্রবেশও করে নাই। বিপন্নের সহায় ভগবান হরি—তাঁহার প্রেরিত দেবতুল্য শিকারীদের বিশেষ যত্নে সরোজিনীর চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নাসারন্ধ্রে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া চলিতে লাগিল, কিন্তু ধীরগতি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নষ্টবুদ্ধি দুষ্ট যামিনীকান্ত যাহা বলিয়াছিল, তাহাই হইল। সরোজিনীসন্ধিৎসু শিকারীগণকে দূরে ফেলিয়া, তাহার নৌকা দৌড়-পাড়ি দিল; তবু কিন্তু আশামত কাজ হইল না।

এগার জন শিকারী অপর নৌকায় চড়িয়া, যেন বায়ুভরে পক্ষীর ন্যায় উড়িয়া, আবার যেই কাছা-কাছি সেই কাছা-কাছি। যামিনীকান্তের কিছুতেই পরিত্রাণ নাই, কৃতান্ত যেন নিতান্তই তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছে, সে যেন "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা" হইয়া পড়িয়াছে।

এমন সময়ে একজন বলিষ্ঠ শিকারী গর্জ্জন করিয়া বলিল,—"এই শালা খুনেরা, মেয়ে-মানুষ খুন ক'রে, কোথায় পালাস্? এখনও নৌকা থামা ব'ল্‌চি, নৈলে গুলি ক'রে সব শালাকে খুন ক'র্‌বো।"

যামিনীকান্ত জীবিত কি মৃত বুঝিবার যো নাই—চক্ষে পলক নাই—মুখে শব্দ নাই—নিস্তব্ধ জীবিত শব।

আবার শিকারীদের সেইরূপ শাসনগর্জ্জন। এমন সময়ে যামিনীকান্তের নৌকা হইতে একজন পাইক, সাহসে ভর করিয়া, প্রতিগর্জ্জনে উত্তর করিল,—"আমরা খুনে, না তো শালারাই খুনে? কারা বন্দুক দাগছে রে শালারা? এখনও বল্‌ছি, প্রাণ চাস্‌তো মানে মানে পালা।"

সেই শিকারী পাইকের অযথা ভর্ৎসনায় অগ্নি-শর্ম্মা হইল বিকট গর্জ্জনে বলিল,—"বটে রে শালারা! পথেও হাগ্‌বি, আবার চোকও রাঙাবি! খুন ক'র্‌লি তোরা, আর খুনে হলুম মোরা! ধর্ম্ম সাক্ষী, খুনেকে খুন ক'র্‌লে, স্বর্গের দোর আপনি খোলে। এতক্ষণ তোদেরই ভালর জন্যে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করেচি, এইবার কিন্তু পাকা আওয়াজ।"

ক্রমে উভয়-পক্ষের নৌকা খুব কাছাকাছি হইল। মধ্যে বড় জোর পনের ষোল হাত ব্যবধান।

আবার এক সঙ্গে দুইটা বন্দুকের আওয়াজ, কিন্তু এখনও ফাঁকা।

আওয়াজ শুনিয়া, যামিনীকান্ত এবার নিশ্চয় করিল, আজ তাহার নির্ঘাত মরণ। প্রাণের মায়া মহামায়া; এই মায়া মানুষকে কখনও হাসায়, কখনও ভাষায়, আবার কখনও কাঁদায়, কখনও বাঁধায়। যামিনীকান্ত এই মায়ার ফাঁসে গলা জড়াইয়া, হাস-ফাঁস করিতে করিতে, কুঞ্জলাল আর গোঁসাইদাসের গলা জড়াইয়া ধরিল।

যামিনীকান্তের অন্তরস্থ উনপঞ্চাশ বায়ু যুগপৎ প্রবল হওয়ায়, সে এত জোরে সে দু'টার গলা চাপিয়া ধরিল, যেন দানোয় ধরিয়াছে। কুঞ্জলাল-গোসাইদাসও প্রাণের ভয়ে হতভম্ব হইয়াছিল, তাহার উপর আচম্‌কা চণ্ডের প্রচণ্ড কণ্ঠালিঙ্গনে প্রায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল। তিন জনের হুড়াহুড়ির দাপটে নৌকা টলটলায়মানা।

নেহাৎ বেগতিক দেখিয়া, প্রভুভক্ত পাইক, প্রভুজীবনরক্ষার জন্য এবং শত্রুপক্ষকে ভয় দেখাইবার জন্য, অন্ধকারে লক্ষ্য করিয়া, সবলে একটা সড়্‌কি নিক্ষেপ করিল। বিদ্যুদ্‌গতিতে সড়্‌কি ছুটিয়া আসিয়া, একজন শিকারীর বাহুপার্শ্ব দিয়া, সশব্দে নদীজলে মগ্ন হইল। তৎক্ষণাৎ আবার একটা সড়্‌কি ছুটিয়া আসিয়া নৌকার গলুয়ে বিঁধিয়া গেল। দৈবক্রমে কোন শিকারীর অঙ্গভেদ করিতে পারিল না। পারিবে কেন? স্বয়ং ভগবান যে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

"কৌন্তেয় প্রতিজানাহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।"

অর্থাৎ হে কৌন্তেয়, তুমি নিশ্চয় জানিও, আমার ভক্তকে কেহই বিনাশ করিতে পারে না।

এইরূপ সড়্‌কির উপর সড়্‌কি নিক্ষেপ দর্শনে, শিকারীরা আর অত্যাচার সহ্য করিতে পারিল না; আত্মরক্ষা ও দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দিবার নিমিত্ত, এইবার তাহারা গুলিভরা বন্দুক দাগিল। সড়্‌কিনিক্ষেপী পাইক, প্রথমে গুলির আঘাতে বিদীর্ণ-হৃদয় হইয়া, নৌকার উপর পড়িয়া গেল; যেমন পড়া, তেমনি মরা। দেখিতে দেখিতে, আর একজন পাইক ও দুইজন দ্বারবান পঞ্চত্বলাভ করিল। একজন দাঁড়ী বিদীর্ণমস্তক হইয়া, জলে পড়িয়া গেল। অবশিষ্টদের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ উঠিল। অবশিষ্ট দাঁড়ী-কয়জন ও মাঝি, প্রাণের ভয়ে হাল-দাঁড় ছাড়িয়া, জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। কর্ণধারহীনা নৌকা উন্মাদিনী হইল; তাহাতে আবার নৌকামধ্যে ত্রিমূর্ত্তির হুড়াহুড়ি, বাহিরেও হুড়াহুড়ি। নৌকা আর কতক্ষণ? সেও যেন উদ্‌ভ্রান্তদের উৎপীড়নে, টাল রাখিতে অসামাল হইয়া, কাইৎ হইয়া পড়িল। নৌকায় প্রবল বেগে জল উঠিল, নৌকা ডুবিয়া গেল। এখন রহিল কেবল—দুইখানি নৌকার একখানি।

নবম পরিচ্ছেদ।

এখানে মধুমাঝির মন বিচলিত হইল। তারামণির মুখে থানার কথা শুনিয়া, মধুমাঝি অত্যন্ত ভীত হইল। নিজে থানায় যাইব বলিয়া বৃদ্ধাকে ভুলাইয়া, ডাক্তার বাবুর বাড়ী পাঠাইল; কিন্তু নিজে থানায় গেল না। মধুর এখন অন্তরে বাহিরে ভয়—অনন্তব্রহ্মাণ্ড যেন সাক্ষাৎ ভয়ের প্রতিমূর্ত্তি।

থানার ভয় যমালয়ের অপেক্ষাও বেশী, তা'তে আবার মধু মহাপাতকে পরিলিপ্ত। সে আত্মরক্ষার অন্য উপায় না পাইয়া, একটা বিচিত্র মৎলব আঁটিল। আর কালবিলম্ব না করিয়া, তাড়াতাড়ি উঠিয়া কেরোসিন্ তৈলের মশাল তৈয়ার করিয়া, নিজের ঘরে, রসুই ঘরে এবং প্রমথনাথের ঘরে আগুন ধরাইয়া দিল। একে ঘর কয়খানা অতি পুরাতন, দরমার বেড়া পুরাতন, খড়ের চাল পুরাতন, তাহাতে আবার গ্রীষ্মকাল। দেখিতে দেখিতে, ঘরগুলা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। যেখানে অনল, সেইখানেই অনিল; সুতরাং অনিলানললীলা প্রচণ্ড হইয়া দাঁড়াইল। রাত্রির অন্ধকার উজ্জ্বল করিয়া, সালোক ধূম, হু হু করিয়া আকাশে উঠিতে লাগিল।

এখন জিজ্ঞাস্য, মধুর নিজহস্তে নিজসম্পত্তি গৃহগুলি দগ্ধ করার উদ্দেশ্য কি?—আত্মদোষ-প্রক্ষালন। মধু ভাবিল, যদি থানার লোকে তাহাকে উৎপীড়িত করে—মেয়াদ দেয়, তাহা আর পারিবে না। সে বলিবে, ডাকাতেরা শুধু প্রমথবাবুর সর্ব্বনাশ করে নাই, আমারও সর্ব্বনাশ করিয়াছে—আমার ঘর-দ্বার জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছে। দেখুন, পাঠক! পাপিষ্ঠের সাফাই! কুচক্রীর কুচক্র কেবল পরের সর্ব্বনাশ করে না, নিজের করে।

এইরূপে ধূ ধূ করিয়া ঘরগুলা জ্বলিতেছে, মধু বাহিরে—দূরে দাঁড়াইয়া অম্লানবদনে দেখিতেছে। এমন সময় হঠাৎ তাহার মনে টাকা-ভরা গেঁজিয়ার কথাটা জাগিয়া উঠিল। সেই গেঁজিয়ায় তার মূলধন পুঁজিপাটা ত্রিশটি টাকা আছে—পূর্ব্বের পঁচিশটি, আর অদ্য প্রাতে যামিনীকান্তের নিকট হইতে প্রাপ্ত পাঁচটি।

মধু এবার অস্থির হইল। ভাবিল,—"পোড়া ঘর পুড়ুক, টাকা থাকলে আবার নূতন ঘর হইবে। কিন্তু টাকা যে বিছানার বালিসের তলে! এর পর দাঁড়াইব কোথায়!"

এই ভাবিয়া, আর স্থির থাকিতে পারিল না। সাহসে ভর করিয়া, লম্ফ দিয়া, নিজের দহ্যমান গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

এমন সময়ে, প্রমথনাথ ও অক্ষয়কুমার, তারামণি ও ডাক্তার বাবুর পুত্রভ্রাতৃপুত্রাদির সহিত, সেখানে উপস্থিত হইলেন। ব্যাপার দেখিয়া, সকলেই ব্যতিব্যস্ত, ভীত চমকিত। প্রমথনাথের বিপদের উপর বিপদ। কি করিবেন, কি বলিবেন ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিলেন না।

এমন সময়ে জ্বলন্ত গৃহাভ্যন্তর হইতে, অর্দ্ধদগ্ধ মধুমাঝি, বিকট চীৎকারে ছুটিয়া আসিয়া, বাহিরে আছাড় খাইয়া পড়িল। পরিহিত বস্ত্র তখনও তাহার শরীরে জ্বলিতেছে। টাকার গেঁজিয়া পায় নাই।

প্রমথনাথেরা আরও চমকিত হইলেন। প্রমথনাথ তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"মধু, মধু! কি ক'রে পুড়ে গেলে?

মধু নিদারুণ যন্ত্রণাসূচক স্বরে উত্তর দিল,—"নিজের, মহাপাপে! পাপীর শাস্তি পাপীর নিজের হাতেই, আমি তার সাক্ষী। প্রমথ বাবু! আমার দোষেই তোমার ইস্তিরীকে থৈকলা-গাঁয়ের জমীদার যামিনীকান্ত দত্ত নিয়ে পালিয়েচে। নৌকায় ক'রে নিয়ে গেছে। আর কথা কইতে পারিনে, বড় জ্বলচে, পুড়ে মলুম, জ্বলে মলুম, গেলুম, গেলুম, জল—জল—"

প্রমথনাথ এত যে বিপন্ন, তবু ক্ষণকালের জন্য, আত্মবিপদ ও দারুণ যন্ত্রণা ভুলিয়া, পরম শত্রু মধুমাঝির যন্ত্রণায় কাতর হইলেন। নিজে দৌড়িয়া গিয়া, অমলা নদীর জলে নিজের উড়ানিখানি ভিজাইয়া, জল আনিয়া মধুর মুখে দিলেন। মধু জলপান করিল। জলপান করিয়া প্রমথনাথকে বলিল,—"তুমি দেবতা, আমি নরকের শয়তান। পৃথিবীর আগুনে পুড়ে মলুম, এইবার নরকের আগুনে চিরকাল পুড়িগে। উঃ, জ্বলে গেল, জ্বলে গেল—বাপ্ রে!"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া, নারকী মধু নীরব হইল—ক্ষণনীরব নয়,—চিরনীরব।

এদিকে প্রমথনাথেরা আর কালবিলম্ব না করিয়া, দুইখানা নৌকা অনুসন্ধান করিয়া, থৈকলা-গ্রামের দিকে যাত্রা করিলেন। নৌকা সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হইল; সুতরাং রাত্রিও অধিক হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

এখানে অমলা-নদীর তটে, দয়ালু পরোপকারী শিকারীদের সেবা-শুশ্রূষায় মৃতপ্রায় সরোজিনী পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছেন। শিকারীরা মা মা বলিয়া, তাঁহাকে অভয় ও ভরসা দিতেছে। এখন, শিকারীদের দুইখানা নৌকাই উপস্থিত এবং সমস্ত শিকারীও জমায়েৎ। তাহারা সরোজিনীর পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে স্বস্থানে আনিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

এমন সময়ে, প্রমথনাথেরা নৌকাযোগে তথায় উপস্থিত হইলেন। বিধির কৃপায় আবার হারানিধি মিলিল। পতি-পত্নী কাঁদিয়া ফেলিলেন। অক্ষয়কুমার কাঁদিলেন। তারামণি হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সঙ্গীদের মধ্যেও কেহ কেহ কাঁদিল। সকলের চক্ষে ঝরঝর করিয়া অশ্রুবিন্দু ঝরিতে লাগিল। অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য—

যেন একটি দুঃখের মুক্তার সহিত একটি সুখের মুক্তা সারি বাঁধিয়া বক্ষঃস্থলে স্থান লইতে লাগিল।

অনন্তর প্রমথনাথ, ভগবান্‌কে শত শত প্রণাম করিয়া, শিকারীদিগকে শত শতবার আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদ করিলেন। সঙ্গে তেমন অর্থ নাই যে, তাহাদিগকে পুরস্কার দেন। প্রমথনাথ বিমর্ষ হইলেন। শিকারীরা বুঝিল। একজন বলিল,—"আমরা বাঘ ভালুক মেরে টাকা বকসিস্ নিই, কিন্তু মানুষ বাঁচিয়ে টাকা ছুঁই না। তুমি ভাব্‌চো কেন, ঠাকুর? বৌ নিয়ে ঘরে যাও। আশীর্ব্বাদ কর, বাঘ-শালাকে যেন, আজ নয় কাল রেতে, মার্‌তে পারি।"

অনন্তর নিরানন্দ প্রমথনাথ, পূর্ণানন্দে সহধর্ম্মিণী সরোজিনী ও স্বদলে মিলিয়া, ডাক্তার বাবুর বাড়ী আসিলেন। আসিবার সময়, অমলার জলে নরকের শয়তান যামিনীকান্ত দত্তের লাশটা ভাসিয়া আছে, দেখিলেন।

ডাক্তারবাবুর পুত্রাদিরা দুর্বৃত্ত লম্পট যামিনীকান্তকে চিনিতেন। তাঁহারা প্রমথনাথকে লাশ চিনাইয়া দিলেন।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর ক্ষীণ চন্দ্র আকাশে দেখা দিয়াছে।

অনন্তর প্রমথনাথ, সরোজিনী, অক্ষয়কুমার ও তারামণি, ডাক্তারবাবুর পুত্রাদির পরামর্শে তাঁহাদেরই বাটীতে অবস্থান লইলেন। তাঁহাদের পরামর্শে আর থানা-পুলিষের হাঙ্গামা ঘটিল না।

যথাসময়ে ডাক্তার মহেন্দ্রনারায়ণ বটব্যাল বাড়ী আসিলেন। আসিয়া, সমস্ত ব্যাপার শুনিলেন, অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন; কিন্তু ঈশ্বরকে অনন্ত ধন্যবাদ দিলেন।

অনন্তর বটব্যাল মহাশয়, বিশেষ যত্নে, আপনার কন্যাজ্ঞানে, সরোজিনীর চক্ষুঃপীড়ার চিকিৎসা করিলেন। পীড়া কিছু কমিয়া, সেই নিদারুণ দুর্ঘটনায় আবার বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু উপযুক্ত চক্ষুচিকিৎসক বটব্যাল মহাশয়ের চিকিৎসাগুণে অল্পদিনের মধ্যেই সরোজিনীর পীড়িত চক্ষু আরোগ্যলাভ করিল। এখন সরোজিনীর দুইটি চক্ষুই যেন পূর্ব্ববৎ প্রফুল্ল-সরোজ।

সরোজিনী, ডাক্তার বাবু ও তাঁহার পত্নী উমাসুন্দরীর সহিত ধর্ম্মপিতা-ধর্ম্মমাতা সম্বন্ধ পাতাইলেন। উপযুক্ত সম্বন্ধ—যাঁহারা প্রাণদান করেন, তাঁহারা পিতা-মাতার দ্বিতীয় মূর্ত্তি।

ডাক্তার বাবু, সরোজিনীর চক্ষুচিকিৎসার দরুণ কিছুই পারিশ্রমিক লইলেন না। বরং নিজের ব্যয়ে নৌকা ভাড়া করিয়া, জিনিষ-পত্র দিয়া, সঙ্গে লোক দিয়া, প্রমথনাথ প্রভৃতিকে গোবর্দ্ধনপুরে পাঠাইয়া দিলেন।

পুনশ্চ,—হাঁ, একটা সু-খবর বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। পাঠক-পাঠিকারা এতক্ষণ কেবল দুঃখের কথাই শুনিয়া আসিলেন; যদিও শেষটায় একটু সুখের কথা শুনিলেন বটে, তবু শেষের শেষটা আর একটু বেশী রকম সুখের কথা শুনা চাই! ডাক্তার মহেন্দ্রনারায়ণ বটব্যাল মহাশয়, প্রমথনাথ অক্ষয়কুমার ও সরোজিনীর সদ্ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সরোজিনী তাঁহার ধর্ম্মকন্যা হইয়া একটা গুরুতর সম্বন্ধ ঘটাইয়াছিলেন। তথাপি ডাক্তার মহাশয় তাঁহাদের সহিত যাহাতে একটা পাকাপাকি সম্বন্ধ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। ব্যবস্থাটি এই—অক্ষয়কুমারের সহিত তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা সুশীলার বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখিলেন।

অনন্তর পরবর্ত্তী শুভ-অগ্রহায়ণ মাসে অক্ষয়কুমারের সহিত সুশীলার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল। অক্ষয়কুমারেরা কুলীন; সুতরাং বলা বাহুল্য যে, মৌলিক ডাক্তার মহেন্দ্রনারায়ণ বটব্যাল বিশেষরূপে জামাতার কৌলীন্যমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন ও আশাতীত যৌতুক দিয়াছিলেন। ইহাকেই বলে "একযাত্রায় পৃথক ফল!" ইতি মধুরেণ সমাপ্তম্।

প্রশ্নোত্তর-সুধা-লহরী।

ভক্ত।—(মুক্তির প্রতি) কে তুমি ?

মুক্তি।—আমি মুক্তি এসেছি।

ভক্ত।—কেন অকস্মাৎ এখানে ?

মুক্তি।—হে দেব! শ্রীকৃষ্ণ স্মরণে আমি আপনার দাসীপদ প্রাপ্ত হয়েছি।

ভক্ত।—দূরে রও। আমা হেন নিরুপাধি জনের প্রতি অনার্য্যার ন্যায় কুটিলতাচরণ ক'চ্ছ কেন ?

মুক্তি।—তোমার গানে আমার নামরূপ চন্দনরসের আলেপের বিলোপ হবে ব'লে।

যশোদা।—বাপ্ গোপাল! কতটুকু নতুন ননী নিয়েছ ?

শ্রীকৃষ্ণ।—(নিকটস্থা ধনিষ্ঠা নাম্নী যুবতী গোপবালার স্তনে হস্ত দিয়া) এই এতটুকু।

(তোমাসবে সে গোপাল
সুরক্ষুন চিরকাল।)

যশোদা।—(সন্ধ্যার পর শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া, ঘুম পাড়াইবার জন্য গল্পচ্ছলে) বাপ্ গোপাল!

শ্রীকৃষ্ণ।—কি, মা ?

যশোদা।—রাম নামে একজন রাজা ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ।—হুঁ।

যশোদা।—সেই রামের স্ত্রীর নাম সীতা।

শ্রীকৃষ্ণ।—হুঁ।

যশোদা।—বাপের কথায় সেই রাম পঞ্চবটী বনে বাস কচ্ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ।—হুঁ; তার পর ?

যশোদা।—এমন সময়, সেই রামের সীতাকে লঙ্কার রাক্ষসরাজ রাবণ হরণ করে নিয়ে গেল।

শ্রীকৃষ্ণ।—(জননীমুখে নিজ জন্মান্তরের কথা শুনিয়া, সীতার প্রতি রাবণের অত্যাচারে উদ্ভ্রান্ত হইয়া, সবেগে দাঁড়াইয়া উঠিয়া সরোষে) লক্ষ্মণ! ধনু কই ?—ধনু কই ?—ধনু কই ?

(এরূপে যে ব্যগ্রবাণী কহিলেন হরি,
তোমা সবে রক্ষুক সে বাণী সুধাকরী।)

যশোদা।—বাছা রে! এমন সুন্দর চাঁদনী রাত, তুই তবু ঘুমুচ্ছিস্‌নে কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ।—আমার যে ঘুম আসছে না, মা।

যশোদা।—আচ্ছা, বাছা, ঘুমের জন্যে একটা অদ্ভুত কথা বলি, শোন্।

শ্রীকৃষ্ণ।—বল, মা।

যশোদা।—হিরণ্যকশিপু দৈত্যটাকে বধ করবার জন্যে স্ফটিকের একটা মস্ত থাম ফেড়ে ফেলে, নৃসিংহমূর্ত্তি বেরিয়ে ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ।—(নিজ পূর্ব্বাবতার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হাস্যকরণ।)

জনৈকা গোপী।—(গৃহমধ্যে বালক শ্রীকৃষ্ণকে নবনী চুরি করিবার আশায় প্রবিষ্ট ও নবনী-কুম্ভ মধ্যে হস্তার্পণ করিতে দেখিয়া) কেরে তুই ছোঁড়া ?

---

* প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের সংস্কৃত শ্লোকাবলী হইতে বাছিয়া বাছিয়া, কতিপয় শ্লোকের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করিয়া, "প্রশ্নোত্তর-সুধা-লহরী" নাম দিয়া প্রকাশ করিলাম।

শ্রীকৃষ্ণ।—বলাই দাদার ছোট ভাই।

গোপী।—তা এখানে কেন?

শ্রীকৃষ্ণ।—আমাদের নিজের বাড়ী মনে ক'রে ঢুকে প'ড়েছি।

গোপী।—আচ্ছা তা যেন বুঝ্লুম, কিন্তু ননীর কলসীর ভেতোর হাত গুঁজেছ কেন?

শ্রীকৃষ্ণ।—পিঁপ্‌ড়ে তাড়াবার জন্যে।

গোপী।—ভাল, তাও যেন হ'ল, তা ছেলেরা ঘুমুচ্ছিল, জাগালে কেন?

শ্রীকৃষ্ণ।—বাছুরগুলো কোন্ দিকে গেল, খোঁজ নেবার জন্যে।

(এরূপ জল্পনাকারী হরি ভগবান
তোমা সবাকার রক্ষা করুন বিধান।)

শ্রীকৃষ্ণ।—(জনৈকা যুবতী গোপীর নিকট দৌড়িয়া গিয়া) বা, তুমি তো বেশ লোক!

গোপী।—কেন? কি তোমার করেছি?

শ্রীকৃষ্ণ।—এক আধটা নয়, আমার দু দুটো গেঁড়ুই * চুরি ক'রে পালাচ্ছ। তুমি পাকা চোর!

গোপী।—না, তোমার গেঁড়ু চুরি করিনি।

শ্রীকৃষ্ণ।—হাঁ, চুরি করেছ।

গোপী।—কই, বার কর গেঁড়ু।

শ্রীকৃষ্ণ। রও, এই বারকচ্ছি। (গোপীকার স্তনযুগল ধরিয়া সহাস্যে) এই যে কাঁচুলীর ভেতোর ওড়না চাপা আমার সাধের গেঁড়ু।

সখী।—(রাধিকার প্রতি) সখি! তুমি বড় চঞ্চলা, তোমার কুলবধূব্রত ঘুচেছে, সে সব কথা জান, তবু ক্ষান্ত হ'চ্ছ না, এ তোমার কি দুর্নীতি?

রাধিকা।—সই, কি ক'র্‌বো বল, কালাচাঁদের মধুর মুরলীর স্বর একটুখানি কানে গেলে, আমার মন আর কিছুতেই ধৈর্য্য ধারণ ক'ত্তে পারে না।

* গেঁড়ু—গেণ্ডু, বালকদের খেলিবার গোলা (Ball)।

সখী।—আমার অযশ হয় হোক্, তুমি, সই, সত্য বল, কালাচাঁদের মধুর মুরলীর রব শুনে, তোমার মন কেমন হ'য়েছিল?

রাধিকা।—সত্যই বল্‌ছি, সই, খলের বাক্য অতি দুঃসহ, কুল নির্ম্মল সত্য, সহচর কৃষ্ণও করুণাহীন সত্য, নদীও অনেক দূরে রয়েছে সত্য, কিন্তু, সই, অকস্মাৎ যদি সেই শ্রীকৃষ্ণের মুরলীরবের রাগরাগিণীর উচ্ছ্বাস আমার কানে পশে, তা হ'লে ও সকল আমার স্মরণ থাকে না।

রাধিকা।—(ছদ্ম দূতীবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) কে তুমি?

শ্রীকৃষ্ণ।—মাধবের দূতী।

রাধিকা।—কি ব'লে?

শ্রীকৃষ্ণ।—প্রিয়জনে মান পরিত্যাগ কর।

রাধিকা।—কে প্রিয় জন?

শ্রীকৃষ্ণ।—তোমার অনুগত কৃষ্ণ।

রাধিকা।—কৃষ্ণ অতি ধূর্ত্ত, কৃষ্ণের মন অন্য ব্রজবালার প্রতি।

শ্রীকৃষ্ণ।—সখি, তিনি তোমার প্রতি তো আদর প্রীতি ত্যাগ করেন নি।

রাধিকা।—আঙুল দিয়ে কে কপাটে ঠুক্ ঠুক্ ক'চ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণ।—ওগো কুটিলে! আমি মাধব।

রাধিকা।—তবে কি তুমি ঋতুরাজ বসন্ত? *

শ্রীকৃষ্ণ।—না, আমি চক্রী।

রাধিকা।—তবে কি তুমি কুম্ভকার?

শ্রীকৃষ্ণ।—না, আমি ধরণীধর।

রাধিকা।—তবে কি তুমি দ্বিজিহ্ব অহীন্দ্র?

শ্রীকৃষ্ণ।—না, আমি অহিমর্দ্দন। †

রাধিকা।—তবে কি তুমি খগপতি গরুড়?

শ্রীকৃষ্ণ।—না, আমি হরি।

* বসন্ত ঋতুর প্রতিশব্দ মধু ও মাধব।

† অহিমর্দ্দন শব্দের অর্থ এখানে কালিয়সর্পদমনকারী।

রাধিকা।—তবে কি তুমি বানরের রাজা? *
(এরূপ রাধার বাক্যে হাস্যমুখ হরি
তোমা সবে রক্ষুন নিয়ত কৃপা করি।)

রাধিকা।—বলি এত রাত্রে কে তুমি এখানে?
শ্রীকৃষ্ণ।—আমি কেশব।
রাধিকা।—কেশগুলো ছড়িয়ে গর্ব্ব কচ্ছ কেন?
শ্রীকৃষ্ণ।—ভদ্রে! আমি শৌরি। †
রাধিকা।—এখানে পিতৃগত গুণে পুত্রের কি হবে?
শ্রীকৃষ্ণ।—চন্দ্রমুখি! আমি চক্রী। ‡
রাধিকা।—হাঁ! তবে তুমি আমার জন্যে কুণ্ডী, ঘটী, দোহনী গড়? ¶
(এরূপে রাধার ভাবে বিজিতি লজ্জিত
হরি তোমা সবে রক্ষা করুন নিশ্চিত।

রাধিকা।—ওহে কেশব! এখন্ তোমার বাস কোথায়?
শ্রীকৃষ্ণ।—(বাস শব্দের বস্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়া) এই যে আমার বস্ত্র।

* বানর শব্দের অন্য প্রতিশব্দ হরি।
† শৌরি—বিষ্ণু, শনিগ্রহ ও শূরের (বীরের) অপত্য। এখানে শেষের শব্দ উক্ত হইয়াছে।
‡ চক্রী—কুলাল, কুম্ভকার, কুমার।
¶ কুণ্ডী—দুধের কেঁড়ে। ঘটী—ঘট, ভাঁড়। দোহনী—দোহনপাত্র, বড় ভাঁড়।

রাধিকা।—ওহে শঠ! বস্ত্র নয়, বাস কোথায়?
শ্রীকৃষ্ণ।—(বাস শব্দের বাসস্থানার্থ গ্রহণ করিয়া) হে সুভগে! তোমার অঙ্গসংসর্গে আমার বাস।
রাধিকা।—যামিন্যামুষিতঃ ক ধূর্ত্ত? যামিনীতে কোথায় বাস করেছিলে, ধূর্ত্ত?
শ্রীকৃষ্ণ।—("যামিন্যামুষিত এই বাক্যে "যামিনী" শব্দে তৃতীয়া বিভক্তি এবং "মুষিত" শব্দে চুরি করা অর্থ গ্রহণ করিয়া) ও সুন্দরি! যা'র শরীর নেই সে যামিনী দ্বারা কি চুরি করা হ'তে পারে?
(এইরূপে রাধাসহ ছলভাষকারী
মুরারী রক্ষুন তোমা সবে নরনারী।)

শ্রীকৃষ্ণ।—হে রাধে! তুমি কুপিতা।
রাধিকা।—(কু শব্দে পৃথিবী এই অর্থান্তর গ্রহণ করিয়া) তুমিই কুপিতা, কারণ তুমি পৃথিবীর সৃষ্টি করেছ। (কু—পৃথিবী, পিতা—সৃষ্টিকর্ত্তা, জনক।)
শ্রীকৃষ্ণ।—তুমি সমুদায় জগতের মাতা।
রাধিকা।—তুমিই সমুদায় জগতের মাতা অর্থাৎ পরিমাণকর্ত্তা, তোমা অপেক্ষা কে আর বিজ্ঞ আছে? (মাতৃন্ শব্দের প্রথমার একবচনে মাতা—যে মাপে অর্থাৎ পরিমাণ করে, সেই মাতা।)
(এরূপে রাধার পাশে, সেই কৃষ্ণ পরিহাসে,
হারি হাস্য করিলা তখন;
সেই কৃষ্ণ অনিবার, স্নেহে তোমা সবাকার,
শুভ সাধি করুন রক্ষণ।)

শ্মশান।

[মৃত নলিনীস্কন্ধে বিজয়।]

"মহেশ্বর কহিলেন, দেবি, আমি পবিত্র স্থান অন্বেষণ করিয়া অদ্যাপি সমুদায় পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া থাকি; কিন্তু শ্মশান অপেক্ষা কোন স্থানই আমার পবিত্র বলিয়া জ্ঞান হয় না। এই নিমিত্ত শ্মশান-বাস করিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। * * * ফলতঃ আমার মতে এই শ্মশান অপেক্ষা পবিত্র স্থান নিতান্ত দুর্লভ। পবিত্রস্থান-অভিকাঙ্ক্ষী মহাত্মারা এই পরম পবিত্র শ্মশানেই সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকেন।"—কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত—অনুশাসনপর্ব্ব, ১৪১শ অধ্যায়।

"নেহ ক্রোধো ন মাৎসর্য্যং লোভঃ কামো ধৃতির্ভয়ম্।
হিংসা কুটিলতা গর্ব্বো নিন্দাসূয়াশুচিঃ কচিৎ।"

কাশীখণ্ড।

"ছোট বড় কেহ নহে সকলি সমান॥"

কৃত্তিবাসী রামায়ণ—আদ্যকাণ্ড।

"শুনিয়াছি, স্বর্গে বৈষম্য নাই—ঈশ্বরের চক্ষে সকলেই সমান। স্বর্গ কি, তাহা জানি না—কখন দেখি নাই, হয় ত কখন দেখিবও না। কিন্তু শ্মশানভূমির এই উপদেশ, এইবস্তু। এ স্থান স্বর্গের অপেক্ষাও বড়। এ স্থান পবিত্র।"—উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম, ৫ম প্রস্তাব।

১

পবিত্র শীতলজলা গঙ্গা সুরধুনী
ভিজা'য়ে ভূতল-দেহ মৃদুল প্রবাহে
চলিছে সাগর পানে, মধুরনাদিনী,
কলকণ্ঠে তালে তালে কল-গান গাহে।
তর তর বেগ হয় কভু বায়ু-ঘায়,
লঘু লহরীর নৃত্য হয় নীর'পরি;
আবার যখন বায়ু আকাশে লুকায়,
তখন সুধীর বেগ—না খেলে লহরী।
অবিরাম গতি, নদী বাধা নাহি মানে;
বিরাম যে কি, তা' গঙ্গা কভু নাহি জানে।

২

কোথায় জনম লভি' কোথায় গমন?
কি মনস্থ করি' গঙ্গা সাগরে মিশায়?
শত শত ক্রোশ পথে অনন্ত ভ্রমণ
কি হেতু গঙ্গার?—মোরে কেই বা বুঝায়
যে ইহা বুঝা'বে মোরে—সে নহে মানব,
মানব-নিয়তি-নীতি-বিজ্ঞ সেই জন,
সে জানে জীবের স্থিতি,—মরণ—উদ্ভব,
সে জানে জগত-গতি কুটিল কেমন;
প্রত্যেক নরের চিত্ত জানা আছে তা'র,
চিত্ত যে কি, তা'ও জ্ঞাত র'য়েছে আবার॥

৩

কেন রবি উঠে আর কেন অস্ত যায়,
তপনের উদয়াস্ত-অবস্থার সহ
মানবের ভাগ্যলিপি কেন মিলে যায়,
কেন ভাগ্যে সুখদুঃখ ঘুরে অহরহ;—
নখদর্পণের মত এ সব ব্যাপার
সে মহাপুরুষ জানে;—আমার বিচারে
পরম জ্যোতিষী সেই সংসার মাঝার,
প্রকৃতি অধীনী তা'র প্রত্যেক ব্যাপারে।
সেই জন যা' না জানে, অস্তিত্ব তাহার
নাহিক নিশ্চয়, তাহা ঘোর অন্ধকার।

৪

কেন কীট ফুল কাটে, কেন মধু ফুলে,
কেন সুধাহ্রদে বিষ র'য়েছে মিশিয়া,
কেন দীপ্ত অগ্নি জ্বলে সুশীতল জলে,
কেন সুখ যায় দুঃখ-সাগরে ভাসিয়া,

কেন ভালবাসা শেষে বিষমাখা হয়,
কেন প্রণয়ের মূলে বিচ্ছেদ-কুঠার,
কেন যে স্বার্থীর জিহ্বা অমৃত-নিলয়,
কেন যে হৃদয় তা'র গরল-আধার,
সূক্ষ্মরূপে এ সকল জানে সেই জন,
হাসে কাঁদে এ সকল করিয়া দর্শন।

৫

আমি যা'রে ভালবাসি—সে আমার নয়—
তোমারে যে ভালবাসে তুমি নও তা'র—
আমি যারে নাহি চাই—সে আমার হয়—
তুমিও তাহার হও—যে নহে তোমার।
ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব অতীব গভীর,
তুমি আমি বুঝিব যে, হেন সাধ্য কই?
শূন্য অন্তরের চিন্তা চির-অশরীর,
তাহে পুন তুমি আমি কতটুকু হই?
যেই জন বুঝে ইহা, আমার বিচারে
সে নহে সামান্য নর অবুঝ সংসারে।

৬

যেথানে হেরিনু এই শান্তির নিবাস—
পরক্ষণে কেন তথা অশান্তি হুঙ্কারে,
যে মুখে হেরিনু এই হাস্যের বিকাশ—
পরক্ষণে কেন তাহা ভাসে অশ্রুধারে,—
ইহারো গভীর মর্ম্ম জানে সেই জন।
আমি যদি জানিতাম, তা' হ'লে এখনি
তব ভাগ্য-আচ্ছাদনী করিয়া ছেদন,
দেখা'তাম তব ভাগ্য-সংসার-বন্ধনী।
পারিব না—কাজে কাজে র'য়েছি নীরব;
কি সাধ্য আমার, বুঝি অদৃষ্ট-কৈতব?

৭

আমি যা'র হৃদয়েতে হৃদয় আমার
ঢালিয়া দিলাম, তা'রে ভাবিয়া আপন
সে নিঠুর—সে কঠোর তীক্ষ্ণ ছুরিকায়
আঘাতে হৃদয় মোর করিল ছেদন!
কেন যে সে কৈল হেন?—কি উদ্দেশ্য তা'র?
যে পারে তা' বুঝাইতে, চিরকাল তা'রে
পরম দেবতা বলি' ভক্তির ভাণ্ডার
অর্পিয়া, সাদরে রাখি অন্তর-মাঝারে।
কিন্তু এ সংসারে নাহি হেন কোন জন,
তা' থাকিলে নাম এর সংসার কখন?

৮

কমনে! দেখ গো, ওই সুরতরঙ্গিণী
ভাসায়ে বিবিধ পুষ্প চলন্ত প্রবাহে,
চঞ্চল হইয়া চলে, সাগর-গামিনী
সাগরাভিমুখে ধায়, পশ্চাতে না চাহে।
দয়িতদর্শন-আশা এতই প্রবল,
না মানে কোনই বাধা প্রেম-উন্মাদিনী,
গতিপথে বাধা দিতে কা'র এত বল?
পতিরে তুষিতে চলে পতিসোহাগিনী।
গঙ্গার এ কাণ্ড সবে করি'ছে দর্শন,
তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই,—অবাধ্য গমন।

৯

মানবের ভালবাসা দেখেছি নয়নে,
দেখিয়াছি মানবের গূঢ় অন্তস্তল,
দেখেছি বিশেষ করি' নরনারীগণে,
দেখেছি তা'দের প্রেম কিরূপ চঞ্চল।
সকলি ত দেখিয়াছি,—কিন্তু দেখি নাই
গঙ্গাসিন্ধু-মহাপ্রেম মানব-অন্তরে;
মানব-অন্তরে জাগে যে প্রেম সদাই,
সঙ্কুচিত তাহা স্বার্থপরতার ভরে।
গঙ্গাসাগরের প্রেমে নাহি তা'র লেশ,
প্রেমের আদর্শস্থল জাহ্নবী জলেশ।

১০

অয়ি সুরধুনি! বুঝেছি এবার,
প্রেমমুগ্ধে গঙ্গে! মোর ঘুচেছে সংশয়,
কেন যে পবিত্র তুমি—কেন যে তোমার
মৃত্তিকা পর্য্যন্ত পূত, বুঝেছি নিশ্চয়;—
পবিত্র প্রেমেরি তরে তুমি গো কেবল
পরম পবিত্র হ'য়ে র'য়েছ ভূতলে,
বিশুদ্ধ প্রেমেরি তরে শুদ্ধ তব জল
দেবতারো শিরে থাকে ভিজাইয়া ফুলে।
সমগ্র বিশ্বেরো মূল্য নির্দ্ধারিত হয়,
তোমার প্রেমের মূল্য নাহিক নিশ্চয়।

১১

চিরসহচরী মোর, কোমল কল্পনে!
আরো কিছু দূর চল পদ ফেলি' ধীরে,
তুমি আমি দুই জনে আজি গো নয়নে
দেখিয়া গঙ্গার মূর্ত্তি ভ্রমি গঙ্গাতীরে।
চল চল—থাম থাম—যেয়ো না কো আর,
দেখ দেখ, অহো ও কি গম্ভীর মূরতি!
হৃদয় স্তম্ভিত হ'ল আতঙ্কে আমার;—
চলিতে না পারি;—স্তব্ধ চরণের গতি!
সকলি ত জান তুমি,—ত্বরা তবে বল,
কি হেতু অচল পদ—হৃদয় চঞ্চল?

১২

এমন সময়ে মোর অন্তস্থল হ'তে
কে যেন হৃদয়-ভাণ্ড-স্থিত রক্তরাশি
শিরাপথে বিক্ষেপিয়া তর তর স্রোতে,
কহিয়া উঠিল,—"শুন, ওরে মর্ত্ত্যবাসী!
যা' দেখি'ছ গঙ্গাতটে সম্মুখে তোমার,
'শ্মশান' উহার নাম।"—চমকিনু আমি!
কি যে এক মহাচিন্তা বিঁধিল আমার
হৃদয়ের মূলস্থল জানে' অন্তর্যামী।
চিরকাল দৃষ্ট বিশ্ব দেখিনু আঁধার,
শ্মশানের নামে যেন সবি শূন্যাকার।

১৩

আশৈশব কত কি যে মনের ভিতরে
গাঁথা ছিল অবিচ্ছিন্ন সুদৃঢ় বন্ধনে,
শ্মশানের নাম শুনি' সাংঘাতিক ডরে
ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে গেল!—বলিব কেমনে?
যে আশারে প্রাণাপেক্ষা যতন করিয়া
পুষিয়াছিলাম হায়, যাহার মায়ায়,
বলিতে কি, আজো আমি র'য়েছি বাঁচিয়া,
কোথায় সে আসা গেল ফেলিয়া আমায়।
ভক্তি, স্নেহ, ভালবাসা, বন্ধুত্ব প্রণয়
শ্মশানের নামে সবি হ'ল শূন্যময়!

১৪

শ্মশান!—শ্মশান!—অহো, কি ভীষণ নাম
শ্রবণে পশিয়া মোরে ফেলিল কি করি,
অস্থিরতা চিরসঙ্গী;—পালা'ল বিরাম,
অস্তিত্ব পর্য্যন্ত মোর গেল, হরি হরি!
আমি জীব, কিন্তু জীবশূন্য এ শ্মশান,
পরস্পরে কি সম্বন্ধ?—কিছুই ত নাই,
তবে কেন হয় মোর ব্যাকুল পরাণ?
কেন মন বলিতেছে,—পালাই পালাই?
আবার হৃদয়তলে আঘাত হইল,
'কোথায় পালা'বে তুমি?' কে যেন কহিল।

১৫

'এখন পালা'বে বটে, রে অবোধ নর!
যে দিকে বাসনা তব, সে দিকে ছুটিয়া,
কিন্তু তুমি করিতেছ যা'রে এত ডর,
অমর হইতে ইচ্ছ যাহারে স্মরিয়া,
সে শ্মশান, সুনিশ্চয়, কখন তোমারে
ছাড়িবে না, এর সহ সম্বন্ধ তোমার
অখণ্ড; কি সাধ্য, তুমি খণ্ডিবে তাহারে?
পালাও—পালাও, কিন্তু নাহিক নিস্তার!
কি সম্বন্ধ আছে তব শ্মশানের সনে,
এক দিন বুঝিবেই আপনার মনে।

১৬

চিন্তার গভীর সিন্ধু উঠিল উথলি',
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল লাগিল ঘুরিতে,
আবদ্ধ ভবিষ্য-দ্বার ক্ষণে গেল খুলি',
চিন্তার অনন্ত স্রোত লাগিল ছুটিতে!
কভু ক্ষীণালোক দেখি, কভু অন্ধকার,
কভু আশা বিদ্যুতের ক্ষণিক বিকাশ,
কভু ধূ ধূ ক'রে উঠে সৃষ্টি বিধাতার,
কভু ঘন ঘু'রে উঠে অনন্ত আকাশ!
কভু কত মূর্ত্তি দেখি আঁখি পালটিতে,
আবার সে সব লয় শ্মশান-ভূমিতে!

১৭

অয়ি গঙ্গে! মহাদেবি! এই কতক্ষণ,
কিছু দূরে তব তীরে আসিনু দেখিয়া
ধনীর তোমার তট-শোভি-উপবন
দাঁড়া'য়ে র'য়েছে—নানা পাদপে ভূষিয়া,
প্রস্তর-খোদিত কত মূর্ত্তি মনোহরা

(কর্ত্তার রুচির সাক্ষ্য) শোভে দলে দলে,
পাশ্চাত্য-ভাস্কর কৃত সুন্দর ফোহারা
উগারে কৌশলে জল, রবিকরে জ্ব'লে।
কূলের কেয়ারী মাঝে ফুল ফুটে আছে,
জড়া'য়ে র'য়েছে লতা ফুলভরা গাছে।

১৮

মনোহর সরোবর শিলার সোপান,
ঘাটের উপরে গৃহ প্রস্তর-গঠিত,
করিতে তাহার শোভা সর্ব্বত্র সমান
প্রাচীর-বাহিনী লতা র'য়েছে বেষ্টিত।
কোনখানে লতাকুঞ্জ ফুটাইয়া ফুল
ধনীর নয়নশোভা করি'ছে বর্দ্ধন,
মধুলোভে কোনখানে মধুকরকুল
খোসামোদ করিতেছে করিয়া গুঞ্জন।
এক দিকে চাটুকার তুষি'ছে ধনেশে!
অন্য দিকে অলি তুষে তরু-পাশে এসে।

১৯

কতরূপ কারিগরী কতই ধরণে;
নানাবর্ণ শিলাখণ্ডে সরু সরু পথ
উদ্যানের যথা তথা দেখিনু নয়নে,
পাশ্চাত্য শিল্পের তাতে কৌশলি বা কত।
অয়ি গঙ্গে! এই আমি সে উদ্যান মাঝে
দেখিনু বৈঠকখানা—ধনীর জীবন;
তাহার ভিতরে কত শোভে কারু কাজ,
কর্ত্তার প্রাণের প্রাণ মানস-মোহন।
অধিকারী সে বৈঠক নিরখে যখনি,
ধনমদে মাতে মন অমনি তখনি।

২০

দেবি! সে উদ্যান-তলে তুমি চ'লে যাও,
দেখিতে দেখিতে তা'র বাহ্য শোভাচয়,
কিন্তু ভিতরের কাণ্ড দেখিতে কি পাও?
কাজ নাই দেখে সেই অনন্ত নিরয়।
বহি'ছে সুরার স্রোত প্লাবি' গৃহতল,
উৎকট দুর্গন্ধ ঘোর উঠি'ছে তাহায়!
উদ্যানের বহির্দ্দেশে তব পূত জল,
উদ্যানের মধ্যভাগ প্লাবিত সুরায়!
সাধের বৈঠকখানা এত যে শোভায়,
সুরার প্রবাহে তাহা নরক পাথার!

২১

দেবি গঙ্গে! তব তীরে এ ঘোর শ্মশান
গম্ভীর মূরতি ধরি' আছে দাঁড়াইয়া।
ইহার এ মূর্ত্তি-ছায়া করি'ছে প্রদান
জগতের নশ্বরত্ব বিশেষ করিয়া।
এ ছায়ারে, অয়ি দেবি! বারেক কারণে
ধনীর সে উপবনে করহ স্থাপন,
দেখুক সে ধনী ইহা বারেক নয়নে,
বুঝুক অস্তিত্ব তা'র সে নির্ব্বোধ জন।
কি সম্বন্ধ আছে তা'র শ্মশানের সনে,
দেখুক সে মূঢ় বসি' বৈঠক ভবনে।

২২

কলকল নাদে তা'রে, অয়ি কল্লোলিনি!
বিধিমতে স্পষ্টাক্ষরে দাও বুঝাইয়া,—
যে সুরারে ভাবে সেই মুক্তিপ্রদায়িনী,
এ শ্মশানে 'মুক্তিদ্বার' দিবে সে খুলিয়া।
আদরের সুরাপানে যা'বে গড়াগড়ি,
প্রাণের বৈঠক তা'র পড়িয়া রহিবে,
সাধের উদ্যান র'বে তব তীরে পড়ি',
হয় ত তথাও নব শ্মশান হইবে।
ভাগীরথি! একবার মম অনুরোধে—
শ্মশান-সম্বন্ধ জ্ঞাত কর সে নির্ব্বোধে।

অত, দেবি! যদি আজ তব বক্ষোপরি
ভাসিবার গুণযুক্ত হ'য়ে এ শ্মশান,
পারিত ভাসিয়া যেতে ঠেলিয়া লহরী,
নীলাকাশে ঘোর ধূমকেতুর সমান,
তা' হ'লে নূতন দৃশ্য দেখিত নয়ন,
ডুবিত নূতন ভাবে মানব-অন্তর,
চলন্ত-শ্মশান-শিক্ষা হইত নূতন।
পর্ণের কুটীর আর প্রসাদ ভিতর
শ্মশানের মহাছায়া ভীষণ আকারে
সমভাবে বিরাজিত জ্ঞান শিখা'বারে।

২৪

হায় রে, নির্ব্বোধ নর! তোর মত আর
সারশূন্য জীব আমি দেখিনি ধরায়।
কে বলে মানুষ মন জ্ঞানের ভাণ্ডার?
যে বলে, জ্ঞানের লেশ নাহিক তাহার।
পশু নর ভেদাভেদ হয় যেই জ্ঞানে,
সেই জ্ঞান কই তোর? অথচ দাপটে
স্ফীতবক্ষঃ হ'য়ে ফাট জ্ঞান-অভিমানে।
অজ্ঞানের দাস তুই জ্ঞানীর নিকটে।
জ্ঞানের কণিকামাত্র যদ্যপি থাকিত,
তা' হ'লে কি চিত্ত তোর আঁধারে ডুবিত?

২৫

দেখ্ দেখি, মূঢ়! যেই শ্মশান দেখিয়া,
আধ্যাত্মিক ভাবে চিত্ত চিরমগ্ন হয়,
ঈশ্বরের মহামূর্ত্তি জাগ্রত থাকিয়া
হৃদয়ে অন্তস্তলে বিরাজিত রয়,
সেই শ্মশানেরে তুই, অজ্ঞানের দাস!
দেখিতে না চা'স্ পুন প্রকাশিস্ ঘৃণা,
শ্মশান-ধূলিতে তোর নাহি অভিলাষ,
শ্মশানের দৃশ্যে তোর বসে না বাসনা।
নির্জ্জনে—অনেক দূরে, এই সে কারণ,
রয়েছে শ্মশান তোর ছাড়িয়া নয়ন।

২৬

যে শ্মশানে নিরখিলে পাপ দূরে যায়,
পাপেরে ছুঁইতে চিত্ত না হয় ধাবিত,
অন্তর শীতল হয় পুণ্যের ছায়ায়,
স্বর্গের দুয়ার চক্ষে রহে অবারিত,
এ হেন শ্মশান ছাড়ি' দূরদূরান্তরে,
পাপলিপ্ত হ'য়ে তুই করিস্ নিবাস।
অন্তরস্থ শ্মশানেরে ভুলেও অন্তরে
অন্তর না করি' ভাব আপন নিবাস।
যেখানে শ্মশান, তুই থাক্ সেইখানে,
হ'স্‌নে শ্মশান-ছাড়া ক্ষণের কারণে।

২৭

দূরে টেনে ফেলে দে রে ও অবোধ নর!
ভিত্তিবিলম্বিত ছবি; কি হ'বে উহায়?
তৈলচিত্র' জলচিত্র ছিঁড়ে দূর কর,
দগ্ধ কর অনলের প্রদীপ্ত শিখায়।
আকটি উলঙ্গ আর সম্পূর্ণ উলঙ্গ
বিবিধ রমণী-চিত্র রেখেছ ভবনে;
কুরুচির পরিচয়ে কর কত রঙ্গ,
কুভাবে, রে পাপী! উহা নিরখ নয়নে।
ছিঁড়ে ফেল—দগ্ধ কর—দে রে ভাসাইয়া।
বাড়া'স নে পাপ-স্রোত এ পাপ রাখিয়া।

২৮

আয়, ভাই! শ্মশানের চিত্র, পুণ্যময়,
যতন করিয়া আঁকি' রাখি রে দেয়ালে;
শ্মশানের ছবি ভাই! শুধু ছবি নয়,
পরলোক-শিক্ষা-ছবি ভবিষ্য-মিশালে।
এ ছবি টাঙা'য়ে রেখে বিশেষ যতনে,
পরস্পরে দেখি আয় নয়ন ভরিয়া।
পরস্পরে যত পাপ বাক্য-কায়-মনে
ক'রে থাকি, নরকেরে অন্তরে ভুলিয়া,
শ্মশানের ছবি দেখি' পাপে হ'বে ভয়,
শ্মশানের ছবি, নর! ছবিই নিশ্চয়।

২৯

ধন্য সেই যোগিবর মানব-জগতে,
সংসারের ছায়া-বাজী ভুলিয়া যে জন,
চিরবাস করে এই শ্মশান-ভূমিতে,
নিশ্চয় সে পায় পরমেশ্বরের দর্শন।
নরক-নায়ক দূত ভয়ঙ্কর পাপ
তা'রে না ভুলাতে পারে ঘোর প্রলোভনে;
কখনো না হয় তা'র পাপ- পরিতাপ,
পবিত্র অন্তর তা'র পুণ্য পরশনে।
শ্মশান-নিবাস তা'র স্বর্গীয় নিবাস,
ঈশ্বরের জ্যোতি তা'র নয়নে প্রকাশ।

৩০

শ্মশানের ধূলি মাখি', বামপদাঘাতে
নরক-দূতেরে সেই দেয় তাড়াইয়া;
পুণ্যের পবিত্র মূর্ত্তি সুখে দুই হাতে
সাদরে সর্ব্বদা সেই রহে আলিঙ্গিয়া।
স্বর্গীয় দূতেরা তা'রে হরষিত মনে

সমীরণ সহ মিশি' করে আলিঙ্গন,
স্বর্গীয় অমৃতরাশি মিশি' বারি সনে
তাহার পবিত্র শিরে হয় বরিষণ।
শ্মশান-অঙ্গারে বসি' সেই মহাযোগী
অনায়াসে হয় চির-সুরৈশ্বর্য্যভোগী।

৩১

ও কল্পনে! এ কি হ'ল? বৈদ্যুতিক-তাবে
সহসা কহিল যেন কে আমার কাণে;—
"পশিতে যদ্যপি ইচ্ছা স্বর্গের দুয়ারে,
তা' হলে পরীক্ষা তা'র দাও এ শ্মশানে।"
বিষম পরীক্ষা—অহ!—আত্মসমর্পণ,
ছিঁড়িতে হইবে দৃঢ় কলুষ-শৃঙ্খল,
করিতে হইবে পুণ্য-গিরি আরোহণ,
তরিতে হইবে আশা-বৈতরণী-জল।
এ মহাপরীক্ষা আমি কি করিয়া দিব!
আমি কি দেখিব স্বর্গ?—নরকে থাকিব।

৩২

নরকে থাকিব?—কেন?—কি হেতু থাকিব?
স্মরিলে যাহার নাম,অন্তর হইতে
ঘৃণায় উদ্ভব হয়, কেমনে ভুলিব
সে ঘৃণারে ক্ষণতরে নরকে থাকিতে?
ঘৃণা যদি ছাড়ে মোরে, ঘৃণিত বলিয়া,
তা' হ'লে নরকবাসে নাহি করি ভয়।
অসংখ্য শপথ, ঘৃণা! যেও না ছাড়িয়া
আমারে, ছাড়িলে ভাগ্যে নরক নিশ্চয়।
চিত্তশুদ্ধিকরী ঘৃণা! তুমি আছ যাই,
তাই সে নরকে আমি কভু না ডরাই।

৩৩

বুঝেছি নিশ্চয় আমি, ঘৃণা যদি রয়,
তা'হলে তাহারি গুণে পুণ্য আর পাপ
কিমীয় বিশ্লেষে যেন দোঁহে ভিন্ন হয়,
স্বর্গীয় প্রতাপে লয় নিরয়-প্রতাপ।
স্বর্গ তবে কত দূর?—এই ত নিকটে!
মহাপরীক্ষার ভয় কেন তবে করি?
ঘৃণা যদি সঙ্গী মোর, কিসের সঙ্কটে
পড়েছি বলিয়া তুচ্ছ নরকেরে ডরি?

ঈশ্বর যাহাতে তুষ্ট, পুণ্য তা'রি নাম;
কি ভয়—কি ভয় তবে?—ওই স্বর্গধাম।

৩৪

পুণ্য কি?—পাপের শত্রু! কিসে পুণ্য হয়?—
পরহিতসংসাধনে—পরেরে আপন
ভাবিলে—পরের প্রতি উদার-হৃদয়
হইলে—পরের মনে মিশাইলে মন—
ঈশ্বরের আরাধনা—ঈশ্বর-নির্ম্মিত
প্রত্যেক জীবেতে কিংবা প্রত্যেক দ্রব্যেতে
সহানুভূতির রেখা রাখিলে অঙ্কিত,
স্বর্গের সুদূর দ্বার আসে নিকটেতে।
নরকের নামে তবে কেন মরি ভয়ে?
অনায়াস লভ্য স্বর্গ এ পুণ্য-সঞ্চয়ে।

৩৫

পৌরাণিক! কেন তুমি স্বর্গের দুয়ার
সুবর্ণে মণ্ডিত বল?—চিত্ত তুষিবারে?
তাই যদি হয়, তবে তব বর্ণনায়
মূলে ভুল ঘটিয়াছে অশেষ প্রকারে।
স্বর্গের দুয়ার নহে সুবর্ণে মণ্ডিত,
সুবর্ণ অতীব তুচ্ছ স্বর্গের দুয়ারে,
অমূল্য শ্মশান-ভস্মে হ'য়ে বিলেপিত,
স্বর্গের দুয়ার শোভে পবিত্র আকারে।
এ পূত শ্মশান-ভস্ম ভূষণ যাঁহার,
তাঁ'র কাছে অবারিত স্বর্গের দুয়ার।

৩৬

এই পূত ভস্মরাশি, পবিত্র অন্তরে
সজীব মৃণ্ময় দেহে কর বিলেপন,
দেখি, কে তোমারে আর নরক-দুস্তরে
নিমেষেরো তরে পারে করিতে ক্ষেপণ!
শ্মশানের অন্য নাম—পূত স্বর্গধাম;
স্বর্গের অপর নাম—ভূতলে শ্মশান;
এই সে প্রত্যক্ষ স্বর্গে শান্তি অবিরাম,
এই সে প্রত্যক্ষ স্বর্গে দুঃখ অবসান।
বল তবে, কোন্ মূঢ়—কোন্ অর্ব্বাচীন
শ্মশানের নামে হয় আনন্দ বিহীন?

৩৭

যে হয়,—সে কভু নয় বিধাতৃনির্ম্মিত,
সজীব হৃদয়, আত্মা নাহিক তাহার ;
নরকের কীট সেই, পতিত ঘৃণিত,
অসার হ'তেও সেই নিতান্ত অসার।
পৃথিবীর যেই অংশে থাকে সেই জন ;
সে অংশে ধরার বক্ষে নরক বিস্তার ;
দাড়াইলে ছায়া তা'র নরকদর্শন
অবশ্যই ভাগ্যে ঘটে, কি সন্দেহ তা'র ?
এ হেন শ্মশানদ্বেষী পাতকী পামরে
কি হেতু ধরণী ধরে পূত অঙ্ক'পরে ?

৩৮

হয় ত একদা সূর্য্য যুগযুগান্তরে
নভশ্চ্যুত হ'য়ে হ'বে কোথায় পতিত ;
হয় ত বালুকারাশি একদা সাগরে
থাকিবে কেবল, জল না র'বে কিঞ্চিৎ ;
হয় ত একদা বায়ু স্তম্ভিত হইয়া,
ধরণীরে জীবশূন্য করিয়া ফেলিবে ;
হয় ত একদা চন্দ্র পড়িবে লুটিয়া,
অথবা একদা শৈল আকাশে ছুটিবে,
কিন্তু তবু র'বে সে রে নরক ভিতরে,
শ্মশানেরে অপবিত্র যে ভাবে অন্তরে।

৩৯

স্বর্গ চেয়ে প্রিয় যা'র জলন্ত নরক,
সেই পাপী—সেই মূর্খ পবিত্র শ্মশানে
দাঁড়াইতে ভয় পায় ; কিন্তু যে সাধক
সাধ করে স্বর্গ সুখ প্রাণ বর্ত্তমানে,
তা'র পূতদৃষ্টিপথে এ মহাশ্মশান
জীবন্ত জাগন্ত স্বর্গ অমৃত-সিঞ্চিত ;
এখানে সে দাঁড়াইলে, স্বর্গের সোপান
পারিজাত-বক্ষ হ'য়ে আপনি পাতিত।
বল, কে তখন তা'রে ভাবে ক্ষুদ্র নর ?
শ্মশানে সে নর-দেহে অমর ঈশ্বর।

৪০

এই না শ্মশান সেই ? যোগীর প্রধান
মহাদেব হেথায় না করিতেন যোগ ?
কুবের ভাণ্ডারী যাঁ'র মহৈশ্বর্য্যবান্,
শক্তি যাঁ'র জায়া তাঁর কেন কর্ম্মভোগ !
প্রকৃতির লীলাভূমি রজত কৈলাস
সুখের নিবাস যাঁ'র, তাঁহার নয়নে
প্রাণাপেক্ষা প্রিয় কেন শ্মশান-নিবাস ?
বিশ্ব ভুলে, প্রাণ খুলে কি ভাবেন মনে ?
সে ভাবনা তুমি আমি কেমনে বুঝিব ?
বুঝিলে শ্মশান ছাড়ি' কি হেতু রহিব ?

৪১

ও কল্পনে ! শ্মশানের গভীর চিন্তায়
কত দূর আসিলাম ?—আরো কত দূরে
অগ্রসর হ'লে পাব দেখিতে তোমায়
পরমযোগিনী, এই দু'নয়ন পূরে !
মর্ত্ত্যের ভূষণ বেশ, মর্ত্ত্যফুলহার,
মর্ত্ত্যের চন্দনচিত্র, মর্ত্ত্যের বাসনা
আরো কত দূরে করিবে গো পরিহার ?
বল, গো কল্পনে ! মোরে ক'র না ছলনা।
বড় সাধ—বড় আশা জাগিয়াছে মনে,
শ্মশান-যোগিনী মূর্ত্তি ধর, গো কল্পনে !

৪২

যে মূর্ত্তির ছায়ামাত্র করিলে দর্শন,
হৃদয়-কপাট খুলে অনন্ত ভকতি
আবেগে উছলি' করে এ বিশ্ব প্লাবন,
অন্তরে বাহিরে খেলে কি অপূর্ব্ব জ্যোতি,
ধমনীরে স্ফীত করি' ছুটে রক্তধার,
সে রক্ত এ রক্ত নয়, অমৃত-লহরী
মিশ্রিত হইয়া তাহে, কি এক প্রকার
উন্মত্ততা আনি' দেয়, উঠি গো শিহরি'।
এ অসার ছার মর্ত্ত্য মরীচিকাময়
বলি' বোধ হয়, যেন কোন কিছু নয়।

৪৩

কি এক বিস্ময় আসি' নিমিষে আমারে
কোথায় ঘুরা'য়ে ফেলে ক'ব তা' কেমনে ?
উলটি' পালটি' ভাসি চিন্তার পাথরে,
স্তম্ভিত হইয়া থাকি মুদ্রিত নয়নে।
নিশ্বাস ফেলিতে যাই, না পড়ে নিশ্বাস,

নয়ন খুলিতে যাই, না খুলে নয়ন,
কথা কহিবারে যাই, নাহি ফুটে ভাষ,
উঠিয়া চলিতে যাই, না চলে চরণ।
আমি যেন আমি নই, না পারি বুঝিতে,
কি যে অলৌকিক কাণ্ড সে ছায়া-মূর্ত্তিতে।

৪৪

কল্পনে! না জানি তব প্রকৃত মূরতি—
প্রকৃত যোগিনী মূর্ত্তি করিলে দর্শন,
কি যে হ'ব—কোথা যা'ব—সংসারের প্রতি
না র'বে আস্থার লেশ ক্ষণেরো কারণ।
দেখিতে পাইব,—তব মহামূর্ত্তি হ'তে
একটি সুসূক্ষ্ম সূত্রে এ বিশ্বমণ্ডল
বদ্ধ হ'য়ে ভাসিতেছে কাল সিন্ধু-স্রোতে,
ক্ষণতরে স্থির নয়—নিয়ত চঞ্চল।
দেখিব এ জীবপূর্ণ বিশাল সংসার
কিছু নয়—শুধুমাত্র শূন্যতা-ভাণ্ডার!

৪৫

দেখাও সে মূর্ত্তি, দেবী! এ মহাশ্মশানে,
দেখিয়া সংসারচিত্র আঁকিয়া লইব।
সেই ইন্দ্রজাল-চিত্র, স্তম্ভিত পরাণে
বিস্মিত-নয়ন দৃষ্টি মিশা'য়ে দেখিব।
দেখিব,—প্রকাণ্ড সূর্য্য কিসে বিনির্ম্মিত;
দেখিব,—তাহার রশ্মি এ সৌর জগতে
কিরূপে জীবিত রাখে; কিরূপে নিঃসৃত
হয় সেই মহারশ্মি সেই সূর্য্য হ'তে।
কি যে সে রশ্মির প্রাণ, নিরখিব তাও,
কল্পনে! যোগিনী-মূর্ত্তি বারেক দেখাও।

৪৬

শ্মশান-যোগিনী মূর্ত্তি ধর একবার,
নির্নিমেষ চক্ষে আমি করি নিরীক্ষণ,
সূর্য্য-করে চন্দ্র কেন আকাশ মাঝার
দীপ্ত হয়, তপ্ত নয় ক্ষণেরো কারণ?
গ্রহ, উপগ্রহ আর নক্ষত্রমণ্ডল
কেন নীলনভস্তলে করে অবস্থান?
কেন নাহি খসি' পড়ে হ'য়ে উচ্ছৃঙ্খল?
পরস্পরে বেড়ি' কেন চির ভ্রাম্যমান্?
পৃথিবীর মত, দেবি! ওদেরো হৃদয়ে
আছে কি শ্মশান, তব মহামূর্ত্তি ল'য়ে?

৪৭

যদি থাকে,—ভাল; তবে স্বর্গের দুয়ার
অবশ্য সেখানে আছে, নতুবা নিশ্চয়
বুঝিব গো সমুৎসুক অন্তরে আমার—
গ্রহ, উপগ্রহ আদি জ্বলন্ত নিরয়;
কবিকুল যে চাঁদেরে এত ভালবাসে,
সেই চাঁদ, কি বিভ্রাট! সাক্ষাত নরক!
প্রেমিক প্রিয়ার মুখে যাহার উল্লাসে
যে চাঁদের ছবি তুলি', সে চাঁদ নরক!
ভক্ত যে সূর্য্যেরে পূজে করি' ভক্তি-যোগ।
সে সূর্য্য নরক;—পূজা নরকের ভোগ।

৪৮

তবে কি পৃথিবী স্বর্গ?—হরি হরি হরি!
এ কথা কি বলিতেছি?—পৃথিবী নরক!—
পৃথিবী নরক!—বলি শতবার করি'
নরক—নরক পৃথ্বী সাক্ষাৎ নরক!
কেবল ইহার বক্ষে যথায় যথায়
পবিত্র শ্মশান-ভূমি নিরীক্ষিত হয়,
এ নরকগর্ভে, জানি, তথায় তথায়
স্বর্গ বা স্বর্গের দ্বার তাহাই নিশ্চয়।
যেখানে শ্মশান, তথা স্বর্গের মূরতি,
তা' ছাড়া নরক পৃথ্বী, পাপের প্রসূতি।

৪৯

তবে কি পৃথিবীবাসী সবাই নারকী?—
সবাই পাতকী?—না না, তাও ত বলি না।
স্বর্গীয় ধার্ম্মিক আর নারকী, পাতকি—
দুই আছে পৃথিবীতে, তাও কি জানি না?
স্বর্গীয় ধার্ম্মিক যিনি, নিশ্চয় তাঁহার
অন্তরে শ্মশান মূর্ত্তি আছে চিরাঙ্কিত,
শ্মশানের সুপবিত্র পরমাণু তার
তা'র পরমাণু সহ হ'য়েছে মিশ্রিত।
কিন্তু ঘৃণা করে যেই পবিত্র শ্মশানে,
পাতকী—নারকী সেই পাপময় প্রাণে।

৫০

সাম্য বৈষম্যের যথা তারতম্য নাই,
তুমি বড়—আমি ছোট নাহিক যথায়,
না আছে যেখানে স্বার্থপরতা বালাই,
পরনিন্দা নাহি যায় যাহার সীমায়,
বিদ্বান্ নির্ব্বোধে যথা অভিন্ন হৃদয়,
নানাদিক-প্রবাহিত নদীকুল যথা
সমুদ্রে মিশিয়া গিয়া একসম হয়,
সেরূপ যথায় হয় সবার সমতা,
পৃথিবীতে সেই স্বর্গ ;—সে এই শ্মশান।
সেই স্বর্গবাসী, ইহা যাহার ধেয়ান।

৫১

শ্মশান ব্যতীত স্থান পৃথিবী মণ্ডলে
জীবন্ত জ্বলন্ত ভীম উৎকট নিরয় ;
নারকীরা সেইখানে পাপ-কোলাহলে
পুণ্য ভ্রমে পাতকেরে দিতেছে প্রশ্রয়।
সুখময় স্বর্গ তথা, শ্মশান যথায়,
যেখানে শ্মশান নাই, সেখানে ভীষণ
নরকের অধিষ্ঠান ; কথায় কথায়
মহাবেগে ছুটে তথা পাপ-প্রস্রবণ।
তাই বলি, স্বর্গ আর পাপের নিরয়
অন্য কোথা নাই—আছে পৃথ্বীতে নিশ্চয়।

৫২

ও কল্পনে! এ কি হ'ল ? এ চিন্তা গভীর
চমকি' উঠিল কেন ? কেন ভাবান্তর
ঘটিল অন্তরে মোর ? আবার অধীর
কি হেতু হইনু আমি ? শ্মশান ভিতর
কে ওই পশিল, শোকে করিয়া রোদন ?
নির্জ্জীব বিজলী মূর্ত্তি শিথিল শরীরে
লুটিয়া প'ড়েছে স্কন্ধে, লতার মতন,
সে মূর্ত্তি জড়া'য়ে যুবা ভাসে অক্ষি-নীরে
কে ওই যুবক ? স্কন্ধে কে ওই দামিনী ?
যুবক—বিজয় ; স্কন্ধে নির্জ্জীব নলিনী।

জীবন।

[মৃত নলিনীকান্ত বিজয়।]

"হায়, মানুষের জীবন? কি অসার তুই। কেন আসিস্—কেন থাকিস্—কেন যাস্? এ দুঃখময় জীবন কেন? ভাবিলে জ্ঞান থাকে না। * * * মানুষের জীবন কি কেবল এই নিয়মের ফল? যে নিয়মে ফুল ফুটে, মেঘ ছুটে, চাঁদ উঠে,—যে নিয়মে জলবুদ্বুদ ভাসে, হাসে, মিলায়,—যে নিয়মে ধূলা উড়ে, তৃণ পুড়ে, পাতা খসে, সেই নিয়মেই কি এই সুখদুঃখময় মনুষ্য জীবন আবদ্ধ সম্পূর্ণ, বিলীন হয়?—রজনী, ১ম খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।

"For what is your life? It is even a little time, and then vanisheth away."

New Testament—(*James* iv.)

For me, I think sometimes that life is death.
Rather than life a mere affair of breath."

BYRON'S *Don Juan*,—*Canto IX*.

"All, all are such, when life the body leaves:
No more the substance of the man remains,
Nor bounds the blood along the purple veins:
These the funeral flames in atoms bear,
To wander with the wind in empty air:
While the impassive soul reluctant flies,
Like a vain dream, to these * * * skies."

HOMER'S *Odyssey*.—*Book XI*.

১

প্রহরেক সময় অতীত;
ক্ষণস্থায়ী মানব-জীবন
সময়ের অনন্ত উদরে
প্রহরেক সময়ের তরে
অলক্ষ্যেতে হইল গ্রাসিত।
জগতের পরমায়ু প্রহরেক তরে
অলক্ষ্যেতে ক'মে গেল; কমিয়ে বাড়িয়ে এল
অনন্ত সময় যেন নিজ সীমান্তরে।
প্রহরেক সময়ের তরে
খোয়াইল রবি নিজ কর;
কুসুমের জীবনের খেলা,
রূপের মাধুরী,
আদরে দোলনি,
প্রফুল্ল চাহনি,
মধুর হাসিনি
মিশে গেল সময়-শরীরে;
প্রহরেক তরে
জাহ্নবীর বারি গেল ধীরি ধীরি
অনন্ত সাগরে
ফিরিবে না আর;
প্রহরেক তরে
অনন্ত-সাগর-আয়ু সময়-সাগরে
মিশাইল, আঁধারে আঁধার!
প্রহরেক তরে
তোমার আমার
সুখ, দুঃখ, বিষাদ, যন্ত্রণা,
ভালমন্দ মনের মন্ত্রণা,
দয়া, মায়া, অশ্রু, হাসি,
খেলা, ভালবাসাবাসি,
মান, অপমান,
বায়ুময় প্রাণ

উবে গেল—ডুবে গেল সময়ের গ্রাসে ;
প্রহরেক তরে
মিশাল বায়ুর ন্যায় সময়-আকাশে।
ফিরিবে না আর—আসিবে না আর
যা' গেল চলিয়া ;
প্রহরেক তরে আলোকে আঁধার
পড়িল ঢলিয়া।
বিজয়ের প্রাণ—বিজয়ের জ্ঞান—বিজয়ের ধ্যান
প্রহরেক তরে
মিশা'ল কি নিরাকার সময়-অম্বরে ?
প্রহরেক তরে ?—না না—
বিজয়ের প্রাণ— বিজয়ের জ্ঞান—বিজয়ের ধ্যান
চিরকাল তরে
মিশাইল সময়-অম্বরে।
বিজয়ে বিজয় নাই আর,
স্তরে স্তরে আঁধারে আঁধার ;
তুমি দেখ আলোকের রেখা,
বিজয়ের ফুরা'ল সে দেখা ;
নলিনীর জীবনের সনে
ম'রেছে গো বিজয় জীবনে।
এ কি কথা ! অসম্ভব ! কেমনে বিশ্বাস করি ?
কেমনে বিজয় গেল জীবন থাকিতে মরি ?
যদি না বিশ্বাস কর,
কেমনে বুঝা'ব তবে আর ?
কিন্তু কর প্রণিধান, অবিশ্বাসী মন,
কথা কহা—নড়া চড়া
বুঝ বুঝি জীবন্ত জীবন ?
তা' নয়—তা' নয়।
(নিশ্চয় নিশ্চয়।)
না—না—তা' নয়—
জীবন্ত জীবন যা'র নাম,
সে জীবনে এ ব্রহ্মাণ্ড-ধাম
অবিরাম—অবিরাম—অবিরাম শূন্যময়,
জীবন্ত-জীবন, ভাই ! হেথা থাকিবার নয়।
এ ব্রহ্মাণ্ড-ধাম,
এ ব্রহ্মাণ্ডের অণুপরিমাণ
এই যে ধরণী
দিবস রজনি
নির্জ্জীব জীবনপূর্ণ ; জীবন্ত-জীবন
নাহি হেথা—থাকিতেও পারে না কখন।
শোকের প্রভুত্ব যেথা সদা,
বিষাদের ডোরে প্রাণ বাঁধা,
নিদারুণ রোগের পীড়ন,
নীরাশার দারুণ তাড়ন,
যন্ত্রণার নিরয় যেথায়,
জীবন্ত জীবন কি সেথায়
থাকিবারে পারে ?
তুমি আমি নড়ি চড়ি—কথা কই বটে,
জীবন্ত জীবন কিন্তু আছে কি এ ঘটে
মানব-সংসারে ?
নাই নাই—কভু নাই, ভ'রেছে সংসার, ভাই
নির্জ্জীব জীবনে ;
জীবন্ত জীবন হেথা এসে ম'রে গেছে, ব্যথা
পাইয়ে জীবনে !
তাই বলি, অভাগা বিজয়
ম'রেছে গো ম'রেছে নিশ্চয় !
আমরাও বিজয়ের মত
এ মর সংসারে
একটি অথবা বহু বিষাক্ত দংশনে
ম'রে আছি—ম'রে আছি জীবন্ত জীবনে
পড়িয়ে আঁধারে।
নাম মাত্র জীবন্ত জীবন
নামে কথা কহা—নড়াচড়া,
নামমাত্র নাকের নিশ্বাস,
কাজে মোরা প্রাণহীন মড়া।
কি জটিল প্রহেলিকা—কূট ইন্দ্রজাল !
ও কয়নে ! চ'লে গেল প্রহরেক কাল।

২

প্রহরেক কাল গেল অলক্ষ্যে মিশিয়া,
দ্বি-প্রহর কাল এল অলক্ষে ভাসিয়া।
বিজয়ের লক্ষ্যের পুতলী

অলক্ষ্যে অলক্ষ্যে গেছে চলি'
অলক্ষ্য ভুবনে।
চক্ষের লক্ষ্যেতে আর দেখা নাহি পা'বে তা'র
নির্জ্জীব জীবনে।
নির্জ্জীব জীবন ছাড়ি' জীবন্ত জীবন
পেয়েছে নলিনী বালা জন্মের মতন।
কেন তবে বৃথা আর নির্জ্জীব বিজয়,
ভুলি'ছ আশার ছলে?—আশা মোহময়।
নির্জ্জীব জীবন যবে যা'বে,
জীবন্ত জীবন যবে পা'বে,
নলিনীর দেখা পা'বে তবে।
নির্জ্জীব জীবনে এবে ভাবিয়ে কি হ'বে—
কি হ'বে, বিজয়!
পা'বার যে নয়।

৩

শ্মশানের সীমা-পাশে অবশ অবশ ভাবে
দাঁড়াইল হতাশ বিজয়;
ছিন্ন কনকের লতা লুটিয়া প'ড়েছে কাঁধে
এ নলিনী সে নলিনী নয়।
কল্পনে গো! বুঝাও আমায়,—
কে এই নলিনী?
খুল খুল খুল অচিরায়
রহস্য-কাহিনী।
জ্ঞান পড়িয়াছে বাঁধা, অন্তরে লেগেছে ধাঁধা,
বুঝি বুঝি করি, কিন্তু বুঝিতে পারি না;
খোল-খোল হ'য়ে তবু খোলে না খোলে না যে গো
রহস্যের আঁটা দ্বার—খুলিতে জানি না।
কি এক মায়ার আবরণে
কি এক অস্ফুট কূট ছায়া,
মরীচিকা খেলি'ছে নয়নে,
মায়ারে ভুলায় এ কি মায়া?
এত দিন কি বুঝিনু—কি বুঝিনু আমি?
কিছু না কিছু না, শুধু অজ্ঞানের খেলা;
অজ্ঞানের মুগ্ধ কোলে আয়ুরে লুকা'নু,
ভাসা'নু কালের জলে জীবনের ভেলা,
তুল যবনিকা—দেখ—মাঝামাঝি বেলা;
হেলায় হারা'নু জ্ঞান, আয়ু-রেখা অবসান
ধীরে ধীরে হইতেছে—কখন কি হয়,
কবে আর কবে আর এ কূট রহস্য-দ্বার
খুলিব খুলিব আমি?—খুলিবার নয়।
তবে এই কূটদ্বার খোলে,
তুমি যদি খোল অবহেলে;
এ দ্বারের কল্পময়ী তালা,
এ দ্বারের কল্পময়ী চাবী
তোমারি তোমারি কাছে আছে,
খোল দ্বার—খোল খোল, দেবি!

৪

নীরবে নীরবে খুলিল দুয়ার,
নীরবে কল্পনা পশে;
আঁধারের রাশি করে গিসিগিসি
গায়ে গায়ে মিশে মিশে।
কল্পনা অমরী মুটো মুটো ধরি
আঁধার বাহিরে ফেলে;
দেখিতে দেখিতে পলকে চকিতে
রাশি রাশি আলো খেলে।
দেখিনি দেখিনি কখন দেখিনি
সেরূপ আলোক আগে;
পৃথিবীর আলো আঁধারে লুকা'লো,
কেবল সে আলো জাগে।
কহিল কল্পনা;— "ওরে বাছাধন!
ওরে মরতের ছায়া!
হের হের এই রহস্যের ছবি,
মুছিয়া নিয়েছি মায়া।
বিজয়ের কাঁধে কে এ হেমলতা
আলুথিত চুলে ঝুলে,
কে এই নলিনী, বুঝে নে বুঝে নে,
কপাট দিয়েছি খুলে।"
কল্পনার ভাবে, সুখশোকত্রাসে
অবাক্ হইয়া গেনু,
ধাঁধার উপরে ফের এ কি ধাঁধা,
গোলোকধাঁধায় এনু!

শূন্যদৃষ্টে চাই, কেউ কথা নাই,
অথচ অথচ এ কি!
এ কি গো রহস্য! এ কি কারখানা!
এ কি কূট কাণ্ড দেখি!
কূট মায়া-মাখা কূট প্রহেলিকা,
অস্ফুট অস্ফুট ধাঁধা,
জননি কল্পনে! কি কূট ছলনে
নয়ন পড়িল বাঁধা!
কহিল কল্পনে,— "এখনো রে তোর
ভাঙেনি মোহের ঘোর;
চোখে দিনু হাত, কর্ দৃষ্টিপাত,
কি ওই সমুখে তোর।"

৫

চাহিয়া দেখিনু, দেখিনু সমুখে;—
শ্মশানে হেরিনু যা'রে,
সেই সে নলিনী নির্জ্জীব নলিনী
পড়িয়া একটি ধারে।
ভৌতিক বিশ্লেষে, পড়ে খ'সে খ'সে
দেহের গঠনগুলি,
জলে মিশে জল, অনলে অনল,
ধূলায় মিশি'ছে ধূলি,
বাতাসে বাতাস, আকাশে আকাশ,
পাঁচে পাঁচ গেল মিশে;
চারিধারে চাই, খুঁজিয়া না পাই,
শেষ না রহিল শেষে।
কোথায় নলিনী?— কোথায় নলিনী?
কোথাও কিছু যে নাই;
সব একাকার, নিবিড় আঁধার,
ফাঁকে ফাঁকে খালি চাই।
সেই সমীরণ, সেই হুতাশন,
সেই রবি, সেই জল,
সেই নীলাম্বর, সেই জলধর,
সেই শশী, তারাদল,
সেই তরু, লতা, ফল, ফুল, পাতা,
সেই এই বসুমতী,
সেই সেই সবি, সেই সেই ছবি,
কই সে নলিনী সতী?
আপনা আপনি ক্ষণে কোটিবার
এ প্রশ্ন জাগিল মনে,
আপনা আপনি ক্ষণে কোটিবার
এ প্রশ্ন মিশিল মনে,
উত্তর না পাই কেনে?
অবাক হইয়া, রহিনু চাহিয়া,
রহিনু পাতিয়া কান,
কিছু নাহি দেখি, কিছু নাহি শুনি,
পলকে আকুল প্রাণ।
কোথা যে আইনু, কোথা যে দাঁড়া'নু,
কিবা যে দেখিনু, কিবা যে শুনিনু,
বুঝি না বুঝি না কিছু;
এ কি গো বিষম মহাদিগভ্রম,
কোন্ দিকে চাই, কোন্ দিকে যাই?—
কই আগু?—কই পিছু?
আবার অমনি আপনা আপনি
জাগিল প্রশন চিতে,
জীবন্ত জীবন— নির্জীব জীবন
কে পারে বুঝা'য়ে দিতে?
অমনি তখনি বিদুষী কল্পনা
দাঁড়া'য়ে আমার পাশে,
জীবন্ত জীবন— নির্জ্জীব জীবন
বুঝাইলা ঋজুভাষে;—
"অজ্ঞান অবোধ ওরে নরশিশু!
ব্রহ্মাণ্ডের একচুল
এই যে পৃথিবী, ইহারি উদরে
নির্জ্জীব জীবনকুল।
এ ক্ষুদ্র ধরায় কখন ছিল না,
এখনো এখনো নাই,
পরেও র'বে না জীবন্ত জীবন,
ধরণী নহে সে ঠাঁই।
নলিনীর মত হেথাকার লোক,
কেহই জীবন্ত নহে,

নির্জ্জীব জীবনে নড়িয়া চড়িয়া
নির্জ্জীব বচন কহে।
কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি দীন,
কি দয়ালু, দয়াহীন,
কিবা বর্ষীয়ান্, কিবা শিশুপ্রাণ,
কিবা স্থূল, কিবা ক্ষীণ,
কিবা নর নারী, কিবা ক্লীব জাতি,
কিবা মূর্খ, কিবা জ্ঞানী,
এই পৃথিবীতে সবাই সমান
সবাই নির্জ্জীব প্রাণী।
জড়ের সমষ্টি, তা'রি এক মুষ্টি
সে মুষ্টির অণু-অংশ
মিশিয়া মিশিয়া পাঁচে এক হ'য়ে
গ'ড়েছে 'মানুষ' বংশ।
জড়ের জীবন আছে কি কখন?
জড়ে গড়া নর তবে
জীবন্ত জীবন অধিকারী ব'লে
কিসে প্রমাণিত হ'বে?
ক্ষিতি অপ্ তেজ- মরুৎ-আকাশ
পঞ্চভূত চিরকালি
মিশি'ছে খসি'ছে, আবার মিশি'ছে,
আবার খসি'ছে খালি।
এইরূপ ছিল— এইরূপ আছে—
এইরূপ র'বে পরে;
মরীচিকা-ছায়া জীবন্ত জীবন
ঢাকি'ছে সকল নরে।
রবি, শশী, তারা, ফল,ফুল, পাতা,
তরু, লতা, ধূলি, জল,
সাগর, হুতাশ, কর্দ্দম, বাতাস,
ধাতু, জলধর-দল,
বালুকার কণা অবধি পর্ব্বত
জড়ে জড়ে জড়াজড়ি,
জড় ছাড়া নয়, সবি জড়ময়,
পৃথিবী জড়ের পিঁড়ি;
সেই পিঁড়ি'পরি আলিম্পন-দাগ
জড়ের মানুষ জাতি

যায় গড়াগড়ি, যায় ছড়াছড়ি,
অবিরাম দিবারাতি।"
ঘুচে গেল ধাঁধা, মিলা'ল স্বপন,
ভেঙে গেল ভ্রম-ঘুম,
পলকে হইল সন্দেহ নিরাস,
স'রে গেল মোহ-ধূম।
কি এক ভাবেতে মরমের তলে
জাগিয়া উঠিল কি যে,
স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়া'য়ে রহিনু
দেহ গেল ঘামে ভিজে।
জীবন্ত জীবন নির্জীব জীবন
স্বপন-ছায়ার মত
কি-যে-কি করিল, বুঝাইতে নারি,
জ্ঞান যা আমার কত?
আবার কল্পনা কহিলা আমারে?—
"হের হের শেষবার,
মুখ ফিরাইয়া, দেখ রে চাহিয়া,
দেখিতে না পা'বে আর।"
অমনি তখনি মুখ ফিরাইয়া,
দেখিনু চাহিয়া পাশে;
প্রলয় প্রলয়, বিলয় বিলয়,
মরম চমকে ত্রাসে।
ধূ-ধূ ধূ-ধূ ধূ-ধূ! শুধু ধূ-ধূ-ধূ-ধূ!
দৃষ্টি যত দূর ধায়,
তত দূর ফাঁক— শুধু শূন্য ফাঁক,
কিছু না দেখিতে পায়।
সেই দিকে চাই, শুধু দেখি তাই—
কিছু নাই ফাঁক বই!
ফাঁকের মিশালে আমিও মিশিনু,
ফাঁক ছাড়া আমি নই।
দেহ হ'তে খসি' জীবন উড়িল,
উড়িয়া মিশিল ফাঁকে;
ইন্দ্রিয় নিচয় দেহ হ'তে খসি'
খুঁজিতে লাগিল তা'কে।
খুঁজিতে খুঁজিতে তা'রাও মিশিল,
ফিরিল না মোর পানে,

মন পালাইল লুটিয়া লুটিয়া
কোথা যে, কেবা তা' জানে!
ভাল মন্দ যত মানসিক বৃত্তি
বাতাসে মিশিল ফাঁকে,
সেই উবে যায়, কোথা মিশে যায়,
ধরিবারে যাই যা'কে।

শ্রুতিশক্তি গেল, বাক্‌শক্তি গেল,
গেল গেল মোর সবি,
দীপশিখা সম নিভিয়া হইনু
নিবিড় আঁধার ছবি!
কোথায় কল্পনা দেখিতে না পাই,
কি বলে কল্পনা শুনিতে না পাই,
আমাতে আমি যে নাই!
শূন্যতার জীব শূন্যে মিশাইনু,
স্বপনের খেলা শূন্যে মিশাইনু,
সলিলের রেখা বায়ে শুকাইনু,
তুষারের খণ্ড তাপে গ'লে গেনু,
আমাতে আমি তো নাই!

৬

কতক্ষণ তরে ছিনু যে এমন,
জানি না জানি না কিছু;
হেনকালে যেন কে ডাকিল মোরে
এসে মোর পিছু পিছু।

৭

করতলে নয়ন মুছিয়া,
চাহিলাম নয়ন মেলিয়া,
শূন্য-কোলে ঢুলে ঢুলে হেলিয়া হেলিয়া।
কি এক আচম্‌কা চমকেতে
পড়-পড় হইনু যেমন,
অমনি কমল কর মেলি'
কল্পনা কোমল কোলে নিলেন তুলিয়া।
বসিনু মায়ের স্নিগ্ধ কোলে,
কি এক আনন্দে গেল গ'লে
হৃদয়, অন্তর, দেহ, প্রাণ,
কি এক অমিয়মাখা তান

মরমের মরমে বাজিল,
শিরায় শিরায় পরশিল
সে তানের সরু সুর রেখায় রেখায়;
কি এক ভাবের ঘুমে মন ভুলে যায়।
চোক মিলে চাহি একবার,
ঘুমে লুটে পড়ি আরবার,
একবার চোক বুজি—একবার চাই,
অলক্ষে আসিল নিদ্রা—আর জ্ঞান নাই।
ভুলে গেনু পৃথিবীর মায়া,
ভুলে গেনু আপনার ছায়া,
ভুলে গেনু জীবন্ত জীবন,
ভুলে গেনু নির্জ্জীব জীবন,
কি এক জড়ানো গোলমেলে
এলোমেলো অদ্ভুত স্বপন!
আগা নাই, গোড়া নাই, অথচ দেখিতে পাই
কত কি যে বিচিত্র ব্যাপার!
এই দেখি একরূপ, পরক্ষণে অন্যরূপ,
এই আলো—এই ছায়া—এই অন্ধকার!
এই দেখি প্রকাণ্ড তপন,
খ'সে প'ড়ে গেল গুঁড়াইয়া,
সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম পরমাণু
রাশি রাশি পড়িল উড়িয়া;
এক এক পরমাণু হ'তে
এক এক জীব জনমিল,
পুন তা'রা ভাসি' কাল-স্রোতে
ফাঁকে ফাঁকে কোথায় চলিল;
কিছু দূর যাইতে যাইতে
মিশে গেল সবাই আকাশে,
অমনি অসংখ্য তারামালা
দেখা দিল আকাশের পাশে।
আবার আবার অন্ধকার,
ডুবে গেল তারকার হার;
কোথা হ'তে মেঘ রাশি রাশি
চ'লে চলে নীলাকাশে ভাসি'।
ভাসিতে ভাসিতে গেল মিশে,
চন্দ্র, সূর্য্য, তারা পড়ে খ'সে;

শূন্য-কোলে কোথা ছুটে যায়,
নাহি স্থান কোথা যে দাঁড়ায় ;
নিমেষে অযুত ক্রোশ ছোটে,
গোল গোলা ফাঁকে ফাঁকে লোটে !
কোথা ধায় রবি শশী তারা ?
পথ নাই, যেন দিশাহারা ;
ছুটিতে ছুটিতে গায় গায়
পরস্পরে জোরে ঠেকে যায় ;
ঠেকিবামাত্রেই পরস্পরে
গুঁড়া হ'য়ে ঝর ঝর ঝরে।
সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম পরমাণু
দেহ হ'তে ঝরিল সবার,
নাহি আর রবি শশী তারা,
শুধু—পরমাণু-মাখানো আঁধার !

৮

আচম্বিতে কোথা হ'তে সেই পরমাণু স্রোতে
উৎপন্ন হইল নরনারী ;
এক দুই তিন চার শত লক্ষ কোটি কোটি
অসংখ্য অসংখ্য সারি সারি।
কোথা থেকে থেকে থেকে পরমাণু রাশি এসে
ফাঁকে ফাঁকে ভেসে ভেসে,
মিশে যায় তাহাদের গায় ;
অমনি রক্তের স্রোত শরীর-শিরায় বহে,
গজায় হাড়ের ঝাড়,
বসা, মাংস, চর্ম্ম সমুদায় ;
নাক কাণ চোক মুখ, হাত পা উদর বুক,
গ্রীবা দন্ত মস্তক চিকুর,
রমণী কোমল অঙ্গী, মধুর মোহন ভঙ্গি,
পুরুষের কায় কঠিন কঠিন,
শক্তি ভরপূর।

৯

আবার আবার মুহূর্ত্তেকে
পরমাণু রাশি-ছায়া থেকে
নানাজাতি বৃত্তি সমুদায়
মানবের ভিতরে মিশায়।
ইন্দ্রিয়ের নানা লীলাখেলা
ভালমন্দে মিশিয়া মিশিয়া,
ইন্দ্রিয়-রাজ্যের মহারাজ
মন উঠে ছায়ায় জাগিয়া।
সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষ ঘৃণা,
প্রেম প্রীতি সোহাগ করুণা,
মোহিনী মায়ার মহাছবি,
হিংসার দারুণ মূর্ত্তিখান,
অহিংসার অপরূপ রূপ,
পরমাণু ছায়া-গড়া প্রাণ !
পরমাণু-গড়া নর নারী,
পরমাণু-ছায়া-গড়া বৃত্তি
একসঙ্গে মিশিয়া মিশিয়া
অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব অতি মানব জগৎস্থিতি
করিল স্থাপন,
আচম্বিতে পুনরায় মিশে গেল কে কোথায়
আচম্কা ভাঙ্গিল যেন অদ্ভুত স্বপন !

১০

আবার আবার অন্ধকার !
যতদূর যাই—ঘোর অন্ধকার !
যেই দিকে চাই—সেই অন্ধকার !
ভয়ে চমকিয়া উঠে, কেবল পলাই ছুটে,
পাইবারে আঁধার-কিনার,
বৃথা আশা—আরো বাড়ে আঁধারে আঁধার !
আমি যেন কোথাকার কে গো,
কোন্ দেশে পথ ভুলে এনু,
একেবারে হ'নু দিশেহারা,
এ আঁধারে একটিও তারা—
পথের আলোক নাহি পেনু।
ঠেলে ফেলে আঁধারের রাশি,
এগিয়ে পেছিয়ে যাই আসি,
কোথা কিছু দেখিতে না পাই,
আঁধারে আঁধারে খালি চাই !
অন্ধ আমি নয়ন থাকিতে,
আলোকেই নয়নের খেলা ;
অন্ধকারে নয়নের জ্যোতি
নিবে যায় চাহিতে চাহিতে ;

নাহি পেলে আলোক বা দিবা
নাহি খেলে নয়নের বিভা,
তবে এ নয়নে সুখ কিবা ?
তপন আলোক নাহি দিলে,
চাঁদের নয়নে কিবা ফল ?
আলোক আলোক নাহি দিলে,
নরের নয়নে কিবা ফল ?
পরের প্রত্যাশী হ'য়ে, ছিছি,
কেন এ নয়ন ধ'রে আছি ?
বিধাতার বিচিত্র রচনা মাঝে কেন
এ কলঙ্ক—কাঁচা কাজ—অপূর্ণতা হেন ?
যা'রে আমি ভালবাসি, আসিলে আঁধার রাশি,
যদি তা'রে না পেনু দেখিতে,
কিবা লাভ তবে এ আঁখিতে ?
না পেলে আলোক-রেখা, না মেলে সাধের দেখা,
সাধ করি যা'রে,
সাধে বাদ সাধে বিধি ডুবা'য়ে আঁধারে।
যে ফুলের মুখভরা হাসি
প্রাণভরা সুখে ভালবাসি,
দুরন্ত আঁধার তা'রে রাখে মোর আঁখি-আড়ে'
সাধের হাসনি ডুবে যায়,
আঁখি মোর কেঁদে কেঁদে চায়।
কেন বিধি এ আঁধার করিল সৃজন—
অন্ধের মন্দির, নর-চক্ষুর মরণ!

১১

হেনকালে কে যেন আমারে
কানে কানে বলে ধীরে ধীরে ;—
"আরে আরে আঁধারের ছায়া!
আঁধারের নিন্দা কর কেন ?
আঁধারই মৌলিক কারণ,
আঁধারই ব্রহ্মাণ্ডের মায়া!
রবি শশী আঁধারের ছবি,
তারাবলী আঁধারের আলো'
ফুল কিংবা ফুলের হাসনি,
ধরণীর ঘুরন্ত নাচনি,
মহাসিন্ধু উর্ম্মিমালা-পরা,
শৈলবন মরুময়ী ধরা,
কাদম্বিনী নানা-রঙ-মাখা,
সৌদামিনী অগ্নি-বীজ-রেখা,
স্থাবর জঙ্গম চরাচর,
জড়াজড়, অনন্ত অম্বর
আঁধার ব্যতীত কিছু নয়,
বাহির অন্তর যত কিছু—
সমস্তই অন্ধকারময়!
বেশী কি বলিব তোরে আর—
বেশী কি শুনা'ব তোরে আর—
বেশী কি দেখা'ব তোরে আর—
বেশী কি বুঝা'ব তোরে আর ?—
সাধের আলোক তোর নির্জ্জীব জীবন!
আর এই অন্ধকার—
বিশ্বব্যাপী অন্ধকার—
সর্ব্বগ্রাসী অন্ধকার—জীবন্ত জীবন!"
শিহরিয়া উঠিল শরীর,
শিহরিল প্রাণ,
শিহরিয়া উঠিল অন্তর,
শিহরিল জ্ঞান!
খুলে গেল ধাঁধার ঢাকুনি,
জীবন-রহস্য ভেদ হ'ল,
ও হরি! আলোকে ম'রে আছি,
অন্ধকার(ই) জীবনের আলো!
সাধের আলোক মোর নির্জ্জীব জীবন!
অসাধের অন্ধকার(ই) জীবন্ত জীবন!
ও কল্পনে মহামায়াবিনি!
বুঝিয়াও বুঝিতে পারিনি।
আমি বড় হ'য়েছি আকুল,
দে দেখায়ে এ আঁধারে কূল।
দরিদ্র বিজয় মোর কোথা ?
বিজয়ের স্বর্ণলতা কোথা ?
অহো এ কি জটিল স্বপন!
সাধের আলোক মোর নির্জ্জীব জীবন!
অসাধের অন্ধকার(ই) জীবন্ত জীবন!

জীবনের মিলন।

"Thy life and mine, a double life made one."

BRENON.

১

এই যে বিশাল বিশ্ব সম্মুখে আমার
জাগে নিরন্তর,
ইহার সহিত
অটুট সম্বন্ধে আমি বাঁধা চিরকাল ;
আমার জীবন সহ বিশ্বের জীবন
এক বই দুই নয়—একত্রে মিলন।

২

জলে জল মিলে গেলে প্রভেদ কি রয় ?
কিছু নয়—কিছু নয়,
মিলে একাকার হয়,
বিশ্বের জীবন সহ আমার জীবন
সেইরূপ একাকার—অপূর্ব্ব মিলন।

৩

বৈজ্ঞানিক ! কেন তুমি, স্থাবর জঙ্গম—
জড় বা অজড় নামে প্রভেদ দেখাও ?
এক বই দুই নাই, তবে কেন বল ভাই,
যে নড়ে—অজড় সেই, যে না নড়ে—জড় সেই ?
'নির্জ্জীবে' স্থাবর বল, 'সজীবে' জঙ্গম ?
কেন বৃথা বহ মনে হেন মহাভ্রম ?

৪

হয়, বল সমস্তই জড়ের মিশ্রণ,
নয়, বল সমস্তই অজড় সজীব ;
জান না কি তুমি আমি
এক প্রাণে এক প্রাণী ?
জান না কি তুমিও যে
তাপও সে, আমিও সে ?
জান না কি মাটী যাহা,
তুমি তাহা, আমি তাহা,
জান না কি, জল যাহা,
তুমি তাহা, আমি তাহা ?
জান না কি বায়ু যাহা,
তুমি তাহা, আমি তাহা ?
জান না কি শূন্য যাহা,
তুমি তাহা, আমি তাহা ?
নিজে বল এই পঞ্চে এ বিশ্ব সংসার,
তবে কেন ভেদাভেদ—দেখাও আবার ?

৫

পঞ্চভূতে গড়া তুমি, পঞ্চভূতে গড়া আমি
পঞ্চভূতে গড়া এই নিখিল সংসার খানি।
এই সে বিশ্বের প্রাণ তোমার আমার প্রাণ ;
আবার—
তোমার আমার প্রাণ এই সে বিশ্বের প্রাণ ;
এক প্রাণ ভাগ হ'য়ে রেখেছে সকল প্রাণী।
তুমি বল, তুমি আমি (মানুষ !) জীবন্ত প্রাণী।
চন্দ্র সূর্য্য জীব নয়, শুধু জড়পিণ্ডময় !
পৃথিবী জড়ের অংশ, জীবেই অজড় বংশ !
কেন তুমি, বৈজ্ঞানিক ! বল এ অসার বাণী

৬

জান না কি, রবি যদি আজ লয় পায়,
গ্রহ তারা এই ধরা গুঁড়া হ'য়ে যায়,
শুখাইয়া যায় জল, শূন্য হ'য়ে যায় স্থল,
অনল নিবিয়া যায়, মিলাইয়া যায় বায়,
শূন্যতাও যায় ম'রে, তা' হ'লে কেমন ক'রে
তুমি আমি প্রাণ ধ'রে থাকিব কোথায় ?
তবু বিশ্বাসিবে তুমি নিজের কথায় ?

এই বিশ্ব না থাকিলে তুমি আমি কে ?
আবার—
তুমি আমি না থাকিলে এই বিশ্ব কে ?
আবার—
তুমি না থাকিলে পরে
আমি বা কে, বল মোরে ?
আবার—
আমি না থাকিলে, ভাই !
তোমারো তো সত্বা নাই ;
জান না কি পরস্পরে বাঁধা আছি যে ?

৮

তাই বলি—
এই যে বিশাল বিশ্ব সম্মুখে আমার
জাগে নিরন্তর,
ইহার সহিত
অটুট সম্বন্ধে আমি বাঁধা চিরকাল ;
আমার জীবন সহ বিশ্বের জীবন
এক বই দুই নয়—প্রাণের মিলন।

সম্পূর্ণ।

ব্রজবিহার।

[১]

কস্ত্বং বাল বলানুজ স্ত্বমিহ কিং
মন্মন্দিরাশঙ্কয়া,
বুদ্ধং তন্নবনীতকুম্ভবিবরে হস্তং
কথং ন্যস্যসি।
কর্ত্তুং তত্র পিপীলিকাপনয়নং
সুপ্তাঃ কিমুদ্বোধিতা,
বালা বৎসগতিং বিবেক্তুমিতি
সংজল্পন্ হরিঃ পাতু বঃ ॥

(ব্রজবিহারের কালে, কৃষ্ণচন্দ্র একদিন,
ননী চুরি করিবার তরে।
অনেক গোপীর গৃহে, প্রবেশিয়া চুপি চুপি,
দিলা হাত কুম্ভের ভিতরে ॥
গোপী তাহা জানিতে পারিয়া,
কৃষ্ণে কহে নিকটে যাইয়া) ;—

কে রে তুই ছোঁড়া ?

"বলাই দাদার ছোট ভাই।"

তা এখানে কেন ?

"আমাদের নিজের বাড়ী মনে ক'রে, ঢুকে প'ড়েছি।"

আচ্ছা তা যেন বুঝ্‌লুম, কিন্তু ননীর কলসীর ভেতোর হাত গুঁজেছ কেন ?

"পিঁপ্‌ড়ে তাড়াবার জন্যে।"

ভাল, তাও যেন হ'ল, তা ছেলেরা ঘুমুচ্ছিল, জাগালে কেন ?

"বাছুরগুলো কোন্ দিকে গেল, খোঁজ নেবার জন্যে।"

এমন ছলনাকারী হরি ভগবান।
তোমা সবাকার রক্ষা করুন বিধান

[২]

জীর্ণা তরিঃ সরিদতীব গভীর নীরা,
বালা বয়ং সকলমিত্থমনর্থহেতুঃ।
নিস্তারবীজমিদমেব কৃশোদরাণাং,
মাধব ত্বমসি সম্প্রতি কর্ণধার ॥

(কৃষ্ণ বা হবি চল পার,
এ রস যমুনা তটিনী।
নানা নিবেদিয়া, বাহিয়া দ্যানিয়া,
কৃষ্ণেরে যতেক গোপিনী ॥)

জীর্ণ তরি, নদীও গভীর নীরা অতি।
আমরা অবলা নারী অতি ভীতমতি ॥
একপে অনর্থহেতু সবি হেথা আছে।
নিস্তারের বীজ শুধু তুমি আছ কাছে।
মোরা নারী কৃশোদরী, আতঙ্ক অপার।
হে মাধব তুমি এবে পার কর্ণধার।

[৩]

শ্রীশ্রীকৃষ্ণো জয়তি জগতাং জন্মদাতা চ
পাতা,
হর্তা চান্তে হরতি ভজতাং যশ্চ
সংসারভীতিম্।
রাধানাথঃ সজলজলদশ্যামলঃ
পীতবাসা,
বৃন্দারণ্যে বিহরতি সদা সচ্চিদানন্দ-
স্বরূপঃ ॥

জগতের জন্মদাতা পাতা হর্তা হরি।
ভক্তের সংসারভীতিহারী ভবতরী॥
রাধানাথ সজলজলদ শ্যামকায়।
পীতবাস বৃন্দাবনে বিহরে সদায়॥
কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ।
নিত্যজ্ঞান-নিত্যানন্দরূপ॥

[৪]

জ্যোতীরূপং পরমপুরুষং নির্গুণং
নিত্যমেকং,
নিত্যানন্দং নিখিলজগতামীশ্বরং
বিশ্ববীজম্।
গোলোকেশং দ্বিভুজমুরলীধারিণং
রাধিকেশং,
বন্দে বৃন্দারকেশং হরিহরব্রহ্ম-
বন্দ্যাঙ্ঘ্রিপদ্মম্॥

জ্যোতীরূপ গুণহীন, পরমপুরুষ প্রভু,
নিত্য এক নিত্যানন্দময়।
নিখিল জগতপতি, বিশ্ববীজ গোলোকেশ,
রাধিকেশ রাধিকাহৃদয়॥
দ্বিভুজ মুরলীধারী, বৃন্দাবন-সুবিহারী,
যেই কৃষ্ণ ভক্তের জীবন!
হরি হর ব্রহ্মা যাঁর শ্রীপদকমল বন্দে,
করি তাঁর শ্রীপদবন্দন॥

[৫]

যেষাং শ্রীমদ্‌যশোদাসুতপদকমলে
নাস্তি ভক্তির্নরাণাং,
যেষামাভীরকন্যাপ্রিয়গুণকথনে
নানুরক্তা রসজ্ঞা।
যেষাং শ্রীকৃষ্ণলীলালুলিতকথা সাদরৌ
নৈব কর্ণৌ,
ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ ধিগেতান্ কথয়তি
নিতরাং কীর্ত্তনস্থো মৃদঙ্গঃ॥

(হরিসঙ্কীর্ত্তনকালে, খোলে যেই বোল বলে,
ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ ধিগেতান্।
অর্থ তার শুন ভাই, ক্রমে ক্রমে ব'লে যাই,
বুঝ সবে করিয়া সন্ধান॥)
যশোদাসুতের পদ- কমল যুগলে, হায়,
যে সব নরের ভক্তি নাই।
আভীরকন্যার প্রিয় গুণগানে যে সবার
রসজ্ঞারে দেখিতে না পাই॥
কৃষ্ণলীলাগুণ-গান, সমাদরে শুনিবারে,
নাহি চায় যে সবার কান।
কীর্ত্তনের খোল তাই, তাসবারে বলে ধিক্,
ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ ধিগেতান্॥

[৬]

বৃন্দাবনে বৃক্ষলতাপ্রতানৈ-
র্বৃন্দাবনে শশ্বদ্ বিহারহেতোঃ।
পুরা বিধাত্রা রচিতান্ সুকুঞ্জান্,
জগাম কৃষ্ণঃ সহ রাধয়া সঃ॥

বৃন্দাবন-মাঝ বৃন্দাবনরাজ
করিবে বিহার,
তাই আগে বিধি, তরু লতা নিধি,
করিয়া সুসার,
রচিলেন যত কুঞ্জ মনোমত,
যতন করি;
লইয়া রাধায়, গেলেন সেথায়,
ব্রজেশ হরি।

[৭]

নবীনমেঘোপমনীলদেহঃ,
সুপীতপট্টাম্বরযুগ্মধারী।
স্মিতাননঃ কুণ্ডলবান্ কিরীটী,
বংশীধরো মালতীমাল্যধারী॥

নবঘনসম কিবা নীলতনু,
পীতপটবাসধারী;
স্মিতাস্য কুণ্ডলী করে শোভে বেণু,
কিরীটী মালতীহারী।

[৮]

গোপীজনানন্দকরো মুরারি-
বৃন্দাবনেন্দ্রো বনমাল্যশোভী ॥
বংশীনিনাদেন ব্রজাঙ্গনানাং,
মনাংসি সম্মোহিতবান্ স কামী ॥

গোপীসুখকারী, ব্রজেশ মুরারি,
বনমালা দোলে গলে ;
মুরলীবাদনে ব্রজবালাগণে
মোহিলা বিহার-ছলে।

[৯]

গোপীজনা যমিহ কামদৃশা ভজন্তে,
যং ভক্তিভাজ ইহ কেবল ভক্তিভাবৈঃ।
যং যোগিনো হৃদি ধিয়া পরিচিন্তয়ন্তি,
তং কেবলং কমললোচনমাশ্রয়েহম্ ॥

গোপীগণ কামের দৃষ্টিতে যাঁরে ভজে,
কেবল ভক্তির ভাবে ভজে ভক্তচয় ;
বুদ্ধিযোগে যোগী ভজে যাঁরে হৃদিমাঝে,
সেই কমলাক্ষ হরি আমার আশ্রয়।

[১০]

বনে বনে কুঞ্জবনে মুরারি-
র্ভ্রমন্ ভ্রমন্ ভ্রাজতি রাধিকা চ।
সহৈব কুঞ্জে রমতে চ রাধয়া
পায়াদপায়াদিহ কৃষ্ণ একঃ ॥

বনে বনে কুঞ্জবনে কৃষ্ণ ব্রজরাজ।
ভ্রমি ভ্রমি রাধাসনে করেন বিরাজ ॥
সেই এক মুরারি শ্রীহরি কৃষ্ণরায়।
রক্ষুন অপায় হইতে আমাসবাকায় ॥

[১১]

বৃন্দারণ্যে বিহরতি সদা
বাসুদেবো দয়ালু-
র্গোপস্ত্রীভিঃ স্মরশরশতৈ-
র্ভিন্নহৃৎ কাময়কীভিঃ।
গোপৈর্বালৈরপি সহচরৈঃ
সার্দ্ধমানন্দভুক্তে-
র্যোহসৌ কৃষ্ণঃ পরমকরুণ-
স্তং সদা চিন্তয়েহম্ ॥

বাসুদেব দয়াময়, কামুকী গোপিনীচয়
সহ বিহরেন সদা বৃন্দাবন মাঝে।
সে সবার শত শত স্মর শর কত মত
ওত মত করি যাঁর হৃদিমাঝে বাজে ॥
গোপবালকের সনে যিনি আনন্দিত মনে
সেই সুখ বৃন্দাবনে ভ্রমেন বিহরি।
গোপশিশুগণ যাঁর, সহচর খেলিবার,
পরম করুণ সেই কৃষ্ণে চিন্তা করি ॥

ইতি শ্রীধরস্বামিবিরচিত সংস্কৃত "ব্রজবিহারঃ" ও শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় কর্তৃক
তদ্বঙ্গপদ্যানুবাদ সমাপ্ত।

সম্পূর্ণ।